ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।

(১৩শ বর্ষ।)

(১৩২১ সালের ভাদ্র হইতে ১৩২২ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত।)

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

সম্পাদক

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি-কার্য্যালয়।

ভাগবতাশ্রম, কোঁড়ার বাগান, হাওড়া।

বার্ষিক মূল্য সডাক এক টাকা।

হাওড়া।
দি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
শ্রীসুবোধচন্দ্র কুণ্ডু [illegible]

ভক্তির ১৩শ বর্ষের সূচীপত্র।

ভক্তি।

১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। ভাদ্র। সন ১৩২১ সাল।

প্রার্থনা।

—:০:—

দীনবন্ধোর্দয়াসিন্ধো দীনবন্ধু প্রিয়াশ্রিতঃ।
দীনবন্ধুর্বিপন্নোঽহং দীনবন্ধো! সমুদ্ধর॥

হে সর্ব্ব-দুঃখহারিন দয়াময় দীনবন্ধো! তোমার অসীম দয়ার তোমার দীনজন-বৎসলতার জয় হউক। আমি অজ্ঞ, বিষয় বিমুগ্ধ, তাই তোমার তত্ত্ব বুঝি না বা তত্ত্বানুধাবনে যত্ন করি না। তোমাকে ভুলিয়া, তোমার বিষয় চিন্তা না করিয়াই আমি অমূল্য ভক্তি ধনে বঞ্চিত। আর তোমার প্রেমময়ী ভক্তি-ভাবে বঞ্চিত হইয়াই তত্ত্বজ্ঞান-সংহারিণী অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া দ্বারা বিশেষরূপে আক্রান্ত হইয়াছি। এই বিপুল বলশালিনী মায়ার হাতে পড়িয়া তাহার দাসত্ব করিয়াই আবার নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম করিতেছি এবং দুষ্কর্ম্মের ফল স্বরূপ রোগ, শোক দুঃখ, দৈন্য পরিতাপাদি নানা প্রকার অশান্তি ভোগ হইতেছে। ভাব না বুঝিয়া, কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া যতই কর্ম্ম করিতেছি ততই কর্ম্ম বাসনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যথার্থ ভোগের বিষয় না বুঝিয়া অনিত্য আপাত-মধুর বিষয়াদি ভোগে এ বিপদে দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হওয়া দূরের কথা ভোগ বাসনা বৃদ্ধিই পাইতেছে। তাই তোমার স্মরণ লইতেছি।

দয়াময়! শান্তি লাভের আশা তো একেবারেই নাই। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় তোমার অমোঘ কৃপা। দীনবন্ধো! কৃপা কর, তোমার ভাবে ভাবুক ভক্তজনের সঙ্গ মিলাইয়া দাও। সর্ব্বদা তোমার ভাবময়ী ভক্তি ভাবের আলোচনা করিয়া এ দারুণ মোহ দূর করি এবং মায়ার দাসত্ব

হইতে নিষ্কৃতি পাই। তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া যাহাতে চির অশান্তি, চির দুঃখ, চির পরিতাপাদি দূর করিয়া কুচিন্তার পরিবর্তে পবিত্র ভক্তি-ভাব-তত্ত্বের আলোচনায় অবশিষ্ট দিন কয়েকটী যাপন করিতে পারি সেইরূপ শক্তি দাও।

সহৃদয় ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদিগের আদরের "ভক্তি" সকল কল্যাণ-গুণ-নিলয় শ্রীভগবানের কৃপায় দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে শ্রী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পবিত্র আবির্ভাব বাসরে আপনাদিগের সমীপবর্ত্তিনী হইতেছেন। ভক্তজনের চির সঙ্গিনী হইয়া অশেষ লীলা-বিলাস-বিহারী শ্রীভগবানের প্রেম সম্পত্তির উদয়ের সাহায্য করাই ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। আসুন আমরা নূতন বর্ষারম্ভে, নূতন ভাবে, নূতন নূতন ভাবস্রোতে ভাসিয়া ভক্তিমতী কুন্তীদেবীর স্বরে স্বর মিলাইয়া শুভ জন্মাষ্টমী বাসরে ভক্তির একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।—

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্ ॥১॥

হে কৃষ্ণ! তুমি আদি পুরুষ, তুমি গুণাতীত ও সর্ব্বেশ্বর, যদিও তুমি সর্ব্ব ভূতের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছ, তথাপি তুমি বাক্য ও মনের অগোচর তোমাকে বার বার নমস্কার করি।১।

মায়া যবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥২॥

হে হরে! তুমি মায়াতীত হইয়াও নিজের মায়ায় নিজে আচ্ছন্ন রহিয়াছ, অর্থাৎ মায়া বন্ধন না ঘুচিলে তোমাকে জানা যায় না। আমি ভক্তিযোগ বিহীনা তোমাকে কি প্রকারে জানিব। অবিবেকী দর্শক যেমন নাটককারের অভিনয় কৌশল কিছুই জানিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তি বিরহিত ইন্দ্রিয় সুখাশক্ত ব্যক্তিও তোমাকে জানিতে পারে না।২।

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥৩॥

যাঁহারা বিধানানুসারে মুনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিষয়াশক্তি ত্যাগ করতঃ আত্মানাত্ম বিচারের দ্বারা পরমহংসত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ভক্তিভাবে উপা-

সনার সুবিধার্থই তোমার আবির্ভাব অতএব নিতান্ত মায়া বিমুগ্ধ বিশেষতঃ স্ত্রী জাতি আমরা কিরূপে তোমাকে জানিব।৩।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ।
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥৪॥

হে কৃষ্ণ! তুমি সকল লোকের পাপ নাশ কর, তুমি বাসুদেব, সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ তুমি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অথবা নিখিল পদার্থ তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে। তুমি দৈত্য বিনাশের জন্য দেবকীর গর্ভে জন্ম লইয়াছ, তাই তোমাকে দেবকী-নন্দন বলে। ভক্তের অভিলাষ পূরণের জন্যই তুমি নন্দগোপের কুমারত্ব স্বীকার করিয়াছ। তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ সকলের আনন্দ বিধান কর্ত্তা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।৪।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎস্যাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥৫॥

হে জগৎগুরো শ্রীকৃষ্ণ। আমার নিরন্তর এমন বিপদ উপস্থিত হউক, যে বিপদে সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতে পাই। তোমার দর্শনে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তোমা ছাড়া হইয়া পরম পদ লাভ করা অপেক্ষা তোমার সহিত থাকিয়া ঘোর বিপদে নিমগ্ন হওয়াও সহস্র গুণে শ্রেয়।৫।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্ ॥৬॥

হে কৃষ্ণ! সৎকুলে জন্ম এবং বিত্ত, বিদ্যা ও সুখ্যাতি দ্বারা নিতান্ত বিমুগ্ধ চিত্ত আত্মাভিমানী ব্যক্তি ভক্ত-বৎসল দীনবন্ধু যে তুমি, তোমার নামও উচ্চারণ করিতে পারে না। ৬।

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ ॥৭॥

হে কৃষ্ণ! যাঁহারা একমাত্র তোমারই ভরসা করেন সেই পূর্ণ নির্ভরশীল ভক্তই তোমার সর্ব্বস্ব। তুমি নির্গুণ, তোমার কোনও বাসনা নাই, কেবল ভক্ত-বাঞ্ছা পূরণই তোমার একমাত্র কার্য্য। তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।৭।

মন্যে ত্বাং কালমীশানমনাদি নিধনং বিভুম্।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র ভূতানাং যন্মিথঃ কলিঃ ॥৮॥

হে কৃষ্ণ! তোমাকে আমি সামান্য বলিয়া মনে করি না। তুমি সকলের নিয়ন্তা কাল স্বরূপ, আদ্যন্ত শূন্য পুরুষ। তুমি বাঞ্ছিতফল ও জীবের কর্ম্মানুযায়ী-ফল প্রদানে একমাত্র প্রভু। মানবগণ কেবল আপনাপন কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে অথচ "ঈশ্বরই সুখদুঃখদাতা" ইহা বলিয়া তোমাকে অবলম্বন করতঃ কলহ করে, কিন্তু তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শী।৮।

ন বেদ কশ্চিদ্ভগবংশ্চিকীর্ষিতং তবেহ মানস্য নৃণাং বিড়ম্বনম্

ন যস্য কশ্চিদ্দয়িতোঽস্তি কর্হিচিদ্দ্বেষ্যশ্চ যস্মিন্ বিষমামতি র্নৃণাম ॥৯।

হে ভগবন্! তুমি যখন নরলীলানুকরণে প্রবৃত্ত হও তখন কোনও ব্যক্তি তোমার অভিপ্রেত বিষয় বুঝিতে পারে না। কারণ জগতে তোমার কেহই শত্রু অথবা মিত্র নাই, সকলই সমান। কেবল মোহবশে মনুষ্যগণ তোমাতে শত্রু ও মিত্র বুদ্ধি করিয়া সেই পাপে দুঃখাদি পায়। ফলতঃ তোমাতে প্রিয় বুদ্ধিই জীবের শান্তি প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।৯।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥১০॥

হে ভগবন্! যে সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি নিরন্তর তোমার লীলা গুণাদি সাদরে শ্রবণ কীর্ত্তন উচ্চারণ স্মরণ ও অভিনন্দন করেন, তাঁহারাই শীঘ্র শীঘ্র পুনর্জ্জন্মাদি যাতনা নিবারক তোমার শ্রীচরণ দর্শনে সমর্থ হয়।১০।

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥১১॥

হে মধুপতে! গঙ্গা যেরূপ বিবিধ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া নিজের স্রোত সকল নদনদীর আশ্রয় যে সমুদ্র তাহাতেই প্রেরণ করে, সেইরূপ আমার মতি ও অনন্যবিষয়িনী হইয়া নিখিল লোকাশ্রয় যে তুমি তোমাতেই প্রীতিলাভ করুক। দীনশরণ! দীনবন্ধো! দীনের আশা পূর্ণ কর। ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম।

—:০:—

(গীতিকা)

আজি গো বরজে শুভ বাসর শুভস্মৃতি উঠে জাগিয়া।
তনু পুলকিত আবেশ ভরা— (উঠে) হৃদি আনন্দে মাতিয়া॥
নন্দের কত জনমের পুন্য রাশি,
ধন্য করিতে জগৎ বাসী
উদিল ইন্দু আঁধার নাশি
বরজ-গগনে আসিয়া॥
আজি যশোদার কোল আলোধন শোভিছে নন্দ-ভবনে,
গোলকের নাথ, গোপেন্দ্রনন্দন হেরিছে নন্দ নয়নে।
গোপ শিশুরূপে করিবারে খেলা সখাদের প্রাণ এসেছে,
ধরাধর-ধরে হেরি হলধর নয়নের নীরে ভাসিছে।
হ্লাদিনী স্বরূপা গোপিকার প্রাণ
হেরিছে, উদিত চিত চোরা শ্যাম
যোগ মায়া বৃন্দা করে আন চান
(কবে) হেরিব যুগল কাঁতিয়া॥
গোপ গোপী গাভী আনন্দনীরে, নিমগন সদা গোবিন্দ হেরে;
সারী শুক পিক মোহন সুরে, (গাহে) কিষণ্ কিষণ্ মাতিয়া॥
পাইতে পরশ ওপদ কমল, পুলকিতা ধরা প্রেমে বিহ্বল
ঢাকত কুসুমে সো কলেবর সাজে শ্যাম শোভা লইয়া॥
কুলু কুলু কুলু ধরিয়া তান,
তপন তনয়া বহে উজান
যোগী ঋষি ছোটে ত্যজিয়া ধ্যান
(আহ্লাদে) ভক্ত হৃদি উঠে নাচিয়া॥

শ্রীমাখনলাল দত্ত কবিরাজ।

নদীয়া-মাধুরী।*

(শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

——:০:——

বাল্য ও পৌগণ্ডে বালক ও বালিকার মূর্ত্তিতে কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। বালককে বালিকাবেশে কি বালিকাকে বালকবেশে পরিচয় করা কঠিন। ক্রোড়স্থ শিশুটি বালক কি বালিকা বিশেষ চিহ্নদর্শন ভিন্ন নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু পৌগণ্ডান্ত দশমবর্ষ পর্য্যন্ত বালকবালিকার বাহ্যভেদ অননুভবনীয়। প্রবৃত্তিগত ভেদও শিশুতে লক্ষিত হয় না। তবে বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালক ও বালিকার সংসর্গ ভিন্নরূপ বলিয়া বালক ও বালিকার প্রকৃতিগত ভেদ ঘটে। বালক কম্বুবৃত্তের পরিধির দিকে ছুটে, বালিকা গৃহকেন্দ্রে আবদ্ধ থাকে। নচেৎ দশমবর্ষ মধ্যেও বালক বালিকার প্রকৃতিগতভেদ প্রকাশ পাইত না। পুরুষ স্ত্রীর বাহ্যিক ভেদ বস্তুতঃ কৈশোরে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। যাহা হউক্, এমত স্থলে প্রকৃতি বাদ দিয়া আকৃতি ও রূপের আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, পৌগণ্ডকাল পর্য্যন্ত বালককে বালিকা এবং বালিকাকে বালক বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না। ইহাদের মিলনেও কোন পাপ উপজাত হয় না।

ব্রজে মহালক্ষ্মী, তদংশ মথুরায় মহিষী বা রাজলক্ষ্মী এবং তদংশ দ্বারকায় গৃহলক্ষ্মী।

সাধন ও সিদ্ধি,—প্রথমতঃ সাধন; উহা পুষ্পের কলি। এজন্য সাধনাবস্থার নাম কলি (যুগ)। দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধি উহা পুষ্পের সমধু-বিকাশ। এজন্য সিদ্ধাবস্থার নাম দ্বাপর (যুগ)। সাধন ও সিদ্ধির সম্বন্ধ যেমন নিত্য, কলি ও দ্বাপরযুগ-লীলাদ্বয়ের সম্বন্ধ ও সেইরূপ নিত্য। কলি ও বিকসিত কুসুম যেমন একই কুসুম কলিযুগও তেমন দ্বাপরের প্রচ্ছন্নাবস্থা—বিধেয়ানুবাদ সম্বন্ধ।

---

* প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ পাঠ না করিয়া কেহ সমালোচনা না করেন ইহাই সানুনয় নিবেদন। সম্পাদক।

বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।

অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

ইহাকে কলি বলি কারণ ইহাতে মধুবিকাশ ঘটে নাই—মধু অজ্ঞাত। ভাব-কুসুমের বিকাশ করাইয়া লওয়ায় নাম সাধন, তন্মধুর আস্বাদন বা কৃষ্ণপ্রাপ্তিই সিদ্ধি। গৌরলীলাকে অনুবাদ বলা হয়; কারণ, উহা কৃষ্ণলীলাস্বাদনের উপায় বা সাধন। এস্থলে সাধন সিদ্ধি বিষয়ে এইমাত্র আভাস রাখিলাম।

নিশীথকালে দিঙ্মণ্ডল ঘনঘটাচ্ছন্ন, এমন সময় কৃষ্ণ দেবকীর গৃহে আবিভূত হইলেন। আমরা চারিটি অবতারে ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখি—নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্য। অন্যান্য অবতারে ভক্তির মহিমা তত খেলে নাই, তত উচ্ছ্বাস বহে নাই। তবে বামন ভিক্ষায় ভক্তিপ্রবাহ মন্দ বহে নাই। ভক্ত জগতে উক্ত চারি লীলারই রসপ্রবাহ বেশী ছাইয়াছে। তদ্ভিন্ন যোগানন্দলীলায় মাতৃভাবেরও এক সুন্দর খেলা চলিয়াছে। উক্ত লীলাচতুষ্টয় মধ্যে নৃসিংহ-লীলায় অনন্তের আবির্ভাব নাই। রাম, কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ লীলায় অনন্ত পার্ষদ। বশিষ্ঠে শান্ত, হনুমানে দাস্য, গুহকে সখ্য এবং মাতাপিতায় বাৎসল্য প্রকাশ পাইয়াছে। নৃসিংহে যে জ্ঞানমিশ্র ভক্তির সূত্র, রামে তাহার ভাষ্যাদি প্রচারিত হইয়াছে। যখন জ্ঞানমিশ্র ভক্তির অর্দ্ধজ্ঞান অর্দ্ধভক্তি তখন অর্থাৎ বিশিষ্ট অষ্টমীতে কৃষ্ণ আবিভূত হইলেন। ভক্তি আলো বটে; জ্ঞানকে আঁধার বলিনা। তবু জ্ঞানের ধাঁধায় ভক্তির স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে। সূর্য্যদেবের অমৃতঘনমূর্ত্তি স্যমন্তকোন্মোচন না করা পর্য্যন্ত সত্রাজিতের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পত্নী পতির অর্দ্ধাঙ্গ। বসুদেব (দেব শব্দ যুক্ত) এবং দেবকীর (দেব শব্দ যুক্ত) জ্ঞান ও ভক্তির কোলে কৃষ্ণ প্রকাশ পাইয়া তথায় থাকিলেন না। কারণ জ্ঞান মিশ্রার এস্থলে অবসান। জ্ঞানমিশ্রার ধাম মথুরা। তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্তির ধাম ব্রজে কৃষ্ণ আসিলেন অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রার জ্ঞানভাগ অমৃতালোকে পরিণত হইল। শুদ্ধভক্তিযুগ আরম্ভ হইল। ভক্তির মল বিধৌত হইল। শুদ্ধভক্তির উদয় হইলে পূর্ব্বের জ্ঞানাংশ মলা বলিয়া উপলব্ধি হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান ও ভক্তির তত্ত্ব এইরূপ; কাঁচা আম জ্ঞান; কালক্রমে উহা যখন অর্দ্ধপক্ক হয় তখন পক্কাংশের নাম ভক্তি অপক্কাংশের নাম জ্ঞান হয়। কালে ঐ জ্ঞান বা অপক্কাংশও যখন পক্ক হয় তখন সম্পূর্ণ আমটি ভক্তি। ইহা শুদ্ধ ভক্তি। এই

আম আদ্যন্তই আম। পূর্ব্বে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এখন ভক্তি।

সূত্রকে বিধেয় বা ব্যাখ্যেয় বলা যায়। "অভি-ধা," "বি-ধা" দ্বারা বর্ণনা বুঝায়। সূত্রই বর্ণিতব্য হয়। ব্যাখ্যাকে অনুবাদ বলা হয়। কৃষ্ণলীলা সূত্রের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ গৌরলীলা।

কোন পদার্থ দর্পণে প্রতিফলিত হইলে, তখন তাহার উল্টা (বিপরিত) অবস্থিতি ঘটে। দক্ষিণ বাম, বাম দক্ষিণ ইত্যাদি। ব্রজলীলা নদীয়া দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুবাদে বিষয়াশ্রয়বৈপরীত্য ঘটিয়াছে।

মকরন্দ গন্ধে ভ্রমর আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হয় এবং যেমন পুষ্পমধু পান করে, তদনুরূপ সিদ্ধি জীবে সাধন পদ্ধতি দিয়া আকর্ষণ করে এবং নিজ মাধুর্য্য পান করায়। সিদ্ধযুগ দ্বাপর, সিদ্ধধাম ব্রজ। সূত্র হইতেই যেমন ভাষ্যোৎপত্তি, আবার ভাষ্য দ্বারা সূত্র উদ্বোধিত হন। এই বিপরিত বা উল্টাক্রমকে সাধন বলে। অতএব কলি সাধনযুগ। সর্ব্বযুগেই সাধন সিদ্ধি আছে, কেবল কলি ও দ্বাপরের সম্বন্ধ নির্ণয়ে একথা উক্ত হইল। সূত্রের বিকাশ বা বিস্তার যেমন ভাষ্য, তদ্রূপ বিধেয় বা কৃষ্ণ লীলার বিস্তারিত অনুবাদ গৌরলীলা সুতরাং অনুবাদ ও বিধেয় অভিন্নতত্ত্ব। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই।

"—ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

অনুবাদ দ্বারা বিধেয় ধরিবার ক্রম দর্শাইতে আগে চৈতন্য শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পরতত্ত্বং একবচনে প্রয়োগ হওয়ায় চৈতন্য ও কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।" শ্রীচৈঃ চঃ।

কৃষ্ণ যেমন মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণাষ্টমীর নিশায় গৌরাঙ্গও রাহুগ্রস্ত চন্দ্রহারা সন্ধ্যার আধারে আবির্ভূত হইলেন, অর্থাৎ ধর্ম্মগ্লানির আঁধারই প্রভুর আবির্ভাব কাল। অষ্টমী নিশার আঁধার ও আলোর সন্ধিতে বা সন্ধ্যায়, দিবা ও রাত্রির সন্ধি বা সন্ধ্যায় প্রভুর আবির্ভাব। মূলকথা সন্ধ্যা ভিন্ন প্রভুর আবির্ভাব হয় না। কারণ তাঁহার জন্মই সন্ধ্যার হেতু বা সন্ধ্যাই তজ্জন্মহেতু; যেহেতুক, তাঁহার উদয়ে ঘোর তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া অনন্তদিক্ ও অন্তর্দ্দিক্ উজ্জ্বলা হন। সুতরাং তাঁহার আবির্ভাব কাল আঁধার ও আলোর সন্ধি—পাপপুণ্যসন্ধি। কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গাবির্ভাবের কাল যেমন বিষম এমন আর কোন অবতারে নয়।

কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার পরস্পর অন্তবিধ ক্রমবিপর্য্যয় শাস্ত্রানুসারে পাই। কৃষ্ণলীলায় ব্রজে প্রেমরীতি, মথুরায় রাজনীতি এবং দ্বারকায় গার্হস্থ্য প্রীতি। প্রেমরাজ্যের নায়িকা মহালক্ষ্মী, রাজরাজ্যের নায়িকা রাজলক্ষ্মী এবং ঘরে ঘরে নায়িকা গৃহলক্ষ্মী। দ্বারকা শব্দের অর্থ দ্বার দ্বার, ঘর ঘর ধরিলে দোষ নাই। ঘরকন্নার ব্যবস্থার আদর্শস্থল দ্বারকা। ঘরে ঘরে নরনারী কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া পবিত্র গৃহাশ্রমধর্ম্ম পালন করিবে তাহা দ্বারকাপুরে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহসূত্রে গার্হস্থ্য পত্তন করিয়া জীবে এক মহাশিক্ষার উজ্জ্বল আদর্শ দিয়াছেন। দেখুন, পরের কল্যাণ কল্পে তিনি নিজ অগণ্য সন্তান সন্ততি কালসমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মিথ্যা কলঙ্ক রটনায় ক্রুদ্ধ না হইয়া তিনি বীরভাবে জাম্বুবানের গৃহ হইতে স্যমন্তক উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজ নির্দ্দোষিতার প্রমাণ করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী (কুব্জা) বক্র ও কুটিল সবে জানেন। তাঁহাকে তিনি সোজা (সরল) করিয়া নিলেন। তৎপরে দেখুন তিনি উগ্রসেনের উচ্ছেদ করেন নাই, তাঁহাকেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে তৎপরিচর্য্যায় নিরত থাকিলেন। ইহা অপেক্ষা রাজনীতির সারল্য ও মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে? ফলতঃ তিনি রাজা হইয়াও প্রজার ন্যায় চলিয়াছেন। সমগ্র সর্ব্বলীলায় কৃষ্ণের দৈন্য-পরাকাষ্ঠা। যাহা সর্ব্বগুণের চূড়া।

যে লীলায় রাধাগন্ধ নাই তাহা ঐশ্বর্য্যলীলা। কৃষ্ণ রাধাকে গোপনে গোপনে ভালবাসেন, একথা বৃদ্ধা গোয়ালিনীগণ যশোদার কাণে তুলেন। যশোদা বলেন "আমার দুধের ছাওয়াল।" আহা, বাৎসল্যের মধুরতা এইখানে! কৃষ্ণের মরম কথা, মরম ব্যথা এক রাধা। মরম যিনি বুঝেন, তিনি সখা বা সখী। "সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।" মরম ব্যথাব্যথি সুবল, মধুমঙ্গল। রাধাকৃষ্ণমিলনের গুপ্ত সহায় ইঁহারা। গোচারণে যাইয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "আমি একটু আসি" এই স্থলে সখ্য-লীলা-রহস্য ও মধুরিমা! তাই, সখ্য ও বাৎসল্য মধুর প্রেমে গণ্য। কারণ, ইহাতে রাধাগন্ধ আছে। কান্তরসের রাধাই নায়িকা। এই রসত্রয় মধুর। উহা বয়োভেদে ত্রিবিধ। বয়স যথাঃ—বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিতে অর্থাৎ পূর্ণকৈশোরে রসের চূড়ান্ত বটে। যৌবন শব্দে শুক্রসম্বন্ধ ধ্বনিত হয়। কৈশোরে পূর্ণানন্দ ঘটে; কারণ, উহাতে নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য আছে। শুক্র তরঙ্গিত হয় না। সুতরাং উহা কাম-

গন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমলীলা। ভালবাসা দ্বারা কোমলাঙ্গ সমূহের স্ফুরণ ঘটে। ভালবাসা দুইজনার মিলনের রুচি ও স্পৃহা জন্মায়। মিলন স্পর্শে বা আলিঙ্গনে পরিণত হয়। পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে স্পর্শ দ্বারা চিত্তবিকার জন্মিত না। ইদানীং আমরা দশমবর্ষীয় বালক বালিকার মিলনে যেমন পাপবিকার দেখিনা, পূর্ব্বে পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত ইহা স্বাভাবিক ছিল। চন্দ্রপাত সহ জীব সমাজ এখন (বিলাসিতার ফলে) পাতালে নামিয়াছে। পত্ ধাতু-মূলক শব্দ পাতাল' শুক্রে আন্দোলিত না হওয়ায় কৈশোর পূর্ণানন্দ রসাস্বাদ কাল। তৎপর যৌবনে জীব গৃহী হয় এবং পুত্রকন্যা লাভ করে। মথুরায় বিদ্যাভ্যাস এবং দ্বারকায় যৌবনলীলা বা গার্হস্থ্য দ্বারা কৃষ্ণ অশেষ শিক্ষা স্থাপন করিয়া অপ্রকট হইলেন। কিন্তু যে কৈশোরের কথা আলোচিত হইল, উহা নিত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরিবর্ত্তনশীল বয়োধর্ম্মবাল্যও পৌগণ্ড। কিন্তু কৈশোর অবতারীর নিত্য ধর্ম্ম।

যৌবনোদ্ভেদকালে অনুরাগ প্রবাহ বড়ই প্রবল হয়। শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিতে হইলে,—কৃষ্ণানুরাগধনে ধনী হইবার ইচ্ছা হইলে, দুই সম্বলের প্রয়োজন। ১। পবিত্রতা ২। চিত্তাবেগ। এই দুই-ই কৈশোরে চমৎকার ও উজ্জ্বল হয়। কৈশোরে চিত্তাবেগ ও অনুরাগ এত প্রবল ও মধুর হয় যে, যৌবনের অপবিত্রতার মালিন্যচ্ছায়ায় তদ্রূপ অসম্ভব। কৈশোরের পর (পূর্ণ পেট ভরার পর) অগ্নিমান্দ্য ঘটে। এজন্য কৃষ্ণের আদ্যলীলা প্রেম বা ভালবাসার লীলা বৈচিত্র্য।

লক্ষ্মীর সম্ভোগ অপেক্ষা রাজলক্ষ্মীর সম্ভোগ বড়, আবার রাজলক্ষ্মীর সম্ভোগ অপেক্ষা প্রেমলক্ষ্মী বা মহালক্ষ্মীর সম্ভোগ বড়। অতএব ব্রজলীলা পূর্ণতম। দ্বারকালীলা গার্হস্থ্যের পূর্ণাদর্শ বলিয়া উহা পূর্ণ অভিহিত হইয়াছে।

পূর্ণতম বা উত্তম, পূর্ণতর বা মধ্যম, পূর্ণ বা অধম (পূর্ণ ই minimum) কি চমৎকার! এরূপ অভিখ্যার আরোপে দোষ ঘটে না। কৃষ্ণলীলার এই পর্য্যায় দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কৃষ্ণ-জীবন ক্রমশঃ অবনতির সোপানে নামিয়াছে। ইহা মানব জীবন গতির বিপরীত বলিয়া অনুমিত হয়। কৃষ্ণ-জীবনীর উল্টাক্রম গৌর-জীবনীতে লক্ষিত হয়। এজন্য গৌরলীলা বিপরীত রতি-বিলাস বলিয়া উপরে বর্ণিত হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ-জীবন সিদ্ধক্রম এবং গৌর-জীবন সাধনক্রম ও মানব জীবন গৌরজীবনের অনুরূপ কণা।

সুতরাং গৌরাঙ্গের আচরণ গৌরাঙ্গাচরণপদবী জীবের একমাত্র অনুসরণীয়। তাই গৌর পঞ্চতত্ত্ব হইয়াও গুরু। কারণ ইনি গুরুরূপে বা আদর্শ ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই ইনি ভক্ত নহেন ভগবান্।

শ্রীগৌরাঙ্গ বাল্যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন; তারপর বিবাহ করিয়াছেন, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম যথাশাস্ত্র পালন করিয়াছেন। তদনন্তর পিতৃপিণ্ড দিতে ৺গয়াধামে যাইয়া নিত্যসিদ্ধ প্রেমের প্রকট সুধার ঢেউ তুলিয়া দিয়াছেন। নিজে মাতিয়া জগৎ মাতাইয়াছেন। চারিটি আশ্রম ধর্ম্ম পালিয়া আশ্রমাতীত হইয়াছেন, ইনি লক্ষ্মীর দেশ হইতে মহালক্ষ্মীর দেশে গিয়াছেন। কৃষ্ণের মত না করিয়া ইনি এলীলায় গার্হস্থ্যের মধ্যে প্রেমানুরাগ মাখিয়া এক অভিনব গড়ণ করিয়াছেন।

এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক নয় যে, কৃষ্ণকেলি সন্দর্শন উদ্দেশ্য, গৌরকেলি উপায় বা সাধন। লীলার নিত্যত্বে আবরণ দিনা আমরা এ সমালোচনা করিতেছি। কৈশোর কাল মধ্যে সিদ্ধ হওয়ার ভাগ্য সকলে লাভ করিতে পারে না। কলির জীব দুর্ব্বল, সারাজীবনে সিদ্ধ হওয়ারও আশা কম। তাই গৃহধর্ম্মানুসঙ্গে ভজন পথ ধরিবার পদ্ধতিটি গৌর-জীবনে অতি সুন্দররূপে প্রচারিত হইয়াছে—গৃহীর অনুরাগ লাভের পন্থা গৌর ভিন্ন আর কে দেখাইয়াছেন?

বিপরীত বিলাসের নিগূঢ় অভিপ্রায় উপলব্ধি করিবার প্রয়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারি কি না।

ব্রজধাম লীলা পরিধির কেন্দ্র—লীলাকমলের কর্ণিকা। মথুরা দ্বারকাদি ঐক-কেন্দ্রিক পরিধিতে অবস্থিত।

গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপিণ্ডার্পণ পর্য্যন্ত গোরার ঐশ্বর্য্য লীলা বা দ্বারকাদির গার্হস্থ লীলা—কুলমানের, শাসনের, গম্ভীর অন্তলীলা। অতঃপর শ্রীবাসাঙ্গন সরসীর লীলাপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়।

ক্রমশঃ।

প্রার্থনা।

—:০:—

মানস-কমলে পেতেছি আসন
ভকতি কুসুমে গেথেছি মালা।
এস গুরুদেব নেহারি চরণ
জুড়াই দারুণ প্রাণের জ্বালা॥
মুছেছি কালিমা হৃদয় হ'তে
ছিড়িয়াছি দেব মোহের ডোর।
চিনেছি তোমার চরণ দুখানি
ঘুচিবে অজ্ঞান তিমির ঘোর॥
মানব জনম পাইয়াছি যদি
বৃথা কাজে আর সময় ক্ষয়—
করিব না, দেব পূজিব তোমায়
যত দিন দেহে পরাণ রয়॥
সাধিব কর্ত্তব্য অভয় হৃদয়ে
সাধিব সে কাজ, যে কাজ তরে,
পাঠায়েছ দেব ভবেতে আমায়
দিবানিশি তোমার চরণ স্মরে॥

দীনহীনা—শ্রীমতী সুচারুবালা দেবী।

অন্ধের আঁখি ভিক্ষা।

—:০:—

জগ-বন্দ্য তোমার নাম
জগৎ তোমারে বন্দে।
মোহ-ভঞ্জন তোমার নাম
ঘুচা'ও মোহ ধন্দে।

আমি তোমার করি বন্দনা,
হের অপাঙ্গে হরি হে।
চরণ খানি হৃদয়ে দাও
জনম সফল করি হে ॥
দিব্য নয়ন ফুটা'য়ে দাও
কমল পানি পরশি'।
জনম-অন্ধে আঁখি দাও হে
মোহ বন্ধন বিনাশি' ॥
জয় জয় জয় মোহ-ভঞ্জন,
জয় জয় জগ-বন্দ্য।
অন্ধ জনার ফুটাও আঁখি
ঘুচাও মোহ ধন্দ ॥

শ্রীভূপালচন্দ্র দেব সরকার।

অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল।

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

অর্থাৎ বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে সূক্ষ্মাংশ গন্ধ লইয়া চলিয়া যায় সেই প্রকার জীবাত্মা যখন দেহ হইতে বহির্গত হন, এবং যখন অন্য দেহ প্রাপ্ত হন, তখন মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। শরীর বা অন্নময় ও প্রাণময় কোষের পরিণাম সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ হইয়াছে। এক্ষণে মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। মনোময় কোষে কামনা, বাসনা ইত্যাদির বাসস্থল, এই কোষে ইহাদের সূক্ষ্ম দেহ সংস্কারাবদ্ধ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানময় কোষে কামনা দগ্ধ

হইয়া যায় এবং আনন্দময় কোষে কামনার লেশ মাত্র থাকে না। তজ্জন্য কামনা পূর্ণ পুরুষের আত্মা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং যে পুরুষের কামনা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহার আত্মা শুক্লাগতি প্রাপ্ত হইয়া দেবযানে গমন করেন ও তিনি কর্ম্মানুসারে জন, তপঃ ও সত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাঁহার কামনা শূন্য পবিত্রাত্মা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করিয়া উচ্চলোকে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মে স্থান লাভ করিয়া চিদানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা কামনায় সেবা করিয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আত্মা কৃষ্ণা গতিতে পিতৃযানে গমন করেন এবং তাঁহারা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে ভুবঃ, স্বঃ ও মহঃ লোকে অবস্থান করিয়া আবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাহা হইলে দেখা হইল যে, কামনাই জন্মের কারণ এবং অদৃষ্টের মূল। ইহা মনোময় কোষে সংস্কাররূপে আবদ্ধ থাকিয়া জীবকে সংসারে টানিয়া আনিতেছে ও অশেষবিধ কষ্টের অধীন করিতেছে। এক কামনাই মানবের অদৃষ্ট সুখ দুঃখের কারণ। মানুষ যাহা কামনা করে সে তাহাই পাইয়া থাকে, তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন :—

"যাদৃশী, ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশি" আমরা যাহা চিন্তা করি, কামনা করি তাহা অল্প বা অর্থ শূন্য কর্ম্ম নয়। কামনা, চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কর্ম্ম বলিলে হস্ত পদাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত শারীরিক কর্ম্ম বুঝায় না। শাস্ত্র বলেন বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টার নাম কর্ম্ম, যথা :—

"কর্ম্ম বাঙ্মনঃ শরীর প্রবৃত্তিঃ।" চরক সংহিতা।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৩তীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে মানসিক চিন্তাকেও সঙ্কেতে কর্ম্ম বলিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষয় স্মরণ কারিগণকে নিন্দা করিয়াছেন। তাহা হইলে মনের ও শরীরের চেষ্টাকে কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার কর্ম্মই আমাদের অদৃষ্ট ও ইহার স্রষ্টা আমরা স্বয়ং। আমরা যে প্রকার চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়া থাকি সেই প্রকার অদৃষ্ট গঠিত হইয়া থাকে এবং কর্ম্মানুসারে মানুষের অদৃষ্টে সুখ দুঃখের উদয় হইয়া থাকে এ সুখ দুঃখের বিধান কর্ত্তা ঈশ্বর নন। তিনি যে সকল কর্ম্মের নিয়ম করিয়া দিয়াছেন সে নিয়মের ব্যাভিচার করিলে ফলেরও তারতম্য ঘটিবে। তিনি অগ্নিকে দাহিকা শক্তি দিয়াছেন, কিন্তু কোন মনুষ্য অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছে না, যাঁর ইচ্ছা

করিয়া উহাতে হস্ত প্রদান করিতেছেন তিনিই দগ্ধ হইতেছেন। আমরা যে প্রকার অদৃষ্ট গড়িয়াছি সেই প্রকার ফল অবশ্য পাইব।

এক্ষণে অদৃষ্টবাদের অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যক। ন+দৃষ্ট=অদৃষ্ট, অর্থাৎ যাহা দৃষ্টি গোচর হয় না তাহা অদৃষ্ট। পূর্ব্ব জন্মে আমরা কি করিয়াছি তাহা এজন্মে জানিবার উপায় নাই এবং এজন্মে যাহা করিতেছি তাহা পর জন্মে জানিতে পারিব না। তজ্জন্য পাপ পুণ্যরূপ ভাগ্য বা জন্মান্তরীয় সংস্কার যাহা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত তাহার নাম অদৃষ্ট। অদৃষ্ট, ভাগ্য এবং দৈব্য তুল্য কথা। শাস্ত্র বলেন :—

"দৈবমিতি যদপি কথয়সি, পুরুষ গুণঃ সোঽদৃষ্টাখ্যঃ॥"

অর্থাৎ দৈব নামে যে একটি পদার্থ আছে, তাহাও পুরুষের গুণ, তাহার নামান্তর অদৃষ্ট। দৈব সম্বন্ধে অবগত হওয়ায় যায় :—

"দৈবমাত্ম কৃতং বিদ্যাৎ কর্ম্ম যৎ পূর্ব্ব দৈহিকম্।"

চরক সংহিতা।

অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের আত্মকৃত কর্ম্মের নাম দৈব। জন্ম, কর্ম্ম, শুভ ও অশুভ প্রভৃতি সকলই এই দৈবের অধীন এমন কি এই সকল জগৎই একমাত্র দৈবাধীন যথা :—

দৈবা ধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম কর্ম্ম শুভা শুভং।"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

দৈবের প্রতিকার না করিলে দৈব ক্ষয় হয় না তজ্জন্য পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল ও ইহ-জন্ম কৃত কর্ম্মের ফল ইহ ও পর জন্মে ভোগ করিতে হয়।

আমরা সচরাচর দৈবের প্রতিকার না করিয়া উদ্যোগ ও উদ্যম বিহীন হইয়া দৈবের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্ব জন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য অপেক্ষা করি, কিন্তু আমারা জ্ঞাত নহি যে, পূর্ব্ব জন্মে আমাদের কর্ম্ম কি প্রকার ছিল এই জন্য অনেক সময় আমাদিগকে দুঃখে পতিত হইতে হয়, কিন্তু যদি দৈব প্রতিকারের চেষ্টা করি তাহা হইলে পূর্ব্ব কর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া সুফল অবশ্য ফলিবে। এ চেষ্টা না করিলে যে কর্ম্ম সঞ্চিত আছে তাহা সময়ে প্রকাশ হইয়া সুখ বা দুঃখের কারণ হইবে। প্রায়-ই যখন আমরা দেখিতে পাই যে, একজন পুণ্যবাণ ব্যক্তি সুখে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে

হটাং ভীষণ কষ্টের মুখে পতিত হইয়াছেন কিম্বা একজন নরাধম অশেষবিধ পাপ করিয়াও কখন দুঃখের মুখে পতিত হয় না, কিম্বা একজন নির্ধন হটাং ধনী হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকি যে, ঐ পুণ্যাত্মা ব্যক্তির কষ্ট কেন হইল, এ পাপী কিসের জন্য সুখে সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছে। এরূপ ব্যাপারের উত্তর একমাত্র দৈব্য। অর্থাং পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত কর্ম্মের জন্য পুণ্যাত্মা হইয়াও ইহ জন্মে কষ্টভোগ করিতে হয় এবং পাপী হইয়াও সুখ ভোগ করিতে হয়, কিন্তু যখন দৈব্য ক্ষয় হইবে তখন ইহাদের অদৃষ্ট অবশ্য পরিবর্ত্তন হইবে। এস্থলে এ প্রকার চিন্তা করা ঠিক নয় যে, পাপ করিলে পাপীর কিছুই হয় না, কেননা বর্ত্তমান যাহারা পর পীড়ন করিতেছে তাহারা সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে এবং যাহারা পুণ্য কার্য্য করিতেছে তাহারা দুঃখে কষ্টে দিন পাত করিতেছে। তাহা হইলে পাপ পুণ্যের বিচার আছে এবং অবশ্য হইবে কিন্তু সে বিচার কেহ ইচ্ছা করিবা মাত্র হইবেনা যখন বিচারের সময় আসিবে অবশ্য হইবে। পূর্ব্ব-জন্ম কৃত কর্ম্মের প্রভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ কেহ কাহাকেও শত চেষ্টা করিয়াও সুখী বা দুঃখী করিতে পারিবে না। এ প্রকার ধারণা অনেকের আছে. কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই, চেষ্টার দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি হইয়া থাকে। পুরুষকার দ্বারা দৈবের প্রতিকার করিলে দৈব ক্ষয় হইয়া থাকে। পুরুষকার কি তাহা এক্ষণে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নাম।*

(শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।)

——:০:——

ভাই, কলির জীব! এস ভাই, আজ সব ভাই ভাই আমরা এক হইয়া বাদ-বিসংবাদ, কলহ বিবাদ, হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, গলাগলী করিয়া, এই মহা নাম-যজ্ঞে যোগদান করি! কেহ যদি অজ্ঞ থাক, যদি কেহ জিজ্ঞাসা কর; বেদবিধি সম্মত স্বর্গ-মোক্ষ-প্রদ শত শত যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ থাকিতে, এই নাম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কেন? তাহা হইলে এস ভাই, আমাদের সুগভীর শাস্ত্র-সিন্ধু হইতে, অত্যুজ্জ্বল স্বভাব-শীতল অমূল্য মণি-মাণিক্যের ন্যায় কয়েকটি অনাদি-কাল-প্রাথিত অশেষ-অমিয়-পূর্ণ মহাজন-বাক্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া দেখাইব যে, এই মহা-নাম-যজ্ঞের অগ্রে আর কিছুই নাই! ইহা অপেক্ষা জীবের যথার্থ হিতকর কার্য্য আর কিছুই নাই! পরিণামে অপরিণামী অক্ষয় শান্তি-সুখ-লাভের ইহাই একমাত্র পথ! ঐ শুন ঐ শুন ভাই, শাস্ত্র ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন:—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কেবল এইটি নয়, শত শত স্থলে শত শত শাস্ত্রোক্তি আছে। কাত্যায়ন সংহিতা গাহিয়াছেন:-

*বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, জামালপুর থানার অধীন, দামোদরনদের দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী বন্যাপীড়িত শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে "হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা "বহুকাল (প্রায় ১০০ বৎসর) হইতে আছে। এই সভা হইতে প্রতি বৎসর বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠের শুক্লা একাদশীতে অধিবাস হইয়া, তৎপর দিবস হইতে "২৪ প্রহর" হয়। এবার গত ২৩ বৈশাখ তারিখে অধিবাসের দিন সভায় এই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল।

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে, ভক্তকুলচূড়ামণি দেবর্ষি নারদ, সনৎকুমারকে কহিতেছেন :—

হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই পুরাণে, তিনি হরিনাম-মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার আরও একটি শ্রীমুখবাণী এস্থলে গ্রহণ করিব। তিনি বলিতেছেন :—

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ।
মহারিষ্টোপশান্ত্যর্থং হরিভক্তি কলৌ যুগে॥

এই ঘোর কলিকালে, কাল-কলি-প্রভাবে নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, মূর্খ পণ্ডিত, ধনী দরিদ্র—সর্ব্ব অবস্থায় প্রায় সকল প্রাণীই পাপাসক্ত; এক পাদ ধর্ম্ম তাহাও নিতান্ত বলহীন হইয়া, অধর্ম্মের প্রবল তাড়ণে, প্রতিনিয়ত টল টল করিতেছে! এই ঘোর দুর্দ্দিনে একমাত্র এই হরিনামই পরিত্রাণের উপায়! মহাবল কলি সকলকেই বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, সুদুস্তর পাপ-পঙ্কে হাবুডুবু খাওয়াইতেছে! ঐ দেখ কোটি কোটি প্রাণী ঐ সুগভীর পাপ পঙ্কমধ্যে পতিত হইয়া, দুর্গতির চরমসীমায় নীত হইতেছে! তাই পরম দয়াল সাধু-ভক্ত-মহাজনগণ, পতিত জীবের গতির জন্য, এই কলিরূপ মহা দস্যুর অব্যর্থ মৃত্যুবান দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন! এক হরিনামই সেই মহাস্ত্র মৃত্যুবান! এই মৃত্যুবান যে ব্যক্তি হৃদয়-তূণে সংস্থান করিয়া, কার্ম্মুক মুখে রসনা গুণে আরোপণ করিয়া ঐ মহাদস্যুর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই ঐ দস্যুরাজ কলিকে পরাজয় করিয়া আত্মার উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়। উক্ত পুরাণেই শ্রীনারদ বলিতেছেন :—

হরিনামপরান্ মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ॥

অন্য অন্য যুগে জীবের পরিত্রাণের অন্যান্য বিবিধ উপায় (যাগযজ্ঞাদি) নির্দ্দেশ থাকিলেও, এই তামস কলিযুগে এক হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি পুরাণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

কৃতে যৎ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥ ১২।৩।৫২

ভাই সকল,—কোন্ শাস্ত্রের কতগুলি প্রমাণ আর চাই ? সকল শাস্ত্রই শতমুখে এই হরিনাম সংকীর্ত্তনের অপার মহিমা অনন্ত কাল ব্যাপিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। যে বধির, সে—ই কেবল তাহা শুনিতে পায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে বিশ্ববন্দিত সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীশুকদেবের উক্তি ঃ—

কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ ॥ ১২।৩।৫১

কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও, তাহার এক মহৎ গুণ এই যে, মনুষ্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিলেই সেই পরম নিধিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে।

আব অধিক 'বন বেড়াইবার' আবশ্যক কি ভাই ? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে কি বলিতেছেন শ্রবণ কর ঃ—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ ॥

"যাহারা অন্যাসক্তচিত্ত না হইয়া নিরন্তর নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা আমাকে স্মরণ করে, আমি পরম দুর্ল্লভ হইলেও, নিত্য-আমাতে-অনুরক্ত সেই ভক্ত যোগীগণের পক্ষে সতত সুলভ।" নাম গ্রহণে যেমন নামীকে স্মরণ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। প্রিয় জনের নাম স্মরণ মাত্রই তাঁহার রূপ-গুণাদি তৎক্ষণাৎ মানসপটে প্রকটিত হয়। এক্ষণে, মূলের "অনন্যচেতাঃ" অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্যকোনও কিছুর প্রতি আন্তরিক-আকর্ষণ-হীন-চিত্ত" এই কথাটি হইতে সাধারণের একটু ভয় হইতে পারে। তাঁহারা বলিতে পারেন —"অনন্যচিত্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিতে না পারিলে, যদি ফলোদয় না হয়,- তবে আমাদের মত বিষয়াসক্ত সদা চঞ্চল-চিত্ত মূঢ়গণের গতি কি হইবে ? আমরা একমন হইয়া নাম লইতেও পারিব না আমাদের কখন উদ্ধার লাভও হইবে না ! সুতরাং আমাদের পক্ষে, এই কলি-কাল-ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধি হরিনাম, থাকিলেও যা আর না থাকিলেও তা'। যেমন, দীনহীনের পক্ষে,

কোনও কঠিন রোগের দুর্ম্মূল্য ঔষধ। না জুটিবে তার ঔষধের মূল্য,—আর না হইবে তার রোগ আরাম।" কিন্তু, এ ক্ষেত্রে এরূপ ভয় বৃথা ম'ত্র। একমন না হইয়া নাম গ্রহণ করিলে যদি নাম গ্রহণের ফল না হয়, তবে তো নাম অপেক্ষা এই একমন হওয়ারই মাহাত্ম্য অধিক। তা' নয় ভাই, তা' নয়,—নামের অনন্ত শক্তি যদি এই একমন হওয়া না হওয়ার অধীন হইত, তবে তাহার আর গুরুত্ব কি থাকিত? কিছু ভয় নাই! ভাই,—তুমি নাম গ্রহণ কর; ঐ নাম হইতেই সব হইবে; তোমার অন্যাসক্ত চঞ্চলচিত্ত ও ঐ নামের বলেই স্থির হইয়া কেবল তাহাতে রত থাকিবে; নামসঙ্কীর্ত্তনকারীর মন অন্যাসক্ত কথনই থাকিতে পারে না এবং তাই বলিয়াই শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে ঐ 'অনন্যচিত্ত' কথাটি মূলে গ্রহণ করিয়াছেন। নামবলে অতি বড় পাষণ্ডও আচর-কালমধ্যে সাধু নামের যোগ্য হন। শ্রীগীতায় ৯ম অধ্যায়ে ৩০।৩১।৩২ শ্লোকে এই কথাই তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।

নাম স্বতই মঙ্গলময়। নাম স্বয়ংই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ! নামকে ফলদ করিবার জন্য ইহাতে আর অন্য কিছুর যোগ আবশ্যক হয় না! ঘৃত স্বভাবতঃই সুস্বাদু ও বলায়ুর্বৃদ্ধিকর; তাহাতে আর কিছুর যোগ কথনই প্রয়োজন হয় না।

সিন্ধুসদৃশ সুবিশাল, বহু-তত্ত্বপূর্ণ স্কন্দ পুরাণের এই অমূল্য শ্লোকটি শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে ভক্তগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ--

> মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
> সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
> সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
> নরমাত্রং ভৃগুবর! তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

যে প্রকারেই হউক্ নাম করিলে তাহার অক্ষয় ফল লাভ অবশ্যই হইবে !!!

তাই আজ পাপী-তাপী, শোক বিলাপী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মূর্খ, পণ্ডিত, ধনী নির্ধন,—বালক, বৃদ্ধ,—নর, নারী,—সকলকেই এই সর্ব্ব-যজ্ঞ-সার নাম-যজ্ঞ—মহামহোৎসবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি। এস ভাই, এস, সকলে-শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশানুসারে নামরূপ মহাযজ্ঞে মনঃ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, "রাধা গোবিন্দ" নামে পরমানন্দ উপভোগ করি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই গোবিন্দ

নামটিই সর্ব্বাপেক্ষা মধুর; ইহার সহিত আর কাহারও তুলনা চলে না ভাই! গোবিন্দ নামের মত এমন আর কিছুই নাই!

গোকোটি দানে গ্রহণে চ কাশী
মাঘে প্রয়াগে কোটি কল্পবাসী।
সুমেরু সমতুল্যহিরণ্য দানে
নহি তুল্য নহি তুল্য শ্রীগোবিন্দ নামে॥

* * *

"হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বাঙ্গনাকোটিনিষেবনঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরি প্রিয়েণ
গোবিন্দ নাম্না নিহতানি সদ্যঃ॥

* * * * *

"কিং তাত বেদাগমশাস্ত্র বিস্তরৈঃ
স্তীর্থৈরনেকৈরপি কিং প্রয়োজনং।
যদাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণম্
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটংরট॥"

আর ইহাতে 'রাধা' নাম কেন? শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দ-দায়িনী মহাশক্তি; তাই আনন্দের পরিপূর্ণতা দানের জন্য গোবিন্দ নামের অগ্রে এই 'রাধা' নামের যোগ। রাধা ও গোবিন্দ অভেদ। রাধা সহ মিলনেই রাধেশ শ্রীহরি পরিপূর্ণ। যথা শাস্ত্রোক্তি :—

যদা তু রাধয়াসার্দ্ধং রাজতে রাধেশো হরিঃ।
তদা স পূর্ণমায়াতি পুরুষ প্রকৃতিপরঃ॥"

ভাই, অতি অকিঞ্চন আমি আর কি অধিক বলিব? শাস্ত্রোক্তির সার হৃদয়ঙ্গম করিয়া,—এই ভব ব্যাধির সিদ্ধ মহৌষধ মহামন্ত্র হরিনাম ও মহামৃত হরি প্রেমপ্রদানের প্রধান গুরু, ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের জয় ঘোষণা করিয়া, এস, এই মহা নাম প্রেমে সকলেই আজ অবগাহন করি;

বন্দেহহং নিখিলানন্দঃ শ্রীচৈতন্যং দয়ানিধিং।
যন্নামশ্রুতি মাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ॥

পরাণ বিহগ।

——:০:——

উড়্ উড়্ মন কেন পরাণ বিহগ ?
বিচলিত কি কারণ বল বিহগ ॥

ভঙ্গুর পিঞ্জর ত্যজি' কোথা যাবি তুই ?
বল্ মোরে, আমি তোরে মুক্ত ক'রে দিই ॥

ছিল যবে স্বর্ণ খাঁচা তব নিকেতন।
রহিতে তখন তাহে সুখেতে মগন ॥

নাচিতে গাহিতে কত পুলকিত মনে।
আমোদে মাতা'তে সদা পুরবাসী জনে ॥

জীর্ণ, শীর্ণ এবে কিন্তু তোমার পিঞ্জর !
তাই কি সরে না মন, ইহার ভিতর ?
দাও তা'রে যেতে দাও ওগো পুরজন !
যাও, পাখি, উড়ে যাও যথা ধায় মন ॥

মায়াবী সংসার ছাড়ি, যাও পাখি উড়ি।
ভ্রমণ করহ সুখে শূন্যে ধীরি ধীরি ॥

দুরাশা নিরাশা তথা দহিবে না' তোরে।
অধীনতা, দুর্ব্বলতা, যাবে চলে দূরে ॥

ক্ষুদ্র এবে খাঁচা তোর, ভঙ্গুর, নশ্বর।
বিশাল বিমল তথা, হইবে পিঞ্জর ॥

শ্রীচুণীলাল চন্দ্র

——————

গীতাকথা।

[পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ লিখিত।]

—:০:—

বর্ত্তমান সময় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে "গীতা" বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, গীতা যেরূপ একখানা অপূর্ব্ব গ্রন্থ, জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট উপাদেয় গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে গীতার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, স্ব স্ব মতানুযায়ী বিকৃত ব্যাখ্যা করায় সমাজের এবং ধর্ম্মের বড়ই অনিষ্ট ঘটাইতেছেন।

হিন্দুর সমাজের এমনি গাথুনি ধর্ম্মের ভিত্তি এত দৃঢ় যে, পুরাতন পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া একপদ স্খলিত হইলেই পথ ভ্রষ্ট হইতে হইবে। সূক্ষ্মধী-সুদূরদর্শী ঋষিগণ ভারতে যে সুবিশাল ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, ইহার প্রতিষ্ঠা কালে তাহারা এতদূর উচ্চতম দর্শন ভূমিকা হইতে পর্য্যবেক্ষণ, এত গভীর গবেষণার সহিত সঙ্কিন্তন ও এত সুচারুরূপে সূত্র সমপাতন করিয়া-ছিলেন যে, বর্ত্তমান ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণ আজ পর্য্যন্ত ও তাহার উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। এ সকল বিষয়ে যতই তাঁহার নিরপেক্ষ ভাবে সবিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিতেছেন ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন।

কত যুগ যুগান্তরের ঝঞ্ঝাবাত ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে কত পরাক্রান্ত অরাতিনিচয় ইহার ধ্বংশ সাধন মানসে ইহার উপর প্রবল অস্ত্রাঘাত করিয়াছে, কিন্তু ইহার অচল অটল মূল অবয়বের অনুমাত্রও পরিবর্ত্তন সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই। অতএব যিনি যৎটুকু নূতনত্ব ফলাইতে যাইয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার

এইভাবে উক্ত পণ্ডিতমহোদয় কর্ত্তৃক সমগ্র গীতা খানিরই ক্রমে আলোচনা হইবে, পাঠকগণ ধীর ভাবে রসাস্বাদন করুন।

বিনীত—ভক্তি সম্পাদক।

পরিচয় দিবেন তিনি ততটুকু বিকৃত হইবেন। এ সনাতন ধর্ম্ম, ইহার নূতন কিছু করিবার আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যাঁহারা এ ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত বাস্তবিক তাঁহারা উহার গূঢ় রহস্য কিছু না বুঝিয়াই নবীন আত্মমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি প্রাচীন মতানুসারেই গীতা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। হয়ত অনেকের শ্রুতি সুখকর না হইতে পারে। গীতার আয়তন বৃহৎ না হইলেও গীতা সর্ব্ব ধর্ম্মের সার, সকল শাস্ত্রের সার। যেমন সমুদ্র মন্থনে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল তেমনি শাস্ত্র সমুদ্র মথিত হইয়া গীতামৃত উত্থিত হইয়াছে। তাহাই প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যাকিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিসৃতা॥ •

যে গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখপদ্ম হহতে নির্গত হইয়াছে তাহা মানব মাত্রেরই পাঠ করা উচিত অন্যবিস্তর শাস্ত্রের প্রয়োজন কি।

গীতার একটী বিশেষত্ব তাহার সার্ব্বভৌমতা সকল সম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদর করেন, কারণ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি, সকলই তুল্যরূপে গীতায় রহিয়াছে কাজেই গীতা সকলেরই উপাদেয়।

এই গীতা গ্রন্থ নানাস্থানে নানারূপে আলোচিত হইয়াছে তথাপি গীতা সম্বন্ধে চরম কথা এখনও বলা হয় নাই। বস্তুতঃ যে গ্রন্থ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "ব্যাসোবেত্তি ন বেত্তিবা" ব্যাসদেব হয়ত জানেন কিংবা তিনিও জানেন না. সে গ্রন্থের রহস্যোদ্‌ঘাটন করা মনুষ্যের সম্ভবপর নহে।

অনেকেই তর্কের দ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। প্রাচীন দার্শনিকেরা ও অনেক সময় তর্কের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সত্য নির্ণয় কেবল শুষ্ক তর্কের দ্বারা হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন "নৈষাতর্কেন মতিরাপনেয়া"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শুষ্ক তর্কের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

ভগবান বাদরায়ণঋষিও "তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদিসূত্রে শ্রুতি বিরুদ্ধ তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "ইতশ্চনাগমগম্যেহর্থে কেবলেন তর্কেন প্রত্যবস্থাতব্যং"।

অর্থাৎ বেদগম্য বস্তু কেবল তর্কের দ্বারা জানা যায় না। কেবল পুরুষমতি-প্রভব তর্কই শুস্ক তর্ক, সত্য নির্ণয়ে উহা অনুপযোগী কিন্তু আমরা ঋষি বাক্যের পরস্পর এক বাক্যতা করিলে দেখিতে পাই যে, আগমানুযায়ি তর্কের আদর সকলেই করিয়াছেন। ভগবান আচার্য্য বলিয়াছেন "অতশ্চ আগমবসেন আগমানুসারিতর্ক বসেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ বরিণং"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—আগম ও আগমানুসারিতর্ক দ্বারা চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ ইহা স্বিরীকৃত হইল। অতএব আগম বিরুদ্ধতর্ক হেয়, ও আগম মূলক তর্ক সত্য নির্ণয়ের উপযোগী।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন তর্ক মাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত, বাস্তবিক তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তর্ক ভিন্ন সত্য প্রকাশ পাইবে কিরূপে। তর্ক সম্বন্ধে আর অধিক এখানে বলিব না, কারণ তর্ক আমার এ প্রবন্ধের লক্ষ্য স্থল নহে।

একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ধর্ম্মতত্বের গূঢ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে। কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদির দ্বারা চরম সত্য নির্ণয় করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের ইন্দ্রিয় সকল এত দুর্ব্বল যে, স্থূল বস্তুও অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। এ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর কথা আর কি বলিব। অনুমানাদি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ মূলক কাজেই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমানাদির ও অবকাশ নাই।

এখন দেখা যাগ আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস না করিলে সত্য নির্ণয় কোনরূপই হইতে পারে না। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা রহিত ব্যক্তিই আপ্ত, তাহার বাক্যই আপ্ত বাক্য।

বাস্তবিক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মের কোন কথারই রহস্য ভেদ করা যায় না। এখন যুক্তি তর্কের কাল সকলেই যুক্তি তর্ক চায় কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, যেসকল বিষয় কেবল যুক্তি গম্য নহে তাহা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব সত্য নির্ণয়ের প্রণালী ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছেন।—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বাচ সততং ধ্যেয়ঃ এতেদর্শনহেতবঃ ॥

প্রথম শ্রুতি বাক্য হইতে শ্রবণ করিয়া যুক্তি দ্বারা মনন করিয়া পরে সতত ধ্যান করিবে।

আমরাও যথা সাধ্য এ প্রণালীর অনুসরণ করিব। কারণ গীতার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে হইবে পরে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট হইয়া তাহার মর্ম্মনিদিধ্যাসন করিতে হইবে তবেই কথঞ্চিৎ গীতার সার মর্ম্ম আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। আগামী বার হইতে আমরা একটু একটু আলোচনা করিতে আরম্ভ করিব এইরূপ আশা রহিল।

ক্রমশঃ।

পুতুল-পূজা।*

—:o:—

সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাসনা প্রচলিত আছে বলিয়া অবস্থা ও অধিকারীর হিসাবে যে মূর্ত্তিকল্পনা আবশ্যক একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করেন। অচিন্ত্য অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় যাঁহার স্বরূপ তাঁহাকে নিরাকার বা সাকার কল্পনা করিয়া আধ্যাত্মিক অকাঙ্খার নিবৃত্তি করা একান্ত আবশ্যক। মূর্ত্তি কল্পনা না করিলে উপায় নাই। ইউরোপে মধ্য যুগ পর্য্যন্ত Image. Worship (মূর্ত্তিপূজা) প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত রোমে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান আছে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্বেও পুর্ব্বভাব এখনও অটুট রহিয়াছে মার্টিন লুথারের মতাবলম্বীরা এখনও সকল স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই যখন আমরা বলি সমুদায় উপনিষদ গাভী, অর্জ্জুন বৎস, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্ত্তা, গীতারূপ অমৃত দুগ্ধ এবং সুধীগণ ভোক্তা তখন আমাদের মনে করিতে হইবে যে, অর্জ্জুনের মত আমাদের ধ্যান ও ধারণা হওয়া সম্ভব পর নহে। এই যে অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

---

* হাওড়া সনাতন ধর্ম্ম সভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত জীবন দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তৃতার সারাংশ। ভঃ সং।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

১৫।১৬—গীতা ১১শ অধ্যায়।

আমরা কি এত সহজে ভগবানকে দেখিতে পাই—

শুদ্ধ ব্যক্তির ক্রিয়মান কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকে না বলিয়া কি আমরা কামনা রহিত হইয়া বালকের স্থায় সকল কর্ম্মের আরম্ভ করিতে পারি।

"হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়ামা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।"

একথা সাধক কখন বলিতে পারে? যখন তাহার মনে "এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই" এই ভাবের উদয় হয়। ঈশ্বরকে আমরা স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, ত্রাণকর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বলিয়া জানি। তিনি নিগুর্ণ হইলে এ সকল ক্রিয়া পাওয়া যায় না। জগৎ দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের রূপ গুণ নিরূপণ করিতে পারি বটে কিন্তু মূর্ত্তি পূজা না থাকিলে ভক্তি বিকাশের উপায় কি? যতদিন মনুষ্য পূর্ণত্বপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সে নিবৃত্তি মার্গের অধিকারী হয় না। প্রবৃত্ত মার্গানুসরণ পূর্ব্বক ক্রমে তাহাকে নিবৃত্তি মার্গে আসিতে হইবে। এই জন্যই মহা পণ্ডিত ইমার্স'ন বলিয়াছেন—

We must have idolatric mythologies some swing or verge for the creative power lying coiled and cramped here driving ardent nature into insanity and crime if it dose not find vent.

প্রতিমা পুজায় এই বিশেষ উপকার হয় যে, বাহ্য বিষয়ে একান্ত আসক্ত চিত্ত অজ্ঞান মানবকে পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সহজে আকর্ষণ করিতে পারে। ইহাতে নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীত, আহার ব্যবহার সমস্তই আছে সুতরাং এরূপ কোন লোক নাই যে, ইহাতে আকৃষ্ট না হয়, সকল প্রকার লোককে ধর্ম্মপথে আনিতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল আর নাই প্রথমে "পূজা, অর্চনা নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য নিবেদন, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দান করিলে ভক্তির বিকাশ হয়, দ্বিতীয়তঃ সাধকের নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির সংযত করা যায়।

চিত্ত সংযমের প্রথম অবস্থায় ধ্যান করিতে হয়, আবার ধ্যান করিতে হইলে একটি প্রত্যক্ষ অবলম্বন আবশ্যক হয়। জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা সাধকের সাহায্যের জন্য। মন সর্ব্বদাই লিঙ্গে গুহ্যে নাভিতে বাস করে। মনের আসক্তি কেবল সংসারে কামিনী কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শন হয়, কণ্ঠে যখন মনের বাস হয় তখন কেবল ঈশ্বরের কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপে ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, তাই বলিয়া পুতুলের কেহ পূজা করে না। উহা কেবল উপলক্ষ মাত্র। পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা হয় এবং পূজা করা হয়, যাহার চিন্ময় রূপ ধারণা করিবার উপযুক্ত মানসিক উন্নতি হয় নাই তাহার পক্ষে জড়রূপ ধারণা করাই স্বাভাবিক। উপাসকদিগের কার্য্যের জন্য গুণ ও ক্রিয়ানুসারে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কালীর রূপ কৃষ্ণবর্ণ কেননা যেমন শ্বেত পীত প্রভৃতি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে লয় হয় সেইরূপ সমস্ত ভূতাদি কালীতে লয় হয় তিনি যে কাল শক্তি, তিনি যে নির্গুণা, তিনি যে নিরাকার, তিনি যে যোগীদিগের মঙ্গল স্বরূপ তন্ত্রকার তাহাও বলিয়াছেন। তারপর নিত্য কালরূপা অব্যয়া অমৃত স্বরূপ বলিয়া তাহার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে। কেননা চন্দ্রই সুধার আকর তিনি চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি এই তিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছেন সেই জন্য "ত্রি নেত্রং" তিনি সমুদায় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কাল দণ্ডের দ্বারা চর্ব্বন করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্ত বসন রূপে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার হাতে অভয় রহিয়াছে বিপদ কালে তিনিই অভয়দায়িনী। তিনি সমস্ত

জীবকে নিজ নিজ কার্য্যে নিজ নিযুক্ত করেন তাই তাঁহার হস্তে বর আছে এই জগত রজোগুণে সৃষ্ট * এবং তিনি ইহা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাই রক্ত পদ্মাসনস্থিতা দেবতাদিগের বীজ মন্ত্র ধ্যান ইত্যাদিতে কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। Esoteric Significance (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) বুঝিবার চেষ্টা করিলে কত সুফল লাভ হইতে পারে তাহা বোধ হয় কেহ ভাবেন না।

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।

অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রদায়িনী যে কালিকা মূর্ত্তি তাহা বাসনারূপ মুণ্ড মালাতে সুসজ্জিত অর্থাৎ কর্ম্মের মুখরূপ বাসনাকেই প্রকৃতি পূর্ণ এই বাসনার নাশেই মুক্ত। যতক্ষণ বাসনা থাকে ততক্ষণ জন্ম মৃত্যু হয়।

মুক্তকেশীং;—কেশেই স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য্য মুক্তভাবে এই প্রকৃতি সমস্ত জীবের অধিকারে আছে।

মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং

কণ্ঠাবশক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্

অর্থাৎ প্রকৃতির কম্মরূপ রূপের প্রভা মেঘের ন্যায় সুন্দর। বেদান্তে অন্তঃকরণের বৃত্তিকে মন বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানে বৃত্তির নাম চিত্ত। এই অনুসন্ধানে যে বুদ্ধি হয় সেই বুদ্ধিকে অহঙ্কাররূপ মেঘ আচ্ছাদন করে।

মোহিনীরূপিনী প্রকৃতি শুম্ভ ভূতকে যাহা বলিতেছেন তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃতির অধিপতি না হইলে শুম্ভের ন্যায় রাজার ও সুখ নাই।

প্রকৃতির কার্য্যের ব্যাপার দর্শনের পর সাধক করাল বদনের স্থলে "সুখ প্রসন্ন বদনাং—বলিলেন আবার সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতেই সত্যং শিবং সুন্দরং বলিতে হইয়াছে—

মা স্বাহা স্বধা ইত্যাদি সমস্তই তুমি বলিতে হইয়াছে। মহাদেব জ্ঞানের অবতার বা আদর্শ বলিয়া পঞ্চ মুখে সমুদায় জ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন লোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করে। এই জন্যই মহাদেবের পঞ্চমুখ। তারপর কৈলাসপুরী যাঁহার বাসস্থান, কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, পার্ব্বতী যাঁহার গৃহিনী

* মহানির্ব্বানতন্ত্র ১৩ উল্লাস ৪-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদি পার্থিব সম্পদের যে তিনি পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি দিগম্বর, ছাই ভস্ম মাখা শ্মশানবাসী। একাধারে ভোগের ও ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

দীক্ষা গুরু বা ইষ্টদেব।

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী লিখিত।)

—:০:—

দীক্ষা গুরু ইষ্ট মন্ত্র দিয়া তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানের সন্নিধানে লইয়া যান, আর শিক্ষা গুরু বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ উপযোগী করেন। দীক্ষা গুরু অন্তর্জগতের উন্নতি, অনুশীলন, পরিস্ফুটন ও সম্যক উৎকর্ষের ভার লন। তাঁহার দায়িত্ব যে কত বেশী তাহা ধারণার অতীত। এই রক্ত মাংসের শরীরকে সদা সর্ব্বদা ষড় রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় গুলির সহিত দ্বন্দ করিতে হইতেছে। তাহার উপর সংসারের ঘোরতর বাত্যা বিতাড়িত হইয়া শরীর ও মনকে অহঃরহ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইতেছে। এই স্থূল শরীরের অভাব, আকাঙ্ক্ষা, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতি হইতে প্রায় কোন মনুষ্যই নিষ্কৃতি পান নাই। এ অবস্থায় অন্তর্জগতের উন্নতি, অনুশীলন, পরিস্ফুটন ও সম্যক উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে কিরূপ দৈবী শক্তি সম্পন্ন ও দেব সদৃশ চরিত্র সাহায্যে সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া, এমন কি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল বা অদৃষ্ট এবং পূর্ব্ব সংস্কার প্রতিহত করিয়া নূতন ভাবে নবজীবন লাভ করিয়া কার্য্য করিতে হয় তাহা মনুষ্য বুদ্ধির প্রায় অগোচর। তাহা হইলে আমাদের ন্যায় মনুষ্য গুরুপদ বাচ্য হইতে পারে না একমাত্র অবতার বা ভগবান সদৃশ ব্যক্তি আত্মার উন্নতি এবং সম্যক উৎকর্ষ সাধনের ভার লইতে পারেন। একপ হইলে আমরা কোন্ গুরুরূপ তরণীর সাহায্যে এই ভব সমুদ্র পার হইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণে লীন হইব?

ভগবানের স্বরূপ কি? তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যায়? তাঁহাকে পাইলে কি হয়? ভগবান আমাদের ন্যায় হাত পা ওয়ালা প্রাণী নহেন। তাঁহাকে

যখন কেহ কখনও দেখেন নাই, তখন ভাবুক, সাধক, ভক্ত, যোগী প্রভৃতি ব্যক্তিরা নিজের নিজের জ্ঞান ধারণা অনুসারে লোকের সমক্ষে নিরাকার ভগবানকে সাকার করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। অবশ্য এরূপ পদ্ধতিতে চলিতে পারিলে ভগবান সম্বন্ধে কতক জ্ঞান হয় বটে। ভগবানের কতকগুলি কার্য্য কলাপ দেখিয়া ও সৃষ্টি বৈচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটা ভাব ও ধারণা মন মধ্যে আবির্ভাব হয়। ক্রমে অভ্যাস ও সাধনার দ্বারা এই সব ভাবগুলি শক্তিরূপে পরিণত হয়। ক্রমে এই শক্তি অন্তর্মুখী হইয়া সূক্ষ্ম দেহ (প্রাণময় কোষে যে বুদ্ধি, মন ও আত্মা আছে) মধ্যে যে আত্মা অবচ্ছিন্ন ভাবে আছে, তাহাকে বিকশিত শক্তিমান ও কার্য্যকারী করিয়া ক্রমে পর-মাত্মাতে লীন হইয়া যায়। পরমাত্মা হইতে সমস্ত শক্তি, ভাব প্রভৃতি প্রতি-নিয়ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাতায়াত করিতেছে। মনুষ্য কি এই জীবনে অর্থাৎ স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম দেহকে স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন করিয়া পরমাত্মায় মিশাইতে পারেন?

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে মনুষ্য এইরূপে নির্ব্বাণ বা মুক্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন। তিনিই গুরুপদ বাচ্য হইতে পারেন, নচেৎ অন্য কেহই নন। নিজে অন্ধ হইলে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিদ্যার অধিকারী না হইলে পরকে কিরূপে উহা শিক্ষা দিতে পারেন। যদি কেহ ওরূপ করেন, তিনি ও তাঁহার শিষ্য উভয়েই বিনষ্ট হন।

এরূপ হইলে আমাদের উপায় কি? আমরা কি তবে সংসার রূপ নরকে পড়িয়া চিরকাল হাবুডুবু খাইব। ভগবানের ইহাই কি ইচ্ছা যে, তাঁহার প্রিয়তম সন্তানেরা চিরদিনের মত তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবেন। না, তাহা কখনই সম্ভব নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায় ৮ম শ্লোকে বলিয়াছেন;—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে ভারতের ভার হরণার্থ ও দুর্জ্জয় প্রকৃতি ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের অত্যাচার দমন করনার্থ এবং ভারতে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া শান্তি আনয়ন করিবার জন্য পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিয়া অর্জ্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে সৎ উপদেশ দিয়া গন্তব্য পথে রথ

চালনা করিয়া অর্জ্জুন তথা পাণ্ডব পক্ষের চালক, বন্ধু ও পথ প্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে আমাদের উদ্ধারের উপায় নাই।

কাহাকে কিরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে? পৃথিবীতে অসংখ্য মহাপুরুষ, সাধক ও অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কাহার শরণাগত হইব? দেশকাল পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ ধর্ম্ম সম্প্রদায় উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের দেশে কুলগুরু প্রদর্শিত কুলধর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম পালন করা প্রথা প্রচলিত আছে। গীতার ৩য় অধ্যায়, ৩৫ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ॥

ভগবানের নিকট পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত পথ দিয়াই তাঁহার নিকট যাওয়া যায়, কারণ তিনি সর্ব্ব ব্যাপী, অনন্ত ও অনাদি।

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই মহাবাক্যের অনুসরণে আমাদের কুল গুরু দত্ত বীজ মন্ত্র জপ, সাধনা, ধ্যান ও ধারণা করিয়া ক্রমে নবজীবন লাভ করিতে পারা যায়। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কুলগুরু আমাদের ন্যায় মনুষ্য ব্যতীত আর কিছু নহেন। তবে কিরূপে তিনি আমাদিগকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিবেন। উত্তরে বলায়ায় ভগবান অপেক্ষা তাঁহার "নাম" রূপ মন্ত্র বড়, কারণ "নাম" সকলেই গ্রহণ করিতে পারে, ধ্যান, ধারণা ও জপ করিতে পারে এবং ক্রমে নামের মধ্যে যে সব ভাব ও শক্তি (By Association of ideas) নিহিত আছে, তাহাও সাধক সংগ্রহ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। যিনি আমাদের ঐ "নাম" রূপ মন্ত্র দান করেন, তিনি আমাদের সমক্ষে ভগবান সদৃশ হন। আমরা তাঁহার নিকট যদি কৃতজ্ঞচিত্তেঐ "নাম"রূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া একলব্যের ন্যায় একাগ্রতার সহিত ঐ মন্ত্র জপ, ধ্যান ও ধারণা করি, তাহা হইলে নবজীবন লাভ করিতে পারি। সকল বিষয়েই একটা উপলক্ষ থাকা চাই। স্বাভাবিক কার্য্যাবলীতেও একটা উপলক্ষ আছে। দীক্ষার সময় শ্রীনারায়ণ (শালগ্রাম শীলা) দেবের সমক্ষে কুল গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দেন। ঐকান্তিক আগ্রহ এবং চেষ্টার পর দীক্ষা হইলে শিষ্য শ্রীভগবান

নারায়ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গুরুদত্ত বীজ মন্ত্র জপ, ধ্যান, ধারণা করিতে করিতে অভ্যাস বশতঃ ক্রমে নবজীবন লাভ করিতে পারিলে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ নারায়ণে আত্মোৎসর্গ করিয়া কলের পুতুলের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তখন তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পৃথক ভাবে কার্য্য করে। তখন বুদ্ধি, মন, বিদ্যা, প্রাণ, পঞ্চেন্দ্রিয়, ষড়রিপু, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। তখন তাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক ভগবানের আবাসস্থল বলিয়া বোধ হয় এবং অধ্যাত্ম বিদ্যার দ্বারা দেহতত্ত্ব বোধ হইলে তিনি এই পঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় দর্শন ও ভোগ করেন। এমন কি এ সম্বন্ধে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরাও বলে, "Know you not that you are the temple where god dwelleth"। এরূপ অবস্থা ঘটিলে হৃদয় রাস মন্দিরে অহরহঃ শ্রীভগবানের "রাসলীলা"র অভিনয় হইতে থাকে ও সাধক ত্রিগুণাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া ক্রমে আদ্যাশক্তি ভগবতীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া শ্রীভগবানের সুমধুর লীলারসে তন্ময় হইয়া যান।

ক্রমশঃ।

ভজ গৌরাঙ্গ।

(শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, লিখিত।)

—:০:—

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্র মরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥"

সাধু হৃদয় ভক্তমণ্ডলীর সমীপে আজ এই অর্ব্বাচীন বালক, অন্তর্যামী মহাপ্রভুর প্রেরণায়, বৈষ্ণব মহাজনগণের পদানুসরণ করতঃ ভক্ত হৃদয়ের একটী

অধ্যাত্ম উচ্ছ্বাস নিবেদনের অভিপ্রায়ে উপস্থিত। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই দীন বালক তাহার সংকল্পিত শুভ ব্রতোদ্‌যাপনে সমর্থ হয় এবং দেব দুর্লভ আত্ম প্রসাদের অধিকারী হইতে পারে।

বহুদিন গত হইতে চলিল বৈষ্ণব পদাবলী অলোচনা করিতে করিতে মহা প্রভুর কৃপায় একদিন শুভ মুহূর্ত্তে কোনও খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাধকের রচিত একটী অতি সুন্দর গাথা আমার হস্তগত হয়। ঐ গাথা পাইয়াই নাম সাধনের জন্য আমার তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়া উঠে। এখনও বৈষ্ণব মহাজনের সাধন বিষয়ক সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতটী আমার প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইতেছে। তিনি প্রাণের তারে সুর মিলাইয়া, ভক্তের আবেগময়ী ভাষায়, হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে দিক্‌মণ্ডল মুখরিত করতঃ ভাবের উচ্ছ্বাসে গাহিয়া ছিলেন :—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নামরে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে
আমি তার দাসরে॥
(সে আমার প্রাণরে)

ঠিক এই ভাবেই উন্মত্ত হইয়া পার্শ্বদবর শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন—

চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লহ চৈতন্যের নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥

ভক্ত হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস! কি অপার্থিব ভাব মাধুরী! সাধন সাগরে ডুব দিয়া তিনি যে আমাদের মত পতিত জীবের পরিত্রাণের জন্য কি এক মহামূল্য পরশরতন উদ্ধার করিয়াছেন, যাহার অমৃত-শীতল-মধুর-পরশে আমাদের বহু জন্ম জন্মান্তরার্জ্জিত পাপ-তাপ-রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্য চিরকালের তরে দূরে যায়, তাহা আমরা কিরূপে চিনিব? নারকীয় কীট হইয়া—আঁধারের জীব হইয়া দিব্যধামের অধিবাসী দেবোপম বৈষ্ণব পাঠকের প্রাণের গভীরতম মর্ম্ম কথা আমরা কিরূপে উদ্ঘাটন করিব? আমাদের এমন কি পুণ্য বল আছে যে, আমরা এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হই! সে যাহা হউক, আমদের একটী কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তাহা এই :—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র গতি, এবং একমাত্র আশ্রয় স্থল। নামের মহিমা অপার ও অজ্ঞেয়। নামের শক্তি অক্ষয় ও অনন্ত। তাই শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের মত পতিত জীবগণকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন—

"নাম সুধারস কে নিবিরে আয়।
দেবের দুর্লভ এই হরিনাম,
নামে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে যায়।
নামের গুণে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে,
অন্ধ চোখে দেখতে পায়।"

কি জীবন্ত আশ্বাসবাণী। কি অপূর্ব্ব আশার সঙ্গীত !!! আমাদের আর ভাবনা কি? তবে কথা এই যে, সংগুরুর শরণাগত হইয়া নাম সাধনের গভীর রহস্য সবিশেষ জানিয়া লইতে হইবে। নাম-সুধা রস পান করিতে করিতে আত্মহারা হইতে হইবে। মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতের অধিকারী হইতে হইবে। নামের মাহাত্ম্য শাস্ত্র এইরূপ ভাবে ঘোষিত করিয়াছেন, যথা—

মধুরমধুরমেতং মঙ্গলং মঙ্গলানাম্
সকলনিগমবল্লী সংফলং চিংস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীত শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েং কৃষ্ণনাম ॥

আবার—

"নামঃ চিন্তামণি কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ॥"
পূর্ণশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বা নাম নামিনো ॥

প্রথমতঃ স্বেচ্ছায়, বা অনিচ্ছায় ভক্তিতে বা অবহেলায় অন্তরে বা বাহিরে যেরূপেই হউক তাঁহার পবিত্র নাম সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপভাবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে পারিলে, আমাদের প্রতিকার্য্যে, প্রতিবাক্যে ও প্রতিচিন্তায় তাহার পবিত্র নাম-স্মৃতি স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। তৎপরে বিশিষ্ট সময়ে প্রাণের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ একত্র হইয়া নাম-

সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার রূপ গুণ ধ্যানে মনোনিবেশ করিতে হইবে। অনন্তর সংগুরুকৃপায় তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারিলে আমরা নাম-সাধন রূপ মহাযজ্ঞের আভ্যন্তরিক অনুষ্ঠানে বা অন্তরঙ্গ তত্ত্বে যোগদান করিবার অধিকারী হইব। তৎপরে ভগবৎকৃপায় চিত্তকে আরও একটু সূক্ষ্মস্তরে লইয়া গিয়া, ভাব সাগরে ডুব দিতে পারিলে আমরা বৈষ্ণব পাঠকের প্রাণস্পর্শী মর্ম্ম গাথা—ভক্ত হৃদয়ের অধ্যাত্ম সাধনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব—"ভজ গৌরাঙ্গ" এই মহাবাক্যের প্রচ্ছন্ন ভাব আংশিকরূপে ধারণা করিবার অধিকারী হইতে পারি। "আংশিক" বলিবার কারণ এই যে, কেহই সম্যকরূপে ভগবৎতত্ত্ব ধারণা করিতে পারেনা। তাহাও আবার শ্রী গুরু বৈষ্ণবগণের কৃপাসাপেক্ষ। একাধারে এককালীন গুরু কৃপা ভগবৎকৃপা ও ভক্ত কৃপা না হইলে কেহই এই অভাবনীয় অবস্থায় পৌঁছিতে পারেনা। ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

এখন আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারি বা ধারণা করিতে পারি তাহাই আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম! সম্যক্ অনধিকারী হইলেও, "যথা শক্তি ভগবৎ তত্ত্বালোচনায় চিত্তের ময়লা মাটী অপসারিত হয়"—এই বিশ্বাসে আমার বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি।

"ভজ গৌরাঙ্গ"—শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের ভজনা কর। তাঁহাকে কেন ভজনা করিব, কিরূপেই বা তাঁহার ভজনা করিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপই বা কি, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তিনি আমাদের জন্য কিই বা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাকে ভজনা করিলে আমাদের কি ফলহ বা হইবে ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন বহির্ম্মুখী আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। হওয়াও কিছু বিচিত্র ও অস্বাভাবিক নহে। সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যত দিন বদ্ধ আছি, ততদিন যাবৎ মনের মধ্যে এইরূপ অনেক প্রশ্ন উঠিবে। তবে যখন সৎগুরুকৃপায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে, শ্যামসুন্দর, রাসবিহারী, গোপী-বল্লভ, গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণরূপে কিম্বা সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠপতি নরনারায়ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব এবং এইরূপভাবে তাঁহার গভীর তত্ত্ব অবগত হইয়া সমস্ত সংশয়ের হাত এড়াইয়া ভজনের মত তাহাকে ভজনা করিতে শিখিব শুধু তখনই,—সেই শুভ মুহূর্ত্তেই আমাদের প্রাণে আনন্দামৃতধারা ছুটিবে—সন্দেহাত্মক মনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রশ্নগুলি একে একে মীমাংসিত হইবে। বস্তুতঃ

ভক্তের ভগবৎজ্ঞান ব্যতীত শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। গৌরাঙ্গভক্তের সমীপে গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই প্রতীত হওয়া সুসঙ্গত। এইরূপ ধারণা বা বদ্ধমূল বিশ্বাস ব্যতীত কেহই ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভ করিতে পারেনা। শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেকরই তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আচার্য্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভজনা করা উচিত। ইহাতে উপকার বই অপকার কিছুই নাই। যিনি আদর্শ ভক্ত বা সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককেই "আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয়েন না। শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব কিম্বা বৌদ্ধ, জৈন, ম্লেচ্ছ, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়েরলোকই তাঁহার স্বজন—সকলের উপাস্য দেবতার মধ্যেই তিনি নিজের প্রিয়তমকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তই "ভজ গৌরাঙ্গ" এই মহাবাক্যের গভীর মর্ম্ম অনুধাবন করিতে সমর্থ।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমাদেরই জন্য কলিযুগে তাহার দেহ ধারণ। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে গৌরাঙ্গদেব ভগবানের পূর্ণ অবতার। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গে তাঁহাদের কোনও পার্থক্য জ্ঞান নাই চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

চেতন্য গোসাইর এই তত্ত্বনিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ চৈতন্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

ভাগবতাদিগ্রন্থে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই তত্ত্বই যখন প্রমাণিত হইয়াছে, তখন গৌরাঙ্গ পন্থী ভক্তগণ যদি মহাপ্রভু চেতন্যদেবে ঐশ্বরিক পূর্ণ সত্বা আরোপ করতঃ শ্রীকৃষ্ণভাবে বা সাক্ষাৎ ভগবানরূপে তাঁহার ভজনা করেন এবং ইহাতে যদি তাঁহাদের ধর্ম্মভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের

তাঁহাদের ঈদৃশ আচরণে আপত্তি করা উচিত নহে। আপত্তি করার কোন সুসঙ্গত কারণও আমরা খুঁজিয়া পাই না। যেহেতু প্রত্যেককেই নিজের ভাবে আপন আপন ভক্তি ও বিশ্বাস অনুসারে সাধনমার্গ আশ্রয় করিবার স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথা আধ্যাত্মিক উন্নতি সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে। আমরা এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতই অনুসরণ করিব। এখন বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

"পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।"

দুস্তর পাপ-ভার হরণ করিতে এবং কলিযুগের পতিত নর-নারী উদ্ধারার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। অবতার গ্রহণের ইহাই স্থূল উদ্দেশ্য বলিয়া বৈষ্ণব-মহাত্মাগণ উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনের প্রশস্তক্ষেত্র স্বর্ণভূমি নদীয়াই তাঁহার লীলাস্থান। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁহার নিত্য নব মহোৎসব হইতেছে। তথায় তিনি কৃষ্ণচৈতন্যরূপে ধ্রুবপ্রহ্লাদ, রূপ, সনাতন আদি পার্ষদগণ লইয়া মহানন্দে বিভোর আছেন। হৃদয়ের অতি গভীরতম প্রদেশ—চিন্ময় বৃন্দাবনধামে—অতীন্দ্রিয় অভিনব ভাবদেহে তিনি মহাভাবস্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীকে লইয়া গোপীগণের সহিত মহোল্লাসে রাসোৎসবে মাতিয়াছেন—অনাদি কাল হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলানন্দ উপভোগের জন্য প্রধান খেলোয়ারীরূপে সমজীবকে তাঁহার খেলার সাথী করিয়া কি এক অপূর্ব্ব খেলা খেলিতেছেন। সৎগুরু কৃপায় পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বশতঃ প্রাণারাম দেবকে লইয়া যাঁহারা হৃদয়ের অতি গোপনীয় স্থানে-অতীন্দ্রিয়, অভিনব, চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনধামে খেলিতে শিখিয়াছেন—তাঁহার মোহন বেণুর (মধুর নিক্কণে) কল কল নাদে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বসৌন্দর্য্যের—সারাৎসার সেই চির সুন্দরকে লইয়া যাঁহারা রাস-রস উপভোগ করিতেছেন তাঁহারাই ধন্য, বসুন্ধরার যোগ্য সন্তান—ধর্ম্ম জগতের আচার্য্য—ভগবানের ক্রীড়া সহচর। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, যে লোকেই থাকুন, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন আমরাও যেন তাঁহাদের পদানুসরণ করতঃ একদিন এই অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হই!

ব্রজধামের জীবমাত্রই আত্মারাম। সেইখানে স্ত্রী পুরুষ সকলেই "আত্মা" রূপী অবস্থান করিতেছেন। ব্রজধামের অভিধানে শ্রীগোবিন্দই একমাত্র পুরুষ।

আর সকলেই স্ত্রী (negative ভাবাপন্ন)। তিনিই গোপীবল্লভ—সর্বজীব-রূপিণী গোপিনীদের একমাত্র প্রভু, হৃদয় সর্বস্ব। ভেদের রাজ্যে—ব্রহ্মার সৃষ্টি এই মায়িক জগতে তাঁহার দুর্লভ দুর্গম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সাধন সম্পদে গরীয়ান্ হইয়া, ধ্যানবলে জিতকাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনাকে গোপী ভাবিয়া গোপীরাজ ব্রজেশ্বর রাসবিহারী পরম পুরুষ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে আত্ম সমাধান করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা শাস্ত্রোক্ত গোপীপ্রেম বা মধুর ভাবের উপাসনার অধিকারী হইতে পারিব। রাধা গোপীদের রাণী—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের তদ্গত চিত্তা জীবন সঙ্গিনী,—মনমোহিনী সাধন বলে আনন্দাত্মিকা হ্লাদিনী শক্তির উদ্বোধন করতঃ যাঁহারা কৃষ্ণ প্রেমে পাগল হইয়া-ছুটিয়াছেন, তাঁহারাই একমাত্র আপনাকে রাধা ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করিবার অধিকারী। এই ভজন ব্যাপার অতি গুহ্যতম। সংগুরু মুখাপেক্ষী না হইলে কাম গন্ধহীন হইয়া পবিত্র প্রেমের সুরধুনী ধারায় আপনাকে অভিষিক্ত করিতে না পারিলে এই দুরূহ সাধন তত্ত্ব চিরকালই মনুষ্য জ্ঞানের অতীত থাকিবে। এই গভীর রহস্য জ্ঞাত হইয়াই ভক্তকুলতিলক কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

„সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায়।” চৈতন্যচরিতামৃত।

গ্রন্থপাঠে, পাণ্ডিত্যের বলে, কুটতর্কজাল বিস্তার করতঃ আমরা এই সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া কথা বলিতে কিম্বা মনোহারিণী বক্তৃতা দিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতে পারি বটে কিন্তু একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃত সাধনা ব্যতীত সাধনের ধন চিরকালই আমাদের কাছে অপ্রকাশিত থাকবে। সাধনের ধনকে লাভ করিতে হইলে সেই অচলা ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস দরকার, তাহাও সংগুরুর সাক্ষাৎ কৃপা ব্যতীত আমরা লাভ করিতে অসমর্থ। চরিতামৃতকার তাই বলিয়াছেন—

“গুরুপাশে সাধন ভক্তি দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য।”

বস্তুতঃ গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কেহই সাধন জগতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

ভক্তের একবিন্দু অশ্রুর কাছে বহ্বাগাড়ম্বর তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। প্রাণ ভরিয়া—সাধ মিটাইয়া যাঁহারা একবার সাঙ্কেতিক বীজ মন্ত্রে বা যে কোনও

নামে তাঁহাকে ডাকার মত ডাকিতে পারেন—যাঁহাদের এক ডাকে ভগবানের আসন টলিয়া উঠে—যাঁহাদের সহিত মিলনের জন্য ভক্তবৎসল অস্থির হইয়া উঠেন তাঁহারাই আদর্শ ভক্ত। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে জানিনা, কবে আমরাও প্রিয়তমকে সাধ মিটাইয়া চিদ্‌ঘনানন্দে বিভোর হইয়া ডাকার মত ডাকিতে শিখিব! গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপায় যখন আমাদের হৃদয় পুরীতে পরম পুরুষ নারায়ণের অনন্ত শয্যা রচনা করিতে পারিব ধ্যানবলে যখন শ্যামসুন্দরের প্রাণ মন বিমোহন মধুর মুরতি আমাদের ভাবাঙ্গভূত হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত দেখিয়া কৃতার্থ হইব—যোগবলে যখন নামসাধনায় সিদ্ধ হইয়া হৃদ্‌পদ্মে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার বিশ্ব-বিমোহন মুরলীধ্বনিতে—অনাহত ঝঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া তন্ময় হইতে পারিব, শুধু তখনই সত্য সত্যই বৈষ্ণব-সাধনের সূক্ষ্মতত্ত্ব—'ভজ গৌরাঙ্গ' এই মহাবাক্যের সার্থকতা হইবে। হৃদয়-রাস-মন্দিরে, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে যখন শ্রীরাধাকে বামে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন শুধু তখনই, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই আমরা ভজন সাগরে ডুব দিয়া চির জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাপিত করতঃ ভক্তের প্রাণমাতানো ভাষায় প্রাণের তারে সুর মিলাইয়া অমৃত- মধুর ঝঙ্কারে গাহিব—

"নব-নীরদ-নিন্দিত কান্তিধরং
রস সাগর নাগর ভূপবরম্।
শুভ বঙ্কিম—চারু শিখণ্ড শিখম্
ভজ কৃষ্ণ নিধিং ব্রজরাজ সুতম্॥"

আরও গাহিব—

"বৃষভানু সুতাবর কেলি পরম্।
রসরাজ শিরোমণি বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বর মীড্যবরম্।
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্॥"

ক্রমশঃ।

১৩শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস,
১৩২১।

প্রার্থনা।

—:০:—

চিত্তং প্রেরয় সদ্ধর্ম্মে কামান্ সংরোধয় প্রভো!
ভবদারাধনে শক্তিং দেহি মে দীনবৎসল!!

হে সর্ব্বব্যাপিন প্রভো! এই আশাময় জগতে বৃথা মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া আর কতকাল রাখিবে। সাধু গুরু বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঘোর অপরাধীও যদি তোমার ঐ অধমতারণ নাম স্মরণ পূর্ব্বক হে দীনশরণ, হে পতিত পাবন, হে দীননাথ বলিয়া কাতর প্রাণে তোমার স্মরণ লয় তুমি তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ কর না, অধিকন্তু অনায়াসেই এই সুদুস্তর মায়া নদী পার করিয়া তাহাকে পরমানন্দধামের পথ দেখাইয়া দাও।

ভোগের দ্বারা এবং নানা প্রকারে বিষয়ালোচনা দ্বারা বেশ অনুভব হইয়াছে যে, এই নশ্বর জগত একমাত্র তোমার মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীবও যখন তোমার সৃষ্ট, আর মায়াও যখন তোমার সৃষ্ট তখন আর কেন বৃথা মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবগণকে কষ্ট দিতেছ। যদি বল 'জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে, পরম দয়াল। সে কর্ম্মও যেমন তুমি দিয়াছ আবার কর্ম্মফল প্রদাতাওতো একমাত্র তুমি, তোমা ছাড়াতো কিছুই হইতে পারেনা।

দীননাথ! লোকমুখে ও শাস্ত্র বাক্যে প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া যদিও আমরা প্রকৃত ধর্ম্ম পালন ও অধর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পারিতেছি না, যাহা দুঃখকর ও পরিণাম অত্যন্ত অশান্তি জনক তাহা ত্যাগ করিয়া যদিও পরিণামে অমৃতোপম শান্তি-জনক ভাব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতেছি না, তথাপি প্রাণে বেশ বল

আছে যে, তুমি হৃদয়েশ্বর আমরা একমাত্র তোমারই অনুগত দীন প্রজা, কখনই দীন প্রজাকে তুমি তোমার শ্রীচরণ রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিবে না। প্রাণনাথ! তোমার অসীম অমোঘ কৃপাই আমাদের একমাত্র সার সম্পত্তি। দয়া করিয়া আমাদিগের বিসয়াসক্ত মলিন দুর্ব্বল চিত্তকে বিষয় বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া তোমার পবিত্র ধর্ম্মে প্রেরণ কর। সাংসারিক বাধা বিঘ্ন ও নানা প্রকার বিক্ষেপে ও যেন মন বিচলিত না হয়। দয়াময়! যেন তোমার কৃপা লাভ করিয়া তোমার প্রদত্ত মনুষ্য জীবন সার্থ করিতে পারি। প্রেমময়!—

"আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো,
তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো,
আমি চলি তব পথে না পড়ি ভ্রমেতে
এই গহন সংসার কাননে।"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তির ত্রয়োদশ বর্ষ।

(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল, লিখিত।)

—:•:—

ভগবানের গূঢ় ইচ্ছাক্রমে কত ভক্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে। কিন্তু ভক্তির আবির্ভাবও নাই, তিরোভাবও নাই। ভগবান যত দিনের ভক্তিও তত দিনের। জীবের অবস্থান্তর হয় কিন্তু ভগবানও তদীয় কিঙ্করী ভক্তি নিত্য, সত্য ও চির মঙ্গলালয়।

জ্ঞানী যতই কেন জ্ঞানপথে অগ্রসর হউন না এই ভক্তির আনুগত্য স্বীকার না করিলে ভগবত্তত্বের প্রকৃত অবধোব হয় না। এই আনুগত্য কিরূপে লাভ হয় তদ্বিষয়ে বহু বহু সাধু মহাত্মা বহু বহু উপায় দেখাইয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥"

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কথিত এই নববিধ উপায়ই প্রকৃষ্ট ও প্রধান।

আমাদের এই 'ভক্তি' পত্রিকা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের সহচরী। এক খানি গৃহে থাকিলে অবসর কাল বৃথা যাপিত না হইয়া ইহার সহায়তায় শ্রবণ, কীত্তন ও স্মরণে নিয়োজিত হয়। ইহাই 'ভক্তির' বিশেষ উপকারিতা।

ইহার জনয়িতা আমাদের এক জন পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ ছিলেন। তাই তিনি করুণা করিয়া আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল চেতা জীববৃন্দের জন্য এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামও যেমন দীনবন্ধু ছিল তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেও দীনবন্ধুই ছিলেন তাই ইহার বার্ষিক মূল্য মাত্র এক টাকা ধার্য্য করিয়া দীন, আমাদিগের প্রতি বিশেষ করুণা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তদীয় সুযোগ্য অনুজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পাদক স্বরূপে ইহার পালন ও পোষণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সুলিখিত প্রবন্ধ ও ভক্তিরসোদ্দীপক উত্তম চিত্রাদি দ্বারা ইহার অঙ্গসৌষ্টব বর্দ্ধনের জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। গত ভাদ্রমাস হইতে 'ভক্তি' দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছেন। এই এক যুগ কাল মধ্যে 'ভক্তি' অনেকের ভক্তির উদ্দীপনা করিয়াছেন; অনেকের ভক্তিকে সুদ্দীপ্ত করিয়াছেন, ইহাই 'ভক্তির' কার্য্য। যাঁহারা ভক্তির আস্বাদ পান নাই তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি বীজ বপন করা এবং যাঁহাদের হৃদয়জাত ভক্তি এখনও সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই তাঁহাদের ভক্তিকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করাই ভক্তির লক্ষ্য। এবং এতদিন সেই উদ্দেশ্যেই চলিয়া আসিতেছে।

জগতে অনেকে অনেক প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন, সকল কার্য্যেই জীবের কোন না কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু জীবের যাহা প্রকৃত প্রয়োজন তাহার সিদ্ধি সাধন করাই আমাদের এই 'ভক্তির' কার্য্য। 'ভক্তি'র পাঠক পাঠিকাগণ প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, জীবের প্রয়োজন—প্রেম। সেই প্রেম, ভক্তি অনুশীলনের চরম উন্নতিতে লব্ধ হয়। অপরাপর ঈপ্সিত বস্তুর ন্যায় প্রেমকে বহির্জগৎ হইতে লাভ করিতে হয় না ইনি অন্তরেই আছেন কেবল ভক্তির অনুশীলন দ্বারা উহার প্রকাশ করিয়া লইতে হয়। এই প্রেম

যাঁহাদের ভাগ্যে উদিত হইয়াছে তাঁহারাই জগতের শিরোভূষণ, তাঁহারাই জগতের আদর্শ-স্থানীয় মহাপুরুষ। তাঁহাদের জীবন প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় ধীর ও স্থির, সাংসারিক কোন বাত্যাই সে সমুদ্রকে বিলোড়িত করিতে পারে না। আমাদের 'ভক্তি' ধৈর্য্যময় ও প্রেমময় জীবন লাভের অন্যতম সোপান।

জীবের অভীপ্সিত যত প্রকার সুখ আছে প্রত্যেকেরই অবসাদ দৃষ্ট হয় প্রথমে ভোগ কিন্তু কিছু পরেই অবসাদ ও বিরক্তি তখন আবার নূতনের অভিলাষ—এবং সেই নূতন প্রাপ্তির জন্য নানাবিধ চিন্তা, চেষ্টা ও ক্লেশ স্বীকার কিন্তু যেই লাভ হইল—বাস। আর তাহার সেই মোহন ভাব নাই সে অমনি পুরাতন হইয়া গেল। এইরূপে জীব ক্রমাগত প্রতারিত হইতেছে। প্রকৃত সুখ—যাহাতে অবসাদ নাই-যাহা নিত্য নূতন, যাহার আস্বাদ পাইলে জীবের আর নূতন আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরিত হইতে পারেনা, যাহা জীবকে অকিঞ্চিৎকর প্রপঞ্চ ভুলাইয়া দেয়, যাহা তাঁহাকে সেই অপ্রাকৃত-প্রপঞ্চাতীত-আনন্দময় ধামে আনিয়া ফেলে, যাহার মোহন মাদক ভাব হ্রাস হইতে জানে না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেই থাকে—সেই প্রকৃত সুখের সাক্ষাৎকার জীব পাইতেছে না। মায়া তাঁহার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

জীবের এবম্বিধ দুর্গতি দেখিয়া করুণাময় ঋষিগণ ভক্তি শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া ও তাহাতে শ্রদ্ধা লাভ করা অন্ন চিন্তা প্রপীড়িত জীবের পক্ষে দুর্ঘট। তবে যদি কেহ এমন বন্ধু থাকেন যিনি আমার অনিচ্ছা ও অনবকাশ সত্ত্বেও সতত আমার শ্রবণ বিবরে সেই সুখময় নিত্য ধামের মনোহর কথা আবৃত্তি করেন তাহা হইলে হয়ত কোন দিন আমিও সেই চিজ্জগতের পথিক হই আমারও সেই বিষয়ে আগ্রহ জন্মে। যথার্থ কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, 'ভক্তিই' আমাদের সেই অকৃত্রিম বন্ধু।

অবশ্য বন্ধু বাটীতে আসিলে গৃহস্থের অনেক ব্যয় হয়। কিন্তু এই উদার অপ্রাকৃত বন্ধুটীর জন্য আমাদের সে ব্যয়ের দশমাংশও স্বীকার করিতে হয় না। বৎসরে একটীমাত্র টাকা ব্যয় করিলেই বারমাস ইঁহার সাহচর্য্য লাভ করা যায়। ফলে ক্রমশঃ আমরা সেই আনন্দময় ধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। ক্রমশঃ আমাদের দৃষ্টি বাহির হইতে ভিতরে আসে। অন্তর্জ্জগতে বিবিধ ব্যাপার ক্রমেই আমাদের মানস-নয়নের গোচর হয়। সংসার ও সমাজ

তথা জগতের বাহ্য ব্যাপার সকল ক্রমেই শিশুর ধূলা খেলার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এবং সম্মুখে বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবের অনুশীলনের উপযুক্ত এক বিশাল রাজ্য দৃষ্ট হয়। মানব সেই পূর্ণের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমেই এই অপূর্ণ রাজ্যের চেষ্টা সমূহে উদাসীন হইয়া পড়েন।

বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ রজোগুণান্বিত, ব্যক্তিগণের মতে মানবের এই অবস্থা কোন মতেই বাঞ্চনীয় হইতে পারে না। যাহাতে অর্থ বা ক্ষুদ্র স্বার্থের সম্পর্ক নাই তাহা মানব চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে না ইহাই তাঁহাদের মত। পরমার্থ ? ওটা তাঁহাদের মতে—মস্তিষ্কের একটু ছিট মাত্র ?

কি লিখিতে কোথায় আসিলাম। যাই হউক তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না—অর্থ কি আমরা অর্থেরই জন্য চাই ? না আর কিছুর জন্য চাই ? কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, অর্থ নিজেই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু নয়; অর্থ থাকিলে জীবনোপায় সহজে ও নিশ্চিন্ত ভাবে সংগ্রহ করা যায়, রোগের চিকিৎসা করা যায় ইত্যাদি নানা প্রকারে জীবন ধারণের সহায়তাও জীবনের সুখ বিধান করা যায় তাই সকলেই আমরা অর্থের ভিখারী—তাই অর্থ আমাদের মৃগ্য বস্তু, তাই অর্থের ও অর্থবানের এ জগতে এত আদর।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অন্য কোন সরল ও সহজ উপায়ে যদি ঠিক ঐ ফলগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহা কি অর্থ অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় হইবে না ? আপনি ত্রৈরাশিক করিয়া যে ফল লাভ করিলেন হইতে পারে আমি আপনার চেয়ে বোকা কখনও বিদ্যালয়ে ত্রৈরাশিক শিখি নাই—কিন্তু আমি সেই ফল আপনা অপেক্ষা অল্প শ্রমে ও শীঘ্র শুভঙ্করের আর্য্যামতে বলিয়া দিলাম। তবেই বুঝা গেল শুভঙ্করের মতটীও আমাদের আদরণীয়; কোনক্রমেই উপেক্ষনীয় নহে। বরং বোকালোকের সংখ্যা হিসাবে অধিক আদরণীয়।

কারণ, জগতে কয় জনের অর্থ আছে কয়জনের অর্থ হইতে পারে ও হইলেও থাকিতে পারে ? জগতের পনর আনা তিন পাই দরিদ্র। তবে কি তাহাদের জীবন অশান্তিতেই থাকিবে? তাহাদিগকে সুখশান্তি আনন্দ লাভের কি কোন সহজ ও সরল উপায় বলিয়া দেওয়া হইবে না ? তা সওয়ায় আপনি অর্থবান্, বেশ! কিন্তু আপনার অর্থ নষ্ট হইতে পারে, অপহৃত হইতে পারে ও সামান্য কারণে

ব্যয় হইয়া যাইতে পারে তখন আপনার উপায় কি? আপনার অর্থ থাকা বা না থাকা, হওয়া বা যাওয়া যাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সুদামার দারিদ্র্য ভঞ্জন ও দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ সেই শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি কুসুম অর্পণ পূর্ব্বক দৃঢ় ও অটল বিশ্বাসে স্থির নিশ্চিন্ত হইয়া দেখুন দেখি আপনার হৃদয়ে তেজ, বাহুতে বল ও মনে শান্তি আসে কি না—আপনার কোষাগার যতই ক্ষুদ্র হউক না অফুরন্ত বোধ হয় কি না, যতই বিপুল হউক না নির্ভরের অযোগ্য মনে হয় কি না? ভক্তি জগৎবাসীকে এই শিক্ষাই দেন। তিনি আরও শিক্ষা দেন যে,—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে ॥"

* * *

"বিশ্বম্ভর যিনি বিশ্ব করেন ভরণ।
অনাহারে মরে কিরে তাঁর ভক্তগণ!"

এই ধ্রুব বিশ্বাস-জনিত বিমল শান্তিসুখ প্রদান করিবার জন্য, এই ভগবচ্চরণ কমলে নির্ভরতা শিখাইয়া জীবনকে প্রসন্ন মধুর ও উজ্জ্বল করিবার জন্যই নিত্যধামগত মহাত্মা দীনবন্ধু প্রাণ পাত পরিশ্রম করিয়া আমাদের এই 'ভক্তি' পত্রিকা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পাঠক পাঠিকাগণ? একবার স্থির চিত্তে ভাবুন দেখি যে, আমাদের কোন কার্য্যেই কর্তৃত্ব নাই, সর্ব্বকারণ কারণ শ্রীগোবিন্দের ইচ্ছার উপরই সকল নির্ভর করিতেছে। বিপক্ষগণ যাহাকে পুরুষকার বা চেষ্টা নামে অভিহিত করেন তাহাও তাঁহারই চরণ কমলের কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নয়, কারণ আপনার নেত্র শ্রোত্র ও হস্তাদি বিবিধ কর্ম্মেন্দ্রিয় যতদিন আছে ততদিনই আপনার নিকট চেষ্টার আদর থাকিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল যখন একে একে অবসর গ্রহণ করে তখন আপনি বেশ বুঝিতে পারেন যে শ্রোত্র নেত্রও যখন আমার চেষ্টার ফল নয় তখন যাহাকে আমার চেষ্টা বলিতেছিলাম তাহাও প্রকৃতপক্ষে আমার নয় সেই তাঁহারই প্রেরণা বা নিয়োজন মাত্র। আবার এই যে চেষ্টার ফল সেই ফলই বা রক্ষা করে কে? প্রাকৃতিক ভূকম্প, অশনি, ঝটিকা, বণ্যা বহ্নি প্রভৃতি কত কি সংহার সহচর আছে ভাবুন দেখি। তারপর দস্যু, তস্কর,

জ্ঞাতি বিবাদ, বিদ্রোহাদি কত কি ধ্বংস সহায় আছে বুঝিয়া দেখুন। তবেই যে দিক দিয়াই দেখুন সেই অনাদিরাদি সর্ব্বকারণ কারণ গোবিন্দ ব্যতীত, আমাদের ভরসাস্থল আর দ্বিতীয় নাই। তাহা আমিও হইতে পারি না অপরেও হইতে পারেনা। তিনিই যথা কালে চেষ্টা আনিয়া দেন, নির্ভরশীলতা ও শিক্ষা দেন। তিনিই এই ভব সমুদ্রের বৃহত্তম বন্ধন-দণ্ড ও বৃহত্তম, নঙ্গর। জীবন-ভেলা সে নঙ্গরে বাঁধিলে আর বিন্দু মাত্রও ভয় থাকে।

ভক্তি তাহারই শ্রীচরণ-পঙ্কজে আমাদের চিত্ত-ভৃঙ্গকে লীন করে। তাই 'ভক্তি' আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদরের সামগ্রী। কেহ এরূপ মনে না করেন যে নিশ্চিন্ততাই ভক্তির একমাত্র ফল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি যে পরামানন্দ দিতে সমর্থ তাহার তুলনা নাই। সোণা রূপা হীরা জহরতের স্থান যদি আমাদের কণ্ঠ, বক্ষ ও করযুগলে হয়, তবে ভক্তির স্থান আমাদের উত্তমাঙ্গের কেন্দ্র স্থলে, যেখানে সকলেরই চৈতন্য থাকেন। (আমার মনে হয় এই চৈতন্য ও ভক্তির যুগপৎ আশ্রয় স্থল স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আমাদের শিরোদেশে শিখা বা চৈতন্য রক্ষা করার প্রথা হইয়াছে।)

যাহা হউক, আমাদের এই "ভক্তি" পত্রিকাই আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিবেন এবং ভক্তির উদয় এবং উৎকর্ষ সাধন করাইবেন ইনিই আমাদের পাশবিকতা অপনোদন করাইবেন, ইনিই আমাদিগকে অমর করিয়া ধরায় অমরাবতী দেখাইবেন। অতএব ভক্তবৃন্দ! আপনারা দ্বিগুণ আগ্রহে এই পত্রিকার আলোচনা আরম্ভ করুন। আপনাদের প্রিয়জনবর্গকে ইহার সুমধুর প্রবন্ধ সকল আস্বাদন করইয়া নিজেরাও ধন্য হউন এবং সখা সহচরগণ-কেও কৃতার্থ করুন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

এবারে 'ভক্তি'র আকার কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা হইতেছে আশা করি আমাদের পুরাতন গ্রাহকগণ প্রত্যেকেই এক একটী নূতন গ্রাহক সংগৃহীত করিয়া এই আয়তন বর্দ্ধনের ব্যয় সংকুলান করিয়া দিবেন। ভক্তি প্রচারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ কার্য্য জগতে আর কি আছে। যিনি ভক্তির সহায়তা করেন তিনিই ভূরিদ।

শ্রীশ্রীদ্বাদশাক্ষর ভঞ্জন স্তোত্রং।

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

——:o:——

ওঁ মিতিজ্ঞানমাত্রেণ রাগাজীর্ণেণ জীর্জিতঃ।
কালনিদ্রাং প্রপন্নোস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥

ওঁ কার স্বরূপ জ্ঞানরূপী নারায়ণ,
শুন প্রভো, শুন মোর দুঃখ বিবরণ।
বাসনা অজীর্ণে জীর্ণ আমার অন্তর,
কাল-নিদ্রা-অভিভূত তাহে নিরন্তর।
প্রপন্ন হইয়া পদে লইনু শরণ,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন।

নগতির্বিদ্যতে নাথ ত্বমেকং শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

নত শিরে কর যোড়ে করি নিবেদন,
করুণা করিয়া প্রভো. করহে শ্রবণ।
একমাত্র তুমি মম জীবন সহায়,
তোমা বিনে গতি আর না দেখি ধরায়।
পাপপঙ্কে নিমজ্জিত আছি অনুক্ষণ,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন।

মোহিত মোহজালেন পুত্রদার গৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোস্মিং ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

মোর দুঃখ বিবরণ নিবেদি চরণে,
প্রণিধানকর হরি কৃপা বিতরণে।

দারা, পুত্র, গৃহাদি স্বরূপ মোহজালে।
হইয়া আবৃত, মোহে আছি তোমা ভু'লে॥
বিষয় তৃষ্ণাতে পীড়া পাই অনুক্ষণ,
এ বিপদে করত্রাণ হে মধুসূদন!

ভক্তি হীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয় মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

ভক্তি হীন দীন হীন অতি অভাজন।
শোক-দুঃখাতুর, তাহে না জানি সাধন॥
নাথ হীন আমি, মোর নাহিক আশ্রয়।
আমার ব্যথায় কেহ ব্যথিত না হয়॥
অগতির গতি তুমি অনাথ শরণ,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন!

গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

গতায়াতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি আমি।
সুদীর্ঘ-সংসার-পথে বারে বারে ভ্রমি॥
এপথ দুর্গম অতি শুধু দুঃখময়।
ভ্রমণ-যাতনা স্মরি, প্রাণে হয় ভয়॥
যেন এই পথে পুনঃ না হয় গমন,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন!

বহবোঽপি ময়া দৃষ্টা যোনি দ্বারং পৃথক্ পৃথক্।[1]
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহিমাং মধুসূদন।

বহুবার দেখিয়াছি নানা যোনিদ্বার।
সে দর্শনে যত দুঃখ, নহে ভুলিবার॥

বহুরূপং ময়া দৃষ্টং যোনিদ্বারং পৃথক্ পৃথক্। ইতি পাঠান্তরং।

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কত শতবার।
গর্ভবাসে মহাদুঃখ পেয়েছি অপার॥
হেন কারাবাস যেন না হয় কখন,
পরিত্রাণকর মোরে হে মধুসূদন!

তেনদেব প্রপন্নোস্মি নারায়ণ মনাময়ং।
জগৎ সংসার মোক্ষার্থং ত্রাহিমাংমধুসূদন॥

তে কারণ তব পদে ল'য়েছি শরণ।
তুমি সেই অনাময় দেব নারায়ণ॥
তুমি সে উদ্ধারকারী জগৎসংসার।
জগতের ছাড়া নহি মুই দুরাচার॥
নরাধম জেনে করি কৃপাবিতরণ,
পরিত্রাণ করমোরে হে মধুসূদন!

বাচয়ামি যথোক্তানি প্রণমামি তবাগ্রতঃ।
জরা মরণ ভীতোহস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।

বাক্য দ্বারা যথা উক্ত করিয়া মিনতি।
নিবেদি তোমার অগ্রে করিয়া প্রণতি॥
জরা মরণের ভয়ে সদা আমি ভীত।
হিয়া মোর থর থরি কাঁপিছে নিয়ত॥
তুমি ভব-ভয়-হারী শমন-দমন,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন!

সুকৃতং নকৃতং কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসার ঘোরে মগ্নোহস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন।

সুকৃতি কিঞ্চিৎ মাত্র করিনি কখন।
কেবল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি আজীবন॥
অসারে করিয়া সার তোমায় ভুলিয়ে।
সংসার-সাগর-ঘোরে আছি মগ্ন হ'য়ে॥

অকৃতী অধম মুই কুমতি কুজন,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন !

দেহান্তর সহস্রেষুচান্যোন্যং ভ্রামিতো ময়া,
তির্য্যকত্বং মনুষ্যত্বং ত্রাহিমাং মধুসূদন।

দেহান্তর লভিয়াছি এভব সংসারে।
সহস্র সহস্রবার পশু পক্ষী নরে॥
কত শত শতবার আসিয়া ধরায়।
পেয়েছি অশেষ দুঃখ কহা নাহি যায়॥
আর যেন কভু জন্ম না করি গ্রহণ,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন।

বাক্যেন যং প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণানোপপাদিতম্।
সোহংদেব দুরাচারং ত্রাহিমাং মধুসূদন।

বাস যবে ছিল মাতৃগর্ভ কারাগারে।
তোমাকে ডাকিয়াছিনু ত্রাণ করিবারে॥
কতরূপ প্রতিজ্ঞা করিনু সেই কালে।
কার্য্যে কিছু করি নাই আসিয়া ভূতলে॥
আমি সেই দুরাচার, মিথ্যাবাদীজন।
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন॥

যত্র যত্রহি জাতোহস্মি স্ত্রীযুবা পুরুষেযুবা।
তত্র তত্রাচলাভক্তি স্ত্রাহিমাং মধুসূদন।

যথায় যথায় জন্মি নারী বা পুরুষে।
কীট পতঙ্গাদি কিম্বা পশু কি মানুষে॥
জনমে জনমে যেন ওহে প্রাণেশ্বর।
তোমাতে অচলাভক্তি সদা রহে মোর॥
ভুলে ও ভুলিনা যেন তোমার চরণ,
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসূদন !

দ্বাদশাক্ষর মাহাত্ম্যং যঃ পঠেৎ বিষ্ণু সন্নিধৌ।
কোটীজন্মকৃতং পাপং পঠনাদেব নশ্যতি।
দ্বাদশাক্ষরের গুণ ভক্তি যুক্ত মনে।
যে জন করিবে পাঠ বিষ্ণুসন্নিধানে॥
পাঠমাত্র কোটী জন্ম-কৃত পাপচয়।
বিনষ্ট হইবে তার নাহিক সংশয়॥
দ্বাদশানাং পরং নাস্তি যঃ পঠেৎ ভক্তিমান্নরঃ।
সযাতি পরমং স্থানং যত্র যোগেশ্বরো হরি।
দ্বাদশাক্ষরের পরে মন্ত্র নাহি আর।
ভক্তিভাবে যেবা তাহা পড়ে অনিবার॥
সর্ব্ব যোগেশ্বর হরি আছেন যেখানে।
সেজন গমন করে সে পরমস্থানে॥
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে সূর্য্য চন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষর চিন্তকা।
কল্পে কল্পে রবিশশী আদি দেবগণ।
বিশ্বরাজ্যে আসি পুনঃ করেন গমন॥
দ্বাদশ অক্ষর চিন্তাকারী সাধু যাঁরা।
অদ্যাপিও কিন্তু বিশ্বে ফিরে নাই তাঁরা॥

শ্রীমথুরাচন্দ্র দে।

এ' রোগের ঔষধ কি ?

(শ্রীযুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্য্য লিখিত।)

—:০:—

পরম পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথচ অনধিকারী লোকে, নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছেন।

ঋষি কল্প, সিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণবগণ,—গৌর তত্ত্ব যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—বস্তু তত্ত্ব যে প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—এবং লীলা লেখক কৃপাদিষ্ট মহজ্জনেরা শ্রীচরিতামৃতাদি লীলা-গ্রন্থে ভগবানের ভজন প্রণালী যেরূপ ভাবে প্রকটন করিয়াছেন,—আর শ্রীশ্রীগৌর লীলার মূখ্য ও গৌণ কারণ গভীর গবেষণার দ্বারা যাহা সাব্যস্থ করিয়াছেন, এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য,—কলি-ক্লিষ্ট দুর্ব্বল জীবের প্রতি, যেরূপ ইঙ্গিতাদেশ প্রচার করিয়াছেন,—তাহা সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া লইবার জন্য এই অভিনব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একান্ত ইচ্ছা। এই নূতন ভাবের আবির্ভাব দৃষ্টে অমৎসর নিরীহ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ পরবর্ত্তী জীবের অকল্যাণাশঙ্কায় কিয়ৎপরিমাণে দুঃখিত ও চিন্তা যুক্ত হইয়াছেন।

এই নূতন মতের প্রচারক পাণ্ডাগণ গৌরকে আর গৌর রাখিতে চান্ না তাঁহারা যথার্থ গৌর-তত্ত্ব মুছিয়া ফেলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ছাটিয়া কাটিয়া,—আমাদের,—প্রাণের দেবতা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাধারণ একটী গৃহস্থ সাজাইয়া রাখিতে চাহেন।

ইঁহারা,—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত,—শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি বৈষ্ণববেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রামান্য গ্রন্থাদি কিছুরই ধার ধারেন না। কেবল আপন কল্পিত মত বজায় রাখিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল।

পরাশক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া, রাধা প্রেমের মাধুর্য্যাস্বাদনের জন্য যে গৌরাবতার এ কথা শুনিতে ইঁহাদের মাথায় বাড়ি পড়ে। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিতে নদীয়ায় গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সত্য তত্ত্বটী স্বীকার করিতে ইঁহাদের একান্তই অনিচ্ছা।

"নন্দের নন্দন যেই, শচী সুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।"

এই কথাটি বলিয়া তো নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই নব্য সম্প্রদায়ের নিকট বাতুল বনিয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীধাম নবদ্বীপে যে উজ্জ্বল মধুর ব্রজলীলার প্রচ্ছন্নাভিনয়,—আধুনিক বৈষ্ণব সমাজ একথা মানিয়া লইতে একান্ত নারাজ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে চব্বিশ বৎসর গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া ও ব্রজ ভাবে আত্ম হারা ছিলেন,—ব্রজ-রসের স্মরণ মননে নিরত থাকিয়া, ব্রজ লীলার উদ্দীপনায় উন্মাদ ছিলেন,—ইঁহারা (আধুনিকেরা) এটুকু মোটেই মানিতে চাহেন না।

রাই রসের মত্ত মধুকর শ্রীশ্রীগৌর ভগবান্ যে নদীয়ায় দিবা নিশি কেবল রাধা রাধা, বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির থাকিতেন,—শক্তি তত্ত্ব গদাধরকে সে আবেশাক্রান্ত চিত্তে সময় সময় কোল দিয়া রাধা বিরহের জ্বালা জুড়াইতেন, এ সকল উন্নতোজ্জ্বল রস মাধুর্য্যাস্বাদনে ইঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। মধুময়ী গৌর লীলাকে ইঁহারা প্রস্তরবৎ কঠিন করিয়া লইতেই প্রস্তুত হইয়াছেন।

এই নবীন ভাবুক দলের মতে,—মহাপ্রভুর সন্ন্যাসটা লিখিয়া প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তরা বড় অন্যায় করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের ব্যবহারে বোধ হয় যে,—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও পূর্ব্বতন মহাজনগণের মতানুযায়ী গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ,—রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি লীলা গ্রন্থ সকল বিশদ ব্যাখ্যার সহিত লিখিয়া বড় ভাল করেন নাই।

মহামাধুর্য্যময় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকে উলট-পালট কি ভাবান্তরিত করিতে পারে এমন কেহ জগতে জন্ম গ্রহণ করে নাই,—বা করিবেও না। কারণ গৌর লীলা নিত্য। নিত্য কখন রূপান্তরিত হইতে পারে না। তবে যে অনভিজ্ঞ সামান্য জীবের এই দুরাকাঙ্ক্ষা ইহা কলি মাহাত্ম্য অথবা একটী রোগ। তাই বলিতেছি এ রোগের ঔষধ কি?

নবীন গৌরগণেরা ইচ্ছা করেন,—গৌরকে সর্ব্বদা একটি সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ সাজাইয়া গঙ্গার কোলে বসাইয়া রাখিতে। আর গৌর লীলার ভিতর হইতে ব্রজরসের ঝাঁজ টুকু মুছিয়া ফেলিয়া দিতে। শেষ চব্বিশ বৎসরের লীলাটা একেবারে নাই করিয়া ফেলিতে।

যদি এরূপেই হয়,—তবে হইল কি? না,—গৌর একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ পুত্র,—নবদ্বীপে বাড়ী, ঠাকুরটী দেখিতে খুব্ সুন্দর,—লেখায় পড়ায় উত্তম,—খুব্ হরি নাম কীর্ত্তন করিতে পারেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া নদীয়ায় আছেন ইতি। হায় কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!!! এমনটা হইলে কি জীবের প্রেম ভক্তি থাকিবে? তবে যে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রসে বঞ্চিত হইয়া কলির জীব হাহাকার করিয়া মরিবে?

এরূপ হইলে যে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার মাধুর্য্য মলিন হইয়া পড়ে,—ঐশ্বর্য্যের অপচয় সংসাধিত হয়। জীবের আশা ভরসা ফুরাইয়া যায়!

উঁহারা (আধুনিকগণ) যেরূপ কোমর বান্ধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে,—এই জন্যই বলিতেছি এ রোগের ঔষধ কি?

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে অবহেলার চক্ষে দেখাটা অজ্ঞতা না বিজ্ঞতা তাহা কি ইঁহারা বুঝিতে পারেন না? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, —"এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন গোপাল।" অতএব বুঝা যায় কবিরাজ গোস্বামী কৃপাদিষ্ট হইয়াই শ্রীচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন।

এই মহাগ্রন্থ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর। এজন্যই বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে প্রত্যহ ভক্তির সহিত এই গ্রন্থরাজ পূজিত হইতেছেন। এই মহাগ্রন্থ সার সিদ্ধান্তেই পূর্ণ।

শ্রীরূপ গোস্বামি আপন কড়চা গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সত্য। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীসেই সত্যটুকু আপন গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়া কৃষ্ণ স্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে নমস্কার করিয়াছেন। যথা,—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তি রস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ॥
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপং॥

শ্লোকার্থ এই,—শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভাব-রূপিনী হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। রাধাকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতে অভিন্নাত্মা হইলেও পূর্ব্বে দ্বাপর যুগে শ্রীবৃন্দাবনে লীলার্থ পৃথক্ শরীর হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিযুগে সেই দুইটি স্বরূপ একীভূত হওতঃ চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়া, এবং রাধার ভাব ও অঙ্গ কান্তিতে সুগঠিত হইয়া পুনরায় সম্মিলিত হইয়াছেন। অতএব তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপকে আমি প্রণাম করি।

ভগবল্লীলায় শ্রীরূপ মঞ্জরীই গৌর লীলায় শ্রীরূপ গোস্বামি। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো আদিষ্ট লীলা লেখক,—ইঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিলেন,—নব্য দল তাহা কোন্ সাহসে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। "রাধা ভাবদ্যুতি সুবলিতং

কথাটা শুনিলেই উহাঁদের গাত্র দাহ উপস্থিত হয় কেন? ইহা একটি মানসিক রোগ নয় কি? তাই বলিতেছি—এ রোগের ঔষধ কি?

তিন বাঞ্ছা অর্থাৎ তিনটি তত্ত্ব জানিবার লোভে যে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় গৌর হইয়াছেন,—ইহা যদি নব্য দল মানিয়া লইতে ইচ্ছা না করেন, তবেত দেখি চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ খানিকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতারের মূল প্রয়োজন কি? তাহা উক্ত গ্রন্থে কিরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব জগতের কে না জানেন?

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বা নয়ৈবা,
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীষঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা,
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

শ্লোকার্থ এই,—আমার প্রতি শ্রীরাধিকার প্রণয় পরিণয় কত? আমার অদ্ভুত মাধুর্য্য রস, যাহা তিনিই কেবল আস্বাদন করিতে সক্ষম,—তাহাই বা কি রূপ? আর এই মধুর রস আস্বাদন করিয়া তাঁহার যে সুখোৎপত্তি হয়,—তাহাই বা কীদৃশ? এই তিনটি তত্ত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে রাধার ভাব অঙ্গীকার করতঃ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র শচী গর্ভসিন্ধুতে উদয় লাভ করিলেন

এখন জিজ্ঞাসা করি, নবীন মতের নেতৃবর্গ কি এই সকল সার সিদ্ধান্তগুলি একবারে মুছিয়া ফেলিতে চান্? এইরূপ দুষ্ট ইচ্ছাটা অবশ্যই অন্তর্জ্জগতের একটী রোগ। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ রোগটি সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হইয়াছে। হইতে পারে কাল মাহাত্ম্যে এই রোগেই কলির জীব দুর্ভোগের চূড়ান্ত সীমায় নীত হইয়া মাধুর্য্যময় গৌরলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য হারাইয়া ফেলিবে!! এই জন্যই গৌরগত প্রাণ ভক্ত বৈষ্ণব মহাত্মা দিগের চরণ তলে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—

"এ রোগের ঔষধ কি? যথার্থ গৌর তত্ত্ব বুঝিতে জীব ক্রমশঃই অশক্ত হইয়া পড়িবে। বোধ হয় ইহাও শ্রীগৌরাঙ্গের ইচ্ছা। হরিবোল! হরিবোল!!

"কে তাঁরে জানিতে পারে যদি না জানায়।"

ধ্রুবের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ।

—:০:—

পঞ্চম বর্ষীয় শিশু সুকুমার—
বিমাতার বাক্যে পিতৃ-অঙ্ক ত্যাজি
বিদায় চাহিছে, নিকটে মাতার
ভজিতে শ্রীহরি ঘোর বনে আজি।
সুনীতি মাতার ধ্রুব—ধ্রুবতারা।
ধ্রুব বিনে যাঁর নিখিল আঁধার
দেখিলেন তিনি, ঘোর অন্ধকার
গগন মণ্ডলে নাহি গ্রহ তারা।
রাজার মহিষী যদিও সুনীতি
রাজ-অন্তঃপুরে ছিল না নিবাস,
বনমাঝে এক কুটীরেতে নিতি
নির্জ্জনে নিভৃতে করিতেন বাস।
তনয় সহিতে থাকিতেন সুখে
কভু ঋষি পত্নীগণ আসিত নিকটে,
নিদারুণ বাণী শুনি পুত্র-মুখে
পড়িলা জননী বিষম সঙ্কটে!
বুঝালেন কত স্নেহ উপদেশে
স্নেহের নন্দনে—স্নেহের চুম্বনে
কখনও পুত্রে তুলি ক্রোড় দেশে
কতই আদরে—কতই যতনে।
কিছুতেই ধ্রুব না মানে প্রবোধ,
ধ্রুব বাক্য আজি নিত্য-ধ্রুব সত্য ;
ফিরিল না তাই তাঁর আত্মবোধ,

হরিপদ বিনে সকলি অনিত্য।
তনয়ের মুখে শুনি এই নীতি-
নাহি দিল বাধা বিদায়ে তাঁহার
নীরবে রহিলা জননী—সুনীতি,
হরিপদে যাঁর ভকতি অপার।
হের বিশ্ব-আজি হরি তত্ত্ব বাণী
পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর আননে;
জননীও তাঁর যে বচন শুনি
স্নেহের সন্তানে পাঠাইলা বনে।
ভবে হরিপদ অমূল্য সম্পদ!
যে পদ সেবনে ধ্রুব ধ্রুবলোকে
লভিলা অক্ষয় চিন্ময়ং পদ,
রাজ পদ তুচ্ছ গণিলা ভূলোকে।

দীন—শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দাস।

খুনী-মামলা।

(শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ বসু লিখিত।)

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিচারপতির অনুমত্যানুসারে তৎক্ষণাৎ পাপকে হাজির হইবার জন্য, সফিনা বাহির করা হইল। সফিনা বাহক সফিনা গ্রহণ করতঃ অতি দ্রুত-পদ-সঞ্চারে, পাপের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ আহ্বান করিতে লাগিল; পরে অনুসন্ধানে যখন জানিল যে, পাপ গৃহে নাই, তখন সফিনা বাহক নিয়মানুযায়িক সফিনা পাপের গৃহদ্বারে লটকাইয়া দিল ও সত্বর বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া নিবেদন

করিল যে, পাপ গৃহে অনুপস্থিত থাকা প্রযুক্ত সফিনা দ্বারদেশে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনুকূল চন্দ্র এই কথা শুনিয়া, ত্বরিত গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির করিবার জন্য, বিচারপতির আদেশ প্রার্থনা করিলেন। বিচারপতি পরোয়াণা স্বাক্ষর করিতেছেন, এমন সময় পাপ স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। চাপরাশি তখনই পাপকে সত্যপাঠ পড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড় করাইয়া দিল। পাপ যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইয়াই, বিচারপতিকে নত শিরে নমস্কার করিল ও কর-যোড়ে অতি বিনীত ভাবে কহিল, হুজুর কি অভিপ্রায়ে আজ আমায় এস্থানে হাজির হইবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন? বিচারপতি কহিলেন জীবনের খুনী মামলা সম্বন্ধে, উকীল অনুকূলচন্দ্রের তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে।

পাপ। (অনুকূল চন্দ্রের দিকে ফিরিয়া) যে আজ্ঞা; কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন করুন, আমি যাহা জানি তাহা বলিব।

অনুকূল চন্দ্র। প্রথমতঃ বল, তোমার হাজির হইবার এত বিলম্ব কেন?

পাপ। হুজুর! বাড়িতে ছিলাম না তাই এত বিলম্ব হইয়াছে।

অনুকূল চন্দ্র। বাড়িতে ছিলেনা তো কোথায় গিয়াছিলে?

পাপ। হুজুর! কোন্ খানে যাই, কোথায় থাকি, তার কিছুই ঠিক নাই। বলিতে কি আজকাল ডাক এত অধিক যে, শৌচ, প্রস্রাব, স্নান, আহার ও নিদ্রার সময় পর্য্যন্তও পাই না।

অনুকূল চন্দ্র। তা হ'লে তোমার মরসম পড়েছে বল?

পাপ। আজ্ঞে, মরসম বটে, কিন্তু মরার সম হয়ে গেছি, আর পেয়ে উঠিনা। ডাকের উপর ডাক, একাকী সব সামলাইতে পারি না।

অনুকূল চন্দ্র। কেন? তোমার শিষ্য সেবক ও অনুচরবর্গ কি করে?

পাপ। আজ্ঞা তারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকে ডাকে আমার মত এককালে বিব্রত হয়ে পড়েছে। তারাও আর পারে না।

অনুকূল চন্দ্র। তবে তোমাদিগকে পরাস্ত হইতে হইয়াছে বল?

পাপ। হুজুর। জগতে এখন কলিকাল উপস্থিত। কাজেই প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে প্রত্যেক লোক জনের নিকটেই আমাদের যতায়াত ও প্রসার বৃদ্ধি

হইয়াছে। হুজুরের দয়ায়, ইহাতে আমাদের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু জগতে লোকের পশুবৎ আচার ব্যবহার ও কুৎসিত কার্য্যাদি দেখিয়া এক একবার এত ঘৃণা ও লজ্জা হয় যে, ইচ্ছা করে আর জগতের কাহারও মুখ দেখিব না এবং মুখ দেখাইব না। কি করি, আবার লোকের কাতরোক্তিপূর্ণ ডাকে থাকিতে ও পারিনা। কাজে কাজেই মুখ দেখিতেও হয়, দেখাইতে ও হয়।

অনুকূল চন্দ্র। (ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে) ও সব চতুরালি ছাড়। তোমার মতন ঢের চতুর আমি দেখেছি। (বিচারপতির দিকে মুখ ফিরাইয়া) হুজুর! যার নাম উচ্চারণ কর্ত্তে লোকে ঘৃণাকরে, তাকে কি আবার কখন কেহ সকাতরে ডেকে আনতে ইচ্ছা করে? (পাপের প্রতি) তোমার ও সব বাক্য-চতুরতা আমি শুনতে চাইনা। ও সব কথায় জগতের পাপ প্রবৃত্তি বিশিষ্ট লোক যারা তারা ভুলিতে পারে, আমি ভুলিব না।

পাপ। আজ্ঞে, তা যে আখ্যা আমায় সরকার বাহাদুর দিয়াছেন, তাতে একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তামা তুলসী হাতে লইয়া, সত্য বলিলেও বিশ্বাস হইবে না। তা নাই হউক, এখন আর কি বলিতে হইবে জিজ্ঞাসা করুন, আমি উত্তর দিয়া আমার কর্ত্তব্য পালন করি।

অনুকূল চন্দ্র। জিজ্ঞাসা আর আমার মাথা মুণ্ডু কি করিব। তোমার অত্যাচারে জগত ছার খার হ'লো। পাত্র অপাত্র বিচার কর না। যাকে পাও তাকেই ধর, আর তার পরকালটি খেয়ে তবে ছাড়। আমার মক্কেল এই জীবনের কি দুর্দ্দশাটাই করেছ দেখ দেখি। অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, না জানি কি গুরুতর দণ্ডেই ইহাকে দণ্ডণীয় হইতে হইবে।

পাপ। আজ্ঞে তা এতে আমার অপরাধ কি। আমিত যেচে কোথাও যাই নাই, বা "আমার সঙ্গ কর" বলে কাহারও নিকট কখন প্রার্থনা করি নাই। সরকার বাহাদুর আমায় যেরূপ শাসনে থাকিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি সেই-রূপ শাসনেই আছি। তাহার শাসন মর্য্যদা কখনও লজ্ঘন করি নাই এবং কখন করিবও না। সে শাসনটি তবড় সোজা শাসন নয়, দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রে পর্ব্বত যেমন খণ্ড খণ্ড ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবান শ্রীহরির স্মরণ মাত্রেই নিখিল পাপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই ভয়ানক শাসন

মর্য্যাদা লঙ্ঘণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তবে আমাকে যে চায়, আমি তার কাছেই যাই। ইহাতে আমার দোষ কি?

অনুকূলচন্দ্র। জগতে এমন লোকও আছে যে তোমাকে চায়?

পাপ। কলিযুগে প্রায় সকলেই আমাকে চায়, পুণ্যেরদিকে ভ্রূক্ষেপও কেউ করে না। কাজেই আমার অবসর নাই বলিতেছি।

অনুকূল চন্দ্র। ও কথা কথাই নয়। শুনিয়াছি কলিতে একমাত্র নামেরই প্রাধান্য, নামেরই মাহাত্ম্য বেশী। কালী, তারা, দুর্গা, শিব, রাম হরি ইত্যাদি যে কোন নাম উচ্চারণ মাত্রেই পুণ্যের সীমা থাকে না; আর তুমি বলিতেছ কি না, "পুণ্য চায় না তোমাকেই চায়?"

পাপ। আজ্ঞে, যা বল্লেন তা সত্য। ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রেই পাপ ক্ষয় হয় ও পুণ্য বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দোষ হইয়াছে কি জানেন, ভেদ বুদ্ধি আর দ্বেষা দ্বেষী। এক এক থাক এক এক রকমের। যারা রাধাকৃষ্ণ কি হরি হরি বলে, তাহারা তারা, কালী, দুর্গা, নাম মুখে ও আনে না, আবার যারা কালী, তারা দুর্গা বলে, তারা হরি, কৃষ্ণ রাম, শিব প্রভৃতি অশিব জ্ঞানে ও নাম মোটে উচ্চারণই করে না। কাজেই দলাদলী ও দ্বেষাদ্বেষী বাঁধিয়া যায়। এইরূপ ভেদজ্ঞান ও দ্বেষাদ্বেষী ভাবেই জগত ছার খার হইতেছে—আমার অপরাধ কি বলুন?

অনুকূল চন্দ্র। কেন—জগতে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পূজা পদ্ধতির নিয়ম কি নাই? কেহ কি তাহা আচরণ করে না?

পাপ। নিয়ম সবই আছে। নাই কেবল মূল।

অনুকূল চন্দ্র। মূল নাই কি?

পাপ। শ্রদ্ধা নাই।

অনুকূল চন্দ্র। শ্রদ্ধা না থাকিলে সবই যে বিফল।

পাপ। আজ্ঞে, তবে আর বল্‌ছি কি যে, পুণ্য চায় না; আমাকেই সকলে চায়। অধ্যয়ন করিতে চায় না, অধ্যাপনা করাইতে চায়।

অনুকূল চন্দ্র। তাহা হইলে, জগতে পুণ্যে অশ্রদ্ধা আর গুরুকরণের হানি হইয়াছে বল?

পাপ। তা হবেই যে, প্রবঞ্চনার জন্য ধার্ম্মিক সেজে বসে থাকলে কি কখন ধর্ম্মের খাতির থাকে, না ধর্ম্ম কর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মায়। কলিতে এই থাকের

লোকই অধিকাংশ কাজেই অশ্রদ্ধা, এমন অশ্রদ্ধা যে, তুলসী বৃক্ষ বাটীতে স্থান পায় না, গঙ্গাজল কেহ স্পর্শই করে না; পৈতৃক শালগ্রাম শিলাদি হইয়াছে এখন দপ্তর খানার কাগজ চাপা। বিগ্রহাদির নিগ্রহ দেখিলে, জগত হইতে তো বনতে থাকিবার আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। দেব মূর্ত্তির এখন আর পুজা অর্চ্চনা প্রায়ই হয় না। তাঁহারা এখন গৃহ সজ্জার সামগ্রীরূপে অর্থাৎ সামান্য মৃন্ময়, প্রস্তর ময় ও কাষ্ঠময় পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে অবস্থান করিতেছেন মাত্র। চন্দন কাষ্ঠে হইতেছে বায়ু সেবনের ব্যজন, চন্দন-পীড়ি হইয়াছে রুটি বেলিবার পাত্র; পূজার তাম্রকুণ্ড কোষা, কুশী ও পুষ্প পাত্রাদি ভাঙ্গিয়া এখন হইতেছে পাক স্থালী। অধিক আর কি বলিব অন্যের কথা দূরে থাক আমারই ঘৃণা হয়। কলিতে মানবগণ হইয়াছে পুণ্য বর্জ্জিত, দুরাচার রত, অসত্য বাদী পর নিন্দা রত, পরদ্রব্যে অভিলাষী, পরস্ত্রীতে আসক্ত ও পর হিংসা পরায়ণ। দেহকে আত্মা ভাবিয়া কেবল তৎপ্রতিপালনেই তৎপর। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার নাই, নাস্তিক পশুবুদ্ধি, কাম কিঙ্কর, স্ত্রীর বশীভূত ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন দ্বেষী। ব্রাহ্মণগণ লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া বেদ বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, অর্থকরী বিদ্যার গর্ব্বে বিমূঢ় হইয়া স্বজাতি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পর-প্রবঞ্চনায় তৎপর হইয়াছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এইরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচার তৎপর হইয়াছে। স্ত্রী সকল প্রায়ই ভ্রষ্টা হইয়া স্বামীকে অবজ্ঞা এবং শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের অনিষ্টাচরণ করিতেছে।

এই সমস্ত কুৎসিৎ ব্যাপার ছাড়া আর একটি গুরুতর লোমহর্ষণ কাণ্ডের প্রবল স্রোত আজকাল জগতে প্রবাহিত। যাহাতে পুণ্যকূল নিরন্তর ভরাট হইয়া উঠিতেছে; আর ঐ ভরাট কূলের উপর দিয়া নরক-গমনের সুবিধার জন্য প্রশস্ত রেল পথ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এই লোম-হর্ষণ কাণ্ড হইতেছে জগতের বিবাহ ব্যাপার। জীবন স্বভাব দোষে, কুসঙ্গে মিশিয়া, মুখমিষ্টতায়, ইষ্টজ্ঞানে আপনার অনিষ্ট সম্পাদন জন্য অনেক ব্যক্তিকে ভুলাইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। ইহাত জীবন অপরাধী স্বীকার করি, কিন্তু যাহারা শুভ বিবাহ উপলক্ষে কন্যা গ্রহণের সঙ্গে বহু বহু ধন রত্ন বা অলঙ্কারাদি গ্রহণেচ্ছায়, অসমর্থ কন্যা দাতাকে পীড়ন পূর্ব্বক তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করত এক কালে পথের

ভিখারী করিয়া ফেলে ও বিহাহান্তেও অর্থের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে, বালিকা বধুকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও দৈহিক ক্লেশ দিয়া ভিখারীর নিকট হইতেও ভিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে, তাহারা কি এই জীবন অপেক্ষা অধিক অপরাধী নহে? কলিতে আজকাল বিস্তর লোক এই এক বিবাহ-বিভ্রাটে আশ্রয় বিহীন হইয়া দরিদ্র দুঃখের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আবার যাহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাহারা অর্থাভাবে নিয়মিত সময়ে কন্যার শুভ বিবাহ সমাধা করিতে না পারায় অসময়ে অর্থাৎ অরক্ষণীয় অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিয়া অনিচ্ছায় মহাপাপে মগ্ন হইতেছে। ভাবিয়া দেখুন, ইহা ঘৃণার বিষয় কি না; ভাবিয়া দেখুন, এরূপ বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় অর্থ উপার্জ্জনের উপায়ান্তর মাত্র কি অন্য কিছু; ভাবিয়া দেখুন এরূপ বিবাহ বন্ধন সৌহার্দ্য সংস্থাপনের ইচ্ছা কি শত্রুতা উৎপাদনের বীজ স্বরূপ; ভাবিয়া দেখুন, এরূপ বিবাহে জীবের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে কি এককালে লয় প্রাপ্ত হইয়া অধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে। এইরূপ অধর্ম্ম পথাবলম্বী নষ্ট বুদ্ধি জনগণের নিকট আমার যে প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

অনুকূলচন্দ্র, পাপের মুখ বিনিসৃত এই সমস্ত পাপাচরণের কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হওতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "উঃ কি শোচনীয় অবস্থা জগতের উপস্থিত। শুনিয়া, হৃদয় কম্পিত হইতেছে। জগতের এমনই দুর্দ্দশা যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ; শুভ বিবাহে এত বিড়ম্বনা! পাপ! তুমি যাও, আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে; ইন্দ্রিয়গণ শিথীল হইবার উপক্রম হইয়াছে; আর জগতের কথার আন্দোলনে প্রয়োজন নাই।" (জীবনের প্রতি) জীবন! তুমি যথার্থই পাপকে আশ্রয় কররিয়াছিলে। তুমি অপরাধী। অতএব এখন অনুতাপ ও দয়াময় বিচার পতির দয়ার উপর তোমার দণ্ডাজ্ঞা নির্ভর করিতেছে। এই বলিয়া অনুকূল চন্দ্র কম্পিত কলেবরে নিজ আসনে উপবেশন করিলেন।

করুণ হৃদয় বিচারপতি জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, জীবন! উভয় পক্ষেরই সাক্ষীগণের জবানবন্দিতে তোমার অপরাধ সপ্রমাণ হইতেছে; আর সেই অপরাধ জন্য তুমি আইন অনুসারে দণ্ডার্হ হইতেছ। অতএব

তোমার নিজপক্ষ সমর্থনার্থ তোমার যদি কিছু আর বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে এখনও তাহা তুমি বলিতে পার।

জীবন স্বকৃত দুস্কৃতির জন্য অনুতাপের বেগ ও অশ্রুজল অতিকষ্টে কিয়ৎ-পরিমাণে সংবরণ করিয়া করযোড় ও করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমি সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া সংসারের মায়াতেই একান্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি ও দিন রাত্র অহন্তা মমতায় উন্মত্ত থাকিয়া কেবল অসতী বুদ্ধি লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান ও বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান করিয়া, বঞ্চিত হইয়াছি। বহ্বায়াস লব্ধ মুক্তির সাধনোপযোগী মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও যখন বিষবৎ বিষয়ে মজিয়াছি, তখন নিশ্চই আমি বঞ্চিত ও আত্মঘাতী হইয়াছি। হায়! হায়!! কি কুকার্য্যই করিয়াছি। চক্ষু কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, ও চিন্তাদিকে সারাজীবনটা কেবল বৃথা কার্য্যে নিয়োগ করিয়া হেলায় মায়ার খেলায় কাল কাটাইয়াছি। মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কিছুমাত্রই সম্পাদন করিতে পারি নাই। নিজকৃত দুস্কৃতির বলে লোচন নিরন্তর কেবল অসার বস্তুই দর্শন করিয়াছে; দ্রষ্টব্য বিষয় যে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি বা ভগবদ্ভক্ত তাহা ভ্রমেও একবার দেখে নাই। অতএব ধিক আমার আমিত্বকেও ধিক আমার দর্শ-নেন্দ্রিয়কে। যাহাকে শোনা মণ্ডল আখ্যা দিয়া আদরের সহিত রক্ষা করিয়া-ছিলাম, সেই শ্রবণ শ্রবণ করিয়াছে কেবল কলহ, বিবাদ, ও অতি কুৎসিৎ বিষয় সকলের কথোপ কথন; শ্রোতব্য বিষয় ভগবানের লীলা-গুণ ও ভক্ত চরিতাদি মোটেই শ্রবণ করে নাই। অতএব ধিক আমার আমিত্বকেও ধিক আমার শ্রবণেন্দ্রিয়কে। নাসিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলাম, বাসানন্দ আখ্যা দিয়া, কিন্তু পাত্র বিশেষে সেই গৌরবের মাহাত্ম্য এমনই বিপরীত দাঁড়াইয়াছে যে, যে বাসে পরমানন্দ লাভ হয়, সে বাসের নিকটে যাইতেও নাসিকা ভাল বাসে নাই; পরন্তু যে বাসে হয় নিরয়ে বাস, সেই বাসই সতত গ্রহণ করিয়াছে। অতএব ধিক আমার আমিত্বকে ও ধিক্ আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে। রসিক রসনা আমার এমনই অপাত্র ও অরসিক যে, কালকূট বিষতুল্য বিষয় রস পান করিতে করিতেই জীবনান্ত ঘটাইল; এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য ভ্রমেও রসময়ের নামরূপ অমৃত পান করিল না। অতএব ধিক্ আমার আমিত্বকে ও ধিক আমার রসনেন্দ্রিয়কে। জগদ্গুরু কল্পতরু ভগবানের সেবা কার্য্যাদির জন্যই করের

প্রয়োজন, তাই সাধ করিয়া করের নাম রাখিয়াছিলাম গুরুসেবক ; কিন্তু আমার কুকর্ম্ম দোষে কর একেবারেই সে কার্য্য হইতে দূরে থাকিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। অতএব শতধিক্ আমার করে। চরণ আমার নিজের কুটিল আচরণে প্রতি চরণেই অতি অন্যায় আচরণ করিয়াছে। সততই কুস্থানে বিচরণ করিয়াছে শ্রীহরির মন্দিরাভিমুখে, ভজন পূজনাভিলাষে বা হরিগুণানুবাদাদি শ্রবণাভিলাষে ভ্রমেও কখন ভ্রমণ করে নাই। অতএব ধিক্ আমার আচরণে ও ধিক্ আমার ক্রমবং চরণে। চিত্তবৃত্তি আমার নিজের দুষ্প্রবৃত্তির প্রখরতা বশত ভগবং পাদপদ্মধ্যানে বঞ্চিত হইয়া নিরন্তর বিষবং বিষয়ের ধ্যানেই কলুষিত হইয়াছে। সুতরাং সুনির্ম্মল শান্তির চিহ্ন চিত্তে বিন্দুমাত্রও পতিত হয় নাই, কেবল কলুষ চিহ্নেই কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ধিক্ আমারদুষ্প্রবৃত্তিকে ও ধিক্ আমার কলঙ্কিত চিত্ত বৃত্তিতে।

প্রভো! অধিক আর কি বলিব। এখন সকলই আমার স্মরণ হইতেছে ও কুকার্য্যের জন্য প্রবল অনুতাপানলে উপস্থিত তনু জ্বলিয়া যাইতেছে। এই অপরাধের জন্য দোষ কাহারও দেখিতেছি না। আমি নিজের দোষেই মজিয়াছি ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। আমার সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছে ও হুজুরের পক্ষীয় সাক্ষী দিন ও যামিনী যাহা যাহা বলিয়াছেন সে সকলই সত্য ; কোন প্রকার মিথ্যার লেশ মাত্রও তাহাতে নাই এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি যে, বাক্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া মানব দেহ লাভ করিয়াছিলাম, কার্য্যে তাহার কিছুই পালন করিতে পারি নাই। কর্ম্ম সূত্রদ্বারা পতিত রেখায় বর্ণ শ্বেত, পীত, লোহিত কি কৃষ্ণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই বা বুঝিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্য ও গ্রহণ করি নাই। তাই এখন বেশ বুঝিতেছি যে, এ অপরাধ আমার নিজেরই অন্য কাহারও নহে। প্রভো! আমি অপরাধী। আমার অপরাধ অনুযায়ীক যে দণ্ড আপনি বিধান করিতে ইচ্ছা করেন করুন তাহাতে আমার কিছু মাত্রই দুঃখ বা আপত্তি নাই। কিন্তু প্রভো! আমার প্রার্থনা এই যে, যে কোন স্থানেই আমি যাই এবং যে কোন জন্মই পরিগ্রহ করি না কেন, আপনি দয়া করিয়া এই করিবেন, যেন আপনার পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি জন্মায়। বিষয় মদের মত্ততায় যেন আর কখনও আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই। আর যদি কখন দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারি, তবে সেই সময়—

পরস্বাপহারী দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করতঃ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের দ্বারাই কারাধ্যক্ষ যেমন উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শস্যাদি ও বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া লয়—আমিও যেন সেইরূপ কাম ক্রোধাদি প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুগণকে আয়ত্বাধীনে রক্ষা করিয়া তাহাদের দ্বারাই সুফল অর্থাৎ আপনার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারি ও আপনার জন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি। আপনার জন হইতে পারিলে, রাগাদি হইতে চৌর্য্য বৃত্তির ভয়, গৃহকে কারাগৃহ বলিয়া ভয় ও মোহকে পায়ের বেড়া বলিয়া ভয় হইবে না। কারণ তাহারাই তখন আপনার ভাব উদ্দীপনের আনুকুল্য করিবে, ভয় সভয়ে পলায়ন করিবে ও পাপ প্রবৃত্তি এককালে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

বিচারপতি, জীবনের এই সমস্ত খেদোক্তি ও সকাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, জীবন! তোমার দোষ প্রমান না করিবার কোনসূত্রই আমি দেখিতেছিনা। তুমি অনেক দুঃখ ও কষ্টে অনেক জন্মের পর পৃথিবীতে মোক্ষ সাধক মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে। জন্ম পরিগ্রহ করিবার সময় তোমার প্রতিজ্ঞা মত তোমাকে দয়া করিয়া তোমার সাহায্যার্থে ক্রোধাদি রিপু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সদসৎ জ্ঞান, ও ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি অনেকগুলি অনুচর সঙ্গে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহাদিগকে আজীবন উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত না করিয়া, গর্হিত ও আইন বিরুদ্ধ কার্য্যেই নিযুক্ত করিয়াছিলে, আর সেই জন্যই তুমি বঞ্চিত হইয়া এই আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী হইয়াছ।• অতএব বিধি প্রণীত বিধি অনুযায়ীক তোমায় উপযুক্ত দণ্ডই গ্রহণ করিতে হইবে। আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘণ করিবার শক্তি আমার নাই। এখন তোমার যদি আর কিছু বলিবার থাকে তবে এখনও তাহা বলিতে পার।

জীবন। প্রভো! আমার বলিবার আর কিছুই নাই। আপনার দর্শনে এখন আমার দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার শেষ নিবেদন এই যে, আমার চিত্তবৃত্তি যেন আপনার পাদপদ্মে আসক্ত থাকে; আমার বাক্য যেন আন কথা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নাম কীর্ত্তনেই রত থাকে; আমার করযুগল যেন আপনার ভক্তগণের সেবাতেই নিযুক্ত থাকে; আমার অঙ্গ যেন আপনার ভক্ত সংসর্গ ও ভক্ত পদধুলি লাভ করে; নয়ন যুগল যেন আপনার শ্রীমূর্ত্তি,

আপনার ভক্তবৃন্দ এবং আপনার প্রকাশমূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর অবলোকন করে; কর্ণ যেন আপনার অবতার চরিত্র কথা শ্রবণ করে, আমার পদদ্বয় যেন সার্থক আপনার শ্রীমন্দিরে গমন করে। আর আমার মস্তক যেন নিরন্তর—শিব-বিরিঞ্চি-সেবিত ভবদীয় শ্রীচরণ প্রণামে তৎপর থাকে।

বিচারপতি আসামীর পক্ষ সমর্থনকারী উকীল অনুকূল চন্দ্রকে কহিলেন আপনার বোধ হয় আর বক্তব্য কিছু নাই। "আমি এখন রায় লিখিতে পারি?"

অনুকূল চন্দ্র। হুজুর। আমার আর বলিবার কিছুই নাই—তবে মক্কেল আমার প্রকৃতই অনুতপ্ত। অতএব আশা ভরসা এখন কেবল আপনার দয়া।

বিচারপতি। বিধি নিষেধ, অর্থাৎ আইনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যতটুকু দয়া প্রকাশ করা সঙ্গত হয় তাহার চেষ্টা করিব। এই বলিয়া তিনি রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

রায়।

আসামী জীবন, স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষেরই সাক্ষীগণের কথিত প্রমাণানুসারেও নিজের কবুল মত, আত্মারাম বিশ্বাসকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ায়, বিধি প্রণীত দণ্ড বিধি অনুসারে স্থাবর ও তির্য্যক যোনিতে উনশত জন্ম এবং মনুষ্য যোনিতে এক জন্ম বিচরণ করিবে। প্রত্যেক জন্মেই অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপ স্বভাবতঃ স্মরণ হইবে আর সেই জন্ম পরম্পরার অনুতাপ-স্মরণ ফলেই উনশত জন্মের পর মনুষ্য জন্মে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ মায়াযুক্ত জীবত্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মায়ামুক্ত শিবত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

বিচারপতি সকলের সমক্ষে রায়টী পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করতঃ রায়ের সহিত সমস্ত কাগজ পত্র বিধাতার দপ্তরে পাঠাইয়া দিলেন। বিধাতা রায় অনুযায়ীক অপরাধী জীবনের জন্ম ও ভাগ্য লিপি বিধান করিতে লাগিলেন।

শিক্ষা।

'যার জন্যে চুরি করা সেই বলে চোর।'
মনরে একথা যেন মনে থাকে তোর॥

—ঃ সম্পূর্ণ। ঃ—

জীবন ও কুসুম।

—:o:—

(১)

অজানিত কোন এক সুদূর প্রান্তরে,
জীবন-কুসুম ফুটেছিল তরু-পরে ;
ছিল উচ্চ শাখাসনে,
রাজা যেন সিংহাসনে ;
নবীন পল্লবগণে থাকিত ঘেরিয়া,
সভাসদ্‌গণে যেন চৌদিকে বেড়িয়া।

(২)

মৃদু মন্দ সমীরণ করিত ব্যজন,
শ্রবণ জুড়াত শুনি পাখীর কুজন ;
গুঞ্জরি ভ্রমর যত,
সোহাগ করিত কত ;
কতখেলা খেলিত সে হেলিয়া ছুলিয়া,
হইত আপনাহারা আদরে গলিয়া।

(৩)

চাঁদের জোছনা শুভ্র সুচারু বসন,
নিশির শিশির হ'ত মুকুতা-ভূষণ,
নাহি ছিল কোন জ্বালা,
দিবানিশি হাসি খেলা
দেখিতে দোসর কেহ ছিলনা বিজনে,
অথবা লইতে অংশ সে সুখ জীবনে।

(৪)

কিন্তু হায় এই সব ছুদিনের তরে,
কে জানে সংসার-কীট প্রবেশি ভিতরে

কাটে বৃন্ত সুকোমল,
হুতাশ বায়ু প্রবল
ছিঁড়ে ফেলে সে কুসুম কাল-স্রোত-জলে,
উত্তাল তরঙ্গময় প্রচণ্ড কল্লোলে।

(৫)

আশা নামে সে তটিনী মনোরথ জল,
তৃষ্ণার তরঙ্গ তাহে উঠে অবিরল;
মোহাবর্ত্ত সুদুস্তর,
চিন্তাতট ভয়ঙ্কর,
আসক্তি কুম্ভীর তাহে বিহঙ্গ কলহ,
ধৈর্য্যরূপ দৃঢ় তরু ভাঙ্গে অহঃরহ।

(৬)

হায়! সেই বন ফুল হ'য়ে দিশে হারা,
হেন স্রোতে ঘুরে ঘুরে এবে হয় সারা;
কাঁপিতেছে অহঃরহ,
তরঙ্গের আজ্ঞাবহ,
কাল—স্রোত কল কল প্রবাহিয়া যায়,
কি জানি কখন গিয়ে লাগিবে কোথায়।

(৭)

মলিন অঙ্গের রুচি বিষাদ-কর্দ্দমে,
হুতাস আবিলে ছিন্ন ভিন্ন দেহ ক্রমে,
কোথা রূপ সুবিমল,
মনোহর পরিমল,
গিয়েছে সকলি তার লহরী-লীলায়,—
হয়েছে হেলার পাত্র কেহ না তাকায়।

(৮)

হেন ফুল সমতুল মানব জীবন,
দুই দিনে হাসি কান্না—উত্থান পতন—

তাই সুরধুনী জলে,
আসি নিত্য স্নান ছলে,
বনের কুসুম দে'খে শিখে যাই কত,
চ'খের সমুখে যাহা ঘটিছে নিয়ত।

শ্রীনকড়ি রায় গুপ্ত।

দীক্ষা গুরু বা ইষ্টদেব।

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্রে গুরুদেবের স্বরূপ বর্ণনা আছে যথা ;—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কি ব্যাপ্ত আছে? পঞ্চভূত, যথা ;—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্। এই পাঁচটী মূল ভূতদ্বারা জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। এই পাঁচটীর বিভিন্ন ক্রিয়া ও অবস্থাতে পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে। প্রথমে ক্ষিতি—ইহার ন্যায় সহ্যগুণ কাহারও নাই। তুমি উহা খনন করিয়া চাষাবাদ করিতেছ, উহাতে খাঁদ করিয়া কয়লা প্রভৃতি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিতেছ, উহার উপর ইষ্টকের পাঁজা পোড়াইতেছ, উহার উপর লৌহ বর্ত্ম স্থাপন করিয়া রেলগাড়ী চালাইতেছ, বিষ্ঠা, মল মূত্র ত্যাগ করিতেছ, শ্মশান ও কবর খনন করিতেছ। ধরিত্রী দেবী অম্লান বদনে তোমার ব্যবহার ও কার্য্য কলাপ সহ্য করিতেছেন। অতএব এইরূপ ধৈর্য্য গুণের জ্ঞানকে মহাকাল স্বরূপে কল্পনায় আনিতে হয়। এই মহাকালের উপর শূন্যে অর্থাৎ মহাকালীর গর্ভে অপ্ (বিষ্ণু), তেজ (ব্রহ্মা), মরুৎ (মহেশ্বর), ব্যোম

বিদ্যমান রহিয়াছে। মহাকালের উপর মহাকালীকে ধারণা করিতে পারিলে, মহাকালীর গর্ভে, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এইরূপ ভাবে ধারণা করা যায়। এই অনন্ত, অসীম, অব্যক্ত ধারণা ও ভাব শ্রীভগবানের সমীপে লইয়া গিয়া ভগবানে লীন করিয়া আদ্যা শক্তির ক্রোড়ে স্থান দেয়। পঞ্চ দেবতার পূজা উপলক্ষে পঞ্চ ভূতকে ধারণায় আনা যাইতে পারে। ক্ষিতি—গণেশ, অপ্—নারায়ণ, তেজ—সূর্য্য নারায়ণ, মরুৎ—শক্তি, ব্যোম—শিব। এই পঞ্চদেবতা মহাকালী অর্থাৎ শূন্যে অবস্থিত আছেন।

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য......শ্রীগুরবে নমঃ"। ওঁকার মন্ত্র সাধনা দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে ধ্যান ধারণা করা যায়। ব্রহ্মা হইতে জ্ঞান (আত্মাই রাজা) ও বুদ্ধি (লোভ সংবরণ রাজ্য), বিষ্ণু হইতে কর্ম্ম (সর্ব্বজীবে প্রেম অর্থাৎ সমভাব, সর্ব্বজীবে ভক্তি ও সেবা, এবং ভগবানের গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ) ও আনন্দ (রাধার হ্লাদিনী শক্তি বা সচ্চিদানন্দ ভাব ও আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থা) মহেশ্বর হইতে ভক্তি (জীবের মঙ্গল কামনায় যাবতীয় দেব দেবী, অবতার, ও সাধু ভক্তগণের গুণানুকীর্ত্তন ও ক্রমে সেই ভাবে বিভোর হইয়া 'জীব-শিব' ও 'শিব-জীব' জ্ঞান) ও শক্তি (মা জগজ্জননীর কৃপা ও করুণা লাভার্থ অহঃরহ মাতৃহারা শিশুর ন্যায় কাতর কণ্ঠে প্রেম গদগদ চিত্তে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকা) লাভ হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্রদল পদ্মে মহেশ্বর অর্থাৎ পঞ্চাননের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ভক্তি ও শক্তি সাধনা করা, নাসিকার উপরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ব্রহ্মার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞান (জ্ঞান চক্ষু) ও বুদ্ধি সাধনা করা, এবং হৃদয় বৃন্দাবনে ভগবান বিষ্ণুর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া কর্ম্ম ও আনন্দ সাধনার্থ মানসচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের "রাসলীলা" দর্শন ও ভোগ করা যাইতে পারে। সর্ব্বশেষে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ত্রিগুণাতীত অবস্থায় আসিলে আত্মা পরমাত্মার সহিত লীন হইয়া মা আদ্যাশক্তি মহাকালীর ক্রোড়ে চির শান্তি লাভ করে।

উল্লিখিত সাধন মার্গে আসিতে হইলে সংসারাশ্রম বিশেষ সাহায্য করে। সংসারে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জ্ঞান ও বুদ্ধি সাধনা করিয়া লোভ সংবরণ পূর্ব্বক ঐশী-শক্তি সম্পন্ন হওয়া যায়; গার্হস্থ্যাশ্রমে কর্ম্ম ও আনন্দ সাধনা করিবার জন্য পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, গুরু, দ্বিজ, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সহিত ব্যবহারে আমরা "শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের" সম্যক

অনুশীলন ও উৎকর্ষের সুযোগ পাই, বানপ্রস্থাশ্রমে ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ডী কাটিয়া জগৎ সংসারের মধ্যে পড়িয়া জগতের লোকের সহিত একপ্রাণ হইয়া ভক্তি ও শক্তি সাধনা করিবার সুযোগ পাই ; শেষকালে ভিক্ষু বা যতী অবস্থা দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় আসিলে স্থির, নিশ্চল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া মা জগদ্ধাত্রীর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করা যায়।

কুলগুরু কিরূপভাবে শিষ্যকে সাধন পথে লইয়া যাইবেন? তিনি উর্ব্বরা জমীতে বীজ বপন করিয়া নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া জল সেচন প্রভৃতির জন্য অহঃরহ শিষ্যের মঙ্গল কামনা করিবেন। তিনি সাধ্যানুসারে শিষ্য হইতে দূরে অবস্থান করিবেন এবং কদাচ স্কুল মাষ্টার প্রভৃতির ন্যায় শিক্ষা দিবেন না। শিষ্য গুরু দত্ত বীজমন্ত্র সাধনা করিয়া ভগবানের কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হইলে, ক্রমে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্বাধীন হইবে। মধ্যে মধ্যে সাধু সঙ্গ জুটিয়া যাইবে। ধর্ম্ম পুস্তক ও সৎগ্রন্থ পাঠ দ্বারা অনেক মহাত্মার সহিত পরিচয় হইবে ও ভগবানের নাম কীর্ত্তন ও শ্রবণে মনের ময়লা ধৌত হইবে, ও সমস্ত সন্দেহ ও অভক্তি দূর হইবে। নির্লোভী ও তত্ত্বজ্ঞানান্বেষী না হইয়া যদি মায়ার বশবর্ত্তী হইয়া পার্থীব সুখ স্বচ্ছন্দের কামনায় বীজমন্ত্র সাধনা করা যায় তাহা হইলে বিপরীত ফল ফলিবে। অষ্ট-সিদ্ধি, অলৌকিক কাণ্ড, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থ, ক্ষমতা, বাক্-পটুতা, ভূত ভবিষ্যত গণনা প্রভৃতি নানারূপ মোহে পড়িয়া অনেক সাধক ও শিষ্যের কুরু-কুলের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, নারায়ণী সেনা প্রভৃতির ন্যায় সহায়াদি পাইয়াও সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ঐ সব মোহ-সংজাত কর্ম্মফলের শেষ হইলে পুনরায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়াও আকাঙ্খার পরিতৃপ্ত করিতে না পারিয়া তাঁহারা "পুনর্মূষিকোভব"র ন্যায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সংসার সমুদ্রে হাবু ডুবু খান। অপর পক্ষে যাঁহারা পাণ্ডব দিগের ন্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সারথি করিয়া তাঁহাতে সমস্ত নির্ভর করিয়া নির্লোভ হইয়া ধর্ম্ম ও শান্তি রাজ্য স্থাপনার্থে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় আসিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই ভগবানের স্বরূপ লাভ করেন। কারণ নিবৃত্তি ও ত্যাগে সুখ, প্রবৃত্তি ও ভোগে দুঃখ। লোকে কথায় বলে "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই গুরুপদ বাচ্য, কারণ ভগবান সর্ব্ব জীবেই বর্ত্তমান আছেন। মনুষ্য যতই অগ্রসর হন, ততই স্বভাবের প্রত্যেক কার্য্যে ভগবানের অনন্ত লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞাশ্রুতে আপ্লুত হন। (C. F. কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের "গীতাঞ্জলি")। নিজের অন্তর্দৃষ্টি বা আত্মজ্ঞান হইলে অন্য সকলের অন্তঃস্থল দর্শন করিয়া সকলকে এক প্রেম-ডোরে বাঁধিয়া ভগবানের সন্তান বলিয়া ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। গুরু হওয়া অপেক্ষা শিষ্য হওয়া এরূপ কঠিন যে, এক শিষ্য হইতে লক্ষ লক্ষ লোক গুরুপদে বরিত হইয়া থাকে কিন্তু লক্ষ গুরু একজন শিষ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। তজ্জন্যই ভগবানকে "ভক্তের ভগবান" বলিয়া থাকে।

ভগ্নাবশেষ ভালবাসা।

—:০:—

একটু খানি হৃদয় মম
একটু খানি ভালবাসা।
অনন্ত এই সংসার মাঝে
পাতিয়াছে সুখের বাসা॥
প্রকৃত তা' সুখের নয়গো
আধ আধ ঘুমের ঘোর।
সদাই তাই নিচ্ছে লু'টে
ছয়টী রিপু পাকা চোর॥
বিভু তোমার ন্যায়ের রাজ্যে
একি ঘোর অত্যাচার।
ভালবাসা হারিয়ে ফেলে
যে দিকে চাই পারাবার।

হৃদয় স্বামি! এখন মম
ভগ্নাবশেষ ভালবাসা।
কুড়িয়ে রাখ চরণ তলে
হ'ত ভাগ্যের "শেষ আশা॥"

শ্রীশিশির কুমার কর।

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ।

(শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি :)

—:•:—

১৩১৭ সাল ৬ই কার্ত্তিক রবিবার।—আজ আমাদের পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করিবার কথা সুদীর্ঘ ব্যাধি ক্লিষ্ট রোগী কোন সৌভাগ্যে মধুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পাইলে অল্পক্ষণ মধ্যে যেমন যতদূর পারিয়া উঠে উদর ভরিয়া সন্দেশ মিঠাই বোঝাই করিয়া লয়। কখন ধরা পড়িবে আর অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া বেওজর বাহির হইয়া যাইতে হইবে সেই ভয়ে যেমন সে আস্বাদন-সুখের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল উদর পূরণ করিতে থাকে, লীলাবিহারী শ্রীনন্দদুলালের মধুর লীলা-রঙ্গ-ভূমিতে বহুভাগ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়া কখন আবার অপসৃত হইতে হইবে সেই আশঙ্কায় আমাদের মন তাড়াতাড়ি লীলাস্থলগুলি যতদূর হইয়া উঠে দর্শন করিতে সমুৎসুক হইয়াই আছে। অত্যধিক উৎসুকে ভাল নিদ্রা হইল না। রাত্রি তিনটা না বাজিতেই উঠিয়া পড়িলাম—"জয়রাধে গোবিন্দ" বলিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। অন্যের নিদ্রার বিঘ্ন না হয় ভাবিয়া চুপে চুপে চলিয়াছি কিন্তু কুপ হইতে জল উঠাইতে যাইয়াই শব্দ হইল অমনি সেবা-পরায়ণ ভৃত্য সোনাই উঠিয়া আসিয়া বলিল "বাবুজীমহারাজ, আভিত বহুত রাত হ্যায়" আমি কাঁচামিঠে রকম একটা উত্তর করিলাম। শৌচাদি সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কোন লোক সমাগম নাই, তখন লজ্জার লজ্জা

বজায় রাখিয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রীরাসমণ্ডলের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম ও ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা আওড়াইতে লাগিলাম ;—

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার।
কবে বা মন দশা হইবে আমার॥

কোন্ ভাগ্যে যে শ্রীরাধারাণী কৃপা করিয়া কেশে ধরে টেনে এনেছেন জানিনা, আবার এই পরম অপরাধীকে কি তিনি শ্রীচরণে বাসের অধিকার দিবেন ? মনের আবেগে এই স্বাভীষ্ট প্রার্থনা গাহিতেছি আর কুতুহলে শ্রীরাসমণ্ডলের রজ মাখিতেছি এবং ভাবিতেছি এই খানেই তো দুঃখী কৃষ্ণদাস ভাগ্যবান্ শ্যামানন্দ হইয়াছিলেন। এই রাসস্থলীতেই তো শ্যামানন্দ রঙ্গিনী কানুমন-মোহিনী-রাসেশ্বরীর পায়ের নূপুর পাইয়াছিলেন। এই প্রেম রঙ্গালয়েই তো শ্যামানন্দের সহিত ললিতাজীর দর্শন মিলিয়াছিল। শুনিতে পাই অদ্যাপিও সেই মহাভাব রাস-লীলা প্রত্যহ হইতেছে যাঁহারা সখিগণের কৃপাজন হইয়াছেন তাঁহারা বুঝি আজও ঐ কদম্ব তরুর তলে দর্শন করিয়া থাকেন—

রাই কানু বিলসই রঙ্গে—
কিবা রূপলাবণি বৈধসধি ধনি ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
(কিবা) মধুর মধুর চলি যায়।

আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥

লীলারস সাগরে পড়িয়া আমার জড় চিত্তও যখন ঐরূপ হাবু ডুবু খাইতে-ছিল তখন আবার সেই করতালের ঝিনি ঝিনি ধ্বনিতে আমার সুখের নেশা ছুটিয়া গেল। লজ্জা আসিয়া চাপিয়া ধরিল আমি ধুলা ঝাড়িয়া ভদ্রলোক সাজিলাম। প্রহ্লাদ দাদারা তিনজনে ভৈরবী রাগিনীতে গাইতেছেন—

"জাগল বৃষভানু কুমারী মোহন যুবরাজে"

সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গ দাদা ও ললিত দাদা বাহির হইলেন। পঞ্চক্রোশ পদব্রজে পরিভ্রমণ ললিত দাদার পক্ষে সুদুস্কর ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বাদ দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার অনুরাগোদ্দীপ্ত চিত্ত তাহাতে রাজি হইল না। তিনি নবীন উদ্যমে আমাদের আগে আগেই চলিতে লাগিলেন। আমরা ছয় মূর্ত্তি, প্রহ্লাদ দাদা পাণ্ডা সর্ব্বাগ্রে, পশ্চাতে ললিত দাদা, অনঙ্গ দাদা, শশী, নৃপেন ভায়া ও আমি, সকলেই নবানুরাগে প্রাণ মন খুলিয়া গাহিতেছে "জয় রাধে রাধে জয় জয় রাধে রাধে, কোথায় বা কোন্ কুঞ্জে আছ রাধে রাধে, এইবার মোরে দয়া কর রাধে রাধে" মধ্যে মধ্যে ললিত দাদা ও প্রাহ্লাদ দাদা রস সিন্ধু মথিয়া অতি সরস ভনিতা দিতেছেন।

স্থান কাল পাত্র সমাবেশে মধুর সঙ্গীত আরও মধুর লাগিতেছে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া আসিয়াছে যমুনা পুলিন বহিয়া অপূর্ব্ব বন শোভা দেখিতে দেখিতে ও এই গান গাহিতে গাহিতে আমরা চলিয়াছি কত মধু কুঞ্জ, কত কদম্ব বীচিকা, কত মাধবী কুঞ্জ, কত ভক্ত নিকেতন ছাড়াইয়া আমরা একটা অতি নিভৃত কুঞ্জে প্রবেশ করিলাম। স্থানটী অতীব মনোরম ফুল্ল কুসুমের সৌরভে কুঞ্জ বনটী যেন আমোদিত হইয়া আছে। ভ্রমর গুঞ্জন, শুক শারীর আলাপচারি, ময়ূরের বিচিত্র নৃত্য দেখিলেই মনে হইতেছে যে, এই পথেই বুঝি আমাদের বৃন্দাবন বিহারী প্রাণেশ্বরীকে সঙ্গে লইয়া এইমাত্র বনবিহার করিতে করিতে গিয়াছেন, এই নিভৃত নিকুঞ্জে বঁধুর গলা ধরিয়া বুঝি কানু সোহাগিনী কমলিনী বলিয়াছিলেন :—

প্রাণনাথ আজ কি হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥

মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানে কাজর গেল শিঁথার সিন্দুর॥

যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম নয়ন॥

তোমার পীতবাস আমারে দেহ পরি।
উভকরি বাঁধ চূড়া—এলাঞা কবরী॥

তোমার গলার বনমালা দেহ মোর গলে।
'মোর প্রিয়সখা' কহিও সুধাইলে গোকুলে॥

অকরুণ বাল-অরুণ পুরব গগনে সমুদিত প্রায়, পরিবাদিনীগণের ভয়ে বিনোদিনীর প্রাণ আন্ চান্ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাঁহার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলেই অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ সুখ ছাড়িয়া তাহারা কেহই নড়িতে চায় না তাই বঁধুর বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া "প্রিয়সখা" সাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইবার বাসনা হইতেছে তাহ'লে বুঝি দুকুল বাঁচিবে। মধুর ব্রজ-ভাব-মাধুরী যখন এইরূপ ভক্তচিত্ত আন্দোলিত করিতেছিল সেই সময়ে এক উদ্দীপন তরঙ্গ আসিয়া সকলের হৃদয়ে প্রেমে প্রবাহ ছুটাইয়া দিল। প্রেম ধারায় ভক্ত হৃদয় ভাসিয়া গেল। এক ছড়া ফুলহার সেই নির্জ্জন কুঞ্জের সোপানে পড়িয়া আছে, প্রহ্লাদ দাদা তাহা মাথায় লইয়া নাচিতেছেন আর প্রেম কম্পিত স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—

বৃন্দাবনে বিহরতো-রিহ কেলি কুঞ্জে
মত্তদ্বিপ প্রবর কৌতুক বিভ্রমেন।

সন্দর্শয়স্ব যুবয়োর্বদনার বিন্দ
দ্বন্দংবিধেহি দেবি ময়ি কৃপাং প্রসীদ॥

হে ব্রজরাজ কুমার শ্রীনন্দদুলাল! হে ভানুরাজ কুমারি দুলালী! তোমরা আনন্দ রসে বিভোর হইয়া আনন্দোন্মত্ত প্রমত্ত মাতঙ্গ দম্পতির ন্যায় এই বৃন্দাবনের নিভৃত কেলি কুঞ্জে বিহার করিতেছ; হে দেবি! আমি তোমার অনুগত দাসী আমার প্রতি কৃপা করিয়া ফুল্ল কমল তুল্য তোমাদের স্মিত-মধুর-বদনার-বিন্দ যুগল আমাকে একবার দেখাও আমি প্রেম ভরে একবার গাই—

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা।
শ্যাম মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা॥

মধুর নিকুঞ্জ লীলা যে কি সুখদ ও চিত্তাকর্ষক আজ সাধুসঙ্গ-গুণে ও স্থান মহিমায় তাহার একটুকু ক্ষীণ আভাস পাইয়া ধন্য হইলাম। ক্ষণিকের জন্য বুঝিলাম বিষয় ভোগে যে সুখ তাহা এই অপূর্ব্ব অপার বিশুদ্ধ আনন্দের কাছে কিছুই নহে। যাঁহারা এই পরমানন্দের আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহাদের মন তো এই সুখময় বৃন্দাবনের জন্য কাঁদিবেই। ব্রজ ছাড়া হইয়া ঠাকুর নরোত্তম প্রেম-পিপাসায় কিরূপ আর্ত্ত সহ গাহিয়াছেন।—

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভুমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।
প্রেমে গদ গদ হৈঞা "রাধা কৃষ্ণ" নাম লৈঞা
কাঁদিয়া বেড়াব উভরায়॥

এই কান্নায় যে কত সুখ তাহার কিছু আভাস আজ পাষাণ হৃদয়েও অনুভূত হইল।

মধুর লীলা-রস পাইয়া এখান হইতে ভক্তদের মন আর কিছুতেই নড়িতে চায় না; এদিকে বেলা বেশী হইতেছে দেখিয়া অরসজ্ঞ আমি সেই রস ভঙ্গ করিলাম। আবার সকলে প্রাণের আবেগে গাইতে গাইতে চলিলাম—

রাধে, কুঞ্জবন বিলাসিনী রাধে রাধে।
একবার দেখা দিয়া প্রাণ রাখো রাধে রাধে॥

বৃন্দাবিপিন মাধুরী বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। প্রতি তরু লতা পুষ্প পাতা যেন নওল, কিশোর কিশোরীর সেবার জন্য যেন মাধুর্য্য সম্ভার শিরে লইয়া অবনত হইয়া আছে। ইহারা সকলেই সেই যুগল কিশোরের লীলা পুষ্টিকর পরিকর। প্রহ্লাদ দাদা বলিলেন এই দেখ—

মাধবী কুঞ্জোপরি সুখে বসি শুক শারী,
গাইতেছে রাধা কৃষ্ণ রস।

এই বনপথে কত ভক্ত চলিয়াছেন, কয়েকটি বর্ষিয়সী আমাদিগকে পিছু ফেলিয়া সন্ সন্ করিয়া চলিলেন তাঁহাদের দক্ষিণ করে জপের মালা বাম করে ছোট নড়ি, পথিমধ্যে বানর তাড়াইতে হইবে। শুনিলাম ইঁহারা প্রতিদিন পঞ্চ-ক্রোশী করেন। ভাঙ্গিরা পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে তবু কিন্তু গোক্ষুরের কাঁটার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। মনে হইল কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী আমার কমলিনী বেণুরবে আকুল হইয়া এই কাঁটা পায়েই ছুটিতেন। তাঁহার পথ পরিষ্কার করাইবার উপায় ছিল না। ভাঙ্গিকে আমরা একটী পয়সা দিলাম, "জয় রাধে" বলিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিল। পথে কত কুঞ্জ, কত ভক্ত, কত প্রেম সেবা দেখিলাম, যাত্রিরা দুই এক পয়সা দিতেছেন তাহাতেই সেবা চলি-তেছে, পথে একটী অপরূপ বলরাম মূর্ত্তি দেখিলাম ঠিক যেন আমাদের প্রেমদাতা নিতাই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পথে এক বৃক্ষতলে আমারা বিশ্রাম করিতেই কয়জন ব্রজবাসী আসিয়া ধরিলেন "আমাদের লাড্ডু দেও" অনেক দোহাই দস্তুর দিলেন কিন্তু আমাদের কাছে কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। এইস্থানে দ্বারকার সেই সুন্দর নায়কের সহিত পুনরায় দেখা হইল তিনিও আমাদের সঙ্গ লইলেন আমরা তখন কেওয়ারিবনাভিমুখে চলিয়াই রেল লাইন পার হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম কেওয়ারি কুঞ্জে যাইতেই হইবে, সেখানে প্রভুপাদ রাধিকা নাথের ভজন কুটীর দেখিব, সেই কুপের জল পান করিব, সেই দাবানল কুণ্ডতীরে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ দাস, শ্রীমাধবদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস বাবাজীরা আছেন। রৌদ্র চড়িয়াছে তবু যাই-তেছি, বেলা আন্দাজ ১২টার সময় সেখানে পৌছিলাম। ভক্ত দর্শনে প্রেমের ঝঙ্কার উঠিল। প্রেমে গড়াগড়ি কোলাকুলি কান্নাকাটি আরম্ভ হইল। কুণ্ডের অপূর্ব্ব শোভা! চারিদিকে কেলী-কদম্বে ঘেরা, কুণ্ডটী ইষ্টকে বাঁধা একটি দিকে গোঘাট আছে। সেবা পরায়ণ ভরতপুরের রাজা কুণ্ডতীরে বনবাসী বৈষ্ণবদের থাকিবার জন্য পাকা ঘর করিয়া দিয়াছেন। এখানে অনেক শুকশারী দেখিলাম তাহারা সরু ডালে বসিয়া মনোসাধে ঝুল খেলিতেছে আর কৃষ্ণ কথা কহিতেছে। কুণ্ডের ঘাটের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কোটর রচনা করা আছে শুকশারী মধ্যে মধ্যে তাহার মধ্যে যাইয়া মুখখানি বাহির করিয়া "কিষণ" "কিষণ"—করিতেছে। হরিণ হরিণী অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া নব

কিশলয় তুল্য লাল কাণগুলি নাচাইতে নাচাইতে চলিয়াছে। এই সেই দাবানল কুণ্ড। দাবানলে যখন গোধন সহ রাখালেরা পুড়িয়া যাইতেছিলেন তখন কৃষ্ণ সেই দাবাগ্নি এক গণ্ডূষে উদরস্মাৎ করেন এই কুণ্ডের জলে আমরা স্নান করিয়া ধন্য হইলাম।

আমাদিগকে কৃপা করিবেন বলিয়া বাবাজী মহারাজেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা মাধুকরী করেন, সম্বল সেই ঝোলা আর রজের বাসন। কিন্তু শ্রীরাধারাণীর কৃপায় তখনই প্রচুর চাউল ডাউল পৌঁছিল, কেওয়ারি কুঞ্জ হইতে কুমড়া শাক পাওয়া গেল। অপূর্ব্ব খিচুড়ী ও শাক ভাজি ভোগ লাগিল। খোল করতাল আসিল, তুমুল কীর্ত্তন রোল উঠিল আনন্দের প্রবাহ ছুটিল খাঁটি মোহরের দলে মিশিয়া মেকিও সে দিন বেশ চলিয়া গেল। দ্বারকাবাসী পাক্ করিলেন, ললিত দাদা ভোগ লাগাইলেন অপূর্ব্ব প্রসাদ উদর ভরিয়া পাইলাম। হইবে না কেন? ইহা যে দাস গোস্বামির প্রার্থিত "ব্রজোৎপন্ন অসন" এরূপ অমৃতোপম বস্তু কখন পাই নাই, তাহাতে আবার ভক্ত অধরামৃতে পরিণত হইয়া আরো সুস্বাদু হইয়াছিল। শ্রীল নিত্যানন্দ দাস নিষ্কিঞ্চন সুধী বৈষ্ণব প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকা নাথের শিষ্য ও বিশেষ কৃপাপাত্র, ত্রিশ বৎসর ব্রজে বাস করিতেছেন কিসে বিষয়াসক্ত জীব শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা পাইয়া ব্রজরস মাধুরীতে ডুবিবে তাহাতেই তাঁহার সকরুণ হৃদয় সর্ব্বদা লালায়িত।

শ্রীগৌরাঙ্গ দাস আর একটী অপূর্ব্ব বস্তু। ইনিই প্রভুপাদের কৃপা পাইয়াছেন, এবং কঠোর ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। দাবানল কুণ্ডের পশ্চিমতীরে কেলী কদম্ব মূলে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে ভজন করেন। তৃণাদপি সুনীচ সকলের পদধূলি মাখাইয়া লইবেন বলিয়া কৌশলে সকলকে কুটীরে লইতেছেন, ইহার ৩।৪টী কুকুর বন্ধু আছে, প্রসাদ পাইবার পরে "জয় রাধে জয় রাধে" বলিয়া ডাকিতেই তাহারা আসিল ও পৃথক পৃথক প্রসাদ পাইল কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কলহ করিল না। শান্ত রাজ্যের হাওয়া লাগিলে বুঝি হিংসা দ্বেষ সব দূরীভূত হয়। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মহিমাদ্যোতক মূর্ত্তি এই শ্রীগৌরাঙ্গ দাস। তাঁহার এক সময়ে মহা ব্যাধি হইয়াছিল কোনও ঔষধে উপকার হইল না, শেষে বৈষ্ণবের অধরামৃত এই অমোঘ ঔষধে সব ব্যাধি কোথায় চলিয়া গেল, দেহরোগ ভবরোগ সব দূর হইল, এক্ষণে তিনি শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণাশ্রয়ে ভজনানন্দে

ডুবিয়া যাছেন। প্রসাদ পাইবার পরে সারঙ্গী দ্বারকাবাসির নিকট কয়েকটী ভজন শুনিয়া আবার সকলে ভ্রমণে বাহির হইলাম। ঠৌরে বা জঙ্গলে যেখানে ভক্ত মহাজনগণ আছেন প্রহ্লাদ দাদা সেই খানেই আমাদিগকে লইয়া চলিয়াছেন ;—আবার বেলাবসানে কালীয়দহে পৌঁছিলাম। প্রহ্লাদ দাদা একটী প্রাচীন কেলী-কদম্ব তরু দেখাইয়া বলিলেন এই কদম্ব শাখা হইতে লীলাবিহারী শ্রীনন্দদুলাল কালীয়-হ্রদে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কালীয়হ্রদ এক্ষণে বিলেরমত হইয়া আছে, বহু বিস্তৃত জলাশয় বটে তবে এখন নল খাগড়া ভরিয়া গিয়াছে। এই কালীয় হ্রদের উপকণ্ঠে পরম ভাগবত শ্রীল জগদীশ বাবাজীর কুঞ্জ। দেখিলাম তুলসী বেদী মূলে তেজঃপুঞ্জ প্রশান্ত মূর্ত্তি ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ-কথা কহিতেছেন। ভক্ত মেঘের আশ্রয়ে আসিতেই ত্রিতাপ-জ্বালা যেন বিদূরিত হইয়া গেল। শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে এই জগদীশ বাবাজী একজন বিশেষ ভজনানন্দী বৈষ্ণব। প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ আমাদিগকে ইঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ দাদাকে তিনি স্নেহভরে ডাকিলেন, আমাদিগকেও নিকটে বসাইয়া শান্ত রাজ্য শ্রীবৃন্দাবনের কত মহিমা বলিতে লাগিলেন মধুর শ্রীবৃন্দাবনের সমস্তই মাধুর্য্য মাখা। কোন অশান্তির ভাব থাকিতে, দুর্ব্বাসনার তাড়না থাকিতে এই মধুর ধামে থাকা চলে না। এখানে ভোগ সুখের সাধ থাকিবে না কেবল কৃষ্ণসেবা—কেবল অহৈতুকী কৃষ্ণসেবা। এইরূপ অতি সুমধুর কৃষ্ণ কথা হইতেছে সেই সময় ইংরাজী শিক্ষিত এক তার্কিক দুই একটি কুতর্কের কথা উঠাইল আর অমনি সেই সরল কৃষ্ণ প্রেমের উৎস থামিয়া গেল। আমরাও বঞ্চিত হইলাম। বৈষ্ণব ঠাকুরেরা পরম দয়াল আমাদের দুষ্ট চিত্ত শোধন জন্য মাধুকরী প্রসাদ কিছু দিলেন ও বলিলেন অন্য দিনে আসিবেন। তাহা আর আমার ভাগ্যে হইল না। শ্রীচরণধূলির জন্য সকলে পীড়া পীড়ি করিলাম কিন্তু সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধান কিছু-তেই কাহাকেও শ্রীচরণধূলি লইতে দিলেন না। এইরূপে পঞ্চক্রোশী সামাধা করিয়া আমরা কেশীঘাটে প্রভুর মন্দিরে পৌঁছিলাম। প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিশ্রাম মন্দিরে চলিলাম।

ক্রমশঃ।

হরি, অদ্ভুত তব লীলা।

(শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত।)

(৩)

——:•:——

(১) মার্কণ্ডেয় সরোবর, (২) রোহিণীকুণ্ড, ৩) শ্বেতগঙ্গা, (৪) সমুদ্র এবং (৫) ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক পঞ্চতীর্থ আছে।

(১) মার্কণ্ডেয় সরোবর,—ইহা প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিম ও উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার দূরত্ব মন্দির হইতে আধ মাইলের মধ্যে। এই পুষ্করিণীর চারিধার তলদেশ পর্য্যন্ত প্রস্তরে গাঁথা এবং ইহা অনেক প্রাচীন সময়ে খোদিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। অসংখ্য যাত্রী অনবরত এই পুষ্করিণীতে সুদীর্ঘ কাল স্নান করায় ইহার জল সবুজবর্ণ ও এক প্রকার সেওলার গুঁড়ামিশ্রিত দেখা যায়। এক্ষণে ঐ পুষ্করিণীর জল নিকাসের উপায় করায়, জলের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এইখানে পঞ্চফল, পইতা ও পয়সাদি দিয়া অধিকাংশ যাত্রীই সংকল্প করিয়া স্নান করেন ও স্নানান্তে পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। এই ঘাটের উপর ও নিকটে নানা দেবদেবীর মন্দির আছে। উহা দর্শন পূর্ব্বক মন্দিরে আসিতে হয়। এই স্থানে যে সকল দেবদেবী আছেন, তাঁহাদের দর্শনী শক্তি অনুসারে যাহা কিছু দিলেই চলে। পথে প্রত্যাবর্ত্তন কালে অনেক দীনদরিদ্র ও আতুর ব্যক্তিকে দেখা যায়। হায়! ইহাঁদিগকে দেখিলে কার না মনে দয়ার উদ্রেক হয়? ইহাঁদিগকে এক মুষ্টি চাউল বা একটি পাই পয়সা দিলেও ইহাঁরা আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা, এই সকল ব্যক্তিকে দেখিলে, অনেক শিক্ষা করা যায়।

(২) রোহিণীকুণ্ড। ইহা মন্দিরের প্রাচীর মধ্যে, বিমলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে স্থিত। ইহার মাহাত্ম্য মহাভারতে বনপর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত আছে—

রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে যায় বারি॥
গরুড় অরুণ বক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হতে জম্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল॥

এই রোহিণী কুণ্ডের জল লইয়া মন্দির মার্জ্জন করিতে হয়।

(৩) শ্বেতগঙ্গা, ইহা প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকে স্থিত। ইহা মন্দির হইতে প্রায় এক পোয়া রাস্তা। ইহারও চারিধার তলদেশ পর্য্যন্ত প্রস্তর দ্বারা গাঁথা। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই পুষ্করিণীর সহিত গঙ্গার যোগ আছে। অবশ্য, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এখানেও যথাবিহিত সংকল্প করিয়া স্নানান্তর যাত্রীরা পিণ্ডদানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানেও দীন দরিদ্র এবং আতুর ব্যক্তিরা কিছু পাইবার আশায় বসিয়া থাকে। তবে সংখ্যায় তত অধিক নয়। এখানে যে সকল দেবদেবী আছেন তাঁহাদের যথাশক্তি পূজা দিলেই হয়।

(৪) সমুদ্র। ইহা মন্দিরের পূর্ব্বসীমায় উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত। মন্দির হইতে স্বর্গদ্বার নামক স্নানের ঘাট প্রায় দেড়মাইল দক্ষিণে স্থিত। এই রাস্তার আধ মাইলের উপর বালুকাময়, কোনরূপ যানই এখানে যায় না। বালিতে পা গাড়িয়া যাওয়ায় শীঘ্রই ক্লান্ত হইতে হয়। আবার বালুকা উত্তপ্ত হইলে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয়; এজন্য প্রত্যূষেই স্নানার্থ যাওয়া আবশ্যক। সমুদ্রের ঢেউ খাওয়া প্রসিদ্ধ আছে। সমুদ্রের ঢেউ যে সময় আইসে, সেই সময় ঢেউর সহিত তালে তালে লাফাইয়া উঠিলে আর কোন কষ্ট হয় না। পা ভাসাইয়া রাখিতে হয়। এই ঢেউতে লোককে একবারে আড়ার নিকটে আনিয়া দেয়। কেহ কেহ ডুবিয়া পা টিপিয়া বসিয়া থাকেন ও ঢেউ মাথার উপর দিয়া ক্রমান্বয়ে চলিয়া যায়, কিন্তু ইহা ভাল নয়, কারণ এই অবস্থায় দীর্ঘকাল আবার শ্বাস রোধের আশঙ্কা থাকে। উপরোক্ত ঢেউয়ের সময় একটু কৌশল অবলম্বন না করিলে অনেক সময় বিশেষ আঘাত পাইতে হয়। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে স্নান করিলে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। এখানে পঞ্চফলাদি দিয়া অন্যান্য তীর্থের ন্যায় স্নান এবং পিণ্ডদান করিতে হয়। মন্দিরে আসিবার রাস্তায় এবং সমুদ্রের কিনারায় অনেক দেবদেবীর মন্দিরাদি

আছে। এই ঘাটের নাম স্বর্গদ্বার। স্বর্গদ্বার নাম হইবার কারণ এইরূপ কথিত আছে যে, লঙ্কার রাজা রাবণ, যাহাতে সকলেই দেবলোকে যাইতে পারেন, তাহার জন্য ইহার অনতিদূর হইতে স্বর্গের সিঁড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় উহা শেষ পারেন নাই। বাল্মিকী রামায়নের ৺কৃত্তিবাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে যে অনুবাদ আছে, তাহাতে তিনি সিঁড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া কোন আভাস পাওয়া যায় না। প্রভু রামচন্দ্র যখন রাবণকে রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন তখন তিনি স্বর্গের সিঁড়ি সম্বন্ধে প্রভু রামচন্দ্রের নিকট এইরূপ বলিয়াছিলেন, যথা—

"নাগ নর ভূচর খেচর আদি সর্ব্ব।
ভূতপ্রেত পিশাচাদি আছয়ে গন্ধর্ব্ব॥
ব্রহ্মার সৃষ্টিতে আছে দেবগণ যত।
যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্ছিত॥
সকলের শক্তি নহে যাইতে তথায়।
কেহ কেহ দৈবশক্তি অনুসারে যায়॥
এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে।
স্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে॥
মনে মনে সাধ করে যাইতে অমরে।
দৈবশক্তি হীন তারা যাইতে না পারে॥
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে।
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্বর্গপুরে॥
অনায়াসে যাইতে সব পারে দেবলোকে।
নির্ম্মায় স্বর্গের পথ বিশ্ব কর্ম্মে ডেকে॥
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে।
পৃথিবী অবধি স্বর্গে ক'রে দিব পৈঠে॥
থাকিবে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সংসারে পৌরুষ।
ত্রিভুবনে সবে মোর ঘুষিবেক যশ॥

তখনি করিতাম যদি হৈল যবে মনে।
কোনকালে কার্য্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে॥
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহু দিন গত।
তারপর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত॥
অতএব শুভ কর্ম্ম শীঘ্র করা ভাল।
হেলায় রাখিয়ে সে বাসনা বৃথা হল॥

স্বর্গদ্বারে যে সকল দেবদেবীর মন্দির আছে, তাহাতে শক্তি অনুসারে যাহা কিছু প্রণামি দিলেই হয়। তবে ইহার মধ্যে দুইটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য (ক) হাড়ির ঝেঁটা এবং (খ) বিদুরের খুদ।

(ক) হাড়ির ঝেঁটা—সমুদ্রের কিনারায় বালুকাময় ভূমিস্থ একটি বাড়ীতে প্রভু জগন্নাথদেবের ও অন্যান্য ঠাকুরের মূর্ত্তি আছে। এইখানে একটি স্ত্রীলোক আছেন, ইনি পয়সা লইয়া প্রত্যেক যাত্রীকে ঝেঁটা মারিয়া থাকেন। অবশ্য ইনি জাতিতে হাড়ি নন। যাহা হউক এই অবতার বিচারের উদ্দেশ্য আমার বিবেচনায় এই যে, মানব সমস্ত তমভাব যে নষ্ট করিতে হয় ইহাই শিক্ষা দেওয়া অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্য হাড়িতে ঝেঁটা মারিলেও অবাধে তাহা গ্রহণ করিতে হয় এবং ছোট বড় এই সব দ্বিধাভাব রাখিতে নাই। ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব কর্ম্মকরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, কিন্তু একজন, অন্যের ঘৃণার পাত্র নন।

(খ) বিদুরের খুদ—মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বে এ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুর্ব্বে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালের অবসানে, শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বিবাদ ভঞ্জনার্থ হস্তিনায় দুতরূপে কৌরবদিগের সভায় গমন করেন। দুর্য্যোধনের কৃত্রিম ভক্তিতে তিনি প্রীত না হইয়া পরম ভক্ত বিদুরের কুঠিতে ভক্তের মান বৃদ্ধির জন্য যান। এই সময়ে বিদুর ভিক্ষায় গিয়াছিলেন। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট নানারূপ দুঃখ করিতেছেন, এমন সময় বিদুর হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের কুঠিরে দর্শন পাইয়া আনন্দে পুলোকিত হইলেন এবং তাঁহার নানারূপ স্তবপূর্ব্বক ভিক্ষার ঝুলি কুঠিরাভ্যন্তরে রাখিয়া আসিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে ভগবানকে অভ্যর্থনা করিব। সর্ব্বান্তর্য্যামি ভগবান ইহা বুঝিতে পারিয়া ছল করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কাশীরাম দাসের মহাভারতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদ মাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মাবতি পদ্মকরে।
পদ্মসহ পদ্মাবতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হয়ে নামেলে নয়ন॥
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদর।
আজ্ঞাকর যাই আমি ভিক্ষা অনুসার॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দেবকী তনয়॥
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তিরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আগমন করিলেন শেষে॥
তাম্বুল নাহিক আনি দিল হরিতকী।
ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ পরম কৌতুকী॥

ধন্য "হরি, অদ্ভুত তব লীলা" তুমি ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য এবং জীবে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য কত প্রকার ভাবেরই অবতারণা করিয়াছ। আমাদের অনেকের বিশ্বাস ভাল করিয়া পূজা না দিতে পারিলে ভক্তি দেখান হয় না বা ধর্ম্মও হয় না। এই ভুল বিশ্বাসের অপনোদন জন্য পুরুষোত্তম জগন্নাথক্ষেত্রে এই আখ্যা লইয়া বিদুরের-খুদ নামক মঠের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে সাধ্যা-নুসারে ২।১ পয়সা যাহা কিছু প্রণামি দিলেই এই অধিকারী একটু খুদ মিশ্রিত

আমানি দিয়া থাকেন। যাত্রীরা ইহা পান করিয়া জীবন সার্থক বোধ করেন। উড়িষ্যা দেশে সাধারণ ঠাকুর বাড়ীকে মঠ কহে। এই সকল মঠে অন্নভোগ হয়, আমাদের দেশের ন্যায় চাউল দিয়া পূজা প্রায়ই হয় না। অন্নভোগ হওয়ায় সাধারণের পক্ষে বড়ই হিতকর হইয়াছে, অনেকে এখানে আহার পাইয়া থাকেন। পুরীতে এইরূপ বহু শত মঠ আছে।

প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিবার পথে অনেক দীন দরিদ্র, আতুর এবং ২/১ জন সাধু পুরুষকেও দেখা যায়। এই সকল লোকেদের মধ্যে কোন কোন উপায়ক্ষম লোকও এইরূপে পয়সা মাগিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা পুরীতে অত্যন্ত অল্প সাধারণতঃ গরিব ও আতুর ব্যক্তিরাই পয়সার জন্য আঁচল পাতিয়া রাস্তার ধারে বসিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষদিগের দর্শনও পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল।

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

"স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।"

অর্থাৎ পুরুষের ইহকৃত কর্ম্মের নাম পুরুষকার। দৈব বা অদৃষ্ট পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম এবং পুরুষকার ইহ জন্মের কর্ম্ম। উভয়ই পুরুষের নিজ নিজ কর্ম্ম এবং উভয়ের দ্বারাই কর্ম্ম সিদ্ধি হইয়া থাকে:—

"দৈবে পুরুষকারে চ, কর্ম্ম সিদ্ধি ব্যবস্থিতা।"

যাজ্ঞবল্ক্য।

কিন্তু দৈব প্রতিকার করিয়াও যখন অনেক সময়ে কার্য্য সিদ্ধি হয় না, তখন অনেক লোক অজ্ঞতা বশতঃ দৈব, ঈশ্বর ও শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া

থাকে। কিন্তু শাস্ত্র সমূহ সত্যের আকর, ইহাতে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র সত্য এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শাস্ত্র বলেন যে, দৈব ক্ষয় না হইবার কারণ পুরুষকারের অভাব অর্থাৎ যদি পুরুষকার বলবান হয় তাহা হইলে দৈব অবশ্য ক্ষয় হইবে, এবং যদি দৈব বলবান হয় তাহা হইলে পুরুষকার বাধা পাইয়া থাকিবে, যথা :—

"দৈবং পুরুষ কারেণ দুর্ব্বলং হ্যপহন্যতে।
দৈবেন চেতরং কর্ম্ম বিশিষ্টেনোপহন্যতে ॥"

চরক সংহিতা।

অর্থাৎ দৈব বলবান হইলে পুরুষকারকে বাধা দিয়া থাকে এবং দৈব দুর্ব্বল হইলে পুরুষকার তাহাকে বাধা দিয়া থাকে। এই কারণ বশতঃ অনেক সময় দৈব প্রতিকার করিয়াও কার্য্য সিদ্ধি হয় না। তখন বুঝিতে হইবে যে, আমরা ঠিক প্রতিকার করিতে পারি নাই, যদি ঠিক প্রতিকার করিতে পারিতাম তাহা হইলে অবশ্য সিদ্ধি হইত। দৈব আমাদের আয়ত্তের বাহির কিন্তু পুরুষকার সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে তজ্জন্য দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া পুরুষোচিত যত্ন করা আবশ্যক ইহাতে সিদ্ধির পথ সুপ্রশস্থ হইতে পারে। শাস্ত্র বলেন :—

"অভিমত সিদ্ধিরশেষা ভবতিহি পুরুষস্য পুরুষ কারেণ।"

অর্থাৎ ব্যক্তি মাত্রই পুরুষোচিত যত্নাদি দ্বারা সমুদায় সিদ্ধি করিতে পারে। যেমন পীড়ার সময় চিকিৎসা আবশ্যক। বিসুচিকা ইত্যাদি রোগ চিকিৎসা না করিলে লোক প্রায়ই মৃত্যু মুখে পতিত হয় কিন্তু সুচিকিৎসা হইলে অধিকাংশ লোকই প্রাণ পাইয়া থাকে। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচলন দৈব প্রতিকার সম্বন্ধে সার্থকতা প্রকাশ করিতেছে। উদ্যোগ ভিন্ন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই সাধিত হয় না এবং দৈবও নষ্ট হইতে পারে না। যাহারা কেবল দৈব বা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকে তাহারা কাপুরুষ ও শ্রীহীন। পুরুষকার দ্বারাই মানুষ শ্রীমন্ত হইয়া থাকে :—

"উদ্যোগিনাং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি ॥"

পুরুষকারের নিকট দৈব্য পরাস্ত এবং শাস্ত্র বলেন :—

"প্রতি কূলং যদা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে ।
মঙ্গলাচার যুক্তানাং নিত্যমুত্থান শালিনাম্ ॥"

মৎস্য পুরাণ ।

অর্থাৎ দৈব বিরুদ্ধ থাকিলেও পুরুষকার-সুলভ কর্ম্মদ্বারা উহার শান্তি হইয়া থাকে। পুরুষকারের অসাধ্য কিছুই নাই, দৈব আমাদের দৃষ্টের অন্তরালে থাকিলেও শাস্ত্র বলেন, সুবিহিত মন্ত্র, ঔষধ ও উপযুক্ত উদ্যম দ্বারা উহাকে অনুকূল করিতে পারা যায় :—

"এব মনুষ্যকো যত্নো মানুষৈরেব সাধ্যিতে ।
শ্রূয়তাং যেন দৈবং হি মন্বিধৈঃ প্রতিহন্যতে ॥
মন্ত্রপ্রায়ৈঃ সুবিহিতৈরৌষধৈশ্চৈব যোজিতৈঃ ।
যত্নেন চানুকূলেন দৈবমপ্যনুলোম্যতে ॥"

কলিকালে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম লোপ হইয়া গিয়াছে এবং মন্ত্র বলেরও প্রভাব নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে কিন্তু উদ্যম ও ঔষধের শক্তি এখনও বিদ্যমান ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন এবং ইহা দ্বারা ইহলৌকিক উন্নতি হইয়া থাকে কিন্তু পারলৌকিক উন্নতি করিতে হইলে, দৈবকে নষ্ট করিতে হইলে, অশুভ কর্ম্মের ফল পরিবর্ত্তন করিতে হইলে মন্ত্র শক্তির নিতান্ত আবশ্যক। এ পতিত যুগে মন্ত্র সকল লুপ্ত হইলেও হরিনাম মহামন্ত্র এখনও সজীব রহিয়াছে। এ মন্ত্র ধারণ করিলে, পতিতপাবন দয়াময় শ্রীমধুসূদনের পবিত্র নাম গ্রহণ করিলে, স্মরণ করিলে ও শ্রবণ করিলে জ্ঞান কর্ম্মহীন জীবের প্রাণে ভক্তির উদয় হয়। প্রভু বলেন :—

"শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।"

অতএব হে ভক্তগণ ! যদি অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন করিতে চাও, যদি সুফল পাইবার অভিলাষ করিয়া থাক তাহা হইলে শ্রীহরির চরণ কমলে চিত্ত সমর্পণ কর, তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিতে অভ্যাস কর। সময় থাকিতে অভ্যাস না করিলে অন্তকালে তোমার জিহ্বা এ নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না, তাঁহার নবঘন শ্যাম মূর্ত্তি তোমার হৃদয় আকাশে উদয় হইবে না, এবং তুমি বিষয় পূর্ণ পার্থিব ভাব লইয়া শরীর ত্যাগ করিবে আর যে ভাব লইয়া তোমার প্রাণ ত্যাগ হইবে পর জন্মে তুমি সেই ভাব প্রাপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে গীতা বলেন :—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥" গীতা ৮।৬।

তুমি চিরদিন যে ভাবের তীব্র ভাবনা করিবে, মৃত্যু কালে সেই চিরভ্যস্ত ভাবেরই ভাবনা তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং সেই ভাবেই তুমি ভাবিত হইয়া তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে ভাগবতে রাজা ভরত ও মৃগ শিশুর উপাখ্যান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ভরত হরিণ শাবকের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য পরজন্মে তিনি হরিণ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তিমকালে হরিনাম শ্রবণ করাইবার উদ্দেশ্য এই যে, মুমূর্ষুর চিত্ত অন্য বিষয়ে প্রধাবিত না হয় এবং তিনি যদি এই নাম চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন তাহা হইলে তিনি শ্রীহরির ভাব প্রাপ্ত হইবেন। এই জন্য আসন্নকালে রোদনাদির বিধি হিংরাজাদির মধ্যে নাই, সকলে এ সময়ে প্রাণীর কল্যানের জন্য প্রার্থনা ও ভজনাদি করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ ঈশ্বরের স্বরূপতা নিঃসন্দেহে লাভ করিতে পারে এ সম্বন্ধে গীতা বলেন :—

'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥" গীতা ৮।৫

অতএব ভক্তগণ যদি নিজ হিত চাও তবে শ্রীহরির চরণে স্মরণ লও। ইহাতেই তোমাদের অদৃষ্ট ও কর্ম্মফল পরিবর্ত্তিত হইবে।

ভজ গৌরাঙ্গ।

(শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

"কহ গৌরাঙ্গ"—শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর। বড় সহজ কথা নহে; বৈষ্ণব মহাজনগণের পদতলে বসিয়া, তাঁহাদের সাধন পন্থা অবলম্বন করতঃ নদীয়া বিহারী, কাঙ্গালের সখা, পতিত-জন-বান্ধব শ্রীমৎ গৌরাঙ্গদেবের প্রেমসুধা মাখা হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে যখন আমরা

তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারিব—ভক্তি, বিশ্বাস ও সাধন বলে মহাপ্রভুকে যখন আমরা আমাদের মধ্যেই জাগাইয়া তুলিতে পারিব এবং যখন আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম, বাক্য ও চিন্তা গৌরাঙ্গমুখী হইয়া বিশুদ্ধতা লাভ করিবে, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই আমরা গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের আংশিক অধিকারী হইব। "আংশিক" বলিবার কারণ এই যে, সহস্রমুখেও পূর্ণভাবে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে মায়িক জগতের বদ্ধ জীব আমরা সমর্থ নহি। এই রহস্যজ্ঞাত হইয়াই—পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন ;—

এক দিবসের যত চৈতন্য বিহার।
কোটী বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য যশের অন্ত নাহ।
তিঁহো যত শক্তি দেন তত সবে গাই॥

চৈতন্যভাগবত, ৪র্থ পঃ, অঃ খণ্ড।

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও তাই এই সুরে সুর ধরিয়া বলিয়াছেন ;—

আকাশ অনন্ত, তাহে যৈছে পক্ষীগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
জীব হইয়া কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার?
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিনু
সমুদ্রের মধ্যে যেন এককণা হইনু॥

চৈঃ চঃ অঃ খণ্ড।

বস্তুতঃ সেই পরম দয়াল প্রভু যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের কাছে স্বরূপে প্রকাশিত হন, এবং নিজেই আপনার স্বরূপতত্ত্ব ভক্তের ভাবানুযায়ী আদর্শে বুঝাইয়া দেন, তবে ত তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রকৃতরূপে অধিকার জন্মে। অন্যথা আমাদের এমন কি তপোবল আছে যে, আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। শ্রীচৈতন্য ভাগবত বলিয়াছেন—

"প্রভু যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তাঁর কেহ নাহি জানে কদাচিৎ॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরে ভক্তজনে।
তাঁর কৃপাদৃষ্টি বিনে তাঁরে কেবা জানে?"

আবার চরিতামৃত বলেন।

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"

মানব! সসীম হইয়া তুমি কিরূপে অসীমের ধারণা করিবে? শান্ত হইয়া কিরূপে অনন্তের মহাভাব সাগরে ডুব দিবে? সেই পরম্পরাগত কথা স্মরণ কর "যাদৃশীর্ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভকতের যেইরূপ মনের বাসনা।
সেইমত সিদ্ধ হয় মনের কামনা॥

চৈঃ ভাঃ ৬ পঃ শেষ খণ্ডঃ।

ভাব অনুযায়ীই পরম ভাবময় দেবতা তোমার হৃদয় দর্পনে প্রতি ফলিত হইবেন, তুমি তাঁহাকে যে ভাবে চাহিবে, সেই ভাবেই তিনি তোমার সমীপে উপস্থিত হইবেন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যা পার্থ সর্ব্বশঃ॥

কি সুন্দর কথা! মানুষ যেমন নিজের নিজের ভাবেই ভগবানকে বুঝিতে চেষ্টা করে—ভক্তবৎসল ভগবানও ঠিক সেই সেই ভাবেই তাহাদের কাছে আপনার স্বরূপতত্ত্ব প্রকাশিত করেন। দ্বৈতবাদীই হউন কিম্বা অদ্বৈতবাদীই হউন্ হিন্দু, ম্লেচ্ছ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ই স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী ভগবানকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে দোষের বা আপত্তির বিষয় কিছুই নাই। তবে একটী কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে 'রামই হউন্' 'কৃষ্ণই হউন্' 'বুদ্ধই হউন্' কিম্বা 'গৌরাঙ্গই হউন্'—যিনিই হউন্ না কেন, আমাদের সামান্য মনুষ্য বুদ্ধিতে তাঁহাদের পূতচরিত বা অনন্য সাধারণ অলৌকিক ব্যাপার সকল ধারণা করা যায় না। মানব প্রকৃতির উর্দ্ধগ্রামে না পঁহুছিলে—সৎগুরুর কৃপায় সাধনবলে অভীষ্ট দেবতাকে আমাদের মধ্যে না জাগাইলে, সম্যক্‌রূপে আমারা

প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের কিম্বা ধর্ম্মাচার্য্যগণের সাধন জীবনের গভীরতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইব না। বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয় যে, আমরা অধিকারী হই বা না হই, অনেক সময়েই এই সমস্ত ক্ষণজন্মা আচার্য্যগণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত মত পোষণ করতঃ সরলবিশ্বাসী সাধনমার্গাশ্রয়ী ভক্তগণকে বিপথে চালাই-বার চেষ্টা করি। যাহা হউক, আমাদের এই চেষ্টা বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়েই এক একজন অলৌকিক শক্তি ও সাধনবল সম্পন্ন মহাপুরুষ ঈশ্বররূপে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন। বংশ পরম্পরাক্রমে সেই মহাপুরুষই উপাসকদের ভক্তি, বিশ্বাস ও সাধনবলে তাঁহাদের আদর্শ ধ্যেয় রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন—ইহা প্রায়ই দেখা যায়। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন—

অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখন যাহার হয় দৃষ্টি অধিকারে॥
সেই দেখে, আর কেহ দেখিতে না পায়।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোঁসাই॥
যে মনেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মূর্ত্তি দেখায় যে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥

চৈতন্যভাগবত ১০ম পঃ মধ্য খণ্ড।

আর একস্থলে বলিতেছেন—

এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
যেখানে যেরূপে ভক্তগণ করে ধ্যান।
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান॥
অদ্যাপি চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥

চৈতন্য ভাগবত ২৩ পঃ মঃ খণ্ড

আমার মনে হয় এইরূপেই জগতে ধর্ম্ম ভাবের পরিপুষ্টি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। বস্তুতঃ ভাব যতই পরিপক্ক বা খাঁটী হইবে, সাধকের

অন্তরেতেও ভাবগ্রাহী ভগবান্ তত উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন্। ইহাতে সন্দেহ বা আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুকে অনেকে অনেকরূপে বুঝিতে ও অন্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বেশ কথা! তবে মোটের উপর "অন্ধের হস্তীদর্শনের" মত মহাপ্রভুর সাধন-জীবনের এক একটী দিক্ দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে এবং নিজের মত খাঁটী ও অন্যের মত মিথ্যা এইরূপ ভাবের যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করাও, আমাদের কাছে তত ভাল বলিয়া বোধ হয় না। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছিলেন তখনও তাঁহার জীবনের এক এক দিক্ দেখিয়া সন্ন্যাসী মহাজনগণ এক এক ভাবের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন না। বৃন্দাবন দাস এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যত যত মহাভাগ সন্ন্যাসীর গণ।
কেহ বল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাজন॥

কেহ বলে জ্ঞানী, কেহ বলে বড় ভক্ত।
প্রশংসেন সবে কেহ না জানেন তত্ত্ব॥

চৈতন্য ভাগবত, ৬ পঃ, শেষ খণ্ড

সে যাহা হউক আমার বক্তব্য এই :—ভক্তগণ! শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে যদি ভগবানের পূর্ণ অবতার বা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন বা লীলা-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন এবং উহাতে যদি তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সুবিধা হয়—প্রেম ভাবের পরিপুষ্টি হয় কিম্বা প্রাণে আনন্দ পীযুষ ধারার সঞ্চার হয়, তবে সাধারণের বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাঁহাদের এবম্বিধ অনুষ্ঠানে ব্যথিত হওয়া কিম্বা স্বমত পরিপোষণ ব্যপদেশে তাঁহাদের সরল, সহজ ভক্তি-বিশ্বাসের পরপন্থী প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কোনও রূপেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুতঃ একাধারে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমবায় একাধারে ভক্তি, বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের সংমিশ্রণ, একাধারে বৈরাগ্য, প্রেম ও ভাবের সমাবেশ জগতের অতি অল্প ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্যগণেই সম্ভবে।

আমার মনে হয় বৈষম্যের মধ্য দিয়াই সাম্যের বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছে, দ্বৈতবাদের ভিতর দিয়াই অদ্বৈতবাদ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন প্রণালী অনুসরণ করতঃ বর্ত্তমানযুগে বিশ্বজনীন মহাধর্ম্মের সূচনা হইতেছে। সুতরাং আমাদের ভয় করিবার কোনও কারণ নাই, আমাদের সাধনার কোনও ক্ষেত্র একবারে সীমাছাড়া না করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ একটু একটু প্রসারিত করিতে চেষ্টা করাই ভাল বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং বৈষ্ণবীয় সাধনার সূক্ষ্ম তত্ত্ব 'লহ গৌরাঙ্গ'—ইহা একমনে বৈষ্ণব সমাজের প্রতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া কেহ যেন ইহাকে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া না রাখেন—কারণ একই দেবতা যখন ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করতঃ সম্প্রদায় সমূহের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন, তখন বৃথা পাণ্ডিত্যের খাতিরে কূট শব্দার্থ বিশ্লেষণ না করিয়া বৈষ্ণব সাধকের প্রাণের অন্তরতম তত্ত্ব ভগবৎ মহিমা কীর্ত্তনে সকলেই জীবন উৎসর্গ করুন্ ইহাই আমার একান্ত নিবেদন।

"লহ গৌরাঙ্গ নাম"—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সংকীর্ত্তন কর। বড় কঠিন সাধনা। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে অনাহত ধ্বনিতে চিত্তকে আকৃষ্ট করতঃ জগতের আদি কামবীজ "ক্লীং" এর বিশ্বব্যাপী যে মহাঝঙ্কার উঠিয়া বাহ্যপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে—সেই ধ্বনিতে চির কিশোর, পীতবাস, নীরদবরণ শ্যামসুন্দরের মোহন বেণু রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক এক ভাবে বাজিয়া উঠিয়া সারা জগৎটাকে মহা সুষুপ্তির ক্রোড় হইতে কিম্বা মহামায়ার মোহনিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিতেছে এবং ভক্তের প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে সেই ধ্বনিতে চিত্ত লয় করাই অন্তরঙ্গ নাম সাধনের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য এবং সেই ভাবে আবিষ্ট হৃদয় পূর্ণ না হইলে—নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভগবচ্চিন্তা সহযোগে নাম প্রতিপাদ্য দেবতার ধ্যেয় জ্যোতির ভিতরে ডুব দিতে না পারিলে 'আবেশ' অসম্ভব। 'আবেশ' যখন সাময়িক উত্তেজনা বা অবসাদে পর্য্যবসিত হয় তখন বুঝিতে হইবে প্রকৃত "আবেশ" হয় নাই শুধু শব্দের বা নামের শক্তিতে তাঁহার দিকে অনুরাগ সঞ্চারে একটা বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। খোল্ করতালাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মধ্যে মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ একত্র হইয়া নাম সংকীর্ত্তনে যোগ দেওয়া কিম্বা ভগবৎবিষয়ক সঙ্গীতাভ্যাস

করা মন্দ নহে। এইরূপ করিতে করিতে যখন সংগুরুকৃপায় নামের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয় তখনই আচার্য্যদেবের শরণাগত হইয়া নামের "অন্তরঙ্গ সাধন" তত্ত্ব জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। তদেকাত্মভাবে—তদাকারবৃত্তিযোগে আত্মারামরূপে সাধন সাগরে ডুব দেওয়াই বাহ্য নাম কীর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য। "কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে''—এই এক কথাতেই চৈতন্যভাগবত কার বৃন্দাবন দাস আবেশের সমস্ত তত্ত্ব মোটামুটি প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ দেহাত্মজ্ঞানের অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই আবেশের আনুসঙ্গিক তন্ময় অবস্থা লাভ করিতে পারে না। যতদিন দৈহিক সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে ততদিন এই অপূর্ব্ব ভাব কিছুতেই আমাদের মধ্যে আসিবে না।

"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে"—সে কে? ভক্ত। প্রকৃত ভক্ত ও ভগবানে স্বরূপগত কোনও প্রভেদ নাই। ভক্ত যখন ভক্তি বলে ভগবানে তন্ময় হইয়া যান তখন তিনি তাঁহা হইতে অভেদ রূপে বিরাজ করেন। কারণ ভগবানকে ছাড়িয়া তাঁহার সেই সময়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা সত্তা বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব এইরূপ ভক্তগণের চিত্তবিনোদন করিতে পারিলে, তাঁহাদের সেবা করিলে ভক্তের হৃদয়-বল্লভ ভক্তবৎসল প্রসন্ন হন্। শাস্ত্র বলিতেছে ন।

"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের শতত বিশ্রাম''
"কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"
"হরি ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।"
"অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।"
"ভক্তগণে সুখদিতে প্রভুর অবতার।"

চৈতন্যচরিতামৃত।

"ভক্তপ্রসাদে স্ফুরে চৈতন্য চরিত।"
"ভক্তদেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাই।"
ভক্তের প্রভাবে সর্ব্ব অমঙ্গল হরে।"
"ভক্তের দর্শনে লোক কৃষ্ণ ভক্তি পায়।"
"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত প্রকাশ।"
"ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।"

ক্রমশঃ।

১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।
অগ্রহায়ণ মাস,
১৩২১।

প্রার্থনা।

—:০:—

বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্বজীব বিগ্রহং
নারদাদি যোগীবৃন্দ বন্দিতং জনার্দ্দনম্।
দীনবন্ধু সর্ব্বদেব পূজ্যপাদ পল্লবং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥

হে দয়াময়! প্রার্থনাতো কতই করিলাম, আর তোমার অপরিসীম দয়ায় নানাভাবে প্রার্থিত বস্তু লাভও করিতেছি তথাপিও তো প্রার্থনা করিবার প্রবৃত্তি হৃদয় হইতে যাইতেছে না? তাই মনে হইতেছে, বোধ হয় যে জিনিষের প্রার্থনা করা আবশ্যক, যে জিনিষ লাভ করিলে আর কখনও কিছুর জন্য প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ ভাবের প্রার্থনা করা হয় নাই। প্রভো! কি যে আমার প্রয়োজন, আর কি ভাবের প্রার্থনা করা যে আমার আবশ্যক তাহাতো কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না? সামান্য সামান্য বিষয়ে চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া এমন দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময় যে বৃথাই নষ্ট হইতেছে? আর কতদিন, এমন করিয়া, তোমার ভাবে বঞ্চিত করিয়া, ভবের ভাবে ভুলাইয়া রাখিবে। ভাবময়। আর যে অভাবের যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছিনা। তোমার ভাব লাভ করিয়া, তোমার ভাবে মজিয়া, আপনা ভুলিয়া, তোমার হইয়া কি জীবন সার্থক করিতে পারিব না? এমন করিয়া অন্ধের মতনই কি সমস্ত জীবনটী অতিবাহিত হইবে? একবারও কি তোমার দয়া হইবে না?

অন্তর্য্যামিন! প্রাণের কি যে অভাব, যথার্থ যে প্রাণ কি চায় তাহাতো তুমি সকলই জানিতেছ? জানিয়া শুনিয়া এমন করিয়া আর পরের মতন কেন কঠোর

পরীক্ষা করিতেছ? আমি কি তোমার পরীক্ষার পাত্র? তুমি মহতোমহিয়ান্, তোমার ঈঙ্গিতে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, আমি যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাকে কি তোমার পরীক্ষা সাজে? তুমি কি জান না যে, তোমার কৌশল, তোমার অঘটন-ঘটনকারী মায়ার নিপুণতা ভেদ করাও তোমার কৃপাশক্তি সাপেক্ষ? তবে কেন সে শক্তি না দিয়া, পরীক্ষায় ফেলিয়া স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত চিত্তে আরও বিক্ষেপ দিতেছ? হে জগদাধার! আর পরীক্ষা করিওনা, খেলিতে ইচ্ছা হয় খেল, কিন্তু খেলায় মজিয়া, যাহাতে তোমাকে না ভুলিয়া, জগৎ ভরিয়া তোমার প্রেমময় খেলার অনুভব করিতে পারি তাহা কর। কর্ম্ম করাইতে ইচ্ছা হয় যত ইচ্ছা কর্ম্ম করাও, কিন্তু যাহাতে তোমার আদিষ্ট কর্ম্ম সাধনে অকপটে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি সেরূপ শক্তি দাও। আর যদি পরীক্ষা করিতেই হয় তবে আগে দৃঢ় বিশ্বাস, একাগ্রতা, এবং সরল প্রাণে আত্ম নির্ভর প্রভৃতি পরীক্ষার যোগ্য ক্ষমতা সকল প্রদান করিয়া,—পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া পরীক্ষা কর, নতুবা অযোগ্যকে, অক্ষম—দুর্ব্বলকে পরীক্ষা করিতে গেলে তোমার, দয়াময়, দীনশরণ, সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভৃতি ভক্ত-দত্ত নামে কলঙ্ক হইবে।

প্রাণনাথ! এমন করিয়া পরের হাতে আর কতদিন ফেলিয়া রাখিবে? আমি যে তোমার, যার ধন সে যদি তাহার ব্যথা না বুঝে তাহা হইলে অপরে কি বুঝিবে? আর পরের মতন দূরে দূরে থাকিও না। প্রভো! তোমার ধন হইয়া আমি আর মরমে মরমে পরের ব্যথা সহ্য করিতে পারিতেছি না, তোমার ধনকে তুমি গ্রহণ কর আর পরের হাতে ফেলিয়া রাখিও না:—

"আর পরের হাতে হরি ক'দিন আপন ধনে
ফেলিয়া রাখিবে বলনা।
আমি নয় আমার হ'য়েছি তোমার
তোমার ধনে তুমি লওনা॥
পরের ধনের ব্যথা পরে নাহি জানে
ইহাও কি তুমি জাননা,—
আমি তোমার ধন হ'য়ে মরমে মরমে
পরের ব্যথা সইতে পারিনা॥

(আমি) কায় মন প্রাণে তোমার ঐ চরণে
বিক্রিত হয়েছি দেখনা,—
আমি নয় আমার হ'য়েছি তোমার
(আমার) তোমার কাছে যেতে বাসনা ॥
ভিখারিও রাখে নিজ ধন জনে
প্রাণান্তেও ভুলে থাকে না,—
(তুমি) হ'য়ে প্রাণেশ্বর আমায় ক'রে পর
দেখ যেন ভুলে থেকোনা ॥
বড় সাধ মনে নাথ এ জীবনে
(আর) পরের কথায় মন দিব না,—
(তাই) বিপদে সম্পদে রেখো অভয় পদে
শ্রীপদে বঞ্চিত ক'রোনা ॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আবার ডাকো।

(শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন লিখিত।)

—ঃ০ঃ—

আবার ডাকো, প্রভো! আবার ডাকো, আবার একবার তেমনি ক'রে ডাকো! একদিন তুমি সুরধুনীর কূলে ব'সে, অনশনে কেঁদে, কেঁদে, গঙ্গাজল তুলসী অর্পণ ক'রে বড়ই ব্যাকুল প্রাণে ডেকেছিলে, তোমার সে আকুল আহ্বান বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদ ক'রে গোলোকে পৌঁছিয়া ঠাকুরকে পাগল ক'রেছিল, ঠাকুরকে নররূপে লোক চক্ষের গোচর হ'তে হ'য়েছিল। তোমার আহ্বাণ যে মর্ম্মভেদী, ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাহার একটী চিত্র মর্ম্ম স্পর্শী ভাষায় এঁকে রেখেছেন। সেটী এই ;—

"জয় জয় অদভুত, সো পঁহু অদ্বৈত
সুরধুনী সন্নিধানে।
আঁখি মুদিরহে, প্রেমে নদী বহে
বসন তিতিল ঘামে।
নিজ পঁহু মনে, ঘন গরজনে
উঠে জোড়ে জোড়ে লম্ফ।
ডাকে বাহু তুলি, কাঁদে ফুলি ফুলি
দেহে বিপরিত কম্প।
অদ্বৈত হুঙ্কারে, সুরধুনী তীরে
আইলা নাগর রাজ।
তাঁহার প্রীতিতে, আইলা ত্বরিতে
উদয় নদীয়া মাঝ।
জয় শ্রীঅদ্বৈত, করল বেকত
নন্দের নন্দন হরি।
কহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরণ
হিয়ার মাঝারে ধরি।"

তুমি শান্তিপুর নাথ! তাই জীবের অশান্তি দেখে তোমার প্রাণ কেঁদেছিল, জীবের দুঃখ দেখে তোমার হৃদয়ে বিষম বেজেছিল তাই তোমার ঐ তপস্যা। তোমার তপস্যা সফল হ'য়ে ছিল। তুমি শান্তির আধারকে মূর্ত্তিমান ক'রে অশান্তি দূর ক'রেছিলে, বড়ই সুখের সাগরে মানুষ সাঁতার দিয়েছিল। কত উপেক্ষিত কাঙ্গাল লোক পূজ্য হ'য়েছিল কত ধনী মানী কুলীন আপনার পদমর্য্যাদা ভুলে, প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে, কাঁঙ্গাল সেজেছিল। বহু যুগের অশান্তি ভেসে গিয়ে যে শান্তির আধার, সুখের উৎসকে মানুষ ধর্তে না পেরে, মরিচিকা লুব্ধ হরিণ শিশুর মত এই সংসার প্রান্তরে মায়িক সুখে লুব্ধ হ'য়ে হাহাকার করতে করতে ছুটে ছুটে দুর্ল্লভ মানব জীবনটা হেলায় হারিয়ে ফেলে আর মোহ মোহ-কম্মা হ'য় জন্মে জন্মে অধোগতি লাভ করে; তোমার কৃপায় সেই ধনটীকে অভিনব গৌর সুন্দর রূপে প্রাপ্ত হ'য়ে মানব ধন্য হ'য়েছিল। সে অপ্রাকৃত মানুষটি তার আপনার

মাধুরীতে স্থাবর জঙ্গমকে পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে নাচিয়া গাহিয়া তাঁকে পাবার, তাঁকে ভোগ করবার নূতন প্রণালী খুলে দিয়াছিল। বেদ, পুরাণ যে পথটি ধরাবার জন্য কত কত কঠোর সাধনের ব্যবস্থা ক'রেছি, আজ বেদ পুরাণের মালিক এসে স্বয়ং আসরে অবতীর্ণ হয়ে বড় নিরানন্দের মাঝে আনন্দের উৎসের মত, নিরাশার মাঝে আশার উজ্জ্বল জ্যোতির মত কাল ঘোর তিমির মাঝে পূর্ণিমার চাঁদের মত রজনী অন্তে উষার মধুর উজ্জ্বল আলোর মত অতি সহজ সাধ্য সাধন যা পশু পক্ষীকেও মুগ্ধ করে সেই নাচে গানে সাধন উপদেশ করিলেন। আবার শুধু উপদেশ নয় "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখালেন জগতে" শিখিয়ে পড়িয়ে নিতাইয়ের উপর ভার দিয়ে অন্তর্হিত হ'লেন। প্রেম রাজ্যের পত্তন হ'লো। নিতাই রাজা হ'য়ে বস্‌লেন তুমি মুন্সি হ'য়ে মুন্সি আনায় চারিদিক মাতিয়ে তুল্‌লে কিন্তু সে সুখের দশা মানুষ আবার কর্ম্ম দোষে হারাইল। তোমরা লীলা সম্বরণ ক'রলে আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন সব নিবে গেল। তাই নিতাই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবার এলেন। বেশ প্রেম রাজ্য জমে আস্‌তে লাগ্‌লো, প্রেম মন্ত্র ধিকি ধিকি জগতবাসীকে মাতাতে লাগ্‌লো, বাঙ্গলায় যা আবদ্ধ ছিল তাহা সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়্‌লো। ভারত ছাড়িয়ে পাশ্চাত্য দেশেও তার প্রভাব প্রকাশ করতে লাগ্‌লো। মানুষে মানুষে ঘৃণা অশান্তির বীজ তা থেকে থেকে কম হইয়া আস্‌তে লাগ্‌লো, মানব-প্রেম গৌর-প্রেমের স্থান অধিকার করলেও প্রকারান্তরে তা গৌর-প্রেমেরই জমী তৈয়ার করতে লাগ্‌লো কারণ প্রেমের আসনেই যে প্রেমময়ের প্রতিষ্ঠা। প্রায় তার চারিশত বৎসর পরে ইউরোপের "হেগ্ কনফারেন্স" যেন তারই প্রতিধ্বনি ব'লে আমাদের মনে হ'লো। গৌরকেও যে একেবারে কেউ জান্‌লে না তা নয়, অনেকে সেই পাশ্চাত্য জড় সভ্যতার ভিতরে লালিত পালিত হ'য়েও গৌর প্রেম রসাস্বাদের জন্য পাগল হ'ল। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে এখনও কত নর নারী গৌর ব'লে কাঁদ্‌চে। ইংলণ্ডের মৃত মহাত্মা ষ্টেড্ সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত রিভিউ অব্ রিভিউ পত্রিকায় লিখ্‌লেন;— "ভগবান শ্রী গৌরাঙ্গদেবের প্রেম ধর্ম্মের তুল্য উদার ও মহান্ ধর্ম্ম জগতে এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। আমার ইচ্ছা ইংলণ্ডের প্রতি গির্জ্জা ঘরে গৌরাঙ্গ চরিত পঠিত হউক, তাহা হইলে প্রেমের অপূর্ব্ব রসাস্বাদে মানব ধন্য হইবে।" কিন্তু এতদূর অগ্রসর হ'য়ে হঠাৎ একি হ'ল? বর্ত্তমানে প্রকৃতি কি জীব সংহারী

প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, জগতের শান্তি আকাশ কুসুমে পরিণত হ'য়েছে, অসংখ্য নর নারীর আর্ত্তনাদে আজ জগত মুখরিত হ'চ্ছে। ওহে শান্তিপুরনাথ! এ সময়ে তুমি কোথায়? এই জগত না তোমার শান্তিপুর। তুমি যে অদ্বৈত আচার্য্য। প্রভো! তুমি ক্ষুদ্র শান্তিপুরে প্রকট হ'য়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে তুমি শান্তিপুরের নাথ, তাই তুমি জগজ্জীবের জন্য কেঁদেছিলে, জগতকে তুমি শান্তিপুর করতে চেয়েছিলে, প্রভুও তোমার সে বাসনাপূর্ণ কর্‌বার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়ে শান্তির ব্যবস্থা স্বয়ং পাঠ করিয়া ছিলেন। সে শান্তির পুর নিত্য সে পুর এখনও বাজ্‌চে, সেতো ধ্বংস হ'বার নয়। জগতের মধ্যে প্রতি মানবের হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার প্রতিধ্বনি জাগ্‌চে। সবাই চাচ্ছে শান্তি। তবে কেন এ অশান্তি অনল জ্বলে উঠ্‌লো? কেন আজ শান্তি রাজ্য অশান্তিতে পরিণত হ'ল? শান্তিরাজ্য স্থাপন হ'তে হ'তে একি বিপর্য্যয় হ'ল? যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে যে বড়ই ভয় হয়। আমারা বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছি প্রভু, আমাদের আর কি ভরসা? কোন পার্থিব শক্তির ভরসা করবো? তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা স্থল। হে অগতির গতি! হে জীবের পরম সুহৃৎ! আর লুকিয়ে থেকোনা, একবার প্রকট হও। এবার আর এক কণ্ঠে ডেকোনা, জগবাসী নর নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হ'য়ে এবার কোটী কণ্ঠে ডাকো, তোমার ডাকে সে থাকৃতে পারেনা। আবার অবতীর্ণ করাও সেই শান্তির আধার লোক চক্ষের গোচরে না আনৃতে পারিলে বুঝি এ তীব্র অশান্তির নিবৃত্তি হ'বে না। হা শান্তিপুরনাথ! সে দিন কি হ'বেনা? আমরা কি দেখ্‌তে পাব না? সেই প্রেমদাতা নিতাই সনে প্রেমের ঠাকুর কি নাচ্‌বে না? নাচ্‌বে বৈকি? আমরা নিশ্চয়ই দেখ্‌বো। ডাকো প্রভু জগবাসী নর নারীর হৃদয়ে ব'সে ডাকো সে যে তোমার ডাকে থাকৃতে পারে না, অবশ্যই উদয় হবে। তোমার কি প্রাণ কাঁদ্‌বে না? প্রভু, জগতের এ অশান্তি দেখে তুমি কি নিশ্চিন্ত আছ? শান্তি রাজ্যের এ দুর্দ্দশা দেখে তুমি কি সুস্থ আছ প্রভু? ডাকো—ডাকো কোটী কণ্ঠে ডাকো, জগবাসী নর নারী কোটী কণ্ঠের বিভিন্ন সুর তোমার সুরে মিশিয়ে দিয়ে হুহুঙ্কারে পাষণ্ড, নির্ম্মম, দুরাচার, দুর্নীতি পরায়ণ হৃদয় স্তম্ভিত ক'রে শান্তির মহান্ সুর উত্থিত করুক, যেন ধরণী পাপ পরিশূন্য হ'য়ে পরম পুরুষের পবিত্র শান্তি মন্দিরে পরিণত হয়। আর যেন এইরূপ অশান্তিকর সংঘর্ষ

উপস্থিত হ'য়ে ধরণীর শান্তি নষ্ট না করে,—ডাকো প্রভো, শান্তিপুরনাথ! ধরণীর নর নারী আমরাও তোমার সঙ্গে ডাকি ঃ—

"হে জগৎ জীবন, হে কৃপাসিন্ধু, হে করুণা নিদান হে প্রেমময়, হে দীন বন্ধো। এস প্রভু আবার একবার ধরণীতে তোমার মহা মহীমাময় কমনীয় কোটী চন্দ্র সুশীতল রূপ প্রকটিত কর, আজ জগৎব্যাপী মহা আর্ত্তনাদের সুর উত্থিত হয়েছে, আজ তোমার জগৎবাসী নরনারী বড়ই বিপন্ন ; মোহান্ধ মানবের, হৃদয়-হীন মানবের, রোমাঞ্চকর নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ যাহারা সন্ত্রস্থ হয়েছে, আজ যাহারা আর্ত্তস্বরে চিৎকার কর্‌ছে, হে আর্ত্তবন্ধো! হে দর্পহারী মধুসূদন! হে জগন্নাথ! তোমার জগতবাসীকে অভয় দাও, প্রভো! একবার আত্মরূপ প্রকটিত করিয়া সেই প্রেমময় গৌর সুন্দর রূপে উদয় হও। এ যুগে তোমার প্রতিজ্ঞা আছে যে, "এবে অস্ত্র না ধরিব প্রাণে কারেও না মারিব, হৃদয় শোধিব সবার প্রেমেতে" তাই বলি, প্রভো এস, কাহারও প্রাণে না মারিয়া পাষণ্ডের, দুর্নীতি পরায়ণের, বলদর্পীর অত্যাচারির হৃদয় প্রেমেতে শোধিত ক'রে ধরণীতে তোমার শান্তি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর, মানবে মানবে এমন একটি সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দাও যেন তাহারা পরস্পরে হিংসা বা ঘৃণা না করে, তুমি প্রত্যেকের হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত জেনে সকলে সকলকেই যেন সম্মান করে ও ভালবাসে। ভালবাসার, প্রেমের অভাবে জগতে আজ এই ঘোর অশান্তি উপস্থিত হ'য়েছে, হে প্রেমময়! তুমি আবার এসে জগবাসীকে প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তোমার আদেশে নিতাই চাঁদ বঙ্গে প্রেম দান কর্‌তে এসেছিলেন, বঙ্গ হ'তে সে নিতাই চাঁদকে শত শত মুর্ত্তিতে জগতের সর্ব্বত্র প্রেরণ কর, জগবাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়া সেধে যেচে মার খেয়েও জগবাসীকে প্রেম দান করুন। জগবাসী প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে প্রেমময় গৌর নামের জয়ধ্বনী করুক। ঘরে ঘরে মানব, প্রেমের অমৃত রসে সিঞ্চিত হ'য়ে প্রেমময়কে হৃদয়ে হৃদয়ে স্থাপন ক'রে মানব জীবন সার্থক করুক। জগতবাসী ধন্য হউক, ধন্য হউক, ধন্য হউক।"

কুরু কুশলং প্রণতেষু

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

ভক্ত গৌরাঙ্গ।

(শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র সেন বি, এ, লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

"ভক্তের ভোজনে হয় প্রভুর ভোজন।"

"ভক্ত, ভক্তিবলে হয় ঈশ্বর সমান।

ভক্ত স্থানে পরাভব মানে ভগবান॥"

"ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার।"

"ভক্ত সেবা না হইলে ঈশ্বর না পায়।"

আবার ভগবান নিজে বলিয়াছেন ;—

"আমার ভক্তের সেবা আমা হৈতে বড়॥"

চৈতন্য ভাগবত।

সহস্র মুখেও ভক্ত মহিমা কীর্ত্তন করা অসম্ভব। পূর্ব্বে ভজনের যে আভাষ দেওয়া হইয়াছে সেই ভজন স্রোতে যাঁহারা সংগুরু কৃপায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন, যাঁহারা গৌরতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে, গৌর মাহাত্ম্য অনুধাবন ও কীর্ত্তন করিতে করিতে—গৌরনাম মাহাত্ম্যে বা শক্তিতে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হইয়া, কৃষ্ণ প্রেমসাগরে ঝাঁপদিয়া মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণীর বা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর "স্বরূপতত্ত্ব" উদ্ঘাটন করিতেছেন এবং আবহমান কাল প্রচলিত, গুরু পরম্পরাগত ভজন স্রোত অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত তাঁহারাই প্রকৃত মহাপ্রভুর নিষ্কাম সেবক। তাঁহাদের উদ্দেশে কোটী কোটী নমস্কার। বস্তুতঃ এমন ভক্ত পাইলে তাঁহাদিগকে বুক চিড়িয়া হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করে। তাঁহাদের অমৃত শীতল মধুর পরশে সারাজীবনের সঞ্চিত ময়লামাটী সম্পূর্ণ ভাবেই তিরোহিত হয়।

"আমি তার দাস রে"। সে আমি কে? বৈষ্ণব, ভক্ত। "আমি দাস, তুমি প্রভু" এই ভাবের সাধনা অতি সুন্দর। ইহাকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে "দাস্যরতি"

বলে। ভক্ত বলেন, "আমি তাঁহাকে মনের আনন্দে সেবা করিব। জড় চেতন, উদ্ভিদ্ চরাচর সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া তাঁহার বিশ্বব্যাপী "মহাপ্রাণের" আরাধনা করিব, তাঁহার সদা-জাগ্রত জীবন্ত-সত্য লীলা সকল প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব। সেবাই আমার পরম ব্রত। বিশ্বের সেবা করিয়াই বিশ্বনাথের সেবা করিবার অধিকারী হইব। ইহাই আমার জীবনের একমাত্র অনুষ্ঠেয়। নিষ্কাম অহৈতুকী কর্ম্ম, ভক্তির সমবায়ে আমি 'বিশ্বপ্রেম' শিখিব। বৈষ্ণব সাধক আবার বলিতেছেন, "আমি যে ভগবানের দাস হইব এবং কেবল তাঁহারই সেবা করিব, এমন নহে আমি তাঁহার ভক্তগণের বিশেষতঃ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদগণের সেবা করতঃ আপ্যায়িত হইব। আমার কি ক্ষমতা আছে যে আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারি বা তাঁহার নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারি; তবে কি আমার আর কোনও আশা নাই? নিশ্চয়ই আছে। তদেকাত্মচিত্ত অনন্যভক্তি পরায়ণ তাঁহার ভক্তগণের দাসানুদাস হইয়া তাঁহাদের সম্যক্ সেবা করতঃ আমি সুদুর্লভা ভক্তি ও ঐকান্তিক বিশ্বাস লাভ করিব। সেই বিশ্বাস ভক্তির বলে এবং ভক্তগণের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদেই আমি ভক্তবৎসলকে—পতিতপাবন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে আমার হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিব। তিনি যাইবেন কোথায়? তিনি পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—প্রেমের বন্যায় জগতকে ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে অবশ্যই ধরা দিতে হইবে। আমি তাঁহার চরণ চাপিয়া ধরিব ক্রন্দনের রোলে তাঁহার দয়াপ্রবণ চিত্তকে আদ্র্র করিব। মহাপ্রভু অবশ্যই আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন।" ভক্ত হৃদয়ের এই অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস আমরা কি বুঝিব? তবে সরল কথায় এইমাত্র বলিতে পারি যিনি মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে ভজনের মত 'ভজন' করিতে জানেন, ডাকার মত ডাকিতে ও ভাবার মত ভাবিতে পারেন তিনি আমাদের আদর্শ। তাঁহার পদরজঃ ভিখারী হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে পারিলে ভক্তবৎসল ভগবান—বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগৌরহরি অবশ্যই আমাদিগের ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিবেন।

"সে আমার প্রাণরে"—কি সুন্দর ভাব! ভক্তকে বৈষ্ণব সাধক আপনার প্রাণের সহিত তুলনা করিতেছেন—তুলনা কেন, আপনার প্রিয়তম জীবনের জীবনরূপে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

"ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভব জলধিরত্নম্ ॥"

বস্তুতঃ যাঁহার প্রসাদ দৃষ্টিতে তাঁহার নব জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে—যাঁহার কৃপাকটাক্ষে তাঁহার অজ্ঞান তমোনিশার অবসান হইয়াছে—যাঁহার সেবা মাহাত্ম্যে তাঁহার মধ্যে মহাপ্রভুর মহতী শক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—রাধা ঠাকুরাণী রাসোল্লাসের মহোৎসবে যোগদান করিতে মহানন্দে অভিসারে ছুটিয়াছেন, তাঁহাকে "প্রাণ" বলিলে বিশেষ কিছুই আপত্তি বা অত্যুক্তি হয় না বলিয়াই আমার ধারণা।

মানবীয় ভাষা এখনও অসম্পূর্ণ। অধ্যাত্ম জগতের অনেক ভাব ভাষার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তোলা অনেক সময় বড় জটিল ও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সাধন বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি চিরকালই উপাস্য ও উপাসক ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের কাছে অপ্রকাশিত থাকিবে। থাকাও বাঞ্ছনীয়। শব্দ বা ভাষা ব্যতীতও ভাবের আদান প্রদান চলিতে পারে। চিন্তাপ্রবাহ মস্তিষ্ক হইতে মস্তিষ্কান্তরে অহরহঃ ছুটিয়াছে। সাধনবলে আপনাকে সূক্ষ্মতম ভাবগ্রাহী হইবার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিলে, মস্তিষ্ককে ঠিক তদুপযোগী প্রস্তুত করিয়া রাখিলে জগতের আচার্য্যগণের অধ্যাত্ম ভাব নিচয় আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করতঃ আমাদিগকে কার্য্যে উন্মুখ করিবে। সিদ্ধ ভক্তগণের পদানুসরণ ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নাই। প্রাণারাম-নামে বিশেষ মন প্রাণ অনুপ্রাণিত হইয়া সাধন সাগরে ডুব দিয়া সাধনের ধন, ভক্তের হৃদয়েরধন, প্রাণমন বিমোহনকে ধরিতে হইবে।

বস্তুতঃ এই যুগে ধর্ম্ম বিপ্লবের দিনে "নামই ভক্তদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। জগতের সমস্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ এক বাক্যেই ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাধকের যেমন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণ নামই অবলম্বনীয়, সৌর সাধকের সূর্য্য গাণপত্যের গণেশ, শাক্তের শক্তি, (কালী বা দুর্গা) ও শৈব সম্প্রদায়ের শিবও তেমনই উপাস্য। ভগবান্ ভাবগ্রাহী, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরকে 'গড্', মুসলমানেরা "আল্লা" বৌদ্ধেরা "বুদ্ধ" এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় যাঁহাকে যে নামেই ডাকুন না কেন, তাহাতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নাই। সর্ব্বনামের মূলে সেই একই দেবতা যখন

বিরাজ করিতেছেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই যখন সকলে সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তখন সাম্প্রদায়িক রেষারেষির কোনও প্রয়োজন নাই। আসুন, সকলে গগণ মেদিনী কম্পিত করতঃ, বিশ্বনাথের জগন্মঙ্গল মধুর নামের দুন্দুভি-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া সমস্বরে বর্ত্তমানযুগের উপযোগী—তারকব্রহ্ম নাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

গাহিতে গাহিতে পতিত জনবান্ধব, সেই রাই কানু মিলিত রস রাজ মহাভাব, সেই সোণার গৌরাঙ্গ দেবের শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দি। দেখি তাঁহার কৃপা হয় কি না? জয় গৌর, প্রাণ গৌর অলমিতি।

তুমি কোথায়।

—:০:—

তুমি গো কোথায় নাথ তুমি গো কোথায়।
বল বল দয়া ক'রে,
কোথা তুমি কত দূরে,
আঁধারে মরি গো ঘুরে পড়িয়া ধাঁধায়।
জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম্ম হীন,
আমি গো দীনাতি দীন,
অধম বলিয়া মোরে ঠেল নাকো পায়।
কি হ'বে আমার গতি কি হ'বে উপায়॥

দারা পুত্র পরিবার,
কেহ যে নয় আমার,
আমার আধার তারা মায়াতে ভুলায়।

স্বার্থের আবেশে পূর্ণ,
করি' মিছে গণ্য মান্য,
স্বার্থ সিদ্ধি করে তা'রা স্বার্থ শুধু চায়॥
এবে যে যাতনা পাই,
আগে তাহা ভাবি নাই,
উপযুক্ত শাস্তি নাথ দিয়াছ আমায়।
বাঁচাও আমায় এবে বাঁচাও আমায়॥

দিন দিন তনু ক্ষীণ
জীবনের গণা দিন,
দেখিতে দেখিতে সব কাটিয়া যে যায়।
অতীতের স্মৃতি কথা,
মনে মনে পাই ব্যথা,
স্মরণ করিয়া মোর প্রাণ ফেটে যায়।
কি হ'বে আমার প্রতি কে দেখে আমায়॥

যেমন পতিত আমি,
তেমন পাবন তুমি,
তুমি না দেখিলে হরি কে দেখে আমায়।
ধন জন পূর্ণ ভবে,
আমার এদশা হ'বে,
রিপুগণ আসি মোরে (শুধু) বিপথে চালায়।
ভাবিয়া কাঁদিয়া মোর প্রাণ ফেটে যায়॥

সুখ শান্তি কিছু নাই,
মনে এবে ভাবি তাই,
সদা যে যাতনা পাই কি করি উপায়।

যাতনার অবসান,
কোথা গো প্রাণের প্রাণ,
দেহ মোরে দয়া ক'রে ধরি দু'টি পায়।
বাঁচাও আমায় হরি বাঁচাও আমায়॥

দেহ মন প্রাণ যাহা,
লও গো ফিরায়ে তাহা,
তোমারই বস্তু সব যা আছে আমার।
রাখ পুন যথা স্থানে,
ফিরাইয়া দত্ত ধনে,
পড়িয়া আছি গো শুধু তোমারই আশায়।
চরণে দাও গো স্থান মিশাতে আমায়॥

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষাল।

ব্যথিতের কথা।

—:০:—

যে ধর্ম্ম ভগবল্লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার অবলম্বন স্বরূপ, যে প্রেম-ভক্তি ভগবল্লাভের একমাত্র কারণ এবং সাধন মার্গের পাথেয় স্বরূপ, সেই সার সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে হইলে সত্ত্বগুণাশ্রয় ব্যতিত অন্য কোন উপায় নাই, এবং সেই সত্ত্বগুণময় ভাবই বৈষ্ণব ভাব।

শাক্ত শৈব, সৌর গাণপত্যাদি যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়াই সাধক সাধন পথে অগ্রসর হউন না কেন, সত্ত্বগুণাশ্রয়ে প্রেম ভক্তি অর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবল্লাভের অকাম কামনা হৃদয়ে পোষণ না করিলে পরিণামে চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার কোন প্রকারেই সম্ভাবনা নাই।

সুতরাং বেশ স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে যে, বৈষ্ণব ভাব সকল ভাবেরই প্রাণ স্বরূপ, রুচি ভেদে সাধক ভগবানের যে কোন মূর্ত্তিরই ভাবনা করুক না কেন

পরিণামে সেই সত্ত্বগুণময় বৈষ্ণব ভাব অবলম্বন না করিলে তাঁহাকে লাভ করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হইল বিনয় ও নমনীয়তা। বৈষ্ণবের পরম ব্রত হইল কায়মনোবাক্যে পরোপকার ও ত্যাগ স্বীকার। আর বৈষ্ণবের চরম সাধনা হইল আপনি নিরভিমানী হইয়া অন্যকে মান প্রদান করা।

যিনি আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনাপন কুলকে পবিত্র করিতে চাহেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই ঐ সকল সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিত হইতে হইবে। গর্ব, দাম্ভিকতা, মান, অভিমান, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি নিন্দনীয় দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে কখনও বিশ্ববন্দ্য বৈষ্ণব হইতে পারা যায় না।

ভগবান শ্রীশ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা প্রবর্তিত ও মার্জ্জিত বৈষ্ণবধর্ম্ম, প্রেমের উপকরণে গঠিত। ভক্তি সোপান অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনার দ্বারা উহার পরপারে না যাইলে প্রেমের উদয় হয় না, আবার ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান লাভ না হইলেও হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির উদয় হইতে পারেনা। সুতরাং এই পথের চারিটি স্তর, হেতুকী ভক্তি, ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেম। পর পর একটী হইতে অপরটীতে পৌঁছিয়া পরিশেষে প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত না হইলে সাধনার ধন চিন্তামণি ধনকে লাভ করা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া কি প্রকার আচরণের দ্বারা উপরোক্ত ভাব সকল লাভ হয় তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া এবং আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যদিও কলি-কলুষিত-মলিনচিত্ত জীবের পক্ষে সে অলোকসামান্য মধুর অপ্রাকৃত আদর্শের অনুকরণ করিতে যাওয়া অসম্ভব, তথাপি তাঁহার অমূল্য উপদেশ সমূহের অনুসরণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে চেষ্টা করা মানব মাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। তাহা না করিতে পারিলে বৈষ্ণব বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতে যাওয়ায় বিড়ম্বনা মাত্র।

এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে কেবল ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণেরই হৃদয়ের ধন তাহা নহে। পরন্তু যথার্থ ভাবে আচরিত হইলে ইহা অজ্ঞানী জনের হৃদয়েও অতি অল্পকাল মধ্যে ভক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রমশঃ আনন্দের পর আনন্দ প্রদান করিতে থাকে।

ধর্ম্ম প্রত্যক্ষের বিষয় ইহা প্রকৃতবগে অতি অল্প অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয় হইতে অনুষ্ঠাতাকে ত্রাণ করিয়া থাকে, গীতা বলেন ;—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আবার ভ্রমমার্গে চালিত হইলে অনন্ত কালেও ফলপ্রদ হয় না, বরং বিপরিত ফল প্রসব করিয়া সাধককে অধঃপতনের পথে লইয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে শিক্ষা দিবার ছলে যে সকল মহামহোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আপনি আচরণ করিয়া যে সকল সুপবিত্র ভাব হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছেন তাহা যথার্থই অতুল্য এবং বিনয় ও সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল আদর্শ। কিন্তু এ হেন সুমধুর বৈষ্ণবভাবও ইদানীং কতকগুলি ভণ্ড ধর্ম্ম তত্ত্বানভিজ্ঞ কপট ধর্ম্ম-ধ্বজীর কলুষিত আচরণের দ্বারা ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ঘৃণ্য এবং অশিক্ষিত গণের দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু বৈষ্ণব সমাজের দোহাই দিয়া মহাপ্রভুর নামে কতকগুলি উপধর্ম্মের উদ্ভব হওয়ায় উহার পাণ্ডাগণের তামসিক আচরণের অনুগামি হইয়া বহু ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম সঞ্চয় পূর্ব্বক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং মহাপ্রভুর উপদেশ ও তাঁহার আচরিত পথ একেবারেই ভুলিতে বসিয়াছে। প্রভু শিক্ষার ছলে বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥"

প্রথম তৃণাদপি সুনীচেন।—জগতে এমন কোন জিনিস নাই যাহা তৃণাপেক্ষা নীচ। ধনী, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, কুলীন, অকুলীন এমন কি পশু পক্ষী পর্য্যন্ত সকলেই তৃণকে পদ দলিত করিয়া চলিয়া যায়। তৃণ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিপক্ষাচরণ করাতো দূরের কথা অবিচারে তাহা সহ্য করে। শ্রাবণের সুবিমল বারিধারায় যাহা স্বভাবের সৌন্দর্য্যভরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কঠোর পদ-পীড়নে তাহার সকল গর্ব্ব, সকল অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল তথাপি আপন শির পাতিয়া সে তখন জগতের সকল দম্ভ অকাতরে সহ্য করিল। কোনরূপ প্রতিবাদ বা দণ্ডদাতার বিপক্ষাচরণ করিল না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু দীনতার আদর্শ তৃণ গুচ্ছ হইতে অমূল্য উপদেশ শিক্ষা দিবার জন্য জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—"দেখ বৈষ্ণব। তুমি তৃণাদপি সুনীচ হও। জ্ঞান বিজ্ঞানের, ভক্তি সাধনার, ধ্যান ধারণার প্রতিভায় যখনই তোমার

শির উন্নত হইয়া উঠিবে তখনই জাগতিক নানারূপ নিন্দা ও স্তুতিবাদকদিগের নির্ম্মম পদাঘাত তোমার সেই উন্নত মস্তককে অবনত করিতে উদ্যত হইবে। তুমি তখন ব্যাকুল না হইয়া সজীব তৃণ সমূহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া উহার মত সকল সহ্য করিয়া যাইবে, কোনও প্রকার প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের প্রয়াস পাইও না, দেখিবে দীনতায় তোমার অমল চরিত্র আরও কোটী গুণে গরীয়ান্ হইয়া উঠিবে। এবং পরিণামে বিধাতার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ লাভে তুমি ধন্য কৃতার্থ হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় তরোরপি সহিষ্ণুনা;—বৃক্ষেরও কি সহিষ্ণুতার সীমা পরিসীমা আছে? ঐ দেখ নির্ম্মম কাঠুরিয়ার নিদারুণ কুঠারাঘাত অবিরত নিরীহবৃক্ষের মুলোৎপাটনে যত্নবান। ঐ দেখ মুহূর্ত্তমধ্যে বৃক্ষের সব শেষ করিয়া উহার উন্নত গগন ভেদী মস্তককে পথের ধুলায় বিলুণ্ঠিত করিয়া দিতেছে। তথাপি কি কেউ কখনও বৃক্ষকে ছেদন কারীর প্রতি অসদ্ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছ? মান অভিমান ত্যাগ করিয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়াও সে তাহার অনিষ্টকারী ছেদককে নিজ হৃদয়ের গুপ্তধন সুশীতল ছায়াদানে কৃতার্থ করিতেছে। তাই না শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃক্ষ হইতে জীবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, হে বৈষ্ণব! যদি কেহ তোমাকে কষ্ট দেয়, যদি কেহ তোমার ঘোরতর অনিষ্ট সাধনও করে তথাপি তুমি শত্রু ভাবিয়া তাহার সহিত কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করিও না। তুমি ধীর ভাবে বৃক্ষের ন্যায় সকল সহ্য করিয়া সাধ্যমত তাহার উপকার করিতে যত্ন কর। তোমার প্রতি শত্রুতা আচরণকারী আপনিই তাহার কৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, তা অদ্যই হউক আর দশদিন পরেই হউক। তুমি কেন বৃথা শত্রুতাচরণ করিয়া তোমার প্রতি অর্পিত শ্রীভগবানের অপার করুণার অপ-ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধী হইবে?

তৃতীয় 'অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ;"—অমানিকে মান দান কর, নতুবা তোমার শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সার্থক হইবে না।

শ্রীগৌর ভগবানের অবতারত্বে, তাঁহার উপদেশাবলীতে এমন উদার ভাব, এমন বিশ্ব প্রেমিকতার স্নিগ্ধ সৌরভ না থাকিলে আজ কি তিনি জগতের ধর্ম্ম প্রার্থীগণের প্রাণের ঠাকুর হইতে পারিতেন? যিনি অমানি অর্থাৎ যাহার কুল মর্য্যাদা, বিদ্যা গৌরব এমন কি জগতে কোনও প্রতিষ্ঠা নাই বৈষ্ণব

তাহারও মান বাড়াইয়া বড় করিয়া তুলেন। বৈষ্ণবের মহাপ্রাণতায় ভাব এইখানে বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হয়।

যোগশাস্ত্র বলেন "স্বজাতীয় ভাব পরস্পরের দ্বারা আকর্ষিত ও উত্তেজিত হয়" অসাধু ব্যক্তি সাধু ভাবের আচরণ দ্বারা তাহার কপটতাকে যতই আবরিত করিতে চেষ্টা করুক না কেন, সোণার পাত্রে পচা ঘা ঢাকিয়া রাখিলেও যেমন তাহার দুর্গন্ধ লুকান যায় না সেইরূপ তাহার অসাধু ভাব সেবাকারির হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া তাহার চিত্তকে কলুষিত করিয়া দিবেই দিবে। এই জন্যই সাধারণতঃ জনগণকে সাধু সেবা করিয়া বিপরীত ফল লাভ করিতে দেখা যায়। অতএব সাধুসেবার পূর্ব্বে সাধু চিনিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা বিশেষ প্রয়োজন।

যিনি উপরোক্ত সমুদায় গুণাবলীতে বিভূষিত হইতে পারিয়াছেন তিনিই না মানবের চরম আদর্শ ভুবন-পূজ্য বৈষ্ণব নামের যথার্থ অধিকারী ?

মহাজনগণ বলিয়াছেন ;—

যাঁহারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিবে জীব বৈষ্ণব প্রধান ॥

অর্থাৎ যাঁহার দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভগবৎস্ফূর্ত্তি ও মন শান্তিরসে আপ্লুত হয়, যাঁহার মুখশ্রীতে ভক্তি জনিত আনন্দ ও জ্ঞান জনিত প্রশান্ত ভাব সদাই প্রকাশ রহিয়াছে, যাঁহার পদতলে তোমার মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণব হইতে যাওয়া দুগ্ধহীন পরমান্নসেবনের ন্যায় বিড়ম্বনার কারণ হইয়া পড়ে। আর তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহীত করিতে যাওয়াও যেন সুবর্ণের পাথর বাটীর ন্যায় কিরূপ অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালে—জগতের সেই সুপবিত্র যুগে ঘরে ঘরে ঠাকুর, মোহান্ত, অধিকারী, গোস্বামী বর্ত্তমান থাকিতেও যে, মাত্র 'সাড়ে তিনজনের বেশী বৈষ্ণব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই তাহাতেই বেশ সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈষ্ণব হওয়া কতদূর কঠিনতর—কঠিনতম।

কিন্তু বর্ত্তমান কলির ব্যাপার বড়ই গুরুতর। ঘোর কলির প্রাবল্যে এখন ঘরে ঘরে বৈষ্ণব জাহির হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য তাই বলিয়া যে প্রকৃত বৈষ্ণ-

বের অভাব হইয়াছে তাহা বলিতে পারিনা। তবে এখন হাটে বাজারে, আফিস আদালতে, পথে ঘাটে কত শত বৈষ্ণবের ছড়াছড়ি হইয়াছে। তাই আমরাও এখন পাটে পাটে গোস্বামী, মঠে মঠে মোহান্ত, আখড়ায় আখড়ায় বৈষ্ণবের ছড়াছড়ি দেখিতে পাইতেছি।

কিঞ্চিদধিক সওয়া চারি শত বৎসর পূর্ব্বে অতি বড় গৌরভক্তেরও বৈষ্ণব বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে দীনতায় রসনা সঙ্কুচিত হইয়া আসিত, এখন কিন্তু মেলায় মহোৎসবে, সভায় সম্মিলনে, পথে ঘাটে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকের নিকট বাহাবা লইতে লক্ষ লক্ষ লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়।

এক্ষণে গলায় তুলসী মালা ধারণ হউক বা না হউক, বৈষ্ণবোচিত তিলক সেবা থাকুক বা না থাকুক, নেপথ্যে অখাদ্য কুখাদ্য বা সুখাদ্য আহারীয় চলুক বা না চলুক, দিনান্তে নিশান্তে প্রাণান্তেও একবার হরিনাম গ্রহণ হউক বা না হউক অর্থাৎ এক কথায় তুমি বৈষ্ণবতার কোনরূপ আচরণ কর বা না কর, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকের নিকট বাহাবা লইতে তোমার কোনই আপত্তি নাই। আর সে আপত্তিতে আপত্তি করিতে পারে এমন লোকেরও মধ্যে মধ্যে অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বর্ত্তমানে কোনরূপ শাসন পদ্ধতির কড়াকড়ি নিয়ম না থাকাতেই এইরূপ হইয়াছে। অবশ্য এ ধারণা আমার কতদূর ভ্রান্তিশূন্য তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে ভ্রান্তি সংশোধনের জন্যই আমি এতগুলি কথা বলিলাম।

প্রাচীন মহাজনগণ এই সকল নিষ্ঠাচ্যুত বৈষ্ণব নামধারী অভিমানিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বড় দুঃখে বলিয়া ছিলেন ;—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
'তৃণাদপি' শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ ॥

কলির প্রভাবে কালের কুটীল চক্রে এখন কিন্তু আর কোন শ্লোকেই কিছু বাদ পড়েনা এখন এই ঘর ঘর পথ ও ঘর ঘর মতের দিনে আচার বিচার বর্জ্জিত অশিক্ষিত যথেচ্ছাচারিদিগের অত্যাচারে এমন সুনির্ম্মল বৈষ্ণব ধর্ম্মও যেন কেমন একটা জগাখিচুরী গোছের হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা কখনই গৌরবের কথা নহে।

এমন কুসুম কোমল বিশ্বপ্রেমীক উদার বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে নিষ্ঠা, বিনয় ও শিষ্টাচার বিহীন উদ্ধত প্রকৃতি যে যথার্থই অগৌরবের ও অবনতির সোপান-স্বরূপ তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, সম্প্রদায়ের নেতৃ স্থানীয় অনেক প্রভু সন্তান এবিষয়ে বিশেষ যত্ন না লইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। অনেকে আবার প্রতিকার করা দূরের কথা নিজেরাই ঐ সকল দাম্ভিকতার ও আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্ত্তি গুলিকে বৈষ্ণব বলিয়া জন সমাজে পরিচিত করিয়া দিয়া থাকেন।

ঐ সকল ব্যক্তি আবার একটী উচ্চতম সত্যের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন যে, "অসাধুকেও সাধুভাবে পূজাকরিলে সাধু সেবারই ফল লাভ হইয়া থাকে।" ইহাসত্য বটে, কিন্তু এই সত্য এত উচ্চে অবস্থিত যে, সাধারণ জনগণের অধিগম্যের অতীত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক "সর্ব্বভূতময়ো হরিঃ" এই ভাব অস্থি মজ্জাগত না হইলে এই মহান্ সত্যের প্রকৃত ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। নচেৎ কেবল মৌখিক ধারণা করা মিথ্যাচার মাত্র।

পরিশেষে দীনব্যথিতের বিনীত নিবেদন, আশাকরি প্রভুপাদগণ ও নেতৃ স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এবিষয় একটু দৃষ্টি রাখিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবর্জ্জনা অপসারিত করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইবেন না। বরং উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত আপন আপন মুখোজ্জ্বল করিতে সকলেই বদ্ধ পরিকর হইবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-চরণ-রেণু প্রয়াসী—
দীন ব্যথিত।

সংসার।

(শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ বসু লিখিত।)

—:০:—

সম্যক্ সার বস্তু পাইবার স্থল, অথবা জন্ম মরণ রূপ প্রবাহ বলিয়া এই জগতকে সংসার বলা যায়। নিবিষ্ট চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, উভয়েরই উদ্দেশ্য যে এক তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কারণ জীবের যত কাল

পর্য্যন্ত সার বস্তু লাভ না হয়, ততকাল জীবকে জন্ম মরণ রূপ প্রবাহে পতিত হইয়া সংসারে ঘুরিতেই হয়। সার বস্তু অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই জীবের উদ্ধার হইয়া থাকে। তখন আর জীবকে সংসারে আসিতে হয় না। এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন জন্যই পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করিয়া থাকেন। সংসার শিক্ষার স্থল। সংসারে আসিয়া এক জন্মে জীবের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই, জীবকে পুনঃ পুন জন্ম গ্রহণ করিতে ও মরণাক্রান্ত হইতে হয়। সুতরাং অনিবার্য্য সুখ ও দুঃখ সমূহ ভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম জন্যই দেহের উৎপত্তি। দেহ উৎপন্ন হইলেই অনিবার্য্য কর্ম্মের ফল সুখ দুঃখাদি ভোগ আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। সুখ ভোগের কাল সুখেই কাটিয়া যায়। দুঃখের সময় আসিলেই আমরা "সংসার অসার," "সংসারে সুখের লেশ মাত্রও নাই" ইত্যাদি হা হতোস্মি সূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সংসারের অসারত্ব সংস্থাপন করিয়া থাকি ও সংসারে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাই। কিন্তু পরক্ষণে ক্লেশের কথঞ্চিৎ উপশম হইলেই, আবার সাংসারিক কার্য্যে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ি যে, তখন কিজন্য সংসারে আসা ও আসিয়া কিরূপ ভাবে সংসার করা কর্ত্তব্য তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যাই এবং অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া "আমার সংসার," "আমার ধন," "আমার জন," "আমার পুত্র," "আমার কলত্র" ইত্যাদি ভাবে সম্পূর্ণরূপ অহন্তা মমতার উপর নির্ভর করিয়া কাল যাপন করিতে থাকি ও প্রকৃত শিক্ষালাভের সময় বৃথা নষ্ট করিয়া মোহ-বশত শিক্ষা প্রদানের ভূরি ভূরি অভাব সত্ত্বেও গুরুর ন্যায় অন্যকে শিক্ষা দান ও বিবিধ প্রকার গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে নিজের শিক্ষার কাল যে জন্ম মরণ তাহা বৃদ্ধি করিয়া থাকি।

সংসারে শিক্ষা করিবার বিষয় এত অধিক যে, তাহা বহু বহু জন্মেও শেষ করা যায় না। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের এতই করুণা যে, তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার জন্য অশেষ প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি জীবের চৈতন্য সম্পাদন জন্য শাস্ত্রাদি প্রণয়ন, গুরুকরণ ব্যবস্থা ও অসংখ্য অসংখ্য চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্ পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহার করুণার শেষ হয় নাই; সময়ে সময়ে তিনি নিজেও ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া জীবের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এমনি

মোহান্ধ যে, এই বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক দ্রব্যই যে শিক্ষা-প্রদ তাহা চিন্তা করিবার ও অবকাশ পাই না।

এই বিশ্ব সংসারটী ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের বিদ্যালয়। মানব দেহস্থ মন বুদ্ধ্যাদিই তদ্বিষয়ের উপযুক্ত ছাত্র। স্বয়ং হরিই আত্মা রূপে উপদেষ্টা এবং বিশ্বের পদার্থ প্রপঞ্চই শিক্ষার্থ বিদ্যা সমূহ। স্বাভাবিক জ্ঞানে স্বভাবত সংসার হইতেই আত্ম জ্ঞান শিক্ষা করা যায়। অতএব জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত পুণ্যপুঞ্জ ফলে এই সুদুর্লভ মানব দেহরূপ তরণী লাভ করিয়া উহা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইতে না হইতেই, বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান শিক্ষা সমাপন পূর্ব্বক এই দুঃখ সঙ্কুল সুবিস্তীর্ণ ভবার্ণব গোষ্পদ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হওত ভগবচ্চরণারবিন্দে উপস্থিত হওয়াই মানব জীবন লাভের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার অন্যথা হইলে, সং সাজিয়া নিরন্তর আসা যাওয়া মাত্র সার হয়। সারকার্য্য কিছুই হয় না। সাজা পাইতে হয়।

সংসারে আসিয়া অভিমান শূন্য হইয়া ভগবচ্চরণারবিন্দে ঐকান্তিক লক্ষ্য বা নির্ভর রাখিয়া চলিতে হয়। "এই সংসারও তাঁর, আমরাও তাঁর, তাঁরই প্রীতি সম্পাদন জন্য. সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পাদন করিতেছি;" এইরূপ ভাবে অহন্তা মমতাহীন ও ফলাভিসন্ধি বিহীন হইয়া চলিতে পারিলেই, সংসারির সাংসারিক কার্য্য সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংসারির সাংসারিক কার্য্যে কোন দোষই স্পর্শে না। কারণ, যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সকলই ভগবৎ উদ্দেশ্যে বা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া। অতএব, কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কার্য্য করিতে হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত—তবে লক্ষটী উপর দিকে রাখা নিতান্তই আবশ্যক। উর্দ্ধদিকে লক্ষ্য স্থির না হইলে সকল কর্ম্মই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গৌরবের পরিবর্ত্তে মহা রৌরব প্রাপ্ত হইতে হয়।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা-নৃত্যকারীকে মস্তকোপরি কতকগুলি তৈজস পত্র, অর্থাৎ কলসী, থাল বা রেকাব, গাড়ু, পিলসুজ, ও প্রদীপ উপর্য্যুপরি সাজাইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন? নৃত্যকারী মস্তকস্থিত দ্রব্য গুলিতে হস্ত স্পর্শ না করিয়া, নৃত্য সময়ে, পদদ্বয়ের অপূর্ব্ব বিক্ষেপ, হস্ত ও কটিদেশের মনোহর সঞ্চালন ও মস্তক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গীতে কেমন দর্শক বৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে? কিন্তু দৈবাৎ লক্ষ্য ভ্রষ্টতা বশতঃ মস্তকস্থিত দ্রব্যগুলি পতিত হইলে, তাহার যেরূপ সকল প্রযত্নই বিফল

হইয়া যায় ও তজ্জন্য সভা মধ্যে তাহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়; সংসারে আসিয়া সংসারী ব্যক্তির, মস্তকোপরিস্থিত ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে, ঠিক সেইরূপ বিফল প্রযত্ন ও হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এমন কি সে জন্মটাই তার বৃথা যায়। অতএব, সংসারে আসিয়া একমাত্র লক্ষ্য বস্তু অচ্যুত হইতে লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করাই সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। যাঁহারা ঐরূপ ভাবে লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সংসারী এবং সংসারই তাঁহাদের পক্ষে সার। আর যাঁহারা তাহা না করিতে পারেন, তাঁহারা হন সঙ্সারী; সঙ্‌ই তাঁহাদের হয় সার, অর্থাৎ সঙের মত সাজিয়া আসাই হয় তাঁহাদের সার। সংসার তাঁহাদের ভাগ্যে দর্শন শীঘ্র হয় না।

ফল কথা, মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনে মজিয়া থাকিয়া হেলায় খেলায় কাল কাটাইলে মনুষ্যোচিত কার্য্য করা হয় না। শৃগাল কুকুরাদি পশুগণও ঐ বিষয় চতুষ্টয়ের সেবায় দিন যামিনী যাপন করিয়া থাকে। জ্ঞানাভাব বশতঃ পশুদিগের উহাতে অপরাধ হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে জ্ঞানের জন্য পশু পক্ষ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে না পারিলে, অপরাধী হইয়া থাকে। আর সেই অপরাধ জন্য মনুষ্যকে অধঃপাতে যাইতে হয়। পশু পক্ষাদির আচার ব্যবহারে মনকে সংস্কারিত করিয়া রাখিলে মৃত্যু সময় সেই সেই ভাবেরই উদ্দীপন হইয়া থাকে। তখন জীব জলৌকার ন্যায়—সম্মুখাগত লক্ষ লক্ষ যোনির উপস্থিতি সত্ত্বেও—সংস্কারিত ভাবানুযায়ীক ভাবী জীবনকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব জীবন ত্যাগ করিয়া থাকে। দুর্ল্লভ মানব জীবনটীকে হেলায় হারাইয়া ফেলে। এইরূপে জন্ম জন্মান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যখন, ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করতঃ ভগবৎ ভাবে মনকে ভাবিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, এমন কি একমাত্র ভগবানেই যখন লক্ষ্য স্থির করিতে পারে, তখনই সংসার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্য বা সংসারী বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হয় ও সম্যক্ সার বস্তু লাভ করিয়া থাকে। এই জন্যই ইহার নাম সংসার। এই সংসারে মনুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া শারঙ্গের ন্যায় প্রত্যেক পদার্থ হইতেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার সংগ্রহ করিতে হয় ও সেই সার

ভক্তি-বারিতে ভিজাইয়া, অসার ও পতিত জমী যে দেহ, সেই দেহকে উর্ব্বরা করিয়া তুলিতে হয়। লোকে বলে "উর্ব্বরা ভূমিতে সোণা ফলে।" সজ্জন সন্নিধানে ভগবল্লীলা বা ভক্তচরিতাদি যেমন শোণা, অমনি হয় বীজ বোনা। বীজ বোনা হইতে হইতেই, ঐ সার দেওয়া প্রস্তুত ভূমিতে সোণা ফলিবার আর বিলম্ব হয় না। অর্থাৎ সাধু সঙ্গে হরি কথা প্রসঙ্গে, পতিত দেহ যেমন পাবন হয়, অমনি পতিত পাবন শ্রীহরি অবিলম্বেই আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার দর্শন লাভ হইলে, কিছুই "আমার" বলিয়া বোধ হয় না। তখন যে যে পদার্থে দৃষ্টি পতিত হয়, সেই সেই পদার্থেই "তাঁহার" অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুরই অনুভূতি হয় না। তখন জগতের নিখিল পদার্থে আর অসারত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলই সম্যক্ সার বলিয়া বোধ হয়। এই সার জ্ঞান সংসারে আসিয়া লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া ইহার নাম "সংসার"।

কখন কখন আমরা অনেকেই এইরূপ ভাবিয়া থাকি যে, গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারিলে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। সংসারে থাকিতে হইলেই, বিষয়াসক্তি ও অভিমানাদির বশীভূত হইতে হয় ও কাম ক্রোধাদি পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে বিমুখ হইতে হয়। এরূপ চিন্তা নিতান্তই ভ্রম মূলক, কেন না আসক্তি, অভিমান ও কাম ক্রোধাদি ষড়-রিপুর যখন আমরা অধীন, তখন গৃহেই থাকি বা গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরেই যাই, কাম ক্রোধাদি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমান ভাবেই পীড়ন করিতে থাকে। কোথাও পীড়ন ভয় নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাঁহাদের ভয় নিবৃত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া ষড় রিপুর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা বনে বা গৃহে যেখানে ইচ্ছা গমন করুন না কেন, কিছুতেই তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। বিষয়াসক্তি ও অভিমান পীড়ন ভয়ে ভীত হই। তাঁহাদের নিকট হইতে পলায়ন করে। অতএব রিপুগণকে বশীভূত রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রিপু জয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ গৃহে অবস্থান করাই শাস্ত্র সম্মত ও যুক্তি সঙ্গত। রিপুগণকে গৃহে থাকিয়া, একবার বশে আনিতে পারিলে, যে স্থানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারা যায়, তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় না। সংসারই অতি প্রবল প্রতাপান্বিত রিপু সমূহকে জয় করিবার দুর্গ স্বরূপ। প্রথমত এই দুর্গাভ্যন্তর হইতেই

সঞ্চিত ভোগ সাধনাদি দ্বারা ও আত্মীয় স্বজনগণের সাহায্যে বিপক্ষের বলক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতে হয়। শত্রুবল ক্ষীণ হইলে, দুর্গের বাহিরে আসিয়া যুদ্ধাদি করিলেও ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অনায়াসেই জয় লাভ হয়, অর্থাৎ সম্যক্ সার পরমার্থ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। এই সার বস্তু পরমাত্ম তত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই, শত্রুগণ পরম মিত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। দ্বেষ, হিংসা, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, ভাল, মন্দ, সবই স্ব স্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সমান হইয়া যায় ও পরস্পর আনুকূল্য দ্বারা চির শান্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে। অশান্তি দূরে পলায়ন করে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তখন এই সংসার মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সার ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই জীবের তত্ত্ব শিক্ষা পূর্ণ হয় না। তাই সংসার আশ্রমের শ্রেষ্ঠতা। এই আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ আবার উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যক। যে শিক্ষার আবশ্যক, সে শিক্ষা গুরু-গৃহে বাস করিয়া লাভ করিতে হয়।

শঙ্করাচার্য্য।

—:০:—

সুবিশাল হিমাচল নিস্তব্ধ নিথর!
গিরি তরু লতাচয়,
সতত নিস্পন্দ রয়,
কাঁপেনা একটী পাতা যেন গিরিবর,
কি গভীর সাধনায় রত নিরন্তর।

নিস্পন্দ প্রান্তর বন,
নিস্পন্দ বিহগগণ,
তরুতলে স্পন্দহীন শ্বাপদ নিকর
নির্ঝরিণী বহে শুধু করি ঝর্ ঝর্।

আহা সে পবিত্র ভূমে মুনি মনোহর,
যোগে মগ্ন যোগাসনে
কখন বা শিষ্যগণে,
দিতেছেন উপদেশ মরি কি সুন্দর।

শঙ্করের অবতার আচার্য্য শঙ্কর।
কি গাম্ভীর্য্য সাধনার
শিরে দীর্ঘ জটাভার,
কণ্ঠদেশে রুদ্রাক্ষের মণিময় হার,
নিন্দিতেছে জগতের চারু অলঙ্কার।

গগন প্রতিমতার
প্রশস্ত ললাটধার
আরক্ত চন্দন ফোঁটা কিবা জ্ঞানময়,
গোধূলির ভালে যেন তারা জ্যোতির্ম্ময়।

কি উদার কি মহান
কি গম্ভীর মহাজ্ঞান,
মোহমুদ্গারের ঘাতে ছেদি মোহ ফাঁসে,
লভিলা অমর কীর্ত্তি বিশ্ব পরকাশে।

রোধিবারে বৌদ্ধমত
মায়াবাদে শত শত
বৌদ্ধ পণ্ডিতের খ্যাতি করিয়া খণ্ডন,
অক্ষুণ্ণ রাখিলা আর্য্যধর্ম্ম সনাতন।

আর্য্য শাস্ত্র সিন্ধু মথি,
তুলেছিলা মহামতি,
কত আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থ পীযুষ সমান,
অবহেলে পিয়ে যাহা ভারত সন্তান।
অদূরে শোভিছে তাঁর
যোশীমঠ সাধনার

লভিলা নির্ব্বাণ যেথা সাধক প্রবর,
আজো সেই সিদ্ধ পীঠ খ্যাত চরাচর।
কন্যা কুমারিকা পারে,
সেতুবন্ধ রামেশ্বরে,
দ্বারাবতী পুরে আর শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার
সাধন মন্দির রাজে ভারত মাঝার।
হেরিলে ও পুণ্যময়,
পবিত্র আশ্রম চয়,
উথলে পাপীর (ও) চিত্ত প্রেমের আবেশে
এ অধম নমে সেই "আচার্য্য" উদ্দেশে।

শ্রী রাজেন্দ্র নাথ দাস

নিত্যধামগত '

পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন।

জীবনী প্রসঙ্গ।

(১৪)

[তীর্থ সংস্কার]

——:০:——

নানাবিধ তীর্থ স্থানে পর্য্যটন করিয়া দীনবন্ধু তীর্থ স্থান সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, অর্থব্যবসায়ী তীর্থ পাণ্ডাদিগের যে ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের নামে, লোকদিগকে কিভাবে প্রতারিত করা হয়, তৎসম্বন্ধে যাহা অবগত হইয়া ছিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, যে স্থানে লোক ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার জন্য আগমন করে, অশান্ত মনকে শান্ত করিবার জন্য আগমন করে, সেই স্থানে আসিয়া শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাণ্ডাদিগের নিকট যে ব্যবহার লাভ করে, তাহাতে তাহাদের মানসিক শান্তির পরিবর্ত্তে বরং অশান্তির উদ্রেকই অধিকতর হইয়া থাকে।

তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, তীর্থ দেবতাদিগের লীলাস্থান। পৌরাণিক শাস্ত্রে সেই লীলা-বিলাসের বর্ণনা আছে। লোকে সেই সকল পাঠ করিয়া বা

শ্রবণ করিয়া প্রাণে যে আনন্দ লাভ করে, তাহা স্থায়ী ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য তীর্থস্থানে আগমন করে। পাঠক, গ্রন্থে পাঠ করিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ছিলেন, আর্ত্ত-ব্রজবাসীদিগকে সুরপতিরোষ হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন, ইহাতে ভক্ত পাঠকের প্রাণে গোবর্দ্ধন দর্শনের আকাঙ্খা উদিত হইল। পরে সে যখন গোবর্দ্ধন দর্শন করিল তখন তাহার মনের কি সুন্দর ভাব! সে তখন মনে করিতে থাকে,—আহা! ধন্য এ তীর্থ, ধন্য এস্থানের অনু-পরমানু, ধন্য এ [illegible] প্রাকৃতিক শক্তি। যে শক্তির আকর্ষণে শ্রীভগবান এখানে [illegible] মানবের মন-মোহন মূর্ত্তিতে আত্ম প্রকাশ করিয়া ছিলেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী বটেই,—কিন্তু চপলা বিকাশের ন্যায়, তিনি যুগে যুগে [illegible], ভক্ত-বাঞ্ছা কল্পতরু রূপে এভাবে দেখা দেন। যে স্থানে শ্রীভগবান এ [illegible] ছিলেন, আহা! সে স্থানের সকলেই অতি পবিত্র। ঐ গোবর্দ্ধন গিরি তিনি স্পর্শ করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। না জানি ঐ গিরির প্রস্তর কণা। সে সুধা পরশের তরঙ্গ এখনও কত রঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। আহা। ঐ প্রস্তর কণায় এই নশ্বর দেহ বিলুণ্ঠিত করিয়া প্রাণ পবিত্র করি। আর যেন উহার পরশে, সেই প্রাণমন-মোহন-কারী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের রাতুল চরণের শীতল ছায়ায় প্রাণ শীতল হয়। যেন ঐ প্রস্তরের মত অচল অটল ভাবে, প্রাণ বহির্জগতের প্রতি দৃকপাত না করিয়া, সেই স্পর্শ সুখে মগ্ন হইয়া যায়। তীর্থদর্শনে ভক্তের এই ভাব, এই সহজ ভাব, অতি সহজে আসিয়া থাকে।

কিন্তু সংসারের নর নারী সকলে এ রাগানুগা, অহৈতুকী ভক্তি, সর্ব্বদা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। নানাবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকা হেতু, তাহাদের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে, নানা বিধ অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়িয়া, তাহারা সর্ব্বদা স্থির থাকিতে পারে না। সময়ে সময়ে ক্ষণিক বৈরাগ্য হয়, ক্ষণিক শান্তিলাভের ব্যাকুলতা হয় আবার তাহা কারণ পরিবর্ত্তনে কোথায় ভাসিয়া যায়।

এই দুর্ব্বল চিত্ত মানবের চির মঙ্গলের জন্য, শান্তি লাভের জন্য শাস্ত্র যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে তীর্থদর্শনও একটী উপায়। তীর্থ দর্শনে মনের মলা বিদূরিত হইবে, প্রাণের জড়তা বিদূরিত হইবে, চিত্তে ভগবৎ ভাবের স্ফুরণ হইবে। এই জন্য তীর্থ দর্শনে, বিবিধ সুফল লাভের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

সাধারণ সংসারী লোকেও তাই বুঝে। শাস্ত্র, দেবতা ও গুরু বাক্যে হিন্দুর অচল বিশ্বাস বশতঃ লোকে এখনও তন্নির্দ্দেশিত উপদেশ পালনে যত্নবান হয়। এখন কথা এই যে, যদি তীর্থ পাণ্ডারা শাস্ত্রজ্ঞ হয়েন, লোকচিত্ত তৃপ্তির দিকে একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের দ্বারা বহু পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। লোকে তীর্থস্থানে আসিলে, তাঁহারা যদি ভক্তি ভাবে, যাত্রীকে প্রত্যেক তীর্থ মহিমা বুঝাইয়া দেন, প্রত্যেক লীলা স্থানে গিয়া, সেই লীলার উদ্দেশ্য কি, সে লীলা প্রকাশে মানবকে কি সাধনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি, এসকল কথা যদি বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে, যাত্রীদের মনে অতি পবিত্র ভাবের উদয় হইবে, তাহাদের সেই সদ্ভাব বিস্তারে, স্থানটির সদ্ভাব, পূর্ণরূপে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের জীবনকে পবিত্র করিয়া দিবে।

লোক চিত্ত শিক্ষার এমন প্রশস্ত উপায় হিন্দু স্থানে এখনও রহিয়াছে। এখনও নানাদেশ হইতে নর নারী তীর্থে গমন করিতেছে। সুতরাং তীর্থ যে কেবল ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ তাহাই নহে, ইহা যে সমগ্র জাতীয় জীবনের গতি ও পরিণতি পরিচালিত করিবার প্রধান কেন্দ্র স্থল—এমনও বুঝায় নাই কি? অবশ্য "জাতীয় জীবন" বলিয়া কোন কথা পৌরাণিক শাস্ত্রে না থাকিতে পারে। বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত বাবুরা পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে যে জাতীয় জীবন গঠন করিতে-ছেন ঠিক সেই ধরণের জাতীয় জীবন পৌরাণিক শাস্ত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা থাকিলে জীবন প্রীতিকর ও লোভনীয় বলিয়া মনে হয়, এমন জিনিষ শাস্ত্র দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আর সেই জন্য, আজিও, সুদূর তীর্থ-স্থানে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী—এক প্রাণে মেলা মেশা করিতে যায়। ভাষা-বৈষম্য বর্ণ-বৈষম্য, আচার-বৈষম্য—এ বাহিক বৈষম্য যত কিছু থাকুক না কেন, তীর্থে সকলে এক ভাবে এক যোগে মিলিতেছে। শ্রীভগবানের চারুচরণের পদ-নখ-চ্ছটার নিকট সকল মলিনতা বিদূরিত হয়। সেখানে কেবল জীব ও ভগবান, ভক্ত ও ভগবান, এই ভাবের প্রবাহ। সে প্রবাহের বিরাম হয় না,— এ জড় দেহ এ নশ্বর দেহের নাশ হইবে বটে, কিন্তু সে সদ্ভাবের বিনাশ নাই। একে তীর্থ পরম পবিত্র স্থান, তাহাতে আবার বিভিন্ন দেশের নরনারী আসিয়া এক যোগে এক ভাবে সাধনা করিয়া সে পবিত্রতার মাধুর্য্য অনুভব করে, আর তাহাতে মনের

মলিনতা বিদূরিত হইয়া সদ্য-স্নাত বালকের ন্যায় তাহারা দেশে দেশে সেই ভাবের তরঙ্গ বহিয়া লইয়া যাইবে। মানুষ কি, ভগবান কি জীব ও ভগবানে কি মধুর সম্বন্ধ, জগৎ কত আনন্দময়, পরম আনন্দ ময়ের আনন্দলীলা তরঙ্গ যে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে —এই সব তত্ত্ব প্রতি সংসারে, প্রতি গৃহে আলোচিত ও গৃহীত হইয়া, জীব জগৎকে আনন্দের রাজ্যে, তৃপ্তির রাজ্যে, শান্তির রাজ্যে পরিণত করিবে। এই ভাব, হিন্দুর প্রকৃত জাতীয়-ভাব। এই ভাবে পরিচালিত হওয়াই হিন্দুর প্রকৃত জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও এই ভাব স্থাপন করিতে পারিলেই ভবের বাজারে প্রকৃত আনন্দ-বাজার স্থাপিত হয়; নহিলে কেবল শ্রীক্ষেত্রের মন্দির মধ্যে সকলে মিলিয়াএকত্র খাইতে পারিলেই আনন্দবাজার স্থাপিত হয় না! শুধু ইহাই নহে। দেবীর বিভিন্ন অঙ্গ —ভারতের নানা স্থানে পতিত হইয়া যে বিভিন্ন মহাপীঠের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও ভিতর এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব নাই কি? ভারত ব্যাপী বিক্ষিপ্ত প্রাণ কে একটী পূর্ণরূপে প্রকাশ করাও পীঠস্থানগুলির উদ্দেশ্য নহে কি? এই ধর্ম্ম বিশ্বাস, এই শাস্ত্র উপদেশ পালন, এই সদ্ভাবে জীবন যাপন করাই হিন্দুর জাতীয় জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে কি? মানুষে মানুষে পাশবিক ঘৃণা, হিংসা বিদূরিত করিয়া, উভয়ের মধ্যে প্রেমের সূত্র গ্রথিত করা, নর নারীর নীচ ভাব বিদূরীত করিয়া, পূর্ণজীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সংসারে কলহ, অশান্তি, জ্বালা যন্ত্রণার কারণ গুলি একে একে লোপ করিয়া দেওয়া, ক্ষণিকের মোহ আকর্ষণ নাশ করিয়া, অব্যয়, অক্ষয় আত্মার চির মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া—এই সব, ইহার মূলে যে বিদ্যমান রহিয়াছে। মানুষ যে আনন্দের ভিখারী, সে আনন্দ লাভ যে তাহার সাধন সাপেক্ষ, আর সে সাধন বলে সংসারে স্থাবর জঙ্গম—সকলেই যে আনন্দের তরঙ্গে ভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সে অবস্থায় মানব, দেব প্রকৃতির হইয়া উঠে, পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়। ইহাই হিন্দুর জাতীয় জীবনের পূর্ণ আদর্শ। এই সদ্ভাবে থাকাই প্রকৃত জীবন, আর এ ভাব চ্যুতি ঘটিলেই হিন্দুরজাতীয় জীবনের অবনতি ঘটে।

তীর্থ যাত্রাদি, এই জীবন-লাভের একটি প্রধান সহায়। দীনবন্ধু এইভাবে ইহা প্রচার করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তীর্থ স্থানে পাণ্ডাদিগের দ্বারা এই ভাব কি বিস্তৃত হইতেছে না ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে? তিনি ভাবিলেন, ইহার

ব্যতিক্রম হইতেছে। কারণ, পাণ্ডাদিগের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্র জ্ঞান হীন, সাধন ভজন হীন ও সদ্ভাব বর্জ্জিত। তাহারা এখন তীর্থ স্থান গুলিকে তাহাদের জমীদারিতে পরিণত করিয়াছে আর যাত্রীগণ যেন কেবল কর দিতে আসে। কেবল দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। ইহাতে যাহারা তীর্থে আসে, তাহাদের কি মনে শান্তি আসে? বরং বিরক্তির উদ্রেক হয়। আর তীর্থ যাত্রীদিগের মানসিক ভাবের পরিচয়ও তাঁহারা লয়েন না, তাহাদের চিত্তে সদ্ভাব উদ্রেক করিয়া মনের মলিনতা দূর করিবার উপযোগী শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা নাই। ইহাতে সংসারী লোকের তীর্থ যাত্রা করিয়া, বিশেষ কোন মানসিক পরিবর্তন ঘটে না—অনেকের পক্ষে কেবল মাথা মুড়ানই সার হয়।

অবশ্য, বিশ্বাসের দিক্ দিয়া অন্য কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিশ্বাস কয় জনের আছে? যাঁহার আছে—তিনিও হয়তো বলিবেন "মন চাঙ্গা তো কাঠারে গঙ্গা।" সুতরাং সে কথা না বলিয়া, সাধারণ সংসারীর কথাই এখানে আলোচিত হইতেছে। আবার একদিকে যেমন, শিক্ষা ও সদ্ভাব বিস্তারের অভাব অন্যদিকে তেমনি অসদ্ভাব বৃদ্ধির উপকরণও তীর্থ স্থানে রাশি রাশি পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে। অনেকস্থলে আবার পাণ্ডা, স্বামীজি, বাবাজী—প্রভৃতি বিবিধ গুপ্ত ক্রিয়ার প্রশ্রয় দিতেছেন। অর্থের লোভে শিক্ষার অভাবে, হৃদয়ে পশুভাব পোষণে—মানব এমনিই অধঃপতিত হইয়াছে যে, দেব-লীলা স্থানেও নীতি গর্হিত ব্যাপার সংসাধনে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না? ইহাতে সময়ে সময়ে এমনও হয় যে, যাহার কিছুমাত্র ভক্তি থাকে—তাহারও মনে ঘোর অভক্তির উদয় হয়। তাহারা ভাবে, তীর্থে একি কাণ্ড! একি জঘন্য ব্যাপার! অব্যবস্থিত চিত্ত লোকের প্রাণে এইরূপে ক্রমশঃ শাস্ত্রে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে। ফলে সংসারে, অশান্তি, হাহাকার, দুঃখ—দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এই ভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, বর্ত্তমানে তীর্থ-পাণ্ডা ও তাহাদিগের বংশধরদিগকে রীতিমত ভাবে সংস্কৃত ভাষা ও বেদাদি অধ্যয়ন করতঃ শাস্ত্রীয় ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। সংশিক্ষা পাইয়া, সদ্ভাবে থাকিয়া সাধন-ভজনে রত হইয়া তবে যেন তাহারা তীর্থ-গুরুর আসনে উপবেশন

করেন, তজ্জন্য দীনববন্ধু কাতর ভাবে নানা তীর্থে বিবিধ পাণ্ডা সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনেকেই তাঁহার উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনানুযায়ী ভাবে শিক্ষা বিস্তারে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু যাহারা বিপুল ধনের অধিকারী হইয়া বসিয়াছে, তীর্থ পাণ্ডা হইয়াও ঘোর বিষয়ী ও ভোগবিলাসে জীবন যাপন করিতেছে, তাহারা তাঁহার এই উদ্যমের ঘোর প্রতিকূলতাচরণে উদ্যত হইল। তাহারা ভাবিল, এভাবের কথা জন সমাজে প্রচারিত হইলে তাহাদের ব্যবসার বোধ হয় ক্ষতি হইবে, হয়তো তাহাদের ভোগবিলাসের কণ্টক উপস্থিত হইবে। কিন্তু দীনবন্ধু অতি ধীরতা ও বিনয় সহকারে তাহাদিগকে বুঝাইতেন যে, ও সকল চিন্তা দ্বারা দেশের অমঙ্গল ও হিন্দুর জাতীয় জীবনের অধঃপতনের প্রশ্রয় দেওয়া কি যুক্তি সঙ্গত? বরং তিনি ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, যদি তাহারা প্রকৃত জ্ঞানী ও ভক্ত হয়, জীবনের মঙ্গল কামনায় ভগবৎ-আরাধনায় রত হয়, তাহা হইলে, তাহারা দেশ বাসীর নিকট আন্তরিক ভক্তি পাইবেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা শত গুণে পরিবর্দ্ধিত হইবে, শ্রীভগবানের প্রীতির পাত্র হইয়া সকলকে প্রীতি করিতে সমর্থ হইবেন।

এইরূপ হেতুবাদের প্রচারে, দীনবন্ধুর সম্মুখে ঐ শ্রেণীর পাণ্ডারা মুখে কিছুই উত্তর করিতে পারিত না বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার উপর বিষম বিরক্ত হইল। অন্য তীর্থ অপেক্ষা গয়া ধামে, এই বিদ্বেষের ভাব কিছু অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইল। তথায় একদিন, এই শ্রেণীর পাণ্ডার দল, দীনবন্ধুকে তীর্থাগত সহস্র সহস্র যাত্রীর সমক্ষে এই ভাবের বক্তৃতা করিতে শুনিয়া, এমনই বিরক্ত হইল যে গোপনে তাঁহার প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র হইল। দৈবক্রমে, সেই দিন দীনবন্ধু যে পাণ্ডার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই পাণ্ডাও ঐ কুচক্রীদের কুমন্ত্রনা শুনিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সেই রাত্রে দীনবন্ধুকে গোপনে গয়াধাম ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। ইহার কারণ কি, তাহা যখন দীনবন্ধু অবগত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন—তা, ইহার জন্য আপনার অত চিন্তা কেন? আপনি এ সংবাদ দিয়া অতি উত্তম করিয়াছেন। আহা! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এসংবাদ পাইলে আরও ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে, আমার জন্য, এতগুলি লোকের মনে অসদ্ভাবের আলোচনা

দ্বারা চিত্তের মলিনতা বৃদ্ধি করিতে হইত না। আমি তাহাদের নিকটে যাইতেছি।"

এই বলিয়া দীনবন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন। গৃহ স্বামীর কোন নিষেধ শুনিলেন না, এবং তদ্দণ্ডে সেই ষড়যন্ত্রকারীদের সমক্ষে গিয়া সহাস্য বদনে উপনীত হইলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন—"এই যে, পাণ্ডা ঠাকুরেরা একত্র বসিয়া কত সদালাপ করিতেছেন। আমি অধম, আপনারা দেব সেবক। আপনারা দয়া করিয়া, আমায় কিছু উপদেশ দিন, যাহাতে প্রাণ পবিত্র হয়, বিষ্ণুপাদপদ্মে মতি অচলা হয় এবং কৃপা-ধনের অধিকারী হইতে পারি।"

দীনবন্ধুর আকস্মিক আবির্ভাব ও এই আচরণ দেখিয়া কুচক্রীরা একেবারে স্তম্ভিত হইল। কোথায় তাহারা দীনবন্ধুর প্রতি বিদ্বেষ পরবশ হইয়া কুমন্ত্রনা করিতেছে,—আর দীনবন্ধু কি ভাবে সেই নিশিথ কালে তাহাদের নিকট আসিয়া উপনীত! এই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা একেবারে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মন্ত্র মুগ্ধ সর্পের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। পরে প্রাণে অনুতাপের উদয় হওয়াতে —তাহাদের মধ্যে যিনি অগ্রণী ছিলেন তিনি বাষ্পাকুল নয়নে ছুটিয়া আসিয়া দীনবন্ধুকে আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন "তুমি যথার্থ পণ্ডিত বটে! আমরা কি কুকর্ম্মই করিতেছি।" দীনবন্ধু সে কথায় বাধা দিয়া, তাহাদের সঙ্গে নানা বিধ সৎ-প্রসঙ্গের আলোচনা করিলেন ও আত্মদীনতা এবং মানসিক বলে তাহাদিগকে দ্রব করিয়া, স্বীয় অভিলাষ অনুযায়ী ব্যবস্থা করাইবার প্রস্তাব পরীগৃহিত করাইলেন। ক্রমে তাঁহাদের নিকট হইতেই ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ পাইল এবং তজ্জন্য সকলেই দীনবন্ধুর নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। ইহার পর, গয়াধামে দীনবন্ধুর উপদেশে ও তীর্থ পাণ্ডাদের উদ্যোগে একটি শাস্ত্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া গিয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনা।

—:০:—

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ॥

হে কৃষ্ণ! হে করুণাসিন্ধো! হে জগৎপতে! জগদাধার দীনবন্ধো! হে গোপীজনবল্লভ! হে রাধারমণ! তোমাকে বার বার নমস্কার।

দয়াময়! তুমি ভাবগ্রাহী, ভাবের উদ্যানে যে প্রীতির কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, শুনিতে পাই তুমি নাকি তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ কর। আরও শুনিতে পাই, ভক্তের কাছে, ভাবুকের ভাবের কাছে তুমি চিরবিক্রীত, কিন্তু আমার যে সে ভাবের সম্পূর্ণ অভাব; তবে কি আমার কোনই উপায় হইবে না। যে ভাবের স্রোত বহাইয়া সংসারে পাঠাইয়া ছিলে তাহাতো ক্রমে ক্রমে সংসারের ভীষণ তাপে একেবারে শুখাইয়া গিয়াছে, অঘটন-ঘটন-কারিনী কুহকিনী মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া সে ভাবের উজ্জ্বলতা মলিন হইয়া গিয়াছে, সে ভাবের অনাবিলতা, সে ভাবের সচ্ছতা বিদূরিত হইয়া এখন কেবল মাত্র সংসার তাপে তাপিত উত্তপ্ত—শুষ্ক শ্মশান সদৃশ মলিন হৃদয় খানি বর্ত্তমান। আর তো কিছুই নাই।

গোবিন্দ! তাই তোমার ঐ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও বাঞ্ছিত সুকোমল চরণ যুগল হৃদয়ে ধারণ করিতেও ভয় হইতেছে। এ দগ্ধ হৃদয়তো তোমার ও চরণ রাখিবার উপযুক্ত স্থান নয়?

হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা, মস্তিষ্কের অবস্থাও তদ্রূপ। কোন কার্য্যই একাগ্রভাবে স্থির মস্তিষ্কে করিতে পারিতেছি না, অব্যবস্থিততা আসিয়া আমার সকল সঙ্কল্পই

বিনাশ করিয়া দিতেছে। তাই সকাতরে তোমার নিকট প্রর্থনা, তুমি আবার তেমনি ভাবে আমার হৃদয়ে ভাবের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করাইয়া দাও, আমি ভাবের অভাবে আর এ দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালাসহ্য করিতে পারি না। তুমি হৃষিকেশ তোমার তত্ত্ব জানিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার সেবা কার্য্যে যাহাতে নিয়োযিত করিতে পারি তাহাই কর! দীননাথ দীনের এবারের এই প্রার্থনাটি পুর্ণ কর।

দীন—সম্পাদক।

অচিন্ত-ভেদাভেদ।

——:০:——

তারা বলে সবে তোমাতে আমাতে অনন্ত যুগ ভিন্ন;
ভয়ে মরি বুঝি পাবনা তোমায়, ভেবে তাই তনু ক্ষিন্ন।
তুমি অনন্ত, আমি ত সান্ত, তাই স্বতন্ত্র কি?
তবে কেন নদী ছুটে সমুদ্রে উধাও উচ্ছ্বসি?

* * *

আবার যবে সে তামাতে আমাতে অভেদ বলিবে তারা;
তত্ত্বমসির তমাসায় ডুবে শেষে কি হব গো সারা!
আমার এ আত্মা, হে পরমাত্মা, তোমা হ'তে ছাড়া কৈ?
তোমাতে আমাতে এক বুঝি তবে, তাই ভেবে সারা হৈ।
একি রহস্য তোমার বিশ্বে বুঝিতে না..: গো আমি।
তুমি আমি যদি এক, তবে কেন আমি দাস তুমি স্বামী?

* * *

আবার যখন সাধকের আঁখি তোমার প্রেমেতে ঝুরে।
কিছুনা যখন চৌদিকে শুধু তোমারি মূর্ত্তি স্ফুরে।
ভক্ত তখন তোমাময় তাই ভাবে অভিন্ন তুমি,
বোঝে না পাগল সব ভেদাভেদ তোমাতে পড়েছে ঝুমি;

কত উঠে ভেদ কত বা অভেদ তোমার চরণ চুমি।
সকল বেদের ভেদ অভেদের তুমি যে মিলন ভূমি।

*　　*　　*

বলুক্ ভিন্ন লোকে অভিন্ন তাহে নাই মোর খেদ।
তুমি তো বলেছ তোমাতে আমাতে অচিন্ত্য—ভেদাভেদ।

আক্ষেপ।

—:০:—

দিঠি-দিঠি ভাতল পূর্ণিমিকা চাঁদিমা, উড়ুগণ আগমন ভেল।
কলকল-নাদিনী লহরী সাজোওল, সাগর চৌকনে গেল॥
শ্যামল বনভূমি 'ধীর-সমীর' চুমি ধীর সমীরে উতি ধাওয়ে।
কুঞ্জ সুরঞ্জিত ভৃঙ্গ-সুগুঞ্জনে মধুমাখা মৃদু-মধু গাওয়ে॥
সো মধু যামিনী ব্রজবর কামিনী কালীয়া দরশনে ধাওয়েঁ।
অতিক্রত গামিনী অভিসারী কামিনী ছিপি-ছিপি যো পথে যাওয়েঁ
মম মূঢ় মানস ইহ পর নাশন অভি রহে সো পথ ভুলি।
অভি নাহি মাখল, ব্রজবর কামিনী চরণ কমল মিত ধূলী॥

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

মিলনের পথে।

—:০:—

(১)

"In every clime the magnet of his soul
Touched by remembrance trembles to that pole."

"নীল নভো হি চ কেশ-পরো,
ব্রহ্মময়ীতি হি বেশ-পরা।
দেশ-পরা চিতি সঙ্গ-ভবা,
শেষ-পরঃ পরমাত্মপদঃ ॥ ১
কাম মদাদি বলীতি বিদুর,
আরতি কান্তহ সোহংম্মিতি।
স্তোতি-পরাহি চ খেচরিজা,
প্রার্থ্য-পরো ভব সঙ্গ লয়ঃ ॥২
অম্বুবহা ভব-সঙ্গ ভবা,
না বিতি নাদ নিনাদ নিকা।
কর্ণধার গুরুরেব বিদুঃ,
পার-পরা পরমাত্ম বিভা ॥৩
অন্ধতমা নিজ জৈব-রতিঃ,
সূর্য্যো পরো দীনবন্ধু হরিঃ।
দৃশ্য-পরা রাধাকৃষ্ণ বিভা,
গীতি-পরা হরি ভক্তিময়ী ॥ ৪
হাস্য-পরা পরিপূর্ণ শ্রুতিঃ,
গ্রাস্য-পরা পরকাল মন্নী।
ভাষ্য-পরোহি তুরীয় শিবঃ,
পোষ্য-পরাহ্যনুরাগ ময়ী ॥ ৫
সত্ত্ব পরং চিদেব বিদুঃ,
বুদ্ধিরিতি স্থিত এব রজঃ।
চিত্ততয়া স্থিত এব তম,
স্বর্ষ্য-পরা শান্তিময়ী ॥ ৬
শৈব-পরো জগদেব শিবঃ,
শাক্ত-পরোধৃত শক্তি তয়া।
বৈষ্ণব এব চৈতন্য-গতঃ,
গাণ-পতো বিদু বিন্দুধরঃ ॥৭
কাশ বিকাশক সৌর ইতি
আগম উদ্দাম তত্ত্বমসি।
নৈগমিকী তিহি ধৌতি বহা,
পৌরুষিকো হি পুরাণ পরঃ ॥ ৮"

আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কি করিতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব এবং কেন যাইব এই কয়টী কথা হৃদয়তন্ত্রীতে স্পন্দিত হইয়া থাকে, ফলে প্রাণ যেন কি চায়, প্রাণ শিহরিয়া উঠে, প্রাণ কেঁদে উঠে কেন? উষারনীলাম্বরে অলক্তক রাগরঞ্জিত অঙ্গ শোভায়,—নিদাঘ-মধ্যাহ্নে অনল-শ্রাবী সৌরকর দীপ্তিতে,—গোধূলির গলিত কাঞ্চন সন্নিভ দিক্‌বলয়ের অন্তরালে,—নিশীথ আকাশে স্ফুটদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রমালায়, শারদ কৌমুদি—স্নাতা শুভ্রবসনা যামিনীর উদ্দাম-উল্লাস হিল্লোলে,—হেমন্তের রজত শুভ্র-নীহার কণায়, মেঘমুক্ত-নভোমণ্ডলের অনন্ত-নীলিমা বিস্তারে,—মেরু-মেখলা-কানন-কুন্তলা ধারারাভিরামা বসুমতীর সুপ্রশস্ত অঞ্চলের হেম শস্যের হিরণ্যহিল্লোলে, ঋতুরাজ বসন্তে কল-বিহঙ্গের মধুর ললিতা প্লুত বনরাজির শ্যামচ্ছটায়, বর্ষার বর্ষণোন্মুখ বিষাদ গম্ভীর ঢল ঢল কান্ত কমনীয় মেঘমালায়, কমল-কুমুদ-কহ্লার চিত্রিত মদকল-মরাল-কলরব-নিনাদিত রূপসী সরসীর বীচি বল্লরীর বিলোল

লীলালহরে,—নির্গলিতাম্বু-গর্ভ অভ্রশুভ্র জলধরের নীরব নিশ্চিন্ত লঘুগতিতে,—ঘাতপ্রতিঘাতময়ী তরঙ্গ সঙ্কুল সংসার-মহার্ণবের উচ্ছ্বাসে,—পাপী-তাপী-ভোগী-রোগী-যোগী-বিলাসী ত্যাগী কর্ম্মীর মধুর উজ্জ্বল পাপ-পুণ্যের জ্বলন্ত আলেখ্যের স্বপ্নদৃষ্টা জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির অন্তরালে কি জানি প্রাণ কি দেখিয়া আকুল হইয়া উঠে। কি জানি প্রাণ কোন্ চিরপরিচিত অদৃষ্টচর প্রেমিকের মোহন-মধুর প্রেমলীলা দেখিয়া আকুল হইয়া উঠে!! কি জানি কি মোহিনী শক্তি সম্পন্ন কার সুমধুর মর্ম্মস্পর্শী কোমল সাহানায় হৃদয়ের অন্তস্থল আলোড়িত করিয়া কি এক অনন্ত অব্যক্ত, অচিন্ত্য মিলনলিপ্সার আকুল আহ্বানে প্রাণ অধীর হইয়া উঠে!!! কে যেন অন্তরে, বাহিরে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাকে সদাই "মিলনের-পথে" আহ্বান করিতেছে—সর্ব্বব্যাপ্তিময়ী মহাশক্তি চৈতন্যস্বরূপিনী যা আমার, আমাকে স্বতঃ প্রণোদিতা হইয়া মহাকর্ষণ করিতেছেন। কে বলিবে কোন্ প্রাণাধিক প্রিয়তমের—স্বজনের-বন্ধুর প্রেমিকের-অন্তরঙ্গের সহিত "মিলনের-পথে" সাক্ষাৎকারের জন্য এই উদ্দাম আকুল হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রাণের ভিতর অপরিসীম মর্ম্মন্তুদ অনন্ত অশান্ত তাড়িৎ প্রবাহ। পুঞ্জীয়মান্ অনন্ত অতৃপ্ত বাসনার বোঝা লইয়া অন্তরের ভিতর অহোরাত্র রাবণের চিতা হু হু ধু ধু জ্বলিতেছে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে বা সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পান্তরে ভোগের ইন্ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া জন্ম জন্মান্তর সেই অন্তচিতানলে আহুতি প্রদান করিয়া আসিতেছি তবু বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই, সমাপ্তি নাই, শান্তি নাই! কেন? কিসে এবং কবে এই প্রাণের অন্তর্দাহ উপশম হইবে? কিসে এই তিলে তিলে দহনশীল অন্তরানল নির্ব্বাণ হইবে? জ্বালাময় মরুপ্রান্তরে মরিচীকা প্রলুব্ধ পথহারা তৃষিত পথিকের ন্যায় একবিন্দু শান্তিবারির আশায় আমরণকাল ছুটাছুটি করিয়া নিমেষের জন্যও সুখী হইলাম না। শিশুকালে স্নেহময়ী জননীর স্বর্গীয় কোমল স্নেহে, বাল্য কালে সহচরের সরল সাহচর্য্যের অন্তরালে, কৈশোরকালে কিশোর সঙ্গীর পবিত্র আহ্বানে, যৌবনকালে যুবতী সতীর সুকোমল উদ্দীপনায়, প্রৌঢ়কালে প্রৌঢ় সুহৃদের অযাচিত প্রশংসাবাদে ও ভাবী বৃদ্ধকালে পূর্ব্বাপর মধুর-তিক্ত-কষায় ভাব-মিশ্রিত স্মৃতির কোলে ক্ষণিক সুখোপভোগ করিতেছি বা করিব কিন্তু পূর্ণ শান্তি-ত পাইলাম না। কল্যাণময়ী জননী ভ্রমে, নিস্বার্থ-হিতৈষীভ্রমে,

প্রেমময় বন্ধুভ্রমে, জীবন-সর্ব্বস্ব সহধর্ম্মিনীভ্রমে, কর্ম্মক্ষেত্রে সরলতাময় উদার মানব সমাজ ভ্রমে যাহাকে প্রাণ বিলাইয়া দিয়াছি দণ্ডেক পরে তাহার বিরক্তি ভ্রূকুটি পূর্ণ তীব্র তাড়নায় ও স্বার্থের ভীম পদাঘাতে দূরে অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ যাহার সহিত হৃদয়ের বৃত্তির সমন্বয় ও সম্মিলন করিবার বাসনা করিয়া আত্ম সমর্পণ করিয়াছি তাহারই নিকট প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছি। প্রণয়িনীর অমীয় অধর সুধাপান করিতে যাইয়া আকণ্ঠ হলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—দূরে থাকিতে যাহার রূপের অনলোল্লাস, নিদাঘ মধ্যাহ্নে প্রদীপ্ত অরুণ কিরণের ন্যায় মুহূর্ত্তে আঁখি ঝলসিয়া দেয়, যাহার সরলতা মাখা পিযূস-নিঃস্যন্দিনী বীণা বিনিন্দিত বাণী প্রাণোপবনে নন্দন-কানন গীতির স্পন্দন-সুষমা ঝঙ্কারিত হইয়া উঠে, নিকটে গিয়া দেখি, মোহ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি যে সেরূপ কেবল রক্ত পূঁজ পরিপূর্ণ অস্থি মাংসের সমাবেশ মাত্র, সে স্বরলহরী প্রাণানন্দদায়ক নহে। তখন দেখি :—

"অমেধ্য পূর্ণে কৃমিজাল সংকুলে
স্বভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্র পুরীষ ভাবিতে
... ...

আত্ম অঙ্গজাত নয়নাভিরাম শিশুর গদ গদ অহৈতুকি স্নেহে প্রাণে এক আকুল ক্রন্দনের স্রোত বহিতেছে কিন্তু সে সরল মধুমাখা অর্দ্ধস্ফুট বাক্য বিন্যাসের অন্তরালে ছলনার বা স্বার্থের জলন্ত অঙ্গার। দেব দেবী প্রতিম পিতামাতার কোমল আহ্বানে স্বার্থের বা অর্থের ভেরী নিনাদ শুনিতে পাই অবশ্য অর্থহীন বলিয়াই এইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হই। অর্থবানেরও তাহাই দেখি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সুষুপ্তিতে, জাগরণে, ক্রোধে, হর্ষে বিষাদে, মিলনে, বিচ্ছেদে, প্রেমে, অপ্রেমে, উৎসাহে, সঙ্কল্পে, সাধনায়, যোগে রোগে, ভোগে, পাঠ্যালয়ে, বিচারালয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে, ভ্রমণে, শাস্ত্রচর্চ্চায়, অর্থে, অনর্থে, স্বার্থে, নিঃস্বার্থে, তর্কে, মিমাংসায়, ফলে, ফুলে, কাণ্ডে, মূলে, বিজনে, সবিপিনে, প্রাসাদে, কুটীরে, দানে, কার্পণ্যে, অহঙ্কারে, বিনয়ে, বিশ্বাসঘাতকতায়, সরলতায়, লাম্পট্যে, তীর্থে বা দেবালয়ে মনোবৃত্তির পিপাশা মিটাইতে প্রাণের

জ্বালা জুড়াইতে গিয়া লক্ষগুণ ভীষণ জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি তবুও শান্তি পাইলাম না "মিলনের পথে" মনোরথ গতি পরিচালিত করিতে পারিলাম না। যাহার চরণের নুপুর শিঞ্জিনিতে প্রাণের ভিতর তাড়িৎপ্রবাহ বহিয়া যায়, যাহার একটী মাত্র কটাক্ষে ধমনীর শোণিত প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া আসে যাহাকে সুখ দুঃখের আনন্দ নিরানন্দের ও জীবন মরণের সহধর্ম্মিণী করিয়া প্রাণ বিলাইয়া দিয়াছি, দুদিনের পরিচয়ে জানিয়াছি যে সেই লাবণ্যের ছদ্ম অন্তরালে প্রেমাস্পদের সরল পবিত্র নিঃস্বার্থ মিলনের পরিবর্ত্তে, দু'য়ে মিলে পূর্ণকাম হইবার পরিবর্ত্তে বিবরগত বিষধরের মত অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ হিংসা দ্বেষ, ছল, প্রতারণা বা স্বার্থ-সিদ্ধির কালসর্প আপনাদের করালদ্রংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া প্রতি পলে দংশনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত অনুসন্ধান করিতেছে যে, কিসে গৃহ বিবাদ আত্মকলহ, পিতা পুত্রে ভেদবাদ, সৌভ্রাত্রমিলনের অন্তরায়, সহোদরের ও বিধবা সহোদরায় মনোমালিন্যে সংসার গৃহের মাটি কাটিয়া পুরুষের প্রাণান্ত করিবে কামিণীর হৃদগত কালসর্প তাহার প্রতীক্ষায় সচঞ্চলভাবে বসিয়া রহিয়াছে। তথাপি সংস্কারাচ্ছন্ন জীবের বা জড়সদৃশ পুরুষের প্রকৃতিরূপিণী রমণীর জন্যই এই অনাদি কালসিদ্ধ মিলনাকাঙ্ক্ষা কেন? পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের মিলনেচ্ছাহেতু ও পূর্ণানন্দা ধুনুভূতির জন্য নহে কি? পরমার্থিকতার জন্য।

"কামিন্যাং সুখ সম্ভোগঃ স্বর্গভোগাৎ সুদুর্লভঃ।"

সুখ কি? আহারে, বিহারে, শয়নে স্বপনে, জাগ্রতে, রোগে, ভোগে, শোকে, দুঃখে, হর্ষে, বিষাদে, অর্থে, অনর্থে বা এক কথায় সকল বিষয়ে সুখের যে অনুমান সিদ্ধ সত্বা তাহা মনেই কল্পিত ও বর্ত্তমান সুতরাং সুখ অনুভূতি মাত্র সুখের দ্বিতীয় সত্বা নাই যাহাতে হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা বিকার প্রাপ্ত হয় না। তাহাই সুখ। সুখ ও দুঃখ দুটি কথা মনের বিকার মাত্র মন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আকাশ কুসুমের সুরভি ছড়াইতেছে মাত্র বা কল্পনায় সুবিশাল ছায়া দেখাইতেছে মাত্র।

শ্রীঅপূর্ব্বকুমার মল্লিক।

হরি, অদ্ভুত তব লীলা।

(ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত।)

—:০:—

(৪)

(৫) ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—ইহা মন্দির হইতে তিন মাইলের উপর। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান আছে:—

অশ্বমেধ দান যত করিল ভূপতি। (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন)
কোটি কোটি ধেনু খুরে খুন্না বসুমতি॥
গোমুত্র ফেনায় ইন্দ্রদ্যুম্ন সরো জন্ম।
যার স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥

এই পুষ্করিণীর চারিধার তলদেশ পর্য্যন্ত প্রস্তরে গাঁথান। ইহার জল নিকাশের উপায় পূর্ব্ব হইতে থাকায়, ইহার জল তত খারাপ নয়। এই স্থানেও পঞ্চফলাদি দিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করিতে হয় এবং স্নানান্তে যাত্রীরা পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। এই পুষ্করিণীতে বড় বড় কচ্ছপ আছে ও সিঁড়িতে সেওলা পড়ায় একটু সতর্কভাবে স্নানাদি কার্য্য করিতে হয়। ঘাটের দুই পার্শ্বে এবং দশ অবতারের মঠ পর্য্যন্ত প্রায় তিন পোয়া রাস্তায় নানা দেবদেবীর মন্দির আছে। (ক) নরসিংহের বাড়ী (খ) গুণ্ডিচাবাড়ী ও (গ) দশ অবতারের মঠ এই তিনটীই প্রধান। এই সকল স্থানে প্রকৃত দীন দরিদ্র, ভিখারী অপেক্ষা গৃহত্যাগি সন্ন্যাসি মহাত্মাদিগের সংখ্যাই অধিক। ইহা ছাড়া অনেক মঠে ও অন্যান্য স্থানে স্থানে সাধু সন্ন্যাসিরা থাকেন। ঘাটের উপর ২।৫ জন কর্ম্মক্ষম গৃহি বলিষ্ঠ পুরুষেরাও দান পাইবার জন্য যাত্রাদিগকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করে। দান সম্বন্ধে গীতায় সপ্তদশোধ্যায় এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥

এই তিন প্রকার দানের মধ্যে সাত্ত্বিক দানই শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন বলিষ্ঠ উপার্জ্জনক্ষম পুরুষকে দেখিলে অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক কটু কথা না বলিয়া যথাশক্তি কিছু দেওয়া বা মিষ্ট কথা দ্বারা তুষ্ট করাই ভাল। কেহ কেহ এই সকল লোকদিগের পীড়নে ধৈর্য্যচ্যুত হন, ইহা কিন্তু ভাল নয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবর হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী আসিবার রাস্তা মধ্যে মধ্যে বালুকাময়। এই রাস্তার পার্শ্বে নরসিংহের বাড়ী। এখানে ভগবানের নরসিংহ মূর্ত্তি আছে। এই নরসিংহের মালপুয়া ভোগ প্রসিদ্ধ। ইহারই সন্নিকটে গুণ্ডিচাবাড়ী অবস্থিত। রথযাত্রার সময়, প্রভু জগন্নাথদেব এখানে আসিয়া পুনর্যাত্রা পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই বাড়ীও অতি প্রকাণ্ড এবং দুই প্রস্থ দেওয়ালে ঘেরা। ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় থাকিবার জন্য যে অতি বৃহৎ বাড়ি আছে, তাহাতে অনেক প্রকারের প্রস্তরের চিত্র আছে। পূর্ব্বে আমার এখানে অবস্থানকালে আমি জনৈক সম্ভ্রান্ত সাহেব কর্ত্তৃক এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে বর্ণিত হইল।

গীতা আমাদের একখানি ধর্ম্ম পুস্তক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সখা অর্জ্জুনের মোহ অপনোদন জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। ইহার ইংরাজি অনুবাদ ও পাওয়া যায়। এই পুস্তকে জীবকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক শ্রেণীরই শ্রদ্ধাও যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসীচৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

পুরুষোত্তম (জগন্নাথক্ষেত্র) হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ ; যাহাতে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীর লোকেরই এই তীর্থস্থল হৃদয়গ্রাহি হয় ; এই জন্যই আমার বোধ হয়, এইস্থলে সব রকমেরই ভাব, বজায় রাখা হইয়াছে। গুণ্ডিচাবাড়ীর এই সকল রুচিবিকার চিত্র যে তামসিক ভাবের লোকদিগের জন্য ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এইরূপও হইতে পারে যে, ইহার কোন গূঢ় রহস্য আছে, যাহা আমি জানি না, তবে আমি যেমন লোক, তেমনি অর্থ করিতেছি। ইংরাজিতে একটা কথা আছে "সৎলোকেরা ভাল ভাবই লইয়া থাকেন ; এবং অসৎলোকেরা মন্দ ভাবই লইয়া থাকে।" এ সম্বন্ধে আমি আমার ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত. জামালপুর সাবডিভিসনে অবস্থানকালে বাঙ্গালায় একটি সুন্দর গল্প শুনিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া সাহেব বাহাদুর আমায় সেই গল্পটি ইংরাজিতে বলিবার জন্য অনুরোধ করায় গল্পটি নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, যথা—

কোন এক সম্ভ্রান্ত দানশীল মহারাজার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, যদি কেহ আসিয়া তাঁহাকে নূতন একটি কবিতা শুনাইতে পারেন, তবে তিনি সেই কবিতার মর্য্যাদানুসারে পুরস্কার পাইবেন। এই রাজবাটীর নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল। তাঁহার অন্নাভাবে দিনপাত হইত। একদিন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ধীক্কার দিয়া বলিলেন, দেখ, সকলেই এই মহারাজের নিকট ২।১টা কবিতা বলিয়া অর্থ আনিতেছে, তুমি কেন চেষ্টা কর না? ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রসিকতা করিয়া বলিলেন, পাগলি! আমার নাম যে বিদ্যাদিগ্‌গজ, তোর বুদ্ধি শুনে আমি কি প্রাণটা দিব। ব্রাহ্মণী নানারূপ উৎসাহিত করিয়া ব্রাহ্মণকে মহারাজের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন, বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ শিক্ষিত না হইলেও তাঁহার বেশ উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। ব্রাহ্মণের বাড়ী, রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের এক পাশেই ছিল, কিন্তু প্রাসাদ প্রবেশের দরজা একটু দূরে থাকায়, তাঁহাকে ঘুরিয়া যাইতে হইল। রাস্তায় যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, কয়েকটি ভেক তাঁহার পদশব্দে লাফাইয়া জলে পড়িল। ইহাতে তিনি এক ছত্র কবিতা রচনা করিলেন; "ফাল দিয়ে পড়লো ধেপস মালা" কয়েক পদ যাইয়া দেখিলেন,

ইন্দুর মাটি ফেলিতেছে, অন্য আর এক ছত্র কবিতা করিলেন "কুটুর কুটুর মাটি ফেলা" আর কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন একটা বাঁদর তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে; ইহাতে তিনি আর এক ছত্র কবিতা করিলেন "হের, দেখ পোড়া মুখা ভেট্‌কিমেরে চায়" আবার কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, গ্রামের নাপিত জগাই শীল অতি দ্রুতপদ বিক্ষেপে মহারাজের প্রাসাদের দিকে যাইতেছে। এই নাপিতের নাম জগাইচন্দ্র শীল। ইহাতে তিনি চতুর্থ পদের সৃষ্টি করিলে। "গ্রামের নাপিত জগাই শীল দৌড় মেরে যায়" এক্ষণে ব্রাহ্মণের মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছে, যে আমি একটি নূতন কবিতা করিয়াছি। ইহার অর্থ করা কাহারও সাধ্য নহে, এবং আমি নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য পাইতে পারিব। ব্রাহ্মণ রাজদরবারে গিয়া যথোচিত অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন—

ফাল দিয়ে পড়লো টেপস মালা।
কুটুর কুটুর মাটি ফেলা॥
হের, দেখ পোড়া মুখা ভেট্‌কিমেরে চায়।
গ্রামের নাপিত জগাই শীল দৌড় মেরে যায়॥

তাঁহার এই কবিতা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন এবং কেহই অর্থ করিতে না পারায় রাজা মহাশয় ঐ ব্রাহ্মণকে কবিতার অর্থ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা মহারাজের নিকট বর্ণনা করিলেন। দানশীল সহৃদয় মহারাজ ঐ গরীব ব্রাহ্মণকে তিনটি টাকা দিলেন এবং বলিলেন তোমার কবিতাটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে, ইহার জন্য তুমি প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া মুদ্রা বৃত্তি পাইবে।

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত খুসি হইয়া বাড়িতে গেলেন এবং ব্রাহ্মণীকে তিনটি টাকা দিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণি! আজ তোর বুদ্ধিতে আমি তিনটি টাকা পাইয়াছি। মহারাজ আমার কবিতা সুন্দর হওয়ায়, অদ্য তিন টাকা দিয়াছেন এবং প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এ জগতে লোকে সাধারণতঃ নিজের বড়াই ছাড়েন না, "হরি, অদ্ভুত তবলীলা!" ব্রাহ্মণ অম্লানবদনে বলিলেন. আমার কবিতা সুন্দর হওয়ায় টাকা পাইয়াছি ও মহারাজ আমার বৃত্তি করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু একবারও বলিলেন না যে, মহারাজ দানশীল ও সহৃদয়

হওয়ায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। যাহাহউক ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া বড়ই খুসি হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, রাত্রে সব কথা হইবে। আহারান্তে ব্রাহ্মাণদম্পতী শয়ন করিয়া এই কবিতা সম্বন্ধে গল্প করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত নাপিত জগাইচন্দ্র শীল, রাজার বাড়িতে চুরি করিবার জন্য এই ব্রাহ্মণের বাড়ির নিকটস্থ প্রাচীর টপ্‌কাইতে ছিলেন। হঠাৎ জগাই শুনিতে পাইল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন, "ফাল দিয়ে পড়লো টেপস্ মালা" ইহা শুনিয়া তাহার মনে ভয় হইল, এবং সে মনে করিল, আমি লাফাইয়া পড়িলাম, ইহা বোধ হয় ব্রাহ্মণ জানিতে পারিয়া নিজ পত্নীর নিকট কহিতেছেন। এইরূপ মনে করিয়া সে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে প্রাচীর অতিক্রম ফিরিয়া আসিবারকালে ঝুর ঝুর করিয়া কিছু মাটি পড়িয়া গেল। এদিকে সেই সময় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন, "কুটুর কুটুরমাটি ফেলা।" জগাইয়ের তখন আরও ভয় হইল। সে মনে করিল, আমি ধীরে ধীরে চলিয়া যাওয়ায় যে মাটি পড়িয়াছে, তাহাই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন। কাজেই সে আরও ভীত হইয়া ব্রাহ্মণের জানালার নিকট কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল, এমন সময় ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "হের, দেখ পোড়া মুখা ভেট্‌কি মেরে চায়।" ইহা শুনিয়াই জগাই ভয়ে জোরে দৌড় মারিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় শুনিতে পাইল পুনরায় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বলিতেছেন, "গ্রামের নাপিত জগাই শীল দৌড় মেরে যায়।" জগাই দৌড়াইয়া নিজগৃহে গিয়া রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না, এবং মনে মনে স্থির করিল, পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া মহারাজের নিকট যাইয়া ঐ ব্রাহ্মণের সমস্ত কথা কহিবার আগে, আমি সকল কথা খুলিয়া বলিয়া মহারাজের নিকট নিজদোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। এদিকে ব্রাহ্মণ দম্পতী আনন্দে রাত্রে নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া জগাই রাজদরবারে গমনপূর্ব্বক সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিল। মহারাজ ঐ ব্রাহ্মণের কবিতার বিষয় পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন এবং অনুমানে অনেকটা বুঝিতে পারিলেন যে, বোধ হয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রাত্রে কথা কহিতেছিল, আর এই চোর নিজের পাপ মনে সমস্ত উল্টা বুঝিয়াছে। কাজেই জগাই যে দোষী ইহা বুঝিতে আর মহারাজের বাকি রহিল না। তখন মহারাজ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া

আনিলেন ও সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ যাহা বলিলেন, তাহাতে মহারাজা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্যই হইয়াছে। তখন মহারাজা জগাইয়ের পাপের দণ্ড স্বরূপ তাহার ছয় মাসের কারাবাসের ব্যবস্থা এবং ব্রাহ্মণের দ্বারায় উপকৃত হওয়ায়, তাঁহার চিরস্থায়ী বৃত্তি নির্দ্ধারণ জন্য তাহাকে অনেক পরিমাণে ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

সাহেব বাহাদুর গল্পটি শুনিয়া অত্যন্ত খুসি হইলেন এবং বলিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা ঠিক। আমারও বোধ হয় এই সকল রুচিবিকার চিত্র তামসিক লোকদিগের আকর্ষণ জন্যই করা হইয়াছে।

দশাবতারের মঠ—এইখানে দশাবতারের মূর্ত্তি এবং নবগ্রহ দেবতার মূর্ত্তি আছে। এই মঠ গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকটে এবং সম্মুখেই স্থিত। এখানে অল্প বা অধিক সাধু সন্ন্যাসিরা প্রায়ই থাকেন। এই সকল স্থলে যাহা কিছু দিলেই হয়।

পুরীর চারিধারে, চার মহাবীরের মুর্ত্তি আছে। ইহা ছাড়া লোকনাথ নামক মহাদেব খুব জাগ্রত। পুরীবাসিরা কেহ কোনরূপ অন্যায় করিলে প্রায়ই লোকনাথের ভয় দেখাইয়া থাকেন।

মণিকর্ণিকা—ইহা প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণে অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। ইহা একটি কূপ বিশেষ, এই কূপের জল লইয়া মার্জ্জন করিতে হয়। এখানে সিদ্ধেশ্বর গণেশ এবং কপাল লোচন নামক এক অতি প্রসিদ্ধ শিব আছেন। এখানকার দেবদেবীর যথাশক্তি পূজা দিলেই হয়।

প্রভু জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা রথযাত্রা দোলযাত্রা এবং চন্দনযাত্রাই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ক্রমশঃ।

শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু লিখিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—:০:—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্মরমান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ॥

আমরা আজ শ্রীরাধা মদন মোহন দর্শনে চলিলাম, আমাদের পাণ্ডা সেই প্রহ্লাদ দাদা। আমরা ভক্তিভরে তাঁহার অনুগমন করিতেছি, হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কতক্ষণে সেই বৃন্দাবন পুরন্দর গোপীজন মনচোর রসিক শেখরকে দর্শন করিব। প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই প্রহ্লাদ দাদা বলিলেন "এই দেখুন্ বড় গোস্বামীর সমাজ" শ্রীসনাতন গোস্বামীর নাম স্মরণ হইতেই প্রাণে অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহ ছুটিল "যাঁহার কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।" এই কি সেই মহাশয়! যাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মদন মোহন প্রেম সেবা অঙ্গীকার করিলেন। নিত্যলীলা প্রবিষ্ট হইয়া সেই তিনিইকি শ্রীমতী লবঙ্গ মঞ্জরী রূপে অদ্যাপিও প্রেমসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন! বলিতে কি ভক্তের প্রেমমাধুর্য্যে স্থানটী যেন প্রেম মকরন্দ গন্ধে ভরপুর হইয়া আছে! আমরা ভক্তিভরে সেই প্রেমাস্পদ মহাপুরুষকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম আর সকাতরে কৃপা ভিক্ষা করিলাম। আরো কয়টী সমাজও ঐ স্থানে আছেন তন্মধ্যে আমাদের শিক্ষাগুরু পরম শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গোস্বামীও রহিয়াছেন "কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ, যে করিলা চৈতন্য চরিত।" প্রকটলীলায় শ্রীল মদন-মোহনের সেবাধিকারে নিয়োজিত হইলেন, এক্ষণে অপ্রকট লীলায়ও তাহাই করিতেছেন। আমরা যখন সেই নিত্য লীলার নিত্যানন্দে নিত্য পরিকরের সঙ্গে বিহ্বল হইয়া ফিরিতেছিলাম সেই সময়ে কাঁশর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। শ্রীমদনমোহনের আরতি আরম্ভ হইয়াছে আমরা দ্রুতপদে সেই সোপান শ্রেণী পার হইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা বুঝি আর

কখনও দেখিনাই বা দেখিবনা এইযে আমার সেই "জয় জয় রাধারাণী জয় নন্দলালা, শ্যামসুন্দর জয় জয় ব্রজবালা॥

শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাসবিলাস।
মন্মথমন্মথ রূপে যাহার প্রকাশ॥
স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুইপাশে রাধা ললিতা করেন সেবন॥

আহা কি মনোমত রসায়ন ভুবন মোহন মূর্ত্তি, কি নবঘন দলিতাঞ্জন সুচিক্কণ ইন্দ্র নীলবর্ণ, ব্রজললনা নাগরেরনটবর শ্যামসুন্দরের সৌরভ সেবিত বৈজয়ন্তী মালা রাতুল চরণ চুম্বন করিতেছে। কেলি কলা পণ্ডিত মদনমোহনের বঙ্কিম নয়নকোণে বিভ্রম বিলাস-লালসা খেলিতেছে স্মিত বদনাম্বুজে প্রেম পিপাসা শোভিতেছে। বুঝি এই রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীসনাতন প্রেমভরে গাইয়া ছিলেন।

সৌরভসেবিত পুষ্পবিনির্ম্মিত
নির্ম্মল বনমালা পরিমণ্ডিত।
মন্দতরস্মিত কান্তিকরম্বিত
বদনাম্বুজ নববিভ্রম পণ্ডিত॥
জয় জয় মরকত কন্দলসুন্দর।
বরচামীকর পীতাম্বর ধর
বৃন্দাবনজন বৃন্দপুরন্দর॥ ধ্রু॥
নবগুঞ্জাফল রাজিভিরুজ্জ্বল।
কেকিশিখণ্ডকশেখরমঞ্জুল।
গুণ বর্গাতুল গোপবধূকুল
চিত্তশিলীমুখ পুষ্পিতবঞ্জুল॥
কল মুরলীক্বণ পূরবিচক্ষণ
পশুপালাধিপ হৃদয়ানন্দন।
গিরিশ সনাতন সনকসনন্দন
নারদ কমলাসন কৃতবন্দন॥

প্রেমাশ্রুন চ্ছুরিত ভক্ত চম্পুর সমীপে অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি মদনমোহন রূপের ভাণ্ডার খুলিয়া প্রকট হইলেন, ভক্তের ভাবের উৎস ছুটিল, রাগ তান লয় যুক্ত ভাষাও অমনি মাধুর্য্যামৃত সিঞ্চন করিল, তাপদগ্ধজগজ্জন অদ্যাপিও সেই প্রেমামৃত শীকর শিঞ্চনে শীতল হইতেছে, বলিহারি করুণা।

আরতির সময়ে রূপ মাধুরী যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু বেতন ভোগী পূজারি সে মাধুর্য্য বুঝিলেন না, তাই অল্পক্ষণেই আরতি সারিয়া পরদা টানিয়া দিলেন। আমাদের প্রাণে আঘাত লাগিল অনঙ্গ দাদাত পূজারির উপর চটিয়া উঠিলেন। জয়ধ্বনি শতকণ্ঠ হইতে সমুচ্চারিত হইল সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। আমরা শ্রীচরনামৃত লইয়া যেমন বিদায় হইতে যাইতেছি সেই সময়ে হৃদয় মন গলাইয়া ভক্তিমাখা সুরে রমণী কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিল।

দরশন আশে, যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন!"

মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া সেই অনুরাগিণীরদিকে তাকাইলেন। যেখানে মেয়েরা বসিয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলেন সেই রমণী মণ্ডলী হইতে অপরিচিত কৃষ্ণানুরাগ-বিদ্ধা ভক্তিমতী জনৈকা প্রৌঢ়া বঙ্গীয় রমণী আজ প্রাণ বঁধুর কাছে আসিয়া লাজ ভয় ছাড়িয়া মনের ক্ষোভ জনাইতেছেন, রমণীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর প্রেমদরবিত হইয়া আরো মধুরতর হইয়াছে অনুরাগিণীর নয়ন ঝুরিতেছে, মাঝে মাঝে প্রেমের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে। অনুরাগিণী আবেগ ভরে গাইতেছেন—

সুখের লাগিয়া পিরিতি করিনু
শ্যাম বধুঁয়ার সনে।
পরিণামে এত দুঃখ হবে বলে
কোন অভাগিণী জানে॥
সেই, পিরীত বিষম মানি।
এত সুখে এত দুঃখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি॥
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন।

দরশন আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥

বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।

হৈয়া দগধানি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনী
মনে না ভাবিহ আন।

তুমি যে শ্যামের সরবস ধন
শ্যামও তোমার প্রাণ॥

মনে হইল কৃষ্ণগৃহীতা মানবীর চরণে লুঠাইয়া পড়ি, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে কি হইবে, পুরুষাভিমান থাকিতে সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। দূরে থাকিয়া দণ্ডবং করিয়া নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিতে ভাবিতে ফিরিলাম। ললিত দাদা ও অনন্ত দাদা বাসায় চলিলেন, আমি প্রহ্লাদ দাদার বাসায় চলিলাম, তথায় একটু কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিয়া "গিরিধারীলাল জয় জয় কংসারি লালকি, কংসারিলাল জয় জয় নন্দদুলাল কি" এই জয় গান ঘুনু ঘুনু করিয়া গাহিতে গাহিতে শ্রীরাসমণ্ডলের দিকে চলিয়াছি, সম্মুখেই দেখি ব্রহ্মচারীর মন্দিরে গান হইতেছে, কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া ব্রজবাসিদিগের অনুগা হইয়া আমিও চলিলাম। যাইয়া দেখি অতি অপূর্ব্ব লীলা-রস-প্রবাহ তর তর করিয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম চারিদিকে শ্রোতৃবৃন্দ বসিয়া আছে মধ্যখানে দিব্য সিংহাসনে অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী একটী কিশোরী নানা ভূষণে সজ্জিতা হইয়া মান ভরে ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বাম পানিতলে কপোল বিন্যস্ত পূর্ব্বক বসিয়া আছেন, কিশোরীর প্রেমারুণ কুটিল নয়ন হইতে ঈর্ষা-ক্ষোভ বিমিশ্র ক্রোধের লক্ষণ বাহির হইতেছে, মানিনী আড় নয়নে সখীদিগেরদিকে তাকাইতেছেন। অদূরে দুইটী হেমাঙ্গিনী সহচরী মধ্যে অপরা শ্যামাঙ্গিনী আসিয়া কি বলিতেছে। শ্যামাঙ্গিনীর হস্তে এক ছাড়া ফুলের মালা

কথাবার্ত্তা সমস্তই সুরের উপরে গানের ভঙ্গীতে হইতেছে, কিন্তু ব্রজ বুলিতে বলিয়া তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, বিশেষতঃ সকলকেই সখী দেখিতেছি। সেই বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন কই! শ্যামাঙ্গিনীর বেশ ভুষা দেখিয়া কিন্তু কেমন কেমন লাগিতেছে, নিকটস্থ ব্রজবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইয়া কোন হ্যায়?" ব্রজবাসী আমাকে নিতান্ত বর্ব্বর মনে করিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "তোম্ পছন্ত্যা নেহি, এহিতো ভগবান্ হ্যায়, আমি চকিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "এছি মাফিক কাহে?" তিনি বলিলেন "আরে আব্বিতো ভগবান্ মালিনা হুয়্যা পিয়ারী জীউকো পেয়ার করতে হি।" তখন আমি বুঝিলাম ব্রজবাসীর প্রীতি সহজ, নহে। বুঝিলাম 'মান ভঞ্জন' লীলাভিনয় হইতেছে, মানের দায়ে ঠেকিয়া শ্রীমন্ মদনমোহনকে মালিনী সাজিয়া মানময়ীর শ্রীচরণসেবা করিতে হইতেছে। ব্রজবাসীরা এই রসাস্বাদনে এমন মজিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের ইহা আর অভিনয় বলিয়া বোধ হইল না। তাঁহারা দেখিতেছেন যেন সাক্ষাৎ রসরাজ রসিক শেখর রাসরাসেশ্বরীর মান ভাঙ্গিতেছেন। বুঝিলাম ইহাকেই বলে লীলাভিনয় সাধন। যাহাদিগের ব্রজবাসির ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলায় দৃঢ় নিষ্ঠা তাঁহারা এই লীলাভিনয় দর্শন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান, তাই দেখিলাম যে বালক বালিকারা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সাজিয়াছিলেন বা সখী সাজিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে সকলেই এমন কি ঐ বালকদের পিতা মাতা পর্য্যন্ত ঐ ঐ স্বরূপ বুদ্ধিতে প্রণামাদি করিতেছেন। উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়া যথারীতি আরতি সম্পাদিত হইল শেষে শ্রীমন্দিরের নিকটস্থ একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া শয়ন দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া লোক চলিয়া যাইবার দামামা বাজিয়া উঠিল সকলেই তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন। একটু বিলম্বে প্রকাণ্ড সিংহ দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে! ভাবিয়া আমিও ঐ সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া একেবারে ভোমরালি কুঞ্জে আসিলাম।

ক্রমশঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গের পতিতোদ্ধার।

—:০:—

চারিশত উনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পুণ্যভূমি নবদ্বীপ ধামে প্রেমের অবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে পতিতোদ্ধার ব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুণ্য জীবনে কিরূপে সে ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমরা কেবলমাত্র তাঁহার একটী পতিতোদ্ধার কাহিনী আলোচনা করিব। ভক্তগণ, শক্তি সঞ্চার করুন।

তখনও শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করেন নাই, তখন পর্য্যন্তও তাঁহার কৃষ্ণ প্রেমের বন্যা নদীয়া ভূমিকে ভাসাইয়া শান্তির নিত্য নিকেতন শান্তিপুরকে 'ডুবু ডুবু' করে নাই, তখনও সরস্বতীর লীলা নিকেতন নদীয়ার বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতগণ তর্ক ভুলিয়া বাহু তুলিয়া 'হরি' বলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য আরম্ভ করেন নাই। কেবলমাত্র গৌরাঙ্গের আদেশে ভক্ত শ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাস ও আনন্দের অবতার শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে গিয়া আচণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণনাম শুনাইতেন। মহাপ্রভু আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,—

"প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা,
কহ কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।"

তাঁহারাও সেইরূপ দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম ভিক্ষা করিতেন। সুজন দুর্জ্জন সকলকেই বলিতেন, "হরি বল, কৃষ্ণ বল, আমরা আর কিছু ভিক্ষা চাইনা, তোমরা একবার হরি হরি বলিয়া আমাদের কিনিয়া রাখ।" সুজনে তাঁহার কাছে নাম গাহিতে শিখিত। এই মধুমাখা হরিনামের এমনি মোহিনী শক্তি আছে, যদি একবার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পশিতে পারে, তবে সেখানে যতই পাষাণ থাকুক্ না, তাহাকে গলাইয়া প্রেমের তুফান বহাইয়া ছাড়িবে। একে সুধাময় নাম, তাহাতে আবার কিশোর প্রেমিক সন্ন্যাসীদের ভুবন ভোলান

প্রাণ গলান করুণ কোমল কণ্ঠের কীর্ত্তন। সে যেন মধুরে মধুর মিশিয়া প্রাণ কাড়িয়া লইত। সাধুর কাণে যেন অমৃত বর্ষণ করিত।

আবার দুর্জ্জনে হাসিত, বলিত "নিমাই পণ্ডিত দুধের ছেলে, সে আবার আমাদের নাম শিখাইবার জন্য—ত্রাণ করিবার জন্য গুরু পাঠাইয়াছে; ভণ্ডামী দেখ দেখি।" এইরূপ যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলিত।

তথাপি তাঁহাদিগের বিরক্তি ছিল না। যে একবার শুনিয়া এ ভাবে ভাবুক হইত, তাহাকে একবার, যে দশদিন শুনিলে মাতিত, তাহাকে দশদিন শুনাইয়া তাঁহারা নাম প্রচার করিতেন। প্রত্যহ নগর ভ্রমণ করিয়া হরিনাম গাহিতেন।

বৈষ্ণব প্রধান নদীয়া নগরে ব্রাহ্মণের ঘরেই দুইটী জাতি ও ধর্ম্ম নাশী যুবক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এমন পাপ ছিলনা, যাহাতে তাহারা পরাঙ্মুখ হইত। তাহারা সর্ব্বদা আনন্দের সন্ধানে ফিরিত। ছেলে বেলা কুসঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া বয়স কুড়ি বৎসর হইতে না হইতেই, তাহারা সকল রকম কুকর্ম্মে পারগ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগের অত্যাচারে নবদ্বীপ টলমল।

কিন্তু যে আনন্দের জন্য তাঁহারা দস্যুর সঙ্গে যাইয়া মানুষের সর্ব্বনাশ করিত, চোরের সঙ্গে মিশিয়া লোকের ঘরে সিঁদ দিত, মদ্যপের সাথে বসিয়া মদ খাইত। কিছুতেই তাহা না পাইয়া তাহারা বিশ্ব সংসারের উপর যেন বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা যেন এমন মদ খুঁজিত যাহা খাইলে নেশা ছুটে না, স্ফূর্ত্তি টুটে না; তাহা না পাইয়া দিনরাত প্রাকৃত মদ লইয়া পড়িয়া থাকিত: কখনও বা মাতাল দুই ভাই গলা ছাড়িয়া গান গাহিত, কখনও শ্রীবাসের আঙ্গিনায় যে কীর্ত্তনের তরঙ্গ ছুটে, [illegible] তুফান উঠে, তাহার বাদ্য ও আনন্দ ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে নাচিতে সেখানে যাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সুরার অপ্রতিহত শক্তিতে ইচ্ছা আর কার্য্যে পরিণত হইতে পারিত না, পথে পড়িয়াই গড়াগড়ি যাইত।

পাঠক! বোধ হয় এই যুবক দুইটীকে আপনি চিনিতে পারিতেছেন না, ইহারাই সেই নবদ্বীপ বাসী জগন্নাথ ও মাধব ইহাদিগকেই লোকে জগাই মাধাই বলিয়া ডাকে।

একদিন তেমনি করিয়া সুখের ভিখারী, আনন্দের কাঙ্গালী জগাই মাধাই, রাজপথে, বসিয়া সুরার সেবা করিতে করিতে ঢলিয়া ঢলিয়া গান গাহিতেছিল,

এমন সময়ে করুণার অবতার নিত্যানন্দ ও হরিদাস নাম গাহিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। উহাদিগকে মদ্যপান করিতে দেখিয়া লোকের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, সুব্রাহ্মণের ঔরসে পুণ্য ভূমি নবদ্বীপ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই ভাগ্যহীন ভ্রাতৃদ্বয় কুসংসর্গের মহিমায় অধঃপতনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া দয়াময় নিত্যানন্দ ও সাধু হরিদাসের হৃদয় বীণা বড় করুণ সুরে—বড় কোমল রবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। আহা! ইহাদের আপন জন যারা ছিল, তাহারা পর হইয়া গিয়াছে, ঘর বাহির এক হইয়াছে, এখন পথের ভিখারী হইয়াছে, তথাপি ইহারা নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে না! ইহাদের উপায় কি হইবে?" "সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ, নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ," তার জন্যত গোলক পতির গোলকের দুয়ার খোলা, নিরাশ্রয়কেত বিশ্বের ঈশ্বরই আশ্রয় দিয়া থাকেন, কিন্তু ইহারা কি সেখানে স্থান পাইবে না? পাপী বলিয়া বিশ্ব পরিত্যক্ত, বিশ্বের ঘৃণিত বলিয়া কাঙ্গালের ঠাকুর কি ইহাদিগকে আশ্রয় দিবেন না? অমনি মন বলিয়া উঠিল, না তাহা নয় এবার তো তাহা হইতে পারিবে না, এবার পাপীকে ত্রাণ করিতে পাপি তাপির বন্ধু আপনি আসিয়াছেন, তাই দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সকলকে নাম শিখাইতে বলিয়াছেন।

চোখের জল চোখে রাখিয়া ঠাকুর নিত্যানন্দ ও হরিদাস সেখানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যে দুই একটী লোক যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুর গোঁসাই, তোমাদের কি প্রাণের ভয় নাই? ওরা মাতাল, ডাকাইত, ওরা এদেশী বিদেশী, সাধু সন্ন্যাসী, কিছু মানিবে না। ও পথে লোক যায় না, আপনারা কেন ওখানে যাইতেছেন!"

তাঁহারা হাসিতে হাসিতে কাছে গিয়া শুনিতে পায় এমন ভাবে ডাকিয়া বলিলেন, "জগন্নাথ, মাধব, হয়ে কৃষ্ণবল। ভজ কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ হন্ প্রাণ॥" তোমরা জগন্নাথ মাধব নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া মদ খাইতেছ কেন? তোমরা দুষ্ক্রিয়া ছাড়, কৃষ্ণনাম কর, সকল পাপ ক্ষয় হইবে।"

জগাই মাধাইএর কাণে যেন শেল বিঁধিল, প্রাণের ভিতর কেহ যেন একটা তপ্ত শাবল বসাইয়া দিয়া ঘুমন্ত প্রাণ দু'টীকে জাগাইবার চেষ্টা করিল।

তাহারা রাগে গরগর হইয়া উঠিল, "কি, যত বড় মুখ তত বড় কথা? আমরা জগাই মাধাই, আমাদের কাছে আসিয়া আমাদেরই পাপী বলা? ধরত দেখি হতভাগা বেটাদের, আক্কেল দিয়া দেই,"

উল্লাসে বিকট হাসিতে হাসিতে 'ধর্ ধর্' বলিয়া তাহারা টলিতে টলিতে ছুটিয়া চলিল। তখন নিরুপায় দেখিয়া চঞ্চল বাল-স্বভাব নিত্যানন্দ হরিদাসের হাত ধরিয়া টানিয়া সেখান হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

পথে যাইতে যাইতে যখন তাহারা চোখের আড়াল হইল, তখন নিতাই হরিদাসকে বলিলেন, "ঠাকুর, এদের দশা দেখিলেত? এমন যে নদীয়া ধাম, যেখানে প্রভু আমার লীলার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেখানে জন্মিয়া উহারা এমনই থাকিবে। তোমার মতভক্ত, দয়াময়, যে যবনের হাতে মার খাইয়াও প্রভুর কাছে "তাহারা অবুঝ, আমাকে মারিয়া যেন অপরাধী না হয়" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই তুমি এখানে আসিয়াছ, আর এখানকার লোক পাপে মজিয়া থাকিবে? তাই যদি থাকিবে, তবে তাই, প্রভুর আমার "পতিত পাবন" নাম সার্থক হইল কই, অধম পাতকী ত্রাণ হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে শিখিল কই? যে ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমের পসরা লইয়া প্রভু এবার পৃথিবীতে আসিয়াছেন সেই প্রেম কি পাপী তাপীকে বিশেষ করিয়া বিতরিত হইবে? সেই মদে যদি এক মাতাল না হয়, প্রেমাশ্রুতে ভিজিয়া যদি হরি বলিয়া সকলে গড়াগড়ি না দেয়, তবে আর তাঁর কিসের ঠাকুরালি!"

হরিদাস নিত্যানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ধন্য শ্রীপাদ, তোমার সংকল্প ধন্য। তোমার প্রাণ যখন ইহাদের জন্য কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখন প্রভুর পায়ে ইহারা স্থান পাইয়া ধন্য হইবেই হইবে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ধন্য কলিযুগ, যে যুগে তোমরা পাতকী উদ্ধার করিতে আসিয়াছ!"

পথে নিত্যানন্দ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, এরা মাতাল, কোন রকমে এ'দের ছায়া স্পর্শ হইলে, গায়ের বাতাস গায়ে লাগিলে, লোকে ঘৃণায় মরিয়া যায়, গঙ্গা স্নান করিয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আসে। যদি কোন দিন এই জগাই মাধাইকে দেখিয়াই লোকে গঙ্গাস্নানের ফল হইল বলিয়া মনে করে, তবেই বুঝিব, নিত্যানন্দ সত্য সত্যই চৈতন্য দাস এবং প্রভু সত্য সত্যই ভক্ত বৎসল! জয় প্রভু গৌরাঙ্গ।

এদিকে মহাপ্রভুর গৃহে বসিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ ধর্ম্ম কথা কহিতেছেন। চারিদিকে শ্রীল শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, গঙ্গাদাস প্রভৃতি নদীয়া শান্তিপুরের প্রধান ভক্তগণ, বৈষ্ণব চূড়ামনিগণ বসিয়া রহিয়াছেন, সকলেরই হৃদয়ে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, চক্ষে জাহ্নবী ধারার মত পবিত্র প্রেমাশ্রু ঝড়িতেছে। মাঝখানে যে কোটী মদন মনোহর কান্তি, নবদ্বীপ রত্নাকরের প্রধান রত্ন, প্রেম সুধার অকলঙ্ক সুধা-নিধি গৌরহরি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে ভক্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, সকলে প্রাণ ভরিয়া সেই সুধা পান করিতেছেন। সে কি এমন মধুর! সকলের দৃষ্টি প্রভুর মুখ পদ্মে, যেখানে বাগ্দেবীর অপূর্ব্ব লীলা চলিতেছে, পরিপূর্ণ পূর্ণিমার দিনে চকোর যেমন উৎসুক পিপাসু হইয়া পূর্ণচন্দ্রের দিকে চায়, ভক্তবৃন্দ তেমনি করিয়া চাহিয়া আছেন প্রভু. তাঁহার প্রিয় গদাধরকে হেলান দিয়া মোহন ভঙ্গীতে বসিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতেছেন। এমন সময়ে সেখানে হরিদাসকে লইয়া নিতাই আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহারা ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্ক স্বরূপ জগাই মাধাইএর কাহিনী সেখানে সকলকে কহিলেন। গঙ্গাদাস প্রভৃতি অনেকেই একথায় সায় দিয়া বলিলেন "সত্যই প্রভু এমন দুরন্ত নদীয়ায় আর নাই, তাহাদের ভয়ে নদীয়ার মানুষ সকলেই কম্পবান্।"

বুঝি ভক্তের মন বুঝিবার জন্যই দয়াল ঠাকুর কহিলেন, "আমিও জানি তাহারা বড় দুরন্ত, বড় অসৎ, শ্রীপাদ! এবার তাহাদের দেখিলে এমন করিয়া শাস্তি দিয়া দিব যে, আর তোমাদের উপর উপদ্রব করিতে সাহস না করে।" নিতাই বলিলেন, "প্রভু, আমি পথে আসিতে আসিতে অনেক ভাবিয়া তাহাদের এক ভীষণ শাস্তি স্থির করিয়াছি সে শাস্তি এমন ভয়ানক যে, একদিনের জন্য নয়, যে শাস্তি। তাহাদের পর জীবনেরও সাথী হইয়া থাকিবে প্রেমের শিকল দিয়া এমন করিয়া বাঁধিয়া দিব যে, আর মুক্তি না পায়। সে শিকল যত টানিবে, তত আরো জগৎ জোড়া হইয়া বাঁধিয়া ধরিবে। এমন মদ খাওয়াইয়া দিব যে, তাহার নেশা আর এজীবনে ছুটিবে না। জগতে সুখের অন্বেষণ কে না করে ঠাকুর! কিন্তু প্রকৃত সুখ কিসে তাহা কয় জনে জানে, জানিলে কি আর কুসংসর্গ কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়? সে সুখের কথা তুমি না

বলিলে সে পথের সন্ধান তুমি না দিলে কে আর দিবে প্রভু! সুজনে ত স্বভাবেই "কৃষ্ণ" নাম বলে, তাহাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য ত অন্য মানুষের প্রয়োজন হয় না! ইহারা কুকর্ম্ম ছাড়া আর কিছু জানে না, যদি ইহাদের লইয়া কীর্ত্তনে নাচিতে পারি, ইহাদিগকে হরি বলিয়া নাচাইতে পারি, তবে বুঝিব, আমি তোমার দাস, আর তুমি সত্য সত্যই পতিত পাবন।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি যখন ইহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছ, তখন শ্রীভগবান্ অবশ্যই তোমার এই কামনা সফল করিবেন। তুমি সত্যের উপাসক, তোমার বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না।"

প্রভুর প্রাণ—জগৎপতি জগৎনিয়ন্তার করুণাময় প্রাণ মানুষের দুর্দ্দশায় কাঁদিয়া উঠিল। মানুষ তাঁহাকে না চাহিতে পারে, মানুষ তাঁহাকে না পাইযাও থাকিতে পারে মনে করে কিন্তু তিনি তাহা পারেন কই? তাঁহার প্রেমের খেলা সম্পূর্ণ করিতে মানুষের প্রাণের ষোল আনা প্রেম, অনাস্বাদিত সুধার মত ভক্তি টুকু সকল ঢালিযা না দিলে চলে কই! তাই প্রেমের ঠাকুর প্রেম শিখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধিয়া সাধিয়া গোলকের গুপ্ত নিধি পৃথিবীতে দিতে আসিয়াছেন! প্রেম কল্পতরু আপনি 'মালী' হইয়া প্রেম ফলের মধুর স্বাদ জানাইবার জন্য ডাকিতেছেন, "এস এস অনাথা অভাগা, এস চির তৃষাতুর, এস সংসার মরুভূমির মরিচিকায় ভ্রান্ত পথিক, সুধা পান করিয়া ধন্য হইবে এস!" এমন প্রেমময় আহ্বান এমন প্রাণ ভরা ডাক আর কেহ ডাকিতে পারে না। নদী কুপথে গিয়া মরুতে পড়িয়া শুষ্ক হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে সাগরের চলে কই! পূর্ণ প্রেমোচ্ছ্বাস হয় কই! তাই সাগর অনবরত তাহার পানে যাইবার জন্য নদীকে টানিতেছে।

আজ জগাইমাধাইর ভাগ্য পরিবর্ত্তন। আজ জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই গৌরাঙ্গের গৃহ প্রাঙ্গনে সমবেত ভক্তগণ কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছেন, সেখানে সকলেই আছেন, নাই কেবল নিত্যানন্দ, তিনি নগর ঘুরিযা আসিতেছেন। অদূরে বাঁধা ঘাটের উপর বসিয়া জগাই মাধাই সুরার অর্চ্চনা করিতেছে। আর কীর্ত্তনের তালে তালে পা ফেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া নাচিতেছে, মাঝে মাঝে বলিতেছে "নিমাই পণ্ডিত কিন্তু বেশ মঙ্গল চণ্ডীর গীত গায়, আমাদের যে যে'তে দেয় না সেই দোষ।" এমন সময়ে দেখিল কীর্ত্তনের

শব্দে ভাবে উন্মত্ত হইয়া নিত্যানন্দ ঘরে যাইতেছেন। জগাই ডাকিয়া বলিল "এপথে যায় কে রে?" তিনি বলিলেন, "আমি বিদেশী অবধূত" অমনি মাধাইএর মনে পড়িল, এই সন্ন্যাসীই একদিন তাহাদের পাপী বলিয়াছিল। মাধাই চোখের নিমিষে, সম্মুখে একটী ভাঙ্গা কলসী পড়িয়াছিল, তাহার এক খণ্ড হাতে লইয়া নিতাইর কপালে ছুঁড়িয়া মারিল। কপাল কাটিয়া রক্তের ধারা বহিল। ভাবে বিভোর বাহ্য জ্ঞান রহিত নিত্যানন্দ আনন্দে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাধাই হরিনাম শুনিয়া আরও চটিয়া গেল, "দাঁড়া, তোকে ভাল ক'রে হরেকৃষ্ণ বলাই" বলিয়া আবার তাঁহাকে মারিতে গেল। জগাইএর প্রাণ যেন কেমন হইয়া উঠিল, সে হাত ধরিয়া ফেলিয়া মাধাইকে ভৎ'সনা করিয়া বলিল, "ছি মাধাই! তোর কাণ্ড জ্ঞান নাই, বিদেশী সন্ন্যাসীকে মিছামিছি মারিস্ কেন?"

নিত্যানন্দ মাধাইএর মুখে ভ্রমোচ্চারিত "হরেকৃষ্ণ" নাম শুনিয়া বাহ্য হারা হইয়াছিলেন, "আমাকে মারিয়াছিস্ বেশ করিয়াছিস্ তোরা আর একবার হরি বল" বলিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। মাধাই অপ্রতিভ হইল, তাহার হৃদয়বীণা বড় বেসুরা বাজিয়া উঠিল। নেশা ছুটিয়া গেল, ভাবিতে লাগিল, 'একি মানুষ। আমার মার খাইয়া কোথায় রাগ করিবে, তা দূরে থাক্ রাগের মাথায় হরি নাম বলিয়াছি, তাই শুনিয়া আনন্দে পাগল! এমনত আর দেখি নাই! একি মানুষে সম্ভবে, সবাই আমাদের ঘৃণা করে, গালাগালি করে কই এমন করিয়া হরি বলিতে ত কেউ বলে নাই।"

জগাই তাঁহার দু'টী পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "ঠাকুর, আমরা অজ্ঞান আমাদের অপরাধ ক্ষমাকর।

এদিকে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরহরি শুনিতে পাইলেন, ঘাটে বসিয়া জগাই মাধাই তাঁহার নিত্যানন্দকে আঘাত দিয়া আহত করিয়াছে। অমনি সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া ভক্ত বৎসল সেখানে উপস্থিত হইলেন। রক্ত দেখিয়াই প্রভু ক্রোধে হত জ্ঞান হইলেন। ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'চক্র চক্র' বলিয়া ভীষণ হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। ভক্ত মুরারি গুপ্তের হনুমানাবেশ হইত, তিনিও আবেশভরে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, চক্রদিয়া কি করিবেন, আজ্ঞাদিন্ আমি এখনই এ নরাধমদের প্রাণনাশ করি।"

অমনি যেন নিত্যানন্দ বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, তিনি মুরারির হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, তাঁহার প্রাণ প্রভুর পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, এবার তুমি অসির ঠাকুর নও, চক্রের অধিকারী নও, এবার হরি বলিয়া দণ্ড দিতে হ'বে। ইহারা মহাপাপী মানি, কিন্তু আমি সেদিন তোমার কাছে ইহাদের যে অভিনব দণ্ডের কথা বলিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ঠ নয়? তুমি বলিয়াছিলে ঠাকুর, আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না, তবে একথা বল কেন? মাধাই মারিতেছিল, কিন্তু জগাই তা'র হাত ধরিয়াছে আমি আঘাত পাই নাই দৈবাৎ রক্ত পড়িয়াছে।"

যেই শুনিলেন, জগাই তাঁহার নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছে, অমনি প্রভুর ক্রোধের শান্তি হইল। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, ভীষণ হুঙ্কার শুনিয়া জগাই মাধাই ভয়ে দিশাহারা হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভু তখন আনন্দে ভাগ্যবান জগাইকে কোলে লইয়া বলিলেন, জগন্নাথ, তুই আমার শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বাঁচাইয়াছিস্ তোকে আমি আর কি দিব তুই আজ হইতে আমার ভক্তির অধিকারী হইলি, তোকে অহৈতুকী প্রেমের বর দিতেছি।"

তাঁহার স্পর্শ পাইয়া তাঁহার অভ্রান্ত সত্য আশীর্ব্বাদ বাক্য শুনিয়া জগাই মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল, আর সমস্ত বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন পুনর্ব্বার প্রভু ডাকিতেছেন—দয়ার সাগর দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব করকমলস্পর্শে জগন্নাথকে সচেতন করিয়া ডাকিয়া পুনরায় বলিতেছেন "উঠ জগন্নাথ, উঠিয়া দেখ, জীবনে এক দিনওত ভাল করিয়া "আমাকে" দেখাই নাই, তোমারাও দেখিবার সময় পাও নাই, আজ প্রাণ ভরিয়া আমাকে দেখ! তোমারা আনন্দের সন্ধানে ফিরিতে, আজ আনন্দের আবাস কোথায় দেখিয়া লও।" সুকৃতি জগন্নাথ চক্ষু মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন, সে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য! দিব্য সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট কনক কুণ্ডল কীরিটবান্ চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারী হিরন্ময় বপু নারায়ণ। তখন জগন্নাথ কমলা সেবিত ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ শোভিত পদ কমল বুকে ধরিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার প্রাণ যেন শত জন্মের সঞ্চিত পাপের দাহ জুড়াইবার জন্য, চিরদিনের পোষিত অতৃপ্ত পিপাসা মিটাইবার নিমিত্ত জাগিয়া উঠিল। গোমুখী নিসৃত গঙ্গাধারার মত বাঁধ ভাঙ্গিয়া চোখের জল তাহার বুক

ছাপিয়া আসিয়া রাঙ্গা পা দুখানিতে পড়িয়া তাহা ধৌত করিয়া দিতে লাগিল।
"প্রভু! তোমার এত দয়া, তাও আবার আর কাহাকেও নয় ধ্রুবকে নয়, প্রহ্লাদকে নয়, নারদকে নয়, হতভাগা দস্যু জগাই আমি, আমাকে এত দয়া।"

ক্রমশঃ।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী।

সোণার গৌরাঙ্গ।

—:০:—

(১)

সোণার গৌরাঙ্গ মোর পরাণ রতন।
ত্রিজগত আলো করা সোণার বরণ॥
উজ্জল করিয়া দিশি,
অভিনব রূপ রাশি,
নদীয়ার পথে চলে প্রিয় দরশন।
সোণার গৌরাঙ্গ মোর পরাণ রতন।

(২)

সোণার গৌরাঙ্গ মোর জীবনের সার।
জগন্মাতা শচীমাতা কণ্ঠ মণি হার॥
তরুণ অরুণ জিনি,
অপরূপ রূপ খানি,
নাচে শচী আঙ্গিনায় বাল ব্রহ্মাকার।
সোণার গৌরাঙ্গ মোর জীবনের সার॥

(৩)

সোণার গৌরাঙ্গ মোর রূপের সাগর।
সরব রসের সিন্ধু গুণের সাগর॥

হেম কিরণিয়া রূপ,
চলেছে নদীয়া ভূপ,
নৃত্যাবেশে গঙ্গাতটে গলায় চাদর।
সোণার গৌরাঙ্গ মোর নদীয়া নাগর॥

(৪)

সোণার গৌরাঙ্গ মোর হৃদয়ের মণি।
বদনের সুধা হাসি অমিয়ার খনি॥
কনক কেতকী আঁখি,
পরাণ ভরিয়া দেখি,
সুবলিত তনু যেন গড়া দিয়ে ননী।
সোণার গৌরাঙ্গ মোর হৃদয়ের মণি॥

(৫)

সোণার গৌরাঙ্গ মোর অবতার সার।
পতিত পাবন নাম করুণাবতার॥
সরব গুণের নিধি,
কি দিয়ে গড়িলা বিধি,
ভাবে তাই নিশি দিশি হরি দুরাচার।
সোণার গৌরাঙ্গ মোর অবতার সার॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ।

(শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য লিখিত)

—:০:—

নিদ্রিত জগতের নৈশ নিস্তব্ধতা যখন এই বিপুল বিশ্ব অধিকার করিয়া, দুই একটি জাগ্রত প্রাণে বিস্ময় বিমিশ্র বিরাগময়ী চিন্তা-তরঙ্গের সৃষ্টি

করিতেছিল, অসার সংসারের পরিণাম চিত্র আঁকিয়া দেখাইবার জন্য, প্রাণের পরতে পরতে প্রবেশ করিয়া লুপ্ত বৈরাগ্যকে টানিয়া জাগাইতেছিল, তখন আমিও জাগিয়াছি। জাগিয়া দেখি,—সারাটা সংসার নীরব! নিস্পন্দ!! জীব-জগত সর্ব্ব সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রা দেবীর শান্তি মাখা অমৃত কোলে শায়িত। অবিশ্রান্ত গতি বিশিষ্ট কাল স্রোত নীরবে এই নিখিল বিশ্বটাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরতায় পরিশ্রান্ত নর-নারী শান্তির শীতল ছায়ায় গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে। যেন এক উদ্বেগ শূন্য সুখময় রাজ্যের বাতাস লাগিয়া মায়িক জগতের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। জাগ্রত জগতের কল-কোলাহল আর কিছুই নাই।

কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলি সমস্বরে বিশ্বপতি ভগবানের সুমধুর করুণা সঙ্গীতের একটানা তান তুলিয়া নিশিথিনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। আর শীত প্রপীড়িত ফেরুপাল উচ্চ চীৎকারে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের নিকট আপন দুঃখ-দৈন্যের কথা জনাইতেছিল।

মাঘ মাস, বড় শীত। তথাচ কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাহিরে আসিলাম। আসিয়া দেখি,—নিশাপতি আপন রজত-ধবল সুস্নিগ্ধ কিরণ জাল সম্বরণ পূর্ব্বক, এই নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, ঘুমন্ত সংসারটাকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের মুখে তুলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাত্রি বেশী নাই। বাহির হইতে বিছানায় আসিয়া, চন্দ্রের পলায়ন চেষ্টা দর্শনে, আমাদের নদীয়া চন্দ্রের সংসার ত্যাগের কথা মনে পড়িল। মাঘ মাস, শুক্লপক্ষ, শেষ রাত্রি শীতের প্রবল প্রকোপ,—এই সকলের উদ্দীপনায়, লীলা-স্মৃতি আমার ঔদাস্যময় হৃদয়টাকে ঠেলিয়া নদীয়ার নিভৃত নিলয়ে লইয়া চলিল। লোভ-লালসাও তখন আমার সঙ্গে।

আমি এই সুযোগে কল্পনার আঁচল ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি,—অস্তগমনোন্মুখ নবদ্বীপ চন্দ্র স্বর্গকুমুদিনী নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার এক পার্শ্বে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। ভাবনা আর কি? এই সকল বেশ ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হইতে হইবে,—ইহাই তখন প্রভুর ভাবনার বিষয়,—শ্রীবদন কমলের ভাব দর্শনে তাহাই অনুমিত হইল।

"শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর, জাগিলা রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ, করিব সন্ন্যাস, ঘুচাব এ সব বেশে॥" (শ্রীপদ কল্পতরু।)

চিন্ময়ানন্দের কেন্দ্রভূমি চিন্তামণি ধাম নবদ্বীপকে দারুণ বিরহ আঁধারে ডুবাইয়া গৌরশশী সন্ন্যাসাশ্রমরূপ অস্তাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন কেন? প্রভু আমার প্রমোদানন্দময় যৌবনোদ্যানের ফুটন্ত ফুল, তাঁহার এই অকাল সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য কি? অতি বৃদ্ধা জননীকে, যুবতী ভার্য্যাকে চিরতরে অসহনীয় দুঃখ সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া প্রভু কি সুখ পাইবেন? নদীয়ার কীর্ত্তনানন্দ, নিরানন্দময় নীরবতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়া, শ্রীবাস, শ্রীধর, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি গৌর গত প্রাণ বৈষ্ণবগণের সরল প্রাণে বিরহ বিষ ঢালিয়া দিয়া সন্ন্যাসী হইবার তাৎপর্য্য কি?

না,—প্রভু পুর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন,—"আমি জগদুদ্ধারের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,—সম্প্রতি দুর্দ্দৈব বশতঃ পণ্ডিত-পড়ুয়া সমাজ পরিণামের সম্বল হরিনামে বিমুখ হইয়া, আমাকে বিদ্বেষ করিতেছে। তবে তো আর ইহারা উদ্ধার পাইল না। প্রণয় ভিন্ন আমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখিয়া জীব কখনও নিস্তার পাইতে পারে না। অতএব আমি এইরূপ পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। সন্ন্যাসী সকলের গুরু। পাষণ্ডগণ সন্ন্যাসী জ্ঞানে অবশ্য আমাকে প্রণাম করিবে। এরূপ না হইলে আমার সর্ব্ব জীবোদ্ধারের সঙ্কল্প রক্ষা হয় না।"

"সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে মোরে করিবে নমস্কার।" (চরিতামৃত।)

এই রূপ সার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া প্রভুর আর মা'র দিকে, স্ত্রীর দিকে, কি নর জন্মের পার্থিব ভোগবিলাসের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর রহিল না।

সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। যদিচ প্রভু অতীন্দ্রিয় বিশ্ব সার ভগবান্, তথাচ মানবী লীলার মাধুর্য্য রক্ষার নিমিত্ত এতদিন মানুষের মত সন্ন্যাসের সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। আজ সেই সুযোগের সন্ধান পাইয়া, নিশি শেষে এইরূপ গৃহত্যাগের ভাবনা করিতেছেন।

প্রভু ভাবিতেছেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া কেশের বন্ধন, বস্ত্রের বন্ধন খোলার সঙ্গে সঙ্গে মায়িক জগতের স্নেহের বন্ধন, মায়া-মমতার বন্ধন, পবিত্র প্রণয়ের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, এবং ভক্তির বন্ধনগুলিও ধীরে ধীরে খুলিতেছেন।

প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর; ঈশ্বর হইলেও লীলার জন্য মানুষ রূপে আসিয়া মানুষ হইয়া গিয়াছেন। তাই আজ মানুষের মত শোক ভারাক্রান্ত তপ্ত হৃদয়ের দারুণ দুঃখ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া, নয়ন পথে বিছানার উপর ঢালিতেছেন।

উত্তপ্ত অশ্রু বিন্দু যাহাতে কুসুম কোমলা নিদ্রিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গে পতিত না হয়,—প্রভু আমার সে বিষয় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। পাছে দেবী জানিয়া উদ্দেশ্য সাধনে বাধা জন্মাইয়া দেন, আশঙ্কা এই।

নদীয়া নিবাসী অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কথা, প্রাণ প্রতিমা স্বর্ণ লতিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা, বৃদ্ধা জননীর কথা কত কি যে ভাবিতেছেন, তাহার অবধি নাই। ভাবনিধি গৌরাঙ্গের হৃদয় মধ্যে আজ এক প্রলয়ঙ্করী ভাবের তুফান ছুটিয়া গিয়াছে।

পর দুঃখ-কাতর প্রভুর অন্তঃকরণে বহু ভাবনার আন্দোলন উপস্থিত হইলেও আমি এই সকল বেশ ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইব, এই ভাবনাটীই সকল ভাবনার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল।

"মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস ঘুচাব এসব বেশে॥"

সকল গুলি ভাবনা বুকের ভিতর লইয়া, নদীয়ার চাঁদ গৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিলেন, নামিয়া আবার স্বর্ণ প্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার চারু চন্দ্রানন খানি জন্মের মত নিবিষ্ট নয়নে দেখিয়া লইলেন। সন্ন্যাসী হইলে তো আর স্ত্রী সম্ভাষণ, স্ত্রীমুখ দর্শন করা যাইবে না।

প্রভু অতি কষ্টে বাহিরে আসিলেন, আসিয়া স্বর্গ হইতেও গরিয়সী জন্ম ভূমিকে জন্মের মত একটী বার প্রণাম করিয়া লইলেন। মাতৃ মন্দিরের দ্বারে গিয়াও নিদ্রাভিভূতা মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বিদায় মাগিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি শ্রীশচী মাতার উক্তি।

—ঃ০ঃ—

বউমা, আমার, পরাণ পুতুলী,
দুঃখের সাগরে "বয়া।"
কি লাগিয়া হেন, হলি পাগলিনী,
ছাড়িলি সংসার মায়া॥
মায়ার শৃঙ্খলে, শৃঙ্খলিত ধরা,
কিরূপে কাটিলে পাশ।
কোণের ঘরণী "ভিখারিণী পারা,
গেলরে সকল আশ॥
কোরক কুসুমে, কীটের দংশন,
হায়রে, দুঃখের কথা।
সন্ন্যাসের কি গো, সময় এখন
বউমা, খাস্ না মাথা॥
নিমাই গিয়াছে, আঁধারিয়া ঘর,
হস্‌না পাষাণী তুই।
বউমা, বউমা, কথা মোর ধর,
তোর লাগি ঘরে রই॥
যে দিন গিয়াছে, প্রাণের নিমাই,
উধাও সে দিন প্রাণ।
তুই লো যদ্যপি, ছাড়িস্ আমায়,
আমার না রবে আন॥
চেলি পট্ট্য সারী, ক্ষৌমার সাজনী,
ছাড়লো গৈরিক বাস।
ধর অঙ্গ শোভা, চাঁদের নিছনি,
সুকঙ্কন চন্দ্র হাস॥

আঁধার ঘরেতে,　　মাণিক আমার
ক'রোনা আঁধার ঘর।

উঠলো বউমা,　　কেশের সংস্কার
কবরী বন্ধন কর॥

ঘরে বসে ভাব,　　পতি যুগ্ম পদ,
ইহাই. কর্ত্তব্য সার।

উন্মাদিনী হ'য়ে,　　কে পেয়েছে কবে,
শ্রেয় ধন আপনার॥

বউমা আমার,　　ঘরে এস ফিরি,
অহর্নিশি বল হরি।

অন্তিমেতে হরি,　　বাঞ্ছাপূর্ণ করি,
দিবেন চরণ তরি॥

হরি যার হৃদে,　　দুঃখ তার কিসে,
কি অলভ্য আছে তার।

হরি কৃপা হ'লে,　　মিলিবে সকল
পাবি ধন আপনার॥

লভিতে যে হরি,　　নিমাই ভিখারী,
আমরাও অংশী তার।

এসে ঘরে বসে,　　বউমা শাশুরী
মায়ে পূজা করি তাঁর॥

নাম যজ্ঞ সার　　কলিতে কেবল
নাম মাত্র সারাৎসার।

এই সত্য ল'য়ে,　　সন্ন্যাসী নিমাই,
ভ্রমিতেছে প্রতি দ্বার॥

বৈষ্ণবদাসানু দাস—শ্রীমধুসূদন সাহা, দাস।

ভক্তি-মহিমা।

(পণ্ডিত শ্রীল যোগীন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী লিখিত।)

—:০:—

প্রেমানন্দময়ী ভক্তির মহিমা, পতিত জীব বুদ্ধিতে জাগাইয়া উঠাইবার জন্যই, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। তাঁহারই আদেশ ও উপদেশে, বর্ত্তমান ধর্ম্মরাজ্যে, ভক্তির একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দযুগ, ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব, লুপ্ত শাস্ত্রের জলধিগর্ভ হইতে এ স্পর্শমণির উদ্ধার সাধন করিয়া, অতীত আর্য্যযুগের, ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরব বর্দ্ধণ করেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী মহাজনগণ লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা তৎপ্রবর্ত্তিত এই ভক্তির মহিমা প্রচার করিয়া আসিতেছেন।

আজ ব্রহ্মসূত্রে যে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের গভীর হুঙ্কারে, ভারতের নরনারী জাগিয়া উঠিয়াছে, এই ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাসও একদিন সরস্বতী তীরে মহর্ষি নারদের মুখে যখন উপদেশ পাইলেন যে, সর্ব্বোপাধি শূন্য নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি বিহীন হইলে কিছুই শোভা পায় না; তখন অকাম কর্ম্মই হউক বা দুঃখ জনক সকাম কর্ম্মই হউক ভগবানে অর্পিত না হইলে শোভা পাইবে কেন? অতএব এই জন্যই আপনার চিত্তের শান্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। যদি আবার ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা দ্বারা শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিতে পারেন তবেই লুপ্ত শান্তি ফিরাইয়া পাইবেন। তখনই ব্যাসদেব ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়া ভক্তিবাদ স্থাপন করেন। কেবল জ্ঞানে মুক্তি শান্তি সুলভ হইলে আর ভক্তি শাস্ত্রের আবশ্যকতা থাকিত না।

"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।" (চরিতামৃত।)

তাই ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন :—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধ লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্।)

হে ভগবন্! যাহারা তণ্ডুল লাভার্থ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া ধান্যবৎ প্রতীয়মান তুষ অঘাত করে, তাহাদের যেরূপ কিছু লাভ না হইয়া কেবল পরিশ্রমই সার হয়, সেইরূপ যাহারা সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক জ্ঞান লাভার্থ, ক্লেশ করে, তাহাদেরও ক্লেশমাত্রই লাভ হয়; পরন্তু ভক্তি ব্যতীত নিঃশ্রেয়ো লাভের সহজ পন্থা আর নাই। জ্ঞান পথের পথিকগণ, কঠোর ত্যাগে উৎকট বৈরাগ্যে জীবন্মুক্তদশা লাভ করিতে যাইয়াও ভগবদ্ভক্তির অভাবে সম্যক্ কৃত কার্য্যতা লাভে অসমর্থই হইয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি না হইলে প্রকৃত মুক্তি কোথায়? তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনে॥

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও দেবস্তুতি বাক্য যথা:—

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দ-দলায়ত-লোচন ভগবন্! তোমাতে ভক্তি না থাকিলে কিছু-তেই বুদ্ধি পরিশুদ্ধ—নির্ম্মল হইতে পারে না। এই ভক্তির অভাবে দম্ভাভিমানে অবিশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানীগণ অনেক সময় আমাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাই তাঁহারা কঠোর ত্যাগ বৈরাগ্য বহু পরিশ্রমে মোক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াও তোমার ভক্তি বিকশিত শ্রীচরণারবিন্দ অনাদর করায় প্রায়শই অধঃপতিত হইয়া থাকেন। ভক্তির এমন মহিমা না হইলে, এমন অবিতর্ক্য অচিন্ত্য বৈভব না থাকিলে এমন পূজা পাইলেন কেন? ভক্তির স্থান বড় উচ্চে! বড় ঊর্দ্ধে!! সে উচ্চতায় হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গও অধঃপতিত হইয়াছে, সে ঊর্দ্ধতায় স্বর্গও নামিয়া আসিয়াছে।

স্বয়ং ত্রিভুবন-পাবনী হরশিরোবিহারিণী জাহ্নবীও যে এই শ্রীহরিবল্লভা ভক্তির পদ সেবায় নিত্য সম্মিলিতা; ধর্ম্মরাজ্যে—প্রেমের রাজ্যে—প্রাণ বিনি-ময়ের রাজ্যে ভক্তিই একমাত্র সমাজ্ঞী জননী রাজরাজেশ্বরী। জ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তু, কোথায়? কতদূরে? কোন্ মোহন্ধ কলিহত জীব বিশ্বাস করিতে পারে, "আমি আশা করিব আমি সে জ্ঞান লাভ করিবই করিব?" তাহার কথা ছাড়িয়া দাও সে দৃঢ় বিশ্বাসীকে, সে জ্ঞানীজনকে দূর হইতেই নমস্কার। কিন্তু আমরা! অবন্ধ

অপদার্থ জীব, স্বীয় দুষ্কৃতিবশে বহু বহু জন্ম ব্যাপী যাতনার নিরয়ে ডুবিয়া ডুবিয়া অকস্মাৎ প্রেমময়ের কৃপায় সঞ্চিত ভাগ্যবশে যদিবা মুহূর্ত্তের জন্য সুদুর্লভ মানুষজন্ম লাভ করিয়াছি; এইবার আমাদিগকে কাঁদিতে হইবে। এইবার প্রভুর চরণে নিবেদন করিবার উপযুক্ত অবসর আসিয়াছে। এইবার প্রাণের বেদনা জুড়াইতে হইবে, প্রাণের জ্বালা নিভাইতে হইবে; এ সময় মোটেই নষ্ট করিবার নহে, নষ্ট করিলে অতঃপর নিজকেই নষ্ট করা হইবে। এ যে ঘোর কলিযুগ। এ কপট যুগে বিশ্বাসের কি আছে? যে দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম জ্ঞানাদি পরিজন সহ স্বধাম আরোহণ করিলেন সেই বিশ্বাসের শেষ দিন। আর তার পরেই এই মহাদুর্দ্দিন, কপট যুগের বিভীষিকা! আর বিশ্বাসে জ্ঞানে ভগবান মিলে না। ইহাকেই বলে যুগ-প্রভাব।

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবান্ স্বপদং গতঃ।
তৎ দিনাৎ কলিরায়াতঃ সর্ব্ব-সাধন বাধকঃ॥

বোধ বৈরাগ্য বলে ভগবানকে এ যুগে আর বশ করা যায় না। কেন যায় না, জ্ঞান বৈরাগ্যও ভগবানেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কারণ এ কপট যুগে তাঁহাদের বার্দ্ধক্য জরাজর্জ্জরিত কলেবর। কে তাঁহাদের সেবা করে; জ্ঞান বৈরাগ্য বাজারে বিকায় না। আজ কাল ২।৪ জন যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারা কি প্রকৃতই বৈরাগ্যের কন্থা স্কন্ধে ধরিয়া জ্ঞানের অর্ঘ্য লইয়া পরব্রহ্মের সেবার জন্য প্রস্তুত আছেন! থাকিতে পারেন, কিন্তু সে কয়জন? এ যুগের ভীষণ বিভীষিকা। জ্ঞান বৈরাগ্য, ধ্যান সমাধি, এখন বহুদূরে; এ সর্ব্ব সাধন বাধকযুগ, কপট কলিযুগ; ঘোর তমসার যুগ! ধর্ম্মও জ্ঞান, এই না মানবের প্রকৃত চক্ষু, যে দিন ভগবান্ স্বধামারোহণ করিলেন, ধর্ম্ম ও জ্ঞান নেত্র হারা হতভাগ্য জীবের সেই দিন হইতে গর্ব্ব করিবার—স্পর্দ্ধা করিবার সব ফুরাইয়াছে। আমাদের আবার জ্ঞানমার্গ!!

এইবার আমাদের কাঁদিবার দিন আসিয়াছে, এইবার যদি সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভুর চরণ প্রান্তে ছল ছল নেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য কাঁদিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবেই আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। বেশী আর কোন কথাই বলিতে হইবে না, বুঝাইবারও চেষ্টা পাইতে হইবে না; কেবল ছল ছল দৃষ্টি, আর "তুমি প্রভু

আমি দীন দাস" এই স্বগৎ বাক্য। ধর্ম্ম-জ্ঞান-নেত্র-হীন অন্ধ দীন জীবের একমাত্র গতি হরিভক্তি। এখন একমাত্র গতি নিষ্কপটে কাঁদা।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্ম জ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত।)

যে দিন কৃষ্ণচন্দ্র বোধ বৈরাগ্যাদি নক্ষত্র পুঞ্জ পরিবৃত হইয়া স্বধাম আরোহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ধর্ম্ম-জ্ঞান-নয়ন বিহীন অন্ধ অবিবেকী জীবগণের সকলই অন্ধকার, আজিকার দুর্দ্দিনে ওই যে পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বলিয়া ছিলুাম, এই দুর্দ্দিনে ঘোর কপট যুগেও একটা আনন্দ যুগ নামিয়া আসিয়াছে। যেখানে ভক্তির অভয় আশ্রয় বাহু বিরাজিত। ওই পুরাণার্ক ভক্তি শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ শিরোমণি বিরাজ-মান; মহর্ষি বেদব্যাস, ব্রহ্মসূত্রে ভারত মহাঅষ্টাদশ পুরাণসংহিতায় পৃথক পৃথকরূপে যে তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতেছিলেন, আজ এই শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার পূর্ণ সিদ্ধান্ত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আজ এই ভক্তি শাস্ত্রের আশ্রয় পাইয়াছি। ওই নবসূর্য্যোদয়ে আবার মহামোহাচ্ছন্ন জীবের নবনেত্র উন্মিলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তির অমিয় সৌরভে ওই দিক প্রাপ্ত আমোদিত হইয়া উঠিতেছে। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসাধারণ দান। যাহা কেহ কখনই আশা করিতে পারে নাই, যে বস্তুর আশা করাই বাতুলতা আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কলির হতভাগ্য জীব তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হইল। এ প্রেমভক্তি ভাব সাগরের পরম নিধি চিন্তামণি ধন। ইহা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে।

করুণাময়ী শ্রীহরিবল্লভা ভক্তিই অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন কলিযুগের জীবের এক মাত্র মুক্তি সাধিকা, কালজীবের একমাত্র ব্রহ্মানন্দরস বিধায়িনী। এই ভক্তি চাই, ভগবৎসেবা চাই। কিসে লাভ হয়? এই ভক্তি-ভূমা কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়? তাই বলিয়াছিলাম এইবার আমাদিগকে কাঁদিতে হইবে। প্রাণের তানে মুখের ভাষা মিলাইয়া আর একবার আত্ম নিবেদন জানাইতে হইবে; একবার সাশ্রু নয়নে গদ্ গদ্ কণ্ঠে কেবল বলিতে হইবে আপন দুর্গতি প্রার্থনা জানাইতে হইবে প্রভো!—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাঃ
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা নত্রপানোপশান্তিঃ।

উৎসৃজৈ্যতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধ বুদ্ধিঃ
তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম দাস্যে ॥

আমি চিরদিন কামক্রোধাদি রিপুগণেরই পাপ আজ্ঞা পালন করিলাম; কিন্তু তথাপি তাহাদের আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও দয়া হইল না; বা তাহারা পাপ আদেশ জন্য লজ্জিত ও হইল না বা উপশান্ত হইল না। হে যদুপতি! আজ তোমার কৃপায় তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্প্রতি আত্মবোধ হইয়াছে, প্রভো! তাই এইবার একমাত্র তোমার অভয় চরণ তলে একান্ত শরণাপন্ন হইলাম; পরম করুণাময়! এইবার তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার সেবার অধিকার দাও। আমি ভক্তির অর্ঘ্য পাত্র সাজাইয়া তোমার অভিনন্দন করিয়া ধন্য হই, চরিতার্থ হই। তবেই হইল! এই হৃদয়ের আবেগ ভরা ভাবরাশি—ইহারই নাম ভক্তি।

এ জগতের ভক্তির মতন বস্তু আর কি আছে? দেবতার কল্পবৃক্ষ অভিলষিত বস্তুই প্রসব করে, স্বর্গের কামধেনু বাঞ্ছিত ফলই প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু এই ঘোর কলিযুগে পাপীতাপী জীবগণকেও ভক্তিদেবী অবিচিন্ত্য সুদুর্ল্ভ প্রেমধন পর্য্যন্ত দান করিতেছেন। কিন্তু চাই শ্রদ্ধা। ভক্তিলাভে প্রথম অধিকারী হইলেন শ্রদ্ধাবান্।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী। (চরিতামৃত।)

এই শ্রদ্ধা তারতম্যে অধিকারীরও তারতম্য আছে। ভক্তিলাভের পরম সহায় সাধু সঙ্গ। "কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।" এই ভক্তি সাধনের বহু বহু পন্থা। আবার ভক্তের সাধনা বশে এই ভক্তিদেবীও বহুরূপা হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভক্তির মহিমা কে বুঝিতে পারেন, কে বুঝাইতে পারেন! ভক্তিলাভ বহুপুণ্যের পরিণাম ফল, ভক্তি সহজ সাধনায় মুখের কথায় লাভ হয় না! "ভক্তি" দুর্ল্ভ সামগ্রী। যাহাদের পুণ্য সঞ্চয় নাই, কুটিল প্রকৃতি, মহা অপরাধী যাহারা, স্মরণ কীর্ত্তনরূপা হরিভক্তি তাহাদের চিরঅলভ্যা; বহু জন্মের তপোজ্ঞান সমাধি দ্বারা যাহাদের পাপ ক্ষীণ হয় নাই তাহাদের ভক্তিলাভ অসম্ভব কথা।

সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথি পূজনং
সুলভা সর্ব্ব যজ্ঞাশ্চ বিষ্ণু ভক্তিঃ সুদুর্ল্ভা।

গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে
ব্রহ্মবিদ্যা প্রবোধশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্॥

এ জগতে অশেষ পাতকহন্ত্রী জাহ্নবীর সুশীতল বক্ষে অবগাহন বাঞ্ছা ও সফল হইতে পারে; সাধু অতিথি সজ্জনের সৎকার বাঞ্ছা ও সফল হইতে পারে, কিন্তু হরিভক্তি সহজে লাভ হয় না। গঙ্গাবক্ষে মরণ, ভগবানে দৃঢ়া ভক্তি, আর ব্রহ্ম বিদ্যাবধূর মুখ দর্শন অল্প তপস্যায় লাভ হয় না। এ ভক্তি যোগ গুহ্যাদি গুহ্য বস্তু; কর্ম্ম যোগ জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা ইহার তুলনা করা যায় না, ইহা তাহা হইতেও দুর্লভ বস্তু।

তাই শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বহু বহু কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান যোগ, রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য যোগাদির উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিতেছেনঃ—

সর্ব্বগুহ্য তমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়ামতি ততো বক্ষ্যামিতে হিতং॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

*　　　　*　　　　*　　　　*

ইদং তে না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচন
ন চাসুশ্রুষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।

সে সখে! এইবার তোমাকে আমার হৃদয়ের গুহ্যাদি গুহ্য কথা জানাইতেছি; আমার এই প্রকৃত হৃদয়ের কথা জানিয়া তুমি আনন্দের সহিত গ্রহণ কর। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বড় প্রিয়জন, তাই তোমাকে আর সে গুহ্য বিষয় না জানাইয়া পারিতেছিনা; তুমি মন্মনা হও, আমার ভক্ত হও, আমারই পূজা কর আমাকেই নমস্কার কর; তাহা হইলেই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে। ইহার উপর আর আমার বক্তব্য নাই; তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, তুমি আমার এই প্রাণের কথা এই ভক্তিযোগের অপূর্ব্ব মহিমার কথা, যাহারা তপস্যা করে নাই, যাহারা আমার অভক্ত, যাহারা এ কথা শুনিতে চায় না এবং যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিও না, একথা তাহাদের নিকট কখনই বাচ্য নহে।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১।—দেবী পূজায় জীববলি।—শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র নারায়ণ কবিরত্ন সঙ্কলিত এবং কাওয়াখোলা গৌর গদাধর সমিতি হইতে শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ।৹ আনা। আলোচ্য গ্রন্থখানি বর্ত্তমান সময়োপযোগী বটে, গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম সহকারে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন, গভীর গবেষণা ও লিপি চাতুর্য্যে গ্রন্থখানি বেশ হইয়াছে, অধঃপতিত সমাজের মধ্যে এ গ্রন্থ প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেবী পূজায় যে জীববলি নিষিদ্ধ সেই সম্বন্ধে অনেক কথাই ইহাতে আছে। সাধারণের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২।—জাতিভেদ। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভটাচার্য্য প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র সান্ন্যাল বি এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা কাপড়ে বান্ধান ১।৹ সিকা। গ্রন্থকার যেরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া ও যেরূপ গবেষণা করিয়া গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিয়াছেন তাহাতে তিনি যথার্থই ধন্য বাদার্হ। বহু পরিশ্রমে নানা গ্রন্থ হইতে প্রমাণ প্রয়োগাদি সংগ্রহ করায় গ্রন্থখানির অঙ্গ সৌষ্ঠব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহারা এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তাঁহারা একবার গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেক জানিতে পারিবেন।

৩।—সাহিত্যকুঞ্জ। শ্রীযুক্ত জীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সোম বি, এ, বি, এল, প্রকাশিত। গ্রন্থকার নিজে অনেক দিন হইতেই অনেক ইংরাজি বাংলা সংবাদপত্রেও মাসিকে প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছেন ইনি একজন পুরাতন সাহিত্যিক কিন্তু নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে পারেন না বলিয়া এতদিন অপ্রকাশিত ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সর্ব্ব সমেত ২২টী প্রবন্ধ ও ৪খানি ইংরাজি চিঠি আছে, সকল প্রবন্ধ গুলিই বিশেষ গবেষণা পূর্ণও শিক্ষাপ্রদ। গোঁজামিল দিয়া গ্রন্থকার প্রবন্ধের পরিপুষ্ট করেন নাই রীতিমত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও ইংরাজি দর্শনাদি আলোচনা করিয়া তবে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া বেশ অনুমান হয়। সাধারণকেই ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ভক্তি কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

৪।—শ্রীযুক্তহরিদাস গোস্বামী প্রণীত শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণু প্রিয়া, শ্রীগৌর গীতিকা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া বিলাপগীতি ও বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ এই গ্রন্থ গুলি আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

—:০:—

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গীতাভূষণভাষ্যম্।

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্ব্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে।
শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং মতির্মে ॥
অজ্ঞান নীরধিরুপৈতি যয়া বিশোষং ভক্তিঃ পরাপি ভজতে পরিপোষমুচ্চৈঃ।
তত্ত্বং পরং স্ফুরতি দুর্গমমপ্যজস্রং সাদ্‌গুণ্যভুং স্বরচিতাং প্রণমামি গীতাং ॥

অথ সুখ চিদ্‌ঘনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পায়ত্ত বিচিত্রজগদুদয়াদির্বিরিঞ্চ্যাদিসংচিন্ত্যচরণঃ স্বজন্মাদিলীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবির্ভূ-তান্ পার্ষদান্ প্রহর্ষয়ংস্তয়ৈব জীবান্ বহূনবিদ্যাশর্দ্দূলীবদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্ধানোত্তরভাবিনোঽন্যানুদ্দিধীর্ষু রাহবমূর্দ্ধি স্বাত্মভূতমপ্যর্জ্জুন মবিতর্ক্যস্বশক্ত্যা সম্মোহমিব কুর্ব্বন্ তন্মোহবিমার্জ্জনাপদেশেন সপরিকরস্বাত্মযাথাত্ম্যৈক-নিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদমুপাদিশৎ। তস্যাং খল্বীশ্বরজীবপ্রকৃতি কাল-কর্ম্মাণি পঞ্চার্থা বর্ণ্যন্তে। তেষু বিভুসংবিদীশ্বরঃ অণুসম্বিজ্জীবঃ, সত্ত্বাদিগুণত্রয়া-শ্রয়ো দ্রব্যং প্রকৃতিঃ, ত্রৈগুণ্য শূন্যং জড় দ্রব্যং কালঃ, পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্য-মদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্মেতি তেষাং লক্ষণানি। এষ্বীশ্বরাদীনি চত্বারি নিত্যানি। জীবাদীনিত্বীশবশ্যানি। কর্ম্মতু প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ।

তত্র সম্বিৎস্বরূপোঽপীশ্বরো জীবশ্চ সম্বেত্তাস্মদর্থশ্চ। "বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং" "সুখমহমস্বাপ্সং নকিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ। নচোভয়ত্র মহত্তত্ত্বজাতোঽয়মহঙ্কারঃ তদা তস্যানুৎপত্তের্বিলীনত্বাচ্চ। স চ স চ কর্ত্তা ভোক্তা চ সিদ্ধঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ কর্ত্তা বোদ্ধেতি-পদেভ্যঃ। অনুভবিতৃত্বং খলু ভোক্তৃত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতং। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি শ্রুতেস্তু ভগবতোস্তৎ প্রত্যুক্তং। যদ্যপি সম্বিৎ-স্বরূপাৎ সম্বেত্তৃত্বাদি নাস্তি প্রকাশস্বরূপাদ্রবেরিব প্রকাশকত্বাদি তথাপি বিশেষাসামর্থ্যাত্তদস্তু ব্যবহারঃ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদি ব্যবহারস্য হেতুঃ সত্তা সতী ভেদোভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ। তৎ প্রতীতান্যথানুপপত্ত্যা "এবং ধর্ম্মান পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি" ইতি শ্রুত্যা চ সিদ্ধঃ। ইহ হি ব্রহ্মধর্ম্মানভিন্নারভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। ন খলু ভেদপ্রতিনিধে-স্তস্যাপ্যভাবে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবধর্ম্মবহুত্বে শক্যে বক্তুমিত্যন্যত্র বিস্তারঃ। ত ইমেঽর্থাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্ যথাস্থানমনুসন্ধেয়াঃ। ইহ হি জীবাত্ম-পরমাত্মতদ্ধামতৎপ্রাপ্ত্যুপায়ানাং স্বরূপাণি যথাবন্নিরূপ্যন্তে। তত্র জীবাত্ম-যাথাত্ম্যং পরমাত্মযাথাত্ম্যোপযোগিতয়া পরমাত্মা যাথাত্ম্যন্তু তদুপাসনোপযোগি-তয়া প্রকৃত্যাদিকং তু পরমাত্মনঃ স্রষ্টৃরূপকরণতয়োপদিশ্যতে। তদুপায়শ্চ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিভেদাৎ ত্রেধা। তত্রশ্রুতত্তৎফলনৈরপেক্ষেণ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতস্য স্ববিহিতস্য কর্ম্মণঃ হৃদ্বিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভক্ত্যো-রুপকারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ত্বং। তচ্চ শ্রুতিবিহিত কর্ম্ম হিংসা শূন্যমত্র মুখ্যং মোক্ষধর্ম্মে পিতাপুত্রাদিসংবাদাৎ। হিংসাবত্তু গৌণং বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ। তয়োস্তু সাক্ষাদেব তথাত্বং। ননু তথানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা হৃদ্বি-শুদ্ধ্যা জ্ঞানোদয়েন মুক্তৌ সত্যাং ভক্ত্যা কো বিশেষঃ। উচ্যতে। জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্বিশেষাদ্ভক্তিরিতি। নির্নিমেষবীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরং। চিদ্বি-গ্রহত্বানুসন্ধিজ্ঞানং তেন তৎসালোক্যাদিঃ। বিচিত্রলীলারসাশ্রয়ত্বানুসন্ধিস্তু ভক্তিস্তয়া ক্রোড়ীকৃতসালোক্যাদিতদ্বরিবস্যানন্দলাভঃ পুমর্থঃ। ভক্তের্জ্ঞানত্বং

তু সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ সিদ্ধং। তদিদং শ্রবণাদি-ভাবাদিশব্দব্যপদিষ্টং দৃষ্টং। জ্ঞানস্য শ্রবণাদ্যাকারত্বং চিৎসুখস্য বিষ্ণোঃ কুন্তলাদি প্রতীকত্ত্ববৎ প্রত্যেতব্যমিতি বক্ষ্যামঃ। ষট্ত্রিকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেন ষট্কেনেশ্বরাংশস্য জীবস্যাংশীশ্বরভক্ত্যুপযোগিস্বরূপদর্শনং। তচ্চান্তর্গত-জ্ঞাননিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং নিরূপ্যতে। মধ্যেন পরমপ্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণী ভক্তিস্তন্মহিমধীপূর্ব্বিকাভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতানামেবেশ্বরা-দীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে। ত্রয়াণাং ষট্কানাং কর্ম্মভক্তিজ্ঞানপূর্ব্ব-তাব্যপদেশস্তু তত্তৎপ্রাধান্যেনৈব। চরমে ভক্তেঃ প্রতিপত্তেশ্চোক্তিস্তু রত্ন—সম্পুটোদ্ধ্বলিখিততৎসূচকলিপিন্যায়েন। অস্য শাস্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সদ্ধর্ম্ম-নিষ্ঠো বিজিতেন্দ্রিয়োঽধিকারী স চ সনিষ্ঠপরিনিষ্ঠিতনিরপেক্ষভেদাত্রিবিধঃ। তেষু স্বর্গাদিলোকানপি দিদৃক্ষুর্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্য্যর্চ্চনরূপানাচরন্ প্রথমঃ। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতো দ্বিতীয়ঃ। স চ স চ সাশ্রমঃ। সত্যতপোজপাদিভির্বিশুদ্ধচিত্তোহর্য্যেকনিরতস্তৃতীয়োনিরাশ্রমঃ। বাচ্যবাচক-ভাবঃ সম্বন্ধঃ। বাচ্য উক্তলক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বাচকস্তদ্গীতাশাস্ত্রং তাদৃশ সোঽত্র বিষয়ঃ অশেষক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বকস্তৎসাক্ষাৎ কারস্তু প্রয়োজন-মিত্যনুবন্ধচতুষ্টয়ং। অত্রৈবাদিষু ত্রিষু ব্রহ্মশব্দোঽক্ষরশব্দশ্চ। বদ্ধ-জীবেষু শুদ্ধেষু চ ক্ষরশব্দঃ। ঈশ্বরে জীবে দেহে মনসি বুদ্ধৌ ধৃতৌ যত্নে চাত্মশব্দঃ। ত্রিগুণায়াং বাসনায়াং শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্দঃ। সত্তাভি-প্রায়স্বভাবপদার্থজন্মসু ক্রিয়াত্মাত্মসু চ ভাবশব্দঃ। কর্ম্মাদিষু ত্রিষু চিত্ত-বৃত্তিনিরোধে চ যোগ শব্দঃ পঠ্যতে। এতচ্ছাস্ত্রং খলু স্বয়ং ভগবতঃ সাক্ষাদ্বচনং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতেতি পাদ্মাৎ। ধৃতরাষ্ট্রাদি বাক্যন্তু তৎ সঙ্গতিলাভায় দ্বৈপায়নেন বিরচিতং। ইক্ষু লবণাকরানপাতন্যায়েন তন্ময়মিত্যুপোদ্ঘাতঃ। "সংগ্রাম মুর্দ্ধ্নি সংবাদো যোঽভূদ্গোবিন্দপার্থয়োঃ। তৎসঙ্গত্যৈ কথা প্রাথ্যদ্গীতাসু প্রথমে মুনিঃ।"

ইহ তাবদ্ভগবদর্জ্জুনসংবাদং প্রস্তোতুং কথা নিরূপ্যতে, ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিভিঃ সপ্তবিংশত্যা। তদ্ভগবতঃ পার্থসারথ্যং বিদ্বান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বপুত্রবিজয়ে সন্দিহানঃ সঞ্জয়ং পৃচ্ছতীত্যাহ জন্মেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। যুযুৎসবো যোদ্ধু মিচ্ছবো মামকা মৎপুত্রাঃ পাণ্ডবাশ্চ কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ কিমকুর্ব্বতেতি। ননু যুযুৎসবঃ সমবেতা ইতি ত্বয়েবাথ ততো যুধ্যেরন্নেব। পুনঃ কিমকুর্ব্বতেতি কস্তে ভাব ইতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ইতি। যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম-সদনং ইত্যাদিশ্রবণাদ্ধর্ম্মপ্ররোহভূমিভূতং কুরুক্ষেত্রং প্রসিদ্ধং। তৎ-প্রভাবাদ্বিনষ্টবিদ্বেষা মৎপুত্রাঃ কিং পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দাতুং নিশ্চিক্যুঃ। কিম্বা পাণ্ডবাঃ সদৈব ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মক্ষেত্রে তস্মিন্ কুলক্ষয়হেতুকাদধর্ম্মাদ্ভীতা-বনপ্রবেশমেব শ্রেয়ো বিমমৃশুরিতি। হে সঞ্জয়েতি ব্যাসপ্রসাদাদ্বিনষ্টরাগ-দ্বেষস্তং তথ্যং বদেত্যর্থঃ। পাণ্ডবানাং মামকত্বানুক্তির্ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রস্নেহগ্রস্তস্য তেষু দ্রোহমভিব্যনক্তি। ধান্যক্ষেত্রান্তর্ব্বিরোধিনাং ধান্যাভাসানামিব ধর্ম্মক্ষেত্রান্ত-র্ব্বিরোধিনাং ধর্ম্মাভাসানাং ত্বৎপুত্রাণামপগমো ভাবীতি ধর্ম্মক্ষেত্রশব্দেন গীর্দেব্যা ব্যজ্যতে ॥১॥

শ্রীমাধ্ব ভাষ্যম্।

শ্রীমদ্ধনুমদ্ভীমমধ্বান্তর্গতরামকৃষ্ণবেদব্যাসাত্মকলক্ষ্মী হয়গ্রীবায় নমঃ।

ওঁ। দেবং নারায়ণং নত্বা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্।
পরিপূর্ণং গুরুং স্তান্ গীতার্থংবক্ষ্যামিলেশতঃ॥

নষ্টধর্ম্মজ্ঞানলোককৃপালুভির্ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভিরর্থিতোজ্ঞানপ্রদর্শনায়ভগবান্‌ব্যা-সোঽবততার। ততশ্চেষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারসাধনাদর্শনাদ্বেদার্থা জ্ঞানাচ্চ সংসারে-ক্লিশ্যমানানাং বেদানধিকারিণাং স্ত্রীশূদ্রাদীনাংচধর্ম্মজ্ঞানদ্বারামোক্ষোভবেদিতি কৃপালুঃ সর্ব্ববেদার্থোপবৃংহিতান্তদনুক্তকেবলেশ্বরজ্ঞান দৃষ্টার্থযুক্তাংচ সর্ব্বপ্রাণিনা-মবগাহ্যানবগাহ্যরূপাং কেবলভগবৎস্বরূপপরাংপরোক্ষার্থাং মহাভারত সংহিতাম চীকৢপৎ।

তচ্চোক্তং। লোকেশা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যাঃ সংসারেক্লেশিনংজনং। বেদার্থাজ্ঞ-মধীকারবর্জ্জিতঞ্চস্ত্রিয়াদিকং। অবেক্ষ্যপ্রার্থয়ামাসুর্দেবেশং পুরুষোত্তমং। ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ ব্যাসোভূত্বাচতেনচ। অন্যাবতাররূপৈশ্চ বেদানুক্তার্থ ভূষিতং। কেবলেনাত্মবোধেন দৃষ্টংবেদার্থসংযুতং। বেদাদপিপরংচক্রে পঞ্চমং বেদমুত্তমং। ভারতং পঞ্চরাত্রঞ্চমূলরামায়ণং তথা পুরাণং ভাগবতং

চেতিসংভিন্নঃ শাস্ত্রপুঙ্গবইতি নারায়ণাষ্টাক্ষর কল্পে। ব্রহ্মাপি তন্নজানাতি ঈষৎ-সর্ব্বোঽপি জানতি। বহ্বর্থমৃষয়স্তত্তু ভারতং প্রবদন্তিহীত্যুপনারদীয়ে। ব্রহ্মাদ্যৈঃ প্রার্থিতোবিষ্ণুর্ভারতং স চকারহ। যস্মিন্দশার্থাঃ সর্ব্বত্রনজ্ঞেয়াঃ সর্ব্ব-জন্তুভিরিতি নারদীয়ে। ভারতঞ্চাপি কৃতবান্ পঞ্চমং বেদমুত্তমং। দশাবরার্থং সর্ব্বত্র কেবলং বিষ্ণুবোধকং। পরোক্ষার্থংতু সর্ব্বত্র বেদাদপ্যুত্তমং তু যদিতি-স্কান্দে। যদিবিদ্যাচ্চতুর্ব্বেদান্ সাঙ্গোপনিষদান্দ্বিজঃ। নচেৎ পুরাণং সংবিদ্যা-ন্নৈবসস্যাদ্বিচক্ষণঃ। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদংসমুপবৃংহয়েৎ। বিভেত্যল্প-শ্রুতাদ্বেদোমাময়ং প্রচলিষ্যতি। মন্বাদি কেচিদ্ব্রুবতেহ্যাস্তিকাদিতথাপরে। তথোপরিচরাদ্যন্যে ভারতং পরিচক্ষতে। ভারতং সর্ব্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ পুরা। দেবৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ। ব্যাসস্যৈবাজ্ঞয়াতত্রত্বত্য-রিচ্যতভারতং। মহত্বাদ্ভারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। নিরুক্তমস্যযোবেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নকুত্রচিৎ। বিরাটো-দ্যোগসারবানিত্যাদি তদ্বাক্যপর্য্যালোচনয়া ঋষিসংপ্রদায়াৎ কোহন্যঃ পুণ্ডরী-কাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেদিত্যাদি পুরাণ গ্রন্থান্তরগতবাক্যার্থান্যথানুপপত্ত্যা নারদা-ধ্যয়নাদিলিঙ্গৈশ্চাবসীয়তে। কথমন্যথা ভারতনিরুক্তিজ্ঞানমাত্রেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ঃ। প্রসিদ্ধশ্চসোর্থঃ। কথং চান্যস্য কর্ত্তুং নশক্যতে। গ্রন্থান্তরগতত্বাচ্চনাবিদ্য-মানস্তুতিঃ। নচকর্ত্তুরেব। ইতরত্রাপি সাম্যাৎ। তত্রচসর্ব্বভারতার্থসংগ্রহাং-বাসুদেবার্জ্জুনসংবাদরূপাংভারতপারিজাতমধুভূতাং গীতামুপনিববন্ধ।তচ্চোক্তং।

ভারতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভারতে গীতিকাবরা। বিষ্ণোঃ সহস্রনামাপি জ্ঞেয়ং পাঠ্যংচতদ্দ্বয়মিতি মহাকৌর্ম্মে। সহিধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদন ইত্যাদিচ।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অনন্ত বারিধি মেখলা মণ্ডিত পৃথিবীমধ্যে ভারতভূমি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র; ভারত প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের আবাস। প্রকৃতির যে সমুদয় সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে আংশিক-বিন্যস্ত হইয়াছে, ঐ সমুদয় একাধারে ভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মনে হয়, যেন বিশ্বস্রষ্টা স্বভাবের তাবৎ

সৌন্দর্য্য একাধারে অবলোকন মানসেই ভারতকে সৌন্দর্য্যের আগার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

স্বভাবের সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই নিত্য নব নব ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া মানব হৃদয়েও নব নব ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়।

মানব প্রকৃত সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া বাহ্য দৃশ্যাবলীর অভ্যন্তরে অনন্তমহিম পরমকারুণিক শ্রীভগবানের যে একটী অশেষ করুণা নিহিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে পান।

ভারতভূমিকে সৌন্দর্য্যসাকল্যের আধার করিয়া সৃজন করা, ইহা করুণাময়ের পরম করুণারই পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মানবের স্বতঃ সিদ্ধ ধর্ম্ম সৌন্দর্য্য তৃষ্ণা। মানব-হৃদয় যাহাতে সৌন্দর্য্যের আধিক্য দেখিতে পায় তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধহয় তজ্জন্যই ভারত ভূমিকে সৌন্দর্য্যের আধার রূপে সৃজন করিয়া, সমস্ত মানবকে ভারতের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, এবং সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের মধ্য হইতে সৃষ্টি বিষয়ে স্বকীয়-অসীম-শক্তির পরিচয় প্রদানে সেই অসীম-অনন্ত-শক্তি সম্পন্ন পুরুষের প্রতিও অনুরাগ আকর্ষণ করাইয়াছেন, ইহা নশ্বর দেহাভিমানী মানবের পক্ষে তাঁহার অল্প করুণার কথা নহে।

এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিস্তারেরদ্বারা প্রদেশান্তর হইতে ইহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন; অপরদিকে অপ্রাকৃত ভাবেও ভারতকে প্রদেশান্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন।

করুণাময় বিধাতা জগতের প্রত্যেক প্রাণীতে নিরন্তরই তাঁহার করুণা বিতরণ করিতেছেন, যে স্থানে যখনই জীবের কোন বিপদ হইয়াছে; যখনই জগতে কোনও বস্তুর অভাব হইয়াছে, সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ তিনি নানা ভাবে নানারূপে সেই সেই অভাব আকাঙ্ক্ষা পূরণ ও মোচন করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

এই কারণেই তিনি বিভিন্ন প্রদেশে প্রকটিত হইয়া তৎ তৎ প্রদেশবাসীকে কতবার কতরূপে কত উপদেশ প্রদানে যে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

তাঁহার করুণার আগার-রূপা ভারত ভূমিকেও তিনি যে এইরূপে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাহা মনস্বীজনের অবিদিত নহে; এবং তাঁহার সেই মধুময়ী উপদেশাবলী ভারতের প্রতি তাঁহার করুণাধিক্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বিভিন্ন প্রদেশে উপবিষ্ট বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ বর্ত্তমান আছে সত্য; কিন্তু গীতার ন্যায় অপূর্ব্ব-অতুল্য-ধর্ম্মগ্রন্থ আর আছে কি?

ভারতের জ্ঞান-রত্ন ভাণ্ডারের কক্ষে কক্ষে বহু বহু অবিনশ্বর গ্রন্থরত্ন সজ্জিত আছে ইহাও সত্য, পরন্তু ঐ সমস্ত রত্নের কিরণ-দীপ্তি, এবং গৌরবের উপর গীতা [illegible] গৌরব, রত্ন-শ্রেণী-মধ্যে কহীনুর সদৃশ প্রচার করিতেছে। ইহা করুণাময় শ্রী ভগবানের সদয় উপদেশ। এবং সেই জন্যই গীতার উচ্চ গৌরবে ভারত আজও গৌরবান্বিতা।

গীতা সম্প্রদায় অবিরোধে চিন্তাশীল মনস্বী মাত্রেরই নিকট আদৃত। এমন কোনও সু-সভ্য ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নাই যিনি গীতাকে মোহান্ধকারাবৃত ভীষণ সংসার বারিধি বক্ষে নিমজ্জমান মানবের একমাত্র অবলম্বনীয় ভেলা রূপে গ্রহণ না করেন!

আর্য্য সন্তানগণ গীতার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া একাধারে গীতাকে সকল ধর্ম্মের উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গীতা—কবির কবিত্ব। গীতা ঐতিহাসিকের ইতি বৃত্ত। গীতা—সংসার কাননে ভীতি—সন্ত্রস্ত পথিকের অবলম্বন যষ্টি।

গীতা—মহাজন সেবিত নীতিমার্গ, গৃহস্থের গৃহ্যসূত্র, ব্রহ্মচারির গুরুপদেশ; বনবাসীর আশ্রম।

গীতা—ভিক্ষুকের ভৈক্ষ্য; বৈদিকের বেদ, তান্ত্রিকের তন্ত্র, স্মার্ত্তের স্মৃতি।

গীতা—দার্শনিকের—দর্শন; জ্ঞানীর জ্ঞানোপদেশ মুমুক্ষুর মুক্তি পথ প্রদর্শক, একাধারে গীতা কল্পতরু।

গীতার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যাইবে গীতা তাহা প্রদানে মুক্ত হস্ত। মনিসীরা বলিয়াছেন—

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃশাস্ত্রবিস্তরৈঃ" সুতরাং গীতা গীতারই সদৃশ।

এতাদৃশ অধ্যাত্ম শাস্ত্র আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই; যে কালে ভীষণ জীবন সংগ্রামে পতিত হইয়া অর্জ্জুনের ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন একাধারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী পুরুষকে মোহজালে আবৃত করিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল সেই সময়ে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া করযোড়ে কাতর প্রাণে বলিয়াছিলেন "কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ় চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং সাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

হে প্রভু আমি সদসদ্বিবেক হারাইয়া মূঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার শ্রেয়স্কর পথ কোন্‌টী তাহা আমার নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিন। আমি আপনার শিষ্য আপনি শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা প্রদানে রক্ষা করুন।

ইহাই গীতার আরম্ভ। শরণাপন্ন প্রিয় সখা অর্জ্জুনের কাতর প্রার্থনায় পরম কারুণিক ভগবান্ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎকালে যেরূপে উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য; সেইরূপে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে এক একটীর ক্রমাবলম্বনে উপদেশ প্রদানে ক্রমে উহাকে কর্ত্তব্যের প্রকৃত পথে আনয়ন করিয়া বিশেষ কৃপা পূর্ব্বক বলিলেন, "সখে! তোমায় সকল ধর্ম্মই উপদেশ করিলাম; তুমি আমার অতীব প্রিয়ভক্ত এ জন্য তোমায় গুহ্য হইতে গুহ্যতম পর-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

শ্রীভগবান প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে এই শেষ যে মহামন্ত্রের উপদেশ করিলেন ইহাই জীবের চরম শিক্ষা।

"প্রভু! আমি ধর্ম্ম জানিনা কর্ম্ম জানিনা আমার আর কেহ নাই। আমি একমাত্র তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম; তুমি তোমার শরণাগতকে রক্ষা কর।"

ভক্তি।

১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।
ফাল্গুন মাস,
১৩২১।

প্রার্থনা।

—:০:—

স্মৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্॥

হে সর্ব্বশক্তিমন্! আমরা অতিশয় দুর্ব্বল, আমাদিগের মানসিক শক্তি, ধ্যান বা যোগবল কিছুই নাই. ভক্তি ভাবতো কাহাকে বলে তাহাও জানিনা, তবে যদিও সংসার তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সাধুসঙ্গ গুণেই হউক বা সদ্‌গুরুর কৃপায়ই হউক কিম্বা জাতীয় সংস্কার বশতঃই হউক বলিয়া থাকি যে, "মঙ্গলময়, ভগবানই আমাদিগের সকল কর্ম্মের কর্ত্তা" কিন্তু ঐ বলা পর্য্যন্তই সার হয়. সকল সময় সকল কর্ম্মে সে ধারণা, সে ভাব ঠিক রাখিতে পারিনা, অনেক সময় ঐ বলাটা কেবল যেন অভ্যাস বশতঃ মুখেই হইয়া পড়ে। কাজে কিছুই হয় না।

অনেক সময় দেখিতে পাই যে, অভিমান বশতঃ অনেক কার্য্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিতেছি, আবার ইচ্ছা বদ্ধ কামনা ও উচ্চ অধ্যবসায় থাকিতেও অনেক সময় অনেক কার্য্যে অকৃতকার্য্য ও অক্ষম বলিয়া নিবৃত্ত হইতেছি। এ সকল বিষয় যখন চিন্তা করিতে যাই তখন মনে হয় কিছুই জানিনা, কিছুই বুঝিনা। এ সকলই লীলাময় তোমার লীলা, তুমি যে কখন কি ভাবে কোন সূত্র ধরিয়া কি ভঙ্গিতে জীবকে নাচাইতেছ তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধির অতীত।

তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা দ্বারা কি ভাবে কি হইতেছে তাহা জানিবার শক্তিও নাই জানিতে বিশেষ কামনাও করিনা। তোমার ইচ্ছা তুমিই পূর্ণ কর, তোমার দয়ায় ভাল মন্দ যাহা কিছু হয় তাহাই কর; তবে এইমাত্র প্রার্থনা যে, সুখ

দুঃখকে সমভাবে অবাধে সহ্য করিবার উপযুক্ত শক্তি দাও, কিছুতেই যেন চিত্ত অস্থির না হইয়া পড়ে, যেন সর্ব্বান্তঃকরণে অকপট চিত্তে বলিতে পারি ;—

"ভূতভব্য বর্ত্তমান সর্ব্ব কর্ম্ম কারকং
কর্ম্মপাশ মোচকং সুশর্ম্ম কর্ম্ম দায়কম্।
কৃৎস্নলোক সাক্ষিণং ভবাব্ধি তারকং হরিং
ত্বাং নমামি দেব দেব দীননাথমীশ্বরম্॥"

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাসুদেবের প্রার্থনা।

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিকটে।)

—:০:—

ওহে দয়াময় সর্ব্ব শক্তিময়,
গৌর হরি প্রেম ধাম।
উদ্ধারিতে জীব অবতার তব
বি[illegible]তে হরিনাম॥

নাশিতে পাতক যাতনা এতেক
কেন কর গুণ নিধি।
জীব দুঃখে এত কেন বা ব্যথিত
কেন এত সাধাসাধি॥

কেন বা সাধনা কৃষ্ণ আরাধনা,
কেন এত শ্রম কর।
কথা শুন মোর ওহে চিত্তচোর
দাও মোরে এই বর॥

যত পাপ জীবে করেছে এ ভবে
দাও মোর শিরে বাঁধি।

অনন্ত নরকে থাকি আমি সুখে
তবাদেশ পাই যদি॥
সাধন বিমুখ দেখি জীব দুখ
হৃদি মোর ফেটে গেল।
তার চেয়ে দুখ হেরি তব মুখ
হৃদয়ে বিঁধিল শেল॥
এই নিবেদন হৃদয় রতন
দাও মোরে পাপ রাশি।
একত্র করিয়া ভরিয়া ডালিয়া
শিরে করি সুখে ভাসি॥
তব ব্রত সাঙ্গ হবে হে গৌরাঙ্গ
অপাপ হইবে জীব।
পূর্ণ হবে কাজ, তব রসরাজ
মর্ত্ত হইবে ত্রিদিব॥"
ধন্য বাসুদেব তুমিই ভূদেব
তোমারি সাধনা সার।
কৃপাবলোকনে হরিদাস দীনে
দয়া কর পরচার॥

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

ভক্তি।

—:০:—

ভক্তি রাণি জানি মা সকলে এক বাক্যে তোরি গুণ গায়,
প্রেমময়ী শ্রীহরি বল্লভা ধন্যা তুই নিজ মহিমায়।
মহিয়সী, তোরি পাদ মূলে মোক্ষসিদ্ধি লুটায় নিয়ত—
বৈরাগ্য বিজ্ঞান প্রেমধন ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি যত।

কলিযুগে তুই মাত্র গতি তুই ব্রহ্ম সাযুজ্য কারিণী
সুরাসুর মানব বন্দিতা ব্রহ্মানন্দ রস প্রদায়িনী।
তোরি প্রেম বশে ভগবান যান্ নীচ চণ্ডালের ঘরে
তোরি কৃপা করিয়া সম্বল বামন সুধাংশু করে ধরে।
নীরস পাষাণ তুল্য যত ভেদ করি পাপী বক্ষস্থল
করুণার উৎস তব দেবি, শত ধারে ছুটিছে নির্ম্মল।
সার্থক হইবে জন্ম কবে ভক্তি দেবি, সেবিব চরণ
নয়নে গলিবে অশ্রুধার প্রেমময় হেরিব ভুবন।

শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী।

নদীয়া-মাধুরী।

(শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

(২)

—:০:—

হিন্দু রাজগণ বহুপত্নীক ছিলেন। রাজপত্নীদের মধ্যে কেহ থাকিতেন বিবাহিতা, কেহ অর্দ্ধবিবাহিতা কেহ অবিবাহিতা। দ্বারকায় রুক্মিণ্যাদি বিবাহিতা, মথুরায় কুব্জা অর্দ্ধবিবাহিতা এবং বৃন্দাবনে রাধাদি অবিবাহিতা।

১	২	৩
স্বকীয়া	স্বকীয়া-পরকীয়া	পরকীয়া
বহির্দ্দশা	অন্তর্ব্বহির্দ্দশা	অন্তর্দ্দশা
দ্বারকা	মথুরা	বৃন্দাবন
বিবাহিতা	অর্দ্ধবিবাহিতা	অবিবাহিতা
পূর্ণা	পূর্ণতরা	পূর্ণতমা
সাধারণী	সামঞ্জসা	সমর্থা

"আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরভঃ" সুতরাং পরকীয়া রতি সমর্থা বলিয়া অভিহিত। স্বকীয়াও পরকীয়া এই উভয় প্রীতির মিশ্রণ ও সামঞ্জস্য বশতঃ মথুরায় কুব্জাদির রতি সামঞ্জসা বলিয়া অভিহিত। বিবাহ জীবের পতন।

লক্ষ্মী বিবাহিতা এবং গদাধরাদি অবিবাহিতা বা পরকীয়া (একজন পুরুষের নাম করণ অদ্ভুত মনে করিবেন না।) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উভয়ের সমঞ্জসা। পত্নীবিয়োগে পুরুষ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন, ইহা পতির অপ্রেম ও অকৃতজ্ঞতার ঘোষণা করে এবং ইহা আত্মসুখের পরিচয় দেয়, সুতরাং দ্বিতীয় পত্নী স্বরূপতঃ ধর্ম্মপত্নী না হইতে পারেন। শাস্ত্রে দ্বিতীয় পুত্র কামজ বলিয়া অনেকটা উপলক্ষিত। শ্রীভগবানের প্রিয়জন ধর্ম্মাতীত। সুতরাং শ্রীভগবানের পক্ষে ধর্ম্মপত্নী অপেক্ষা ধর্ম্মাতীত পত্নীর গৌরব বেশী। ধর্ম্মপত্নী শব্দে গৃহিণী ধর্ম্মাতীত পত্নী শব্দে কুলটা বুঝায়। রাজলক্ষ্মী অসতী নহেন। তিনি, যিনি রাজা হন্ তাঁহারই আশ্রয় লন। গৌরলীলার লক্ষ্মী দ্বারকার লক্ষ্মী বা রুক্মিণী (রুক্মিণী গর্ভে কামদেব জন্মিয়াছেন।) ধর্ম্মে বা গৃহে মদন বা পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মাতীত-পত্নীর মর্দনে স্নেহাদি নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মথুরার সঙ্গিনী এবং গদাধরাদি ব্রজগোপী। ব্রজদূতী (যোগমায়া) মথুরা বা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া-প্রীতির হাত হইতে দাসখত দেখাইয়া বাঁধিয়া নিয়া যান (নিমাই সন্ন্যাস)। এতদ্বারা সিদ্ধ হইল বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রীতি পরকীয়া-স্পর্শিনী গৃহিণী ও কুলটার মাঝামাঝি সামঞ্জস্য।

পাঠকগণ, যদি কুব্জাকে হীনচক্ষে দেখেন, তবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-তত্ত্ব বর্ণনায় বিরক্ত হইবেন; কিন্তু কুব্জার রতি যে লক্ষ্মীগণের রতির উপরের সামগ্রী তাহা লীলাতত্ত্বে কীর্ত্তিত আছে। সুতরাং কাহারও বিরক্ত হইবার পথ নাই। যাঁহারা সত্যের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বিরক্ত হইবেন। কথকগণের হাস্যোদ্দীপক বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা কুব্জা সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা খারাপ হইয়া থাকিতে পারে।

যাঁহারা নদীয়া লোকের এই ধামত্রয় চিহ্নিত করিয়া লইতে পারেন নাই, কৃষ্ণলীলা সহ গৌরলীলার একীভূয়ত্ব ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারেন নাই যাঁহারা এই নিগূঢ়তত্ত্ব মাণিক লীলা-সমুদ্রে ডুব দিয়া তুলিতে পারেন নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুঃখিত আছি।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথমাভিনয় প্রেমলীলা কেন তাহার বিভিন্ন অভিপ্রায় আছে। শিশুভাব প্রেমের কলিকা, উহার চরম বিকাশ কৈশোরের সৌন্দর্য্য ও উন্মাদকতা। সম্ভোগ রতি মধু এবং বিরহ উহার আস্বাদন জনিত তপ্ত সুধা সুখাস্বাদ। কৈশোরে বালক বালিকার আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত ভেদ

অননুভবনীয় "না হায় স্মরণ ইত্যাদি" তৎপ্রমাণ।—প্রবন্ধারম্ভেই এই সত্যের অবতারণা করা হইয়াছে, তদুদ্দেশ্য এস্থলে পর্য্যাপ্ত হইল।

এখন নদীয়া মাধুরী বিষয়ের বিশদ আলোচনায়ই হস্তক্ষেপ করা যাউক্ :—

"নদীয়া মাধুরী" বলিতে ব্রজ মাধুরীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাংশে হ্লাদিনী। মহাভাবস্বরূপিনী কৃষ্ণাহ্লাদিনী যিনি সেই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই মুর্ত্তিমতী মাধুরী। তৎপ্রমাণ যথা :—

হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।" শ্রীচৈঃ চঃ।

বস্তুর যে গুণে আনন্দ জন্মায় তাহাই মাধুরী। আনন্দের বিকার বা ধাক্কাই ভাব। গীত শ্রবণে চিত্ত উৎফুল্ল হইল। এস্থলে উৎফুল্লতার নাম ভাব, গীতের যে শক্তি দ্বারা উৎফুল্লভাব সঞ্চার হইল, সেই শক্তি গীতের মাধুরী। আম্র ফলটি খেয়ে বলি "আঃ, কি মধুর!" ইহা ভাব লক্ষণ। সঙ্গীতটি শুনিয়া বলি, মরি মরি, বলি হারি যাই!" ইহা ভাব লক্ষণ। ভাব রসের আস্বাদন। কৃষ্ণ রস উহা ভাব-রসনায় আস্বাদিত হয়। রস, ভাব বা মাধুরী মূলে অভিন্ন বস্তু। কারণ রস ও রসের তরঙ্গ বস্তুতত্ত্বে এক। কিন্তু তরঙ্গ আন্দোলিত হইবার হেতু কোথায়? রসনাতে বিশেষ শক্তি আছে যদ্বারা রসের রসত্ব অনুভূত হয়। ভাবিয়া দেখুন, হস্তে লাগিলে রসের সুখকরত্ব অনুভূত হয়না। রস নিজেই রস বলিয়া প্রতীত হয়না। রসনা যোগে রসের যেমন রসত্ব, তদ্রূপ রাধাভাব সংযোগে কৃষ্ণ রসসিন্ধুর মাধুর্য্য অনুভূত হয়। সুতরাং মাধুরী ভাবের বা ভাবিনীর এই বিশেষ শক্তি টুকুর প্রতি সঙ্কেত করে।

"নদীয়া মাধুরী"—"নদীয়া" পদ "নদ্" ধাতু হইতে সাধিত হইতে পারে—কৃষ্ণলীলাগুণ নাম প্রেমময় যে নাদ বা সঙ্গীত, সেই গীতময়ী যে মাধুরী—নাম-সঙ্গীত, নাম সঙ্গীতাত্মিকা যে মাধুরী—তাহা নদীয়া মাধুরী! বেদময়ী গীতিলীলার পূর্ণ বিকাশ এই নদীয়ায়। ভক্তিমকরন্দ প্রিয় ভক্তভৃঙ্গবৃন্দের কৃষ্ণগুণ গুন্ গুন্ নাদে বা ঝঙ্কারে নদীয়া মুখরিতা। এই লীলামাধুরীকে দুইভাগে বিভক্ত করি,—নামমাধুরী ও প্রেমমাধুরী। নামমাধুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—লক্ষ্মী; কারণ, অসুরবধাদি অর্থাৎ নামদানে (কলিতে) পাপীর উদ্ধার "হয় অংশ হৈতে।" নামপ্রচার কলির যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন।

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥"

ব্রজপ্রেম, শুদ্ধপ্রেম ; উহা স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম গোপাল—আধা আধা রাধাকৃষ্ণ শ্রীযুগল বিনা কাহার ও দিবার অধিকার নাই। প্রেমমাধুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহালক্ষ্মী প্রেমময়ী শ্রীরাধা।

শ্রীবাসাঙ্গণকে লীলাপদ্মের কর্ণিকা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নদীয়ার ঘরে ঘরে নাম প্রচার হইলেও, মহারাসলীলাভিনয়-মণ্ডপ এইটি আপামর সর্ব্বসাধারণের রাসমণ্ডপে প্রবেশাধিকার ছিলনা। রস ও রাস এক ধাতু মূলক। "অন্তরঙ্গ নিয়া করে রস আস্বাদন।" শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি অন্তরঙ্গ মধ্যে সাক্ষাৎভাবে গণ্যা হন নাই।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার। শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের প্রণয় পর্য্যন্ত—প্রণয়ের বিকার নয়। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণয়ে ব্যভিচারী ভাব নাই।

যদিও নদীয়া-মাধুরীর সামান্য অর্থ নাম-মাধুরী, তবু বিশিষ্টার্থ দ্বারা নদীয়া নাগরীর ভাবদ্যোতিত হয়।

গৌর ভজনার সিদ্ধ পরিণাম দুইটি—(১) নিত্য নবদ্বীপধাম প্রাপ্তি, (২) রস প্রাচুর্য্যে ব্রজপ্রাপ্তি বা যুগলপিরিতি রসাস্বাদ। কৃষ্ণলীলার মত গৌর-লীলারও নিত্যত্ব আছে। রাধাকৃষ্ণ একদেহে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, এই যুক্তি মূলে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার সম্বন্ধ মাত্র নির্ণীত হইয়াছে, গৌরলীলা দ্বারা কৃষ্ণ লীলার অভাব সূচিত হয় নাই। নিত্য দ্বাপরে কৃষ্ণলীলা এবং নিত্য কলিতে গৌরলীলা নিত্যকাল চলিতেছে।

"কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

নামত :—পুরুষেরও প্রকৃতি সাজিবার শিক্ষা প্রণালী প্রচার কল্পে রাধা সখীগণ সহ পুরুষদেহ ধারণ করিয়াছেন। মায়িক দেহে পুরুষ বা নারী হউন্, যিনি প্রকৃতি ভাবসিদ্ধ তিনিই সিদ্ধ। রাধাপরিকর সকল গৌরলীলায় পুরুষদেহ ধারণ করিয়াছেন। স্বরূপ রূপ গদাধর রায় রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই গোপবালা। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গোপবালা হইলে গৌরলীলায় পুরুষদেহ লাভ করিতেন।—এরূপ আশা করিবার হেতু আছে।

অন্তরঙ্গ (চিৎশক্তি) ত্রিবিধা, যথা :—হ্লাদিনী (রাধা,) সন্ধিনী (বৃন্দা) সম্বিদা (চন্দ্রাবলী)। সন্ধিনী বা মিলন কারিণী বৃন্দাদূতী। মিলন কারিণী শক্তিগণ মধ্যে ইনিই প্রধানা। আমার কৃষ্ণ এই মদীয়তা ভাবের প্রধানা ভাবিনী শ্রীরাধা। তদীয়তা বা আমি কৃষ্ণের এই ভাবের প্রধানা যুথ-নায়িকা শ্রীচন্দ্রাবলী। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় মদীয়তা ও তদীয়তার কোনটি প্রধানরূপে, প্রকাশ পাইয়াছিল তৎসম্বন্ধে লীলাপ্রমাণ প্রাপ্তব্য নাই।

ব্রজলীলায় একদিবস শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে নিজ গৌরমূর্ত্তি, দেখাইয়াছিলেন। তখন শ্রীমতী সেই অভিনব অপরূপ সুধারসময়ী মূর্ত্তির সম্ভোগ বাঞ্ছা করিয় ছিলেন। এলীলায় হয়তো শ্রীরাধা তদ্বাঞ্ছা পুড়াইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

এবম্বিধ লীলা কৌতুকানুশীলন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীরাধার ভাব কান্তি ব্যতীত ও শ্রীকৃষ্ণে গৌরবর্ণের মৌলিকত্ব আছে। নচেৎ ইন্দ্রনীল মণি উপমান হইত না। ইন্দ্রনীলমণি নীল হইয়াও নিজ দ্যুতিচ্ছটা দ্বারা পীতবৎ প্রতিভাত হয়; কৃষ্ণও তদ্বৎ পীতবর্ণ দেখান। সুতরাং কৃষ্ণের গৌর হইতে রাধার সাহায্য মাগিতে হয় না। তা বটে, কিন্তু কান্তি গৌর হইলেও রাধা বিনা ভাব ও বিলাস থাকেনা। সম্ভোগ অভাবেও সম্ভোগ স্ফূর্ত্তির নাম বিবর্ত্তবিলাস বা বিপরীত রতি। এহেন বিলাস রসনাগর— শ্রীগৌরাঙ্গ; ইনি নিত্য রাধালিঙ্গিত! এই বিবর্ত্ত মূর্ত্ত পুরুষ বা রসরাজ মহাভাব দর্শন করিয়া রায়রামানন্দ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। রাধা কৃষ্ণ হন, কৃষ্ণ রাধা হন—এই নিরন্তর পুংস্ত্রীভাবের মধ্যে যদি পতিপত্নী সম্বন্ধরূপ প্রাকৃত ভাবের উদয় হইয়া থাকে তাহা যোগমায়ার কৌশল, রাধাকৃষ্ণ মধ্যে কেহই তাহা জানেন নাই (জানেন না)। সুতরাং বলা যাইতে পারে কান্ত রসের মৌলিকাদি নিজাঙ্গদানে সেবা যাহা তদধিকার শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া লাভ করিয়াছেন।

নদীয়ার উজ্জ্বল মাধুরী নদীয়ানাগরীর ভাব। উহা নামমাধুরীর উপরের সামগ্রী।

গৌরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত
কেমনে ধরিত দে।

রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে ॥ (বাসু ঘোষ)

"কেমনে ধরিত দে"—এই পদাংশে নদীয়ানাগরীর ভাবচিত্র অতি সুন্দর ও পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে এতাধিক আভাস প্রয়োগ নিরর্থক।

"রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাও কে।"—

সুতরাং রাধার ভাবকণার উপাদানেই নদীয়া-নাগরীর ভাব সৃষ্টি। গৌর মহিমা প্রভাবে যিনি রাধার ভাব জানিতে পারিয়াছেন, তিনি নদয়া-নাগরী রাধা নহেন।

নদীয়া-মাধুরীভাব-নিষ্পত্তির পানে তাকাইলে সম্মুখে শুধু সাগর। গৌর কৃপা বিনে সিদ্ধান্ত-সিন্ধু পারি দিবার সম্বলান্তর নাই। তাই পার কুল পাইতেছি না। মধ্যে মধ্যে দ্বীপচড় পাই, তাহাতে একটু তিষ্ঠিবার উপায়। ভক্ত পদ ধুলি মাথায় লইয়া সম্প্রতি এক সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করা যাউক্ ঃ—

ব্রজের রাইকানুই দেহৈক্য প্রাপ্ত হইয়া নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন, না নিত্য নবদ্বীপের গৌর প্রকট হইলেন ?—এ দুইয়ের কোনটী সত্য ? সাধারণতঃ আমাদের সে শাস্ত্র লব্ধ সংস্কার তৎগর্ভে কোন এক মর্ম্ম লুক্কায়িত থাকে।

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা—ইত্যাদি।"—রাধার প্রেম মহিমা কেমন, রাধাস্বাদিত নিজ মাধুর্য্য কেমন এবং তদাস্বাদোদ্ভব সুখই বা কেমন—এই লোভত্রয়বশে কৃষ্ণ "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত" হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই যুক্তি দ্বারা কেবল রাধা কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু এমন অভিপ্রায় নয় যে কালিকার রাধাকৃষ্ণ অদ্য গৌরাঙ্গ। নিত্য বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা এবং নিত্য নবদ্বীপে গৌর-নিত্যলীলা যুগপৎ চলিতেছে। সুতরাং নিত্য নবদ্বীপের গৌর যুগবিশেষ নবদ্বীপ লইয়া প্রকট হইয়াছেন। সাধক সিদ্ধ ভাবে দুই লীলাই নিত্য সম্বন্ধ। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে গৌরোপাসকের গতি কী দৃশ গৌর উপাসক প্রকট নবদ্বীপলীলার অনুশীলনক্রমে নিত্যনবদ্বীপে পৌঁছিবে। এই পদবী দ্বারাও নবদ্বীপ ও ব্রজের অভেদ নিবন্ধন ব্রজ প্রাপ্তি হয় এইটী ভক্তি ব্রজ,

গোপীব্রজ নয়। ইহা নদীয়ানাগরীর ভাবসিদ্ধ সুখপরিণাম। কিন্তু গোপী-ব্রজ প্রাপ্তির পথ উদ্ঘাটন করিয়া দেওয়াই এলীলার নিগূঢ়োদ্দেশ্য এবং উহাই এলীলার মুখ্য সারসিদ্ধ পরিণাম। কারণ রাধাভাব যতই উজ্জ্বল হয়, রসও ততই উজ্জল হয়। "উজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্" বাণীর তাৎপর্য্য ভাবিতে হইবেক।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু লক্ষ্মীনারায়ণ সেবার কথা পড়িয়া বেঙ্কট ভট্টের চৈতন্য জন্মাইয়া ছিলেন। কারণ—

গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ।

শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার উল্লাসে নদীয়ামাধুরীর জোয়ার খোলে কিনা, শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া মাধুরী অভেদতত্ত্ব কিনা? গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া (রাধাকৃষ্ণ) বিষ্ণুপ্রিয়া। রাধাকৃষ্ণের উপর মাধুরী নাই সুতরাং গৌরাঙ্গ মাধুরীর পাক। তৎসঙ্গে বিষ্ণু-প্রিয়া কর্পূরসংযোগ। মাধুরীর শ্রীঅঙ্গে এক অভিনব অলঙ্কার; অতি সুন্দর বটে।

আমার গোরাচাঁদ! অহো যাদিয়া সাজাও, সাজেও সুন্দর! তাতে গৌরবরণী গৌরপার্শ্বে, এতে মাধুরীচ্ছটা খুলিবেনা কেন? ইনি যদি রাধাবিভূতি না হইবেন, তবে গৌর প্রেয়সী হইবেন কেন? বিষ্ণুপ্রিয়া রাধার বিভূতি, গদাধর রাধার বিভূতি। তবে শ্রীরাধার দুটি প্রকাশমূর্ত্তি মেলাইবার মূলপ্রয়োজন এই যিনি কুলবধুর মত ভজন করিবেন, তিনি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মাধুরীই সর্ব্বস্ব করিয়া লইবেন; আর যিনি কুলটার মত ভজনাধিকারী তিনি গৌরগদাধরের মাধুরী পরাকাষ্ঠায় ডুবিবেন। উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি চড়িলে, আমাদের তাহা মানিতে হইবেক। আপত্তির মর্ম্ম এই যে, রাধাকৃষ্ণই যে গৌরাঙ্গ তিনি কভু বিবাহ করেন নাই, কারণ বাঞ্ছাত্রয় পুরাইতে বিবাহের প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ যে প্রেমের দায়ে পাগল, তাঁহার বিবাহ এ বড় অসম্ভব কথা। আবার বিশেষতঃ রাধা কৃষ্ণ একদেহে, তাতে কে বিবাহ করিবে? রাধার চোখের উপর শ্যামের বিয়ে, শ্যামের কি লজ্জা নাই? এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যুগাবতার অংশ কৃষ্ণ যিনি তিনিই বিবাহ করিয়াছেন। রাধার যে কৃষ্ণ তাঁহার বিবাহ অসম্ভব। কারণ রাধার শ্যাম নিত্যকিশোর। অন্ততঃ বৃন্দাবনে সখীদের

চোখে ধুলি দিয়া, ফাঁকী দিয়া কুঞ্জান্তরালে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু কৃষ্ণ যে নদীয়ার রাধা পিঞ্জিরায় আঁটকা।

ক্রমশঃ।

গান।

—ঃ০ঃ—

(আজি)　　সেথাকার সেই হাওয়া (যেন রে)
　　　　লেগেছে আমার গায়ে।
　　এখানের যত ধূলা-কুটা (তাই)
　　　　উড়ে গেছে সেই বায়ে॥
　　ওগো ও দয়াল! কে গো তুমি
　　　　মোর পতিত পাবন ধন—
(আজি)　　নির্ম্মল হের মাজা-ঘষা-প্রাণ
　　　　তোমা-পানে-চাওয়া মন—
(আজি)　　জগ মঙ্গল হরি মঙ্গলে
　　　　সঙ্গীত আয়োজন,—
(আজি)　　প্রেম-পুরা প্রাণে কীর্ত্তন গানে
　　　　মিলেছি সকল ভায়ে।
　　　　লেগেছে আমার গায়ে॥
　　ওগো কীর্ত্তন গুরু এস দুটী ভাই
　　　　জগৎ জাগানো ধন—
(আজি)　　গুরু গুরু প্রাণ উঠিছে নাচিয়া
　　　　জল ভরা আঁখি-কোণ্;
(আজি)　　ঘরে ঘরে মরি তব নাম স্মরি,
　　　　জগতের জাগরণ,—

(আশি) মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে গেছে হের

সেথাকার কার ঘায়ে।

লেগেছে আমার গায়ে॥

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব।

(পণ্ডিত শ্রীল পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতরত্ন লিখিত।)

—ঃ০ঃ—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত্ত্ব অতীব দুরবগাহ গম্ভীর,পক্ষিগণ নিজ নিজ পক্ষবলের তারতম্য অনুসারে যেরূপ অনন্ত আকাশের মধ্যে উড্ডীন হইয়া থাকে ভাবুক ভক্তগণও সেইরূপ নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে শ্রীচৈতন্য তত্ত্ব আলোচনা করিয়া থাকেন।

ইহজগতে পদার্থ অনেক হইলেও উহাদিগকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক প্রকার প্রমেয় এবং অন্য প্রকার প্রমাণ। যে পদার্থের বিষয় প্রমাণ করিতে হয় তাহাই প্রমেয় এবং যদ্বারা ঐ সকলের উপলব্ধি হয় তাহাই প্রমাণ। প্রমেয় অর্থাৎ বস্তু বহুবিধ ইহ জগতে প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। প্রমাণ সাধারণতঃ অষ্টবিধ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণে প্রমাতার জ্ঞান বুদ্ধির অপেক্ষা আছে। নরগণ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্র লিপ্সা ও করণা পাটব এই দোষ চতুষ্টয দুষ্ট বলিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষাদি সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারেনা। এই নিমিত্ত শব্দে প্রমাণ অর্থাৎ পূর্ব্বতন মুনিগণ সিদ্ধান্তিত আপ্ত বাক্যই প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে।

বেদ অপৌরুষেয় মহা বাক্য। সমস্ত উপনিষদ্, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি সেই অপৌরুষেয় মহাবাক্য বেদেরই বিস্তার। সুতরাং এই সমস্তই ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলতঃ বেদ এবং তৎসহ উপনিষদাদির প্রমাণ্য

স্বীকার না করা এবং নাস্তিকতা প্রায় একই। পরমদার্শনিক ভক্তাগ্রগণ্য কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক।
নিরাশ্রয় মায়া বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥

বেদ গান করিতেছেন—"যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তার মীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোণিং।"—শ্রীভগবান্ রুক্ম বর্ণ। অর্থাৎ তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়। আবার কোনও কোনও শ্রুতি তাঁহাকে আদিত্য বর্ণও বলিয়াছেন। রুক্মবর্ণ ও আদিত্য বর্ণ একই। পরন্তু:—"ঈক্ষতে র্না শব্দং" প্রভৃতি সূত্রে তাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদি দেহের ও স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

পাঠক, একবার দেখুনদেখি, ঐ যে কণক-কান্তি মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীটী উর্দ্ধবাহু হইয়া অমিয়বর্ষী শ্রীহরি-গুন গানে, পাপ-তাপ পূর্ণ বিষম বিঘ্ন সঙ্কুল সংসার মরুভূমিতে কলস্বনা অমৃত প্রস্রবিনী সুরধুনির প্রবাহ ছুটাইতেছেন উহাতে ঐ সমস্ত গুণ আছে কি না?

ইঁহার বর্ণ বাস্তবিক রুক্মবর্ণ। যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন "সোণার গৌরাঙ্গ।" তাঁহাকে আদিত্য বর্ণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্যের কিরণে নীল, পীত ও লোহিতাদি সাতটী বর্ণ আছে। সূর্য্যের কিরণে একটী ত্রিপল কাচ ধরিলে উক্ত বর্ণ গুলি পৃথক্ পৃথক্ প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেইরূপ লীলার ত্রিগুনের মধ্যে যখন ইহার বর্ণ প্রতি ফলিত হয় তখন ইনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ।

অবার যখন সূর্য্য কিরণের ঐ বিশ্লিষ্ট সাতটী বর্ণ আর একটী ত্রিপল কাচের মধ্যদিয়া প্রতিফলিত হয় তখন ঐ সাতটী বর্ণ মিশিয়া পুনরায় রুক্মবর্ণ হয়। সেইরূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে অন্ত লীলাময় ত্রিপলের মধ্যদিয়া দেখাইতে পুনরায় গৌর বর্ণ দেখাইতেছে।

ফলতঃ বেদে যাঁহাকে রুক্মবর্ণ বা আদিত্য বর্ণ বলিয়াছেন তাঁহাকেই লীলা বিলাস বশতঃ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ দেখাইতেছিল আবার ঐ উভয়ই অন্তলীলায় মিলিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত গোস্বামীগণ গান করিতেছেন—

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা-
দেকাত্মানা বপি ভুবি পুরা দেহ ভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্‌দ্বয়ং চৈক্য মাপ্তং
রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম্॥

যখন অধর্ম্মের বৃদ্ধি ও ধার্ম্মিকের পীড়ন এবং সত্য আবৃত হইতে থাকে যেন ইনিই অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের স্থাপন ও অধর্ম্মের ক্ষয় করিয়া থাকেন। যখন কংসাদি অসুরগণ কর্ত্তৃক, পরি-পীড়িত হইয়া বসুন্ধরা কাঁদিয়াছিলেন তখন ইনিই অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। আবার লোকে যখন কাপালিকগণের প্ররোচনায় কেবল ছাগাদি উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তি লাভ না করাতে নরবলি পর্য্যন্ত দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন কর্ম্ম প্রধান স্মৃতি সমূহের কুপিতোচ্ছ্রিত ফনিফন-চ্ছায়ায় শীতলতা লাভের আশায় সমাজ আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, যখন শ্রমনগণের পল্লী বিচরণে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল তখন ইনিই অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। ইনি অর্জ্জুনকে নিজমুখে বলিয়াছেন :—

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

তৎকালে হিন্দুগণের যেরূপ ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব স্বীকার্য্য। একটী নরাকৃতিকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করা অন্যায্য নহে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ একথা সত্য। কিন্তু নিরাকার অর্থ যাঁহার নিশ্চয় আকার আছে। নিঃ এই উপসর্গের অর্থ নিষেধাত্মক ও নিশ্চয়াত্মক পানিনি বলেন "নি র্নিশ্চয় নিষেধয়োঃ।" ঈশ্বর নিরাকার এখানে নিঃ এই উপসর্গ নিশ্চয়াত্মক ধরিলে সমস্ত বিরোধ মিটিয়া যায়।

জগৎ সত্যমূলক। অর্থাৎ ইহা শ্রীভগবান হইতে প্রবাহ রূপে বহির্গত হইতেছে আবার শেষে শ্রীভগবানেই লীন হইতেছে জগৎ শ্রীভগবানেরই সৃষ্টি। এই জগতে বহুবিধ আকৃতির পদার্থ আমরা দেখিতে পাইতেছি। কীট, পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, অপদ, স্বপদ দ্বিপদ, বহুপদ অহস্ত সহস্ত প্রভৃতি কত আকারের পদার্থ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে শ্রীভগবানের আকৃতি না থাকিলে তাঁহার রচিত এই বিশ্বে এত আকৃতি কোথা হইতে আসিল? যাঁহা নাই তিনি তাহা দিতে পারেন না। সুতরাং শ্রীভগবান্ নিশ্চয়ই আকৃতি বিশিষ্ট।

পৃথিবী প্রথমে জলময়ী ছিলেন। পরে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ বিকর্ষণ বশতঃ সেই জলরাশি আলোড়িত হইয়া ক্রমশঃ স্থলভাগের সৃষ্টি হইয়াছে ইহা আমরা বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি। পৃথিবীর যখন যেরূপ অবস্থা তখন সেইরূপ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অবতার বাদ এবং আধুনিক পাশ্চত্য ক্রম বিকাশ বাদে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। মনুষ্যই এই পৃথিবীতে সর্ব্বশেষে সৃষ্ট হইয়াছে এবং উহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রাণী ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাহাতে প্রমাণ ॥

একটী আম্র বীজ মৃত্তিকাতে রোপণ করিলে প্রথমে অঙ্কুর পরে কাণ্ড, পত্র ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা পল্লব পুষ্প প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তখন আপাততঃ দৃষ্টিতে বোধ হয় যেন উক্তবীজটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে বীজ হইতে ঐ বৃক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে তদাকৃতি বিশিষ্ট বীজ ঐ বৃক্ষ হইতে সর্ব্বশেষে উৎপন্ন ফলের ভিতর অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং যাহা সর্ব্বশেষে আইসে মূল পদার্থও তদাকৃতি সম্পন্ন।

মনুষ্য এই পৃথিবীতে সর্ব্বশেষে সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং জগতের মূল কারণ শ্রীভগবান মনুষ্যাকার। তিনি স্ত্রীমূর্ত্তি অথবা পুরুষ মূর্ত্তি এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, কেহ বলেন স্ত্রীলোকই শেষ সৃষ্টি সুতরাং শ্রীভগবান্ স্ত্রী আকার বিশিষ্ট যেমন—দুর্গা, কালী, অথবা রাধা। কেহ বলেন পুরুষ লোকই জগতের শেষ সৃষ্টি সুতরাং শ্রীভগবান্ পুরুষাকার। যেমন মহাদেব মহাকাল, অথবা শ্রীকৃষ্ণ।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে কিন্তু সর্ব্বমতের সমন্বয় দেখিতে পাই। সমস্ত পুরুষ মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত স্ত্রীমূর্ত্তির সর্ব্বানবদ্যা শ্রীরাধা এই উভয় মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই নিমিত্ত গোস্বামীগণ কীর্ত্তন করিতেছেন—"রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিঃ" ইত্যাদি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ।

(শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য লিখিত।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—:০:—

আর এখানে কাল বিলম্ব করিলে পাছে শুভ যাত্রায় ব্যাঘাত জন্মে, এই ভাবিয়া চুপে চুপে গঙ্গার কোলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এবং যোড় হস্ত হইয়া গঙ্গা মাতাকে নমস্কার পূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন।

"ঐ ছল ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া,
আইলা সুরধুনী তীরে।

দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিলা নীরে॥" (পদ কল্পতরু।)

পাঠক! আপনাকে শেষ রাত্রিতে শীতের মধ্যে গঙ্গার কোলে আনিয়া বড় কষ্ট দিতেছি,—কি করি,—প্রাণের কথা, মনের ভাব আপনার নিকট না বলিয়া,—প্রভুর লীলা চরিত্র কাহিনী আপনাকে না শুনাইয়া, কার কাছে বলিব,—কারে শুনাইব? এই বর্ত্তমান হৃদয় বিদারক দৃশ্য আপনাকে না দেখাইয়া আর কারে দেখাইব? আমার আর আছে কে? আপনাকে সঙ্গে না লইয়া আমি একাকী কোথায় যাইব? এই জন্যই তো আজ এই দারুণ শীতের মধ্যে আপনাকে পার্শ্বচর করিয়া গঙ্গা তীরে দাঁড়াইয়া আছি।

পাঠক! দেখুন তো,—প্রভু কোমরে কাপড় আঁটিয়া এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইতেছেন কেন? সাঁতার দিবেন নাকি? কি সর্ব্বনাশ!! এখন তো আর পারেরও কোন উপায় দেখা যায় না। অহো দুঃখ!! এই দারুণ শীত,—এই শীতের মধ্যে প্রভু আমার সাঁতার কাটিয়া গঙ্গা পার হইবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন!!

জীব জগতের কল্যাণ সাধিতেই তো গোলকের ধন ভূলোকে আসিয়া এই নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। যাঁহার চরণ-তরণী আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি জীব উত্তাল তরঙ্গময় ভব সমুদ্র পার হইয়া যায়,—আজ সেই অনাথের নাথ কাঙ্গালের বন্ধু ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র গঙ্গা পার হইতে একখান তরণী পাইলেন না।

পাঠক! আসুন আমরা প্রভুকে ধরিয়া রাখি,—অথবা গঙ্গার উপর আমাদের দেহ-তরণী ভাসাইয়া দিয়া প্রভুর পারের সহায়তা করি। এই ভয়ানক শীতের মধ্যে প্রভুকে গঙ্গায় নামিতে দিব না। আঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!! হায়রে! আর যে সহ্য হয় না। হরি! হরি!!—আমি মরি না কেন?

প্রভু সারা জীবনের মত, আর একবার সজল নয়নে নবদ্বীপেরদিকে চাহিয়া লইলেন। চাহিয়া লইয়া "হরে কৃষ্ণ" এই মহা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গঙ্গার গভীর জলে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। আর—দেখিতে দেখিতে গঙ্গা দেবীর কোয়াসা বৃত বক্ষের উপর দিয়া সোণার কমলটীর মত ভাসিয়া ভাসিয়া অপর পারে যাইয়া ঠেকিলেন।

এখনও রাত্রি আছে,—প্রভু গঙ্গা পার হইয়া অতি দ্রুত পদে কাঞ্চন নগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। পরিধানে আর্দ্র বস্ত্র,—সর্ব্বাঙ্গ শীতে কণ্ঠকিত,—এই অবস্থায় যাইতে যাইতে কাঞ্চন নগরস্থ এক অতি সুন্দর বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট রহিলেন। অতি প্রত্যুষেই এই দারুণ বক্ষবিদারক সংবাদ নবদ্বীপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যেই শুনে,—তাহারই মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে।

"গঙ্গা পরি হরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন,— শুনি সব জন,
বজর পড়িল মাথে॥" (পদ কল্পতরু।)

পাষাণ,—পাষাণ সমান কঠিন হৃদয়, এই মর্ম্মঘাতী সংবাদে—গলিয়া যাইতে লাগিল। পশু-পক্ষীগণও কাঁদিয়া আত্মহারা হইয়া গেল!!

"পাষাণ সমান, হৃদয় কঠিন,
সেই শুনি গলি যায়।

পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে,
এ দাস লোচন গায়॥" (পদ কল্পতরু।)

কাঞ্চন নগরের অধিবাসীগণ সকালে উঠিয়াই গঙ্গাকূলে বৃক্ষ মূলে এক অনিন্দ্য সুন্দর কনক-কান্তি যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে এই সংবাদটী কাঞ্চন নগরের ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, আর বালক বালিকা যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়া এই অমানুষী রূপলাবণ্যের খনি, পুরুষ-রতনটীকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা এমন রূপ আর কখনও দেখেন নাই। সতী পতি ছাড়িয়া এই অপ্রাকৃত অপরূপ রূপের কূপে ডুবিতে লাগিলেন।

"কাঞ্চন নগরে এক, বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনী তীরে ছায়া, শীতল সুন্দর॥
তার তলে বসিলেন, গৌরাঙ্গ সুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি, দীপ্ত কলেবর॥
নগরের লোক ধায়, যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি, জপ ছাড়ে যতি॥" (পদ কল্পতরু।)

পরম সৌভাগ্যশালী নাগরিকেরা এই আগন্তুক যুবকটীর মুখেরদিকে চাহিয়াই মনের ভাব বুঝিয়া লইলেন। সকলেই এক বাক্যে স্থির করিলেন,—"অবশ্যই কোন অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া এই নবীন যুবকটি সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন।" এই সিদ্ধান্তে উপনীত জনমণ্ডলী নানা ছলে নানা কথা কহিতে লাগিলেন।

কেহ বলিতেছেন,—"আহা! এই সোণার মানুষটী যে দেশে ছিল,—না জানি সেদেশের পুরুষ নারীরা কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছে!!" কেহ বলিতেছেন,—"নিজ নারীর গলায় পদ দিয়া এবং আপন জননীকে বধ করিয়া তবে এ যুবকটী আসিয়াছে।"

"কেহ বলে এ নাগর, যে না দেশে ছিল।
সে দেশের পুরুষ নারী, কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর, গলে পদ দিয়া।
আসিয়াছে,—জননীর পরাণ বধিয়া॥" (পদ কল্পতরু।)

এইরূপে যাঁর যাহা মনের ভাব,—যার যাহা মনে হইতেছে,—তাহাই বলিয়া খেদ করিতেছেন। এমন সময় মহামতি কেশব ভারতীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভারতীকে দেখিবা মাত্র প্রভু ভক্তি-প্রণত চিত্তে প্রণাম করিলেন।

"হেন কালে আইলেন কেশব ভারতী।
দেখিয়া তাহাকে প্রভু করিলা প্রণতি॥" (পদ কল্পতরু।)

প্রণামান্তর প্রভু যোড়হস্ত হইয়া ভারতীকে কহিলেন,—"গোসাঞি! কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণদাস করুন, ভক্তি-বর প্রদান করুন।"

"কৃষ্ণদাস কর প্রভু, দেহ ভক্তিবর।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর॥"

কৃপাময় গৌরগতপ্রাণ পাঠকগণ! তারপর কাঞ্চন নগরেই বা কি হইল,—আর নবদ্বীপেই বা কি হইল,—তাহা বলিতে আমার সাহস হইতেছে না, লেখনী এইখানেই নিরস্ত হইল। অতএব আপনাকে কাঞ্চন নগরের নর-নারী বেষ্টিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের নিকট রাখিয়া আমি বিদায় হইলাম। আপনারা প্রাণে প্রাণে প্রভুর লীলা অনুভব করুন।

ক্রমশঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গের পতিতোদ্ধার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:o:—

শরৎ প্রসন্ন আকাশে বসিয়া চতুর্দ্দশীর চন্দ্র হাসি মুখে এই পতিতোদ্ধার লীলা দেখিতেছিলেন, আর প্রাণ ভরিয়া সুধা বর্ষণ করিতেছিলেন, সারাটী পৃথিবী

এক অভিনব আনন্দে প্লাবিত হইয়া, চাঁদের আলোতে নিশার শিশিরে সাজিয়া হাসিতে ভরিয়া উঠিতেছিল।

দেখিয়া শুনিয়া মাধাই কি ভাবিয়া আস্তে ব্যস্তে প্রভুর চরণ কমল ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "প্রভু, আমরা উভয়ে একই পাপে পাপী, তবে আমি কেন আপনার দয়ায় বঞ্চিত থাকিব।" দয়া করিয়া আমাকেও উদ্ধার করুন।

লোক শিক্ষক প্রভু লোক শিক্ষার জন্য কঠোর হইয়া বলিলেন, "তা হইবে না, তুই মহা পাতকী, তুই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়াছিস্, তোর উদ্ধারের উপায় নাই।" মাধাই তাহা শুনিয়া আরও অস্থির হইয়া বলিল, "প্রভু, আমি মহা পাতকী তাও জানি, কিন্তু শুনিয়াছি ঠাকুর, তুমি যুগে যুগে কত দৈত্য, রাক্ষস বধ করিয়াছ, যুদ্ধের সময় তাহারা কি তোমার গায়ে অস্ত্রাঘাত করে নাই? তবে কেন তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পদে স্থান দিয়াছ। প্রভু। আমি অভাগা, যদি তোমার দয়া না পাই, তবে আমার গতি কি হইবে?"

প্রভু বলিলেন, "তুই আমাকে মারিলে আমি ক্ষমা করিতাম, কিন্তু তুই যে ভক্ত দ্রোহী। গোবধ, ব্রহ্মবধ, পাপেরও প্রতিকার আছে, কিন্তু ভক্ত-দ্রোহীর মার্জ্জনা নাই, আমা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সম্মান অনেক বেশী; রক্তপাতত দূরের কথা, প্রকাশ্যে যে বৈষ্ণব নিন্দা করে, সেও আমার দণ্ডনীয়। তোরা সব পাপ করিয়াছিলি, কেবল দিনরাত মাতালের সঙ্গে থাকাতে বৈষ্ণব নিন্দুক হইতে পারিস্ নাই, তোর সে পাপও হইল। তবে এক উপায় আছে, যে সাপ কামড়ায় সেই সাপেই বিষ তুলিলে বিষহীন হওয়া যায়। যদি তোর এত অনুতাপ হইয়া থাকে, তবে নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি দয়াময়, ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন, তাহা হইলে আমিও ক্ষমা করিব জানিস্।

প্রভুর আদেশে মাধাই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-কর্ত্তা গৌরহরি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাতে ক্রোধের উদ্রেক অসম্ভব, তাহা আমি বেশ জানি, আর ইহাও জানি যে তুমি বহুক্ষণই মাধাইকে ক্ষমা করিয়াছ,

কিন্তু তাহা হইলে এ ইহার অপরাধের গুরুত্ব বুঝিবে না, আমি ইহার হইয়া তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার অনুরোধে মাধাইকে ক্ষমা কর।" জীব শিক্ষার জন্য প্রভুর অদ্ভুত লীলা।

নিতাই কাঁদিয়া বলিলেন, "লীলাময়! এমনি করিয়াই কি ভক্তের মহিমা দেখাইতে হয়? লোক শিক্ষক! এমনি করিয়াই বুঝি মানুষকে শিখাইতে হয়। বেশী কি বলিব প্রভু, যদি আমার কোন জন্মে এতটুকু সুকৃতি থাকে, তবে আমি তাহা মাধাইকে দিলাম। তুমি এখন ইহাকে ক্ষমা কর। তোমার দয়া রূপ বিশল্যাকরণীর স্পর্শে জন্মের মত ইহাদের পাপের ক্ষত, ইহাদের ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগিয়া যাউক।"

প্রভু বলিলেন, "যদি ক্ষমা করিয়া থাক, তবে তোমার বৈষ্ণবী শক্তি ইহাকে দাও," নিতাই মাধাইকে কেবল কোলে করিলেন। তখন মাধাই সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত হইয়া, ভক্তির অধিকারী হইলেন। প্রভু বলিলেন, "এইবার ইহাদের আমার ঘরে লইয়া চল, কীর্ত্তন দেখিয়া শুনিয়া ধন্য হইবে।"

জগাই মাধাইকে লইয়া তাঁহারা বাটীর ভিতরে গমন করিলেন। বহুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দ উপভোগের পর, আনন্দে বিহ্বল হইয়া জগাই মাধাই প্রভুর স্তব আরম্ভ করিল। চির মূর্খ জগাই মাধাইএর কণ্ঠে যেন দেবী বীণা পাণির বীণা বাজিল, বৈষ্ণব সমাজ বিস্মিত হইয়া সে স্তুতি শুনিতে লাগিলেন। তাহারা বলিতে লাগিল;—

"প্রভু তুমি ধন্য! তোমার লীলা ধন্য, তোমার দয়ায় এই নবদ্বীপ ধন্য, তোমার নিত্য পরিষদগণ ধন্য! যুগে যুগে বিবিধ রূপে অনেক পাতকী ত্রাণ করিয়াছ, কিন্তু এবারকার কীর্ত্তিতে সে যশঃ প্রভাও বুঝি ম্লান হইতে চলিল। কারণ অজামিল মৃত্যু সময়ে তোমার নাম করিয়া ত্রাণ পাইয়াছিল, কংস রাবণ প্রভৃতি দৈত্য ও রাক্ষস বীরগণ তোমার ভয়ে দিবারাত্রি তোমাকে স্মরণ করিয়াছে! অষ্টবক্র প্রভৃতিও সেইরূপ কেহ বা তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যু সময়ে তোমাকে দেখিয়া কেহবা তোমার হাতে মৃত্যু লাভ করিয়া মুক্তি পাইয়াছে। তাহাদের উপর এত দয়া দেখাইতে পার নাই, আর মহা-পাপিষ্ঠ নর দানব আমরা, আমাদের নরকেও স্থান হইত না, সেই আমাদের

সকল পাপ ক্ষয় করিয়া ইহ জন্মেই ব্রহ্মার বাঞ্ছিত চরণ দিয়াছ; পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমের অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।"

পরে বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "এখন সকল বৈষ্ণবগণ দয়া করিয়া আমাদিগকে পদধূলি দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন আমরা আর প্রভুর নাম ভুলিয়া না যাই, এবং আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন্।"

তখন সকলেই প্রসন্ন চিত্তে তাহাদিগের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়া বাটীতে পৌছাইয়া দিলেন।

সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাঁদিয়া উষাকালে আবার জগাই মাধাই, প্রভুর পায়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু তোমরা দয়া করিয়াছ, তবে শান্তি পাই না কেন? প্রাণে তুষানল জ্বলে কেন? বৈষ্ণব দ্রোহী আমরা, আমাদের শাস্তি না দিয়া পদধূলি দিয়া ধন্য করিয়াছ, তবু এ যাঁতনা কেন পাই প্রভু।"

প্রভু বলিলেন, "জগাই মাধাই! আজ এই পুণ্যক্ষণে গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া তোমরা আমাকে তোমাদের সকল পাপ উৎসর্গ করিয়া দিবে চল, তাহা হইলেই শান্তি পাইবে।'

সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া প্রভু পুণ্য সলিলা গঙ্গাতীরে গিয়া জলের ভিতর দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "এইবার এস তোমরা, আমাকে তোমাদের পাপ দিয়া তোমরা নির্ম্মল হইয়া যাও।"

উপরে দাঁড়াইয়া দুই ভাই কাঁদিয়া অস্থির। "প্রভু, যোগী ঋষিরা তোমাকে যোগফল অর্পণ করেন, ভাগ্যবান ভক্তেরা তোমাকে সুধা মাখা প্রেম দান করেন, আর হতভাগা আমরা আজ তোমাকে আমাদের আজন্ম সঞ্চিত পাপের বোঝা দিব! পুণ্যময় ঠাকুর, একি আজ্ঞা করিতেছ! এর চেয়ে আমরা জন্ম ভরিয়া অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া সোণার মত নির্ম্মাণ হইব, সেও ভাল, তথাপি ইহা কি সম্ভব!"

সহৃদয় পাঠক, একবার কল্পনা চক্ষে এই দৃশ্যটী ভাবিয়া দেখুন। নির্ম্মলা উষা, এক দিকে ধীরে ধীরে নিশার অন্ধকার সরিয়া যাইতেছে, যেন পাপীর প্রাণ হইতে জমাট বাঁধা পাপের কালি অন্তর্হিত হইতেছে! অন্য দিকে ধীরে ধীরে স্বর্গীয় রক্তিম আভা পূর্ব্বাকাশে দেখা দিতেছে, যেন নববধূ তাহার অবগুণ্ঠন

খুলিয়া লজ্জায় রাঙা হইয়া সোণা মুখের হাসি দেখাইতেছে। পুণ্যভূমি শ্রী-নবদ্বীপের বক্ষের উপর পুণ্য প্রবাহিণী জাহ্নবী বহিয়া যাইতেছেন। কূলে কূলে পাখীরা জাগিয়া উঠিয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে যেন ভগবানের নাম গাহিয়া ভাগিরথী-তীর মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। প্রভাতে কত লোকে গঙ্গাজলে স্নান করিতেছে কেহবা সিক্ত বস্ত্রে "মহিম্ন" স্তব পড়িতেছেন, কেহবা "জবাকুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া রক্তবর্ণ প্রভাতারুণকে জলাঞ্জলি দিতেছেন, কেহবা গঙ্গা স্তোত্র পড়িতেছেন, এমন সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইএর কাছে কি চাহিতেছেন! না তাহাদের ইহ জন্মার্জ্জিত অনন্ত পাপের বোঝা, অপার দুষ্ক্রিয়া সকল। যাঁহার ইঙ্গিতে, "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্" তাঁহার চরণস্পর্শ পাইয়া আজ পাষাণের মত কঠিন জগাই মাধাইএর প্রাণ চোখের জলে ভিজিয়া সরস হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহারা দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি, করুণার খনি বিনয়ের আকর অশ্রু জলের স্রোতে আজ তাঁহাদের সকল কলঙ্ক কালি ধুইয়া গিয়াছে। তাঁহারা নবীন জীবন লাভকরিয়াছেন। যে ভক্তির বীজ মরুর মত শুষ্ক প্রাণে রোপিত হইয়া প্রেম সলিলের অভাবে মৃত প্রায় হইয়াছিল, গত রাত্রির অশ্রু বর্ষায় আজ তাহা নব কিশলয় লইয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

তখন করুণা নিধান নিত্যানন্দ দয়া সিক্ত কণ্ঠে তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে জগাই মাধাই, আজ ভবের কাণ্ডারীকে পাইয়াছিস্ তোদের সকল বোঝা তাঁহাকে সঁপিয়া দিয়া হাসি মুখে পার হইয়া যা'। ওরে, যাঁর নাম গাহিয়া ব্রহ্মার ব্রহ্ম ভাবের উদয় হয়, যাঁহাকে কিছু মাত্র জানিতে পারিয়া শিব শ্মশানে মশানে প্রেমানন্দে নাচিয়া বেড়ান্, যিনি জ্ঞানের অজ্ঞাত, ধ্যানের অগোচর, আজ সেই প্রেমময় প্রেমের মহাজন হইয়া আসিয়াছেন, তোদের দুষ্কৃতি দেখিয়া দয়াময় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন, তিনি তোদের সকল পাপ গছিয়া নিবেন, তিনি আর কিছু চান না, কেবল তোরা একবার বাহু তুলিয়া প্রাণ খুলিয়া জগৎ ভুলিয়া হরি হরি বল। এমন নাম আর পাবিনা, ইহা গোলকের আলোক, বৃন্দাবনের নিত্যধন। ভাগ্যবান্ তোরা, তোদের জন্যই প্রভু নাম বিলাইতে আসিয়াছেন। এমন দয়া আর কারো নাই। তোরা তাঁর হাতে সকল পাপ দিয়া তাঁর ক্ষমা সাগরের তুষার শীতল জলে প্রাণ ডুবাইয়া পাপের জ্বালা জুড়াইবি আয়! তিনি তোদের প্রাণের প্রেম ভিন্ন আর

কিছুই চান্ না. "প্রেমের হরি প্রেম ভিখারী, তোরা নেচে নেচে হরি বল, তোদের মুখে নাম শুনিয়া আমার মানব জনম ধন্য হোক্! তোরাত তাঁহাকে একদিনের জন্যও চাহিস্ নাই, তথাপি তিনি চুম্বক যেমন লোহাকে পাইবার জন্য ব্যকুল, তেমনি তোদের না লইয়া এ খেলায় তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। আজ যদি আসিয়াছিস তবে আয়, পাপ মুক্ত হইয়া নাম গান কর।"

কাঁদিতে কাঁদিতে জগাই মাধাই গঙ্গা স্নান করিল। প্রভুর আদেশমত, অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া যথা বিহিত মন্ত্র পড়িয়া কায়েন মনসা বাচা যত দুষ্ক্রিয়া করিয়াছিল সব প্রভুর করে উৎসর্গ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে প্রভুর চাঁপা ফুলের মত বর্ণ মলিন হইয়াগেল তিনি বলিলেন, "এই দেখ, এইবার তোমরা পাপ মুক্ত হইলে, আজ হইতে আমিও যে তোমরাও সে, তোমাদের নিন্দা যদি কেহ করে, সে বিষ্ণু নিন্দার পাপে পাপী হইবে।"

তখন নিতাই স্নানান্তে জগাই মাধাইকে সঙ্গে লইয়া "তুঁহার চরণে মন লাগুরে সারঙ্গধর।" ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে ঘরে ফিরিলেন। মানুষ বিস্মিত নেত্রে এই অপূর্ব্ব উদ্ধার দেখিল। এই অশ্রু প্লাবিত, দীনতা স্বেদ, কম্প আদি লক্ষণে ভূষিত কায় ভক্ত যুগলই যে সেই লম্পট পাপী জগাই মাধাই তাহা চিনিবার আর উপায় রহিল না।

আবার এস প্রভু, তোমার সাঙ্গ পাঙ্গ লইয়া, এ পাপময় পৃথিবীতে আর একবার এস ঠাকুর! তোমার "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত!" এই মহা আশ্বাস বাক্যের সার্থকতার সময় কি এখনও হয় নাই? আর কত কাল আমরা তুষানলের মত পাপের আগুনে দগ্ধ হইব। গোলক পতি, তোমার অমৃত কলসী লইয়া এই ভারত ভবনে আর এক বার এস, আমাদের দগ্ধ প্রাণে তোমার করুনামৃত বর্ষণ করিয়া শীতল কর, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত কর। নাথ! আমরা যে জগাই মাধাই অপেক্ষাও পাপী।

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
চৈত্র মাস,
১৩২১।

প্রার্থনা।

—:০:—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনু রজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধ সংঘাঃ॥

নামী অপেক্ষা যে নামের মাহাত্ম্য অধিক তাহা প্রদর্শন করিয়া অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিতেছেন;—হে হৃষীকেশ! তুমি এমনই ভক্তবৎসল যে, তোমার মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তনে অথবা তোমার নাম গুণানুবাদ শ্রবণে কেবল যে আমিই আনন্দানুভব করি তাহা নয়, তোমার নামের গুণে সমস্ত জগতই প্রকৃষ্টরূপে উৎফুল্ল হয় এবং সমস্ত জীবই অনুরাগ যুক্ত হয়। অন্য কথা কি রাক্ষসগণও তোমার নামের প্রভাবে শঙ্কিত হইয়া দিগন্তে পলায়ন করে, আর, কপিল প্রভৃতি যোগ তপ মন্ত্রাদি সিদ্ধ মহাপুরুষগণ পর্য্যন্তও তোমার নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

হে বিশ্বনাথ! তোমার ইচ্ছা শক্তি বলে নিমেষ অবধি করিয়া বৎসরান্ত এই যে কাল তাহা নিরন্তর নানাভাবে পরিবর্ত্তন হইতেছে। দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেহের ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া দেহ, গেহ, ধন, জনাদির ভাবে আমাদিগকে এই সুখ দুঃখের তরঙ্গে ভাসাইয়া জগতের নশ্বরতা বেশ বুঝাইয়া দিতেছে। তোমার অপরিসীম দয়ায় যাঁহারা সৎসঙ্গ পাইয়াছেন তাঁহারা জগতে কার্য্য করিয়াও কোন বস্তুতেই অতিশয় আসক্ত হন না। যাঁহার ইচ্ছায় এই জগৎ চালিত ও পালিত সেই

বিশ্ব-নিয়ন্তার প্রতি ভাব ভক্তি রাখিয়া আপন মন্দ অবস্থার পরিবর্ত্তনে তোমার পরম মঙ্গলময় অবস্থা লাভ করিতে পারেন। আর যাহারা মোহান্ধ তাহারা অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে পাপাশক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং কালের স্বভাবে সুখের পরিবর্ত্তে মহা দুঃখময় ভাব লাভ করিয়া নিজেও শান্তি সুখে বঞ্চিত থাকে অপরকেও ঘোর মোহান্ধ কূপে নিপাতিত করে।

মঙ্গলময়! জীবনের কালতো ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। যে সুদীর্ঘকাল তোমাকে ভুলিয়া এই অনিত্য সংসার মোহজালে আবদ্ধ রহিয়া দুঃখভোগ করিলাম, আনন্দময়! ইহার কি পরিবর্ত্তন ঘটাইবেনা? পাপ ভুলিয়া যাহাতে পুণ্যময় ভাব লাভ করিতে পারি, দুঃখ ভুলিয়া যাহাতে সুখপাইতে পারি, সকল প্রকার অশান্তির পরিবর্ত্তে যাহাতে শান্তি লাভে জীবন সার্থক করিতে পারি সে বিষয়ে নিজের স্বাধীনতা না থাকিলেও তোমার চরণ স্মরণ করিয়া মনের বেদনা তোমাকে জানাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি অবস্থায় পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবনা? হে বিপন্নবন্ধো! বিষয়াশক্ত চঞ্চল মনকে স্থির করাইয়া কি জীবনের যাহা লক্ষ্য, প্রাণের যাহা বাঞ্ছনীয় সেই সুখময় ভাব লাভ করাইবেনা। দয়াময়! আর আমার কে আছে? যাহাতে জীবনের জীবন যে তুমি তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি সেই প্রকার ভাব দিয়া দীনের আশাপূর্ণ কর। তোমার কৃপাভিন্ন নিজ শক্তিবলে যে ভাব লাভ করিয়া ধন্য হইব সে ক্ষমতা আমার নাই, নিজগুণে দয়া করিয়া তোমার তত্ত্ব বুঝাইয়া, তোমার মহিমা জানাইয়া দাও তুমি ভিন্ন আর আমার কেহই নাই।

আমি কার কাছে যাব, কারে বা জানাব, মরম বেদনাহে।
হরি, কে আছে এমন, আপনার জন, কে করে শান্তনাহে॥

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভক্তি

—:০:—

ওগো ভক্তিদেবি, জ্ঞান বৈরাগ্য জননি !
কলিঘোর দাবানলে তাপিতা অবনী ॥
মূৰ্চ্ছিতা বিকলা যবে, স্বর্গহতে নামি,
নিজ সুশীতল প্রেম অমৃত প্লাবনে
জুড়াইলে বক্ষঃ তার। নরাধম আমি,
ত্রিতাপ দগধমরু এ হৃদি অঙ্গনে
পাব না কি বিন্দু তার ? অচিন্ত বৈভব !
ভরসা করুণাময়ি করুণা তোমার ;
জোছনার মত সে যে ঢালে সুধাধার
কিবা দেবালয়ে, কিবা চণ্ডাল আগার
সমভাবে নাহি ভেদ পাপী পুণ্যবানে ;
তাই না যমুনা গঙ্গা সেবিছে ধরায়
অচিন্ত মহিমা মুগ্ধা নিয়ত তোমায় ;
কবে মা করিবে কৃপা অযোগ্য সন্তানে ?

শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী।

"শ্রীগৌরাঙ্গ ও সংকীর্ত্তন।"

—০:০—

আনন্দ লীলা রস-বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম রসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥"

সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপায় বৈষ্ণব সমাজের অস্তমিত গৌর-রবি পুনরায় যেন ধীরে ধীরে নব-নবরাগে রঞ্জিত হইয়া উদয় হইতেছে-ইহা বৈষ্ণব সমাজের এবং আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই।

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেবনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তনই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম। কলির প্রথম অবস্থাতেই যখন একেবারে অবনতির চরম অবস্থা হইয়াছিল তখন সেই অবস্থা দর্শন করিযাই করুণাময় শ্রীভগবান শ্রীহরিনাম রূপ যুগধর্ম্মের প্রচার মানসে তদানিন্তন কালের শ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীনবদ্বীপ ধামে শচী জগন্নাথের আলয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। ভক্তপারিষদ্গণ সকলেই পুর্ব্বে নানাস্থানে জন্ম লইযাছিলেন।

কলিপাবনাবতার প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গইযে আমাদিগকে এই নামকীর্ত্তন প্রণালী অধিকতর সরল ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। জীবের দুঃখে কাতর হইয়া কলিজীবকে দুঃখ দুর্দ্দশার করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই করুণাসিন্ধু ভগবানশ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ায় আবির্ভাব। শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের প্রবল অমীয়া লহরী প্রবাহিত করিয়া গৌরসুন্দর জীবের উপাসনার পথ আরও সুগম ও প্রশস্ত করিযা দিযাছেন।

কোন কোন অজ্ঞ অপরিণামদর্শি শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্বে দোষারোপ করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট আমার একটী মাত্র কথা জিজ্ঞাস্য আছে যে, পৃথিবীতেতো কত শত শত অবতারই হইয়াছেন কিন্তু কোন্ অবতারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের বিহার কালের ন্যায় ছয় চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ, দ্বাদশ গোপাল, চৌষট্টী মোহান্ত প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের ন্যায় বিদ্বান বিবেকী ভাবুক ভক্তের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল? বোধহয় খুঁজিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভিন্ন অন্য কোন অবতারেই এরূপ একসময় এত বিদ্বানের এত ভাবুকভক্তের এত ত্যাগীর এত প্রেমিকের একত্র মিলন দেখাইতে পারিবেন না। কিন্তু আমাদিগের নিজ নিজ কর্ত্তব্য হীনতা দোষে আজি এমন উচ্চ সমাজ মধ্যেও যথার্থ আদর্শের অভাব হইয়াছে। বন্ধুগণ, যদি যথার্থ আপনারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুখোজ্জলকারী হন—যথার্থ বৈষ্ণব সমাজের জন্য যদি আপনাদিগের প্রাণ কাঁদিয়া থাকে তবে সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে বৈষ্ণব সমাজেরমধ্যে যথার্থ আদর্শ প্রস্তুত হয়, তাহার জন্য যত্নবান হউন।

যুগোচিত যে ধর্ম্ম তাহার প্রচার অংশের দ্বারাও সাধিত হইতে পারিত কিন্তু সেই গোলক ভাণ্ডারের গুপ্ত সাররত্ন যাহা এতদিন কোন অবতারে

কোনও প্রকারে কাহাকেও অর্পিত হয় নাই সেই অনর্পিত উন্নতোজ্জল রসময়ী প্রেমভক্তি দানে জীবের দুঃখ দূর করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করা যুগোচিত অংশাবতারের দ্বারা কখনই হইতে পারে না সেই জন্য গোলক বিহারী শ্রীহরি সাধের গোলকধাম ত্যাগ করিয়া রাধাভাবকান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সুমধুর নামরস মণ্ডিত প্রেমভক্তিদানে আচণ্ডালকে কৃতার্থ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
(কিন্তু) আমাভিন্ন অন্যেনারে ব্রজ প্রেম দিতে॥

আহা এমন দয়ার সাগর, দীনজন বন্ধু ভিন্ন আর কে মায়া ক্লিষ্ট হতভাগ্য কলিজীবের প্রতি করুণা করিবে। এহেন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরাঙ্গেও যার পূর্ণভগবত্বার অবিশ্বাস সে ব্যক্তিকে দুর্ভাগা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যাহারা ভাগ্যবান তাঁহারাই বিশ্বাসের দ্বারা তাঁহার ভগবত্বা উপলব্ধি করিয়া ধন্য কৃতার্থ হইয়া থাকেন। অদ্যাপিও করুণারাধার প্রেমসিন্ধু গৌর সুন্দর অপার্থিব নিজ করুণা-ধারা বর্ষণে ত্রিতাপে তাপিত জীবকে শীতল করিতেছেন। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন ;—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

আহা! কে এমন ভাগ্যবান যে, অদ্যাপিও শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যবিহার দর্শনে জীবন ধন্য করিতেছ, দয়া করিয়া আমাদিগকে একবার বলে দাও, কৃপাশক্তি সঞ্চারে একবার অবিশ্বাসীগণের মায়া আবরিত আঁখি খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে মধুরাদপি মধুর গৌরলীলার নিত্য বিহার দর্শন করাইয়া ধন্য কর।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত নিতাই চাঁদকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন, তোমরা চিন্তা করিওনা এ লীলায় উত্তম অধম ভাবুক পাষণ্ড জ্ঞানী অজ্ঞানী ধনী নির্ধনী কাহারও নিস্তার নাই সকলকেই একদিন না একদিন এ লীলা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। একদিন না একদিন সকলকেই প্রেমে পাগল হইয়া কান্দিতে হইবে। আর পৃথিবীর মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে এই সুধামধুরনাম প্রচার না হইবে তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ ;—

পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার ভাই হইবে গোর নাম॥

বুঝিবা এতদিনে প্রভু তোমার শ্রীমুখের বাণী সত্য হইল। বুঝিবা সেদিন আসিতেছে, অথবা আর সেদিনের বিলম্ব নাই। নতুবা সুদূর হিমালয়ের প্রান্তদেশ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত কেন এমন ভাবে নামের ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল। কেবল হিমালয় হইতে কুমারিকাইবা বলি কেন বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া সুদূর আমেরিকার দিকে যদি আমরা একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহা হইলে তথায়ও প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় সেবকবর্গের কৃপায় আমরা মধুর হরিনামের ঝঙ্কার শুনিতে পাই। আবার দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা পূর্ব্বে নাম শ্রবণে বা নাম গ্রহণ কারিকে দর্শন করিয়া নাসিকা কুঞ্চন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, প্রভুর কৃপায় এখন আমারা অনায়াসে তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে আগ্রহের সহিত নাম করিতে এবং নাম শ্রবণে, প্রভুর লীলা কাহিনী শ্রবণে অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত হইতে দেখিতে পাই। এসব দেখিয়া শুনিয়াও আমরা সেই মধুর লীলায় বিশ্বাস করিতে চাই না, ইহা আমাদিগের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যথার্থই মনে হয় কি অসাধারণ শক্তি বলেই যে, এই ভুবনোন্মাদী নাম মাধুর্য্য যুগল প্রেম মাধুর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া গৌর প্রেম রসার্ণবে এক অভাবনীয় আনন্দ তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত।

এই ভক্তের ভাব্য, রসিকের আস্বাদ্য নাম মাহাত্ম্য ভাষায় বর্ণনা করা মাদৃশ অহঙ্কারীর পক্ষে সাধ্যাতীত যথার্থই ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভবের জিনিষ আমি নিজে ভাব ভক্তি ভাষা জ্ঞানহীন নাম মাহাত্ম্যবর্ণনে অগ্রসর হওয়াও মাদৃশব্যক্তির ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে মধুকর যেমন নানাবিধ কুসুম হইতে কেবল শ্রেষ্ঠ পদার্থ মধুই সংগ্রহ করিয়া থাকে আর কলহংস যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সার ভাগ দুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে আশাকরি ভক্ত পাঠক-গণও আমার এই প্রবন্ধের ভাষার প্রতি লক্ষ না রাখিয়া ইহার সারাংশ ভাব গ্রহণে আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে পূজে সেই জীব ধন্য॥

সাধুগণ সঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞে দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক দীনদয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। কারণ কলির জীবের দশা অত্যন্ত মলিন দেখিয়া দয়াদ্র হৃদয় করুণার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ যখন গোলকের সারধন হরি-নাম সঙ্কীর্ত্তন" প্রচার করিয়া ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও অগোচর নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম অমীয়া অকাতরে অযাচিত ভাবে আচণ্ডালকে বিতরণ করিয়াছেন এবং নিজে ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করিয়া দীন হীন কাঙ্গালের বেশে দ্বারে দ্বারে আপনি আচরণ করিয়া জীবকে শিখাইয়াছেন তখন সকলেরই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে সেই প্রেমাধার জগদাশ্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের পূজাকরা কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবান যুগে যুগে নানা ভাবে নানামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তাহা নিজ মুখেই তিনি গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম ও ৮ম শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"যদাযদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতিভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাস ও ধর্ম্মের সংস্থাপন দ্বারা অসাধু দিগকে বিনাস ও সাধু দিগকে রক্ষা করিয়া থাকি অসাধু বিনাশ ও সাধুদিগকে রক্ষা এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমার আবির্ভাব জানিবে।

যুগে যুগে শ্রীভগবান আবির্ভূত হন এবং সেই সেই যুগের যুগানুরূপ মুর্ত্তির অর্চ্চনা, যুগানুগত নামের দ্বারাই হইয়া থাকে, এক্ষণে অন্য যুগের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান কলিযুগের জীব আমরা আমাদের এই যুগানুরূপ মুর্ত্তি কে এবং কি ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করা যায় তৎসম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্র সার পঞ্চমবেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে করভাজন কি বলিতেছেন তাহার আলোচনা করা যাউক। করভাজন বলিয়াছেন;—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং
যজ্ঞৈ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস॥

ভা. ১১।৫।৩৪

অর্থাৎ, বিবেকী সুধী মহাত্মাগণ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদি যাহার অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাহার উপাঙ্গ, গদাধর গোবিন্দাদি যাহার পার্ষদ এবং যিনি শ্রীহরি নাম ও প্রেমভক্তিরূপ নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি বদনে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ করেন বা কৃষ্ণকেই সর্ব্বদা বর্ণনা করেন সেই পীতাবতার সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতা শ্রীগৌর হরিকে সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞ দ্বারাই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবকবি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন ;—

দেখ, নিতাই চাঁদের করুণা
কলিতে কীর্ত্তন যাগ আরম্ভিলা মহাভাগ
পূরাইতে অদ্বৈত বাসনা॥
শ্রীঅদ্বৈত যজমান শ্রীবাসালয় যজ্ঞস্থান
যজ্ঞেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
হোতা হইলা নিত্যানন্দ হরিনাম মহামন্ত্র
বদ্ধজীবের মুক্তকল্প কারী॥
বাসনাদি কাষ্ঠগণ প্রেম ঘৃত নির্ম্মঞ্ছন
ভক্তি অগ্নি হইল প্রবল।
দুর্ব্বাসনা ধর্ম্মাধর্ম্ম অন্যদেবাশ্রয় মর্ম্ম
ভস্মকৈল ইত্যাদি সকল॥
সহচরগণ মেলি সমাপিল যজ্ঞ কেলী
নবদ্বীপে হইল হেন ঘটা।
বৃন্দাবন দাস ভাসে বিতরল দেশে দেশে
বৈষ্ণব চিহ্ন শেষ যজ্ঞ ফেঁাটা॥

এইখানে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর একমাত্র শ্রীগৌর হরি, অন্যান্য অবতারের ন্যায়, শঙ্খচক্রাদি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া দুস্কৃতি পাষণ্ডগণকে বিনাস করেন নাই বটে কিন্তু পরিকরগণ সঙ্গে এমন এক মহামহিম প্রভাব বিশিষ্ট অস্ত্র লইয়া তিনি অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন যে, তাহাতে বিপক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিয়া বিন্দুমাত্র শোণিতপাত না হইলেও সমগ্র পাষণ্ড দলই বিদলিত হইয়াছিল।

এমন দয়ার এমন প্রেমের অবতার কে কোথায় দেখিয়াছ ভাই। জীবের দ্বারে দ্বারে দন্তে তৃণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নামপ্রেম বিলাইতে কে কোথায় দেখিয়াছ ভাই! দেখাতো দূরের কথা মার খাইয়া পাপিকে বাহু পশারিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া প্রেমধনে ধনী করিতে কে কোন অবতারে শুনিয়াছ?

রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধ'রে
অসুরাদি করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারেও না মারিল
প্রেমে হৃদয় শোধিল সবার॥

অবতারতো অনেকই হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া পাপী তাপির পাপতাপের বোঝা নিজ মস্তকে লইয়া তাহাদিগের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছে কে? আচণ্ডাল অধম পামর পতিত জনে প্রাণ ভরা প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়াছে কে? তাই বলি;—

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥
অধম চণ্ডাল জনার দ্বারে দ্বারে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥

আবার জগাই মাধাইকে উদ্ধারের সময় মার খাইয়াও তাহাদিগকে কোল দিয়া বলিয়াছেন;—

মেরেছ কলসির কানা,
তা বলেকি প্রেম দিবনা?
মেরেছ মার আবার খাব।
তবু হরি নামে উদ্ধারিব॥

আবার বলি ভাই! এমন দয়ার কথা কোন অবতারে শুনিয়াছ কি? ভক্ত কবি বলিয়াছেন;—

এমন দয়ার ঠাঁই কোথাওত শুনি নাই
থাকুক দেখিবার কাজ দূরে।

তাই বলি ধন্য কলিজীব, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তুমি বহু ভাগ্যবান। আর সর্ব্ব-ধর্ম্ম-ধ্বংশকারী কলিযুগ তোমাকেও ধন্যবাদ। কেননা যদি তুমি

এত প্রবল না হইতে তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে এমন প্রাণ মাহতান পাষান গলান, অতল মর্ম্মস্পর্শী নামধর্ম্ম, এমন উন্মাদময়ী প্রেমভক্তি লাভ ঘটিত না, আবার বলি—ভক্তের স্বরে স্বর মিশাইয়া বলি ;—

যদি গৌরাঙ্গ না হত কেমন হইত কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা রসসিন্ধু সীমা জগতে জানাত কে॥
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

আবার বলি ভাই ;—

গাও গাও পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন।
এভব সাগরে এমন দয়াল নাদেখিয়ে একজন॥
(হায় হায়) গৌরাঙ্গ বলিযা নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে।
বাসুঘোষ হিয়া কোন পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ যে জীবকে কেবল নাম ধর্ম্ম দিয়াই নিশ্চিন্ত তাহা নহে তিনি দেব দুর্ল্লভ উন্নত উজ্জল রসময়ী প্রেম সুধা দান করিয়া পতিত জীবকে উন্নতীর চরম সীমায় উন্নত করিয়াছেন।

আমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুইটি কারণ বর্ত্তমান দেখিতে পাই। অন্তরঙ্গ কারণ শ্রীরাধা হৃদয়ের স্বকীয় মাধুর্য্যাস্বাদ এবং বহিরঙ্গ কারণ সর্ব্বজীবে সমভাব ও হরিনাম প্রচার। অন্যান্য অনেক কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও এই দুইটিই প্রধান এবং উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই তর্ক নিষ্ট অভিমানাদি তমোভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ তাই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ গুণের মহীয়সী শক্তির মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিনা। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নামে যাহার হৃদয় না গলিল, নাম গ্রহণ করিতে করিতে যাহার অঙ্গ পুলকিত না হইল, প্রেমাশ্রু পাতে যাহার বক্ষস্থল প্লাবিত না হইল তাহার যুগল প্রীতির অনুশীলন করিতে যাওয়াও আকাশ কুসুমবৎ।

প্রকৃতই যদি রাধা গোবিন্দের উজ্জ্বল লীলা মাধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে বাসনা থাকে. তবে আগে প্রেমেরখনি দয়ার আধার শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর, প্রাণ মন এক করিয়া অকপটে যদি গৌরাঙ্গ পদে বিকাইয়া যাইতে

পার তবেই ভাই যুগল প্রেমের আস্বাদ লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে। গৌর-প্রেম-সাগরে না ডুবিতে পারিলে রাধাকৃষ্ণ প্রেমরত্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসেন, প্রাণের ঠাকুর বলিয়া যিনি যথার্থ প্রাণ দিয়া পুজা করেন তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব পদ বাচ্য, আর তাঁহার সঙ্গই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি লাভের পরম সহায়।

পুর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে যে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন অংশ হইতেই সম্ভবে কিন্তু ব্রজপ্রেম একমাত্র স্বয়ং ভগবান ভিন্ন অন্যে দিতে পারে না। এ বিষয় শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে। যথা ;—

"সন্ত্যবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ
কৃষ্ণাদন্য কোবা লতাস্বপি প্রেমদোভবতি ॥"

অর্থাৎ পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব মঙ্গলময় বহু বহু অবতার আছেন বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কে এমন আছেন যিনি লতা অর্থাৎ বাল স্বভাব অথবা আশ্রিত জনের প্রেমদাতা হন ?

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা এত মধুর কেন ? যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমরা তাঁহার "কেন" এই কথার উত্তর দিতে পারিব কিনা সন্দেহ। কারণ যে ব্যক্তি সম্যক রূপে জ্ঞাত আছেন তিনি কখনই এই 'কেনর' ভিতর যাইবেনা, আর যিনি জানেন না তাহার 'কেন' খণ্ডন করা দুরূহ। ভগবদনুভূতি একমাত্র সাধন দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায়না। তবে যিনি স্বয়ং জানিয়া শুনিয়া দৃঢ়তার জন্য জিজ্ঞাসা করেন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ আর দিয়াও সুখ আছে।

গৌরলীলা এত মধুর কেন এ বিষয় আলোচনা দ্বারা সহজে আমরা বুঝিতে পারি যে, এ লীলা একাধারে ভক্তও ভগবত্তা উভয় ভাবপুর্ণ। আর দেখিতে পাই যে, গৌরলীলায় ভগবান জীবের প্রতি দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। স্বয়ং ভগবান যে জীবের মধ্যে আসিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জীবের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবকে শিক্ষা দিতে পারেন তাহা আমরা গৌর লীলায়ই বিশেষ ভাবে প্রকাশ দেখিতে পাই। অপরাপর কারণ থাকিলেও এই অপার কারুণ্যই শ্রীগৌর লীলার একপ্রধান মধুরত্ব।

তাই বলি বন্ধুগণ। যিনি কারুণ্যামৃত বরিষণে বিশ্ববাসী জীবগণকে আনন্দোন্মত্ত করিয়া প্রেমতরঙ্গে নাচাইয়া ডুবাইয়া দিয়াছেন, যিনি রাধার ভাবকান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া রাধা ভাব উদ্দীপনা দ্বারা সমস্ত জগৎকে রাধা ভাবময় করিতে যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ভাব বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তাধীন হইলেন, প্রাণোন্মাদিনী মধুর নাম সঙ্কীর্ত্তনে যিনি জগৎকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন—সেই মহাগুণ-নিধি গৌরসুন্দর এবং তাঁহার লীলার প্রধান সহায় জগদ্‌গুরু নিতাই চাঁদকে কায় মনোবাক্যে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া বিষয়ের কীট অধম আমি অনুক্ষণ বিষয় চর্চ্চাতেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি।

হায়! হায়। কবে আমাদের মোহ ঘোর ঘুচিবে। ভক্তগণ! আশীর্ব্বাদ করুণ, কৃপা শক্তি সঞ্চার করুণ যেন মন প্রাণ এক করিয়া প্রেম গদ গদ কণ্ঠে বলিতে পারি।—

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ করুণয়াবতারৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ,
বন্দে জগৎ প্রিয় করৌ করুণাবতারৌ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচর্য্য।

স্তব।

—ঃ০ঃ—

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্॥

দেবকীর গর্ভে হরি, অবনীতে অবতরি
ধরা ভার করিবে হরণ,
এই বার্ত্তা জানি মনে ব্রহ্মা শিব দেবগণে
মিলি নারদাদি সনে করিছে স্তবন।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

সত্যব্রত সত্যপর তিন সত্য নিরন্তর
সত্যেই নিহিত তুমি সত্যের নিধান।
সত্যেরও সত্য হরি সত্য প্রবর্ত্তন কারী
সত্যাত্মক তব পদে মাগিতেছি স্থান।

একায়নোহসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্ট বিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদি দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥

প্রকৃতি আশ্রয় ভোগী একায়ন দেহ শাখী
সুখ দুঃখ দুটি ফল তার।
সত্ত্ব আদি গুণত্রয় এ বৃক্ষের মূল হয়,
চতুর্ব্বর্গ হয় চারি রসের আধার।
পঞ্চেন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বার ষড়াত্মা স্বভাব তার,
সপ্তত্বক্ অষ্ট শাখা ময়;
নবচ্ছিদ্র দশপত্র দুই পক্ষী বাস তত্র
জীবাত্মা ও পরমাত্মা দ্বয়।

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃত চৈতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥

তুমি প্রভু ভগবান উৎপত্তি ও লয়স্থান
তুমি দেব পালন কারণ,
মায়া বৃত চিত যার সে দেখে নানা আকার
এক মূর্ত্তি হেরে তব বিদ্যাবান জন।

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥

জীবের কল্যাণ তরে নানা মূর্ত্তি বারে বারে
সত্বগুণ ময় প্রভু, করহ ধারণ;
খলের বিনাশ করে সাধুগণ মনোহরে
সেই সব মূর্ত্তি নারায়ণ।

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল সত্ত্বধাম্নি সমাধিনা বেশিত চেতসৈকে।
ত্বৎ পাদ পোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥

সত্ত্বগুণ নিকেতন হে নাথ, কমলেক্ষন,
সাত্ত্বিক বিবেকী ব্যাক্তিগণ
তোমার চরণতরী ধ্যান যোগে লাভ করি
ভবাব্ধি গোস্পদ করে অনা'সে লঙ্ঘণ।

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্র সৌহৃদঃ।
ভবৎ পদাম্ভোরুহনাব মত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

ভক্তে করি অনুগ্রহ তব পদ সরোরুহ
নৌকা তুমি করিয়াছ দান।
ভীম ভবার্ণব বারি পদতরী যোগে তরি
দয়া করি তাঁরা এই পারে রেখে যান।

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন স্তয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত যুষ্মদঙ্‌ঘ্রয়ঃ॥

অম্বুজ নয়ন হরে মুক্তি অভিমান করে
ভক্তি ভিন্ন যে সকল জন—
ভক্ত্য—ভাবে শুদ্ধিহীন বুদ্ধি তার বিমলিন
কষ্টলভ্য পদ হ'তে লভয়ে পতন।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ মূর্দ্ধসু প্রভো॥

কিন্তু তব ভক্তগণ তোমাতেই কায়মন
নিরন্তর করি সমর্পণ
তোমার রক্ষিত হয়ে বিনাশিয়া বিঘ্নচয়ে
নির্ভয়েতে করে বিচরণ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদ ক্রিয়া যোগ তপঃ সমাধিভি—স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥

লোক পালনের তরে সত্ত্ব মূর্ত্তি ধর হরে
মানবের কল্যাণে কেবল;
বেদ ক্রিয়া যোগতপ, সমাধি ও পূজাস্তব
ভকতের করিতে সফল॥

ক্রমশঃ

শ্রীমুকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল।

ভক্তি মহিমা।

(পণ্ডিত শ্রীল যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:০:—

এ ভক্তি যোগের মহিমা আর কত লিখিব ? এমন সহজ সরল পন্থা আর কাহার ? এ পথে অগ্রসর হইতে গেলেই রসিক শেখর পরম করুণানিধি আগু বড়াইয়া আসেন। ভগবৎ পাদমুল ভজনের জন্য যে অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া একান্ত শরণাপন্ন হইয়াছে, ভগবান তাহার সমস্ত অপরাধ ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া লন ; তাহার আর ভয় কি ! আহা এমন যে ভক্তির মহিমা-মণ্ডিত কুসুমাস্তৃত মধুর পথ, এই পথ ছাড়িয়া আমাদের কুপথে কণ্টকাকীর্ণ জ্ঞানপথে অগ্রসর হওয়া কি সমীচীন ? ভক্তি পথের মহাজনগণ ওই যে বাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধ্যান লইয়া এই পথে সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন এস অন্ধ জীব এস, এই পথে এস, এই সমীচীন পথে এই অকুতোভয় ক্ষেমময় পথে এস জানি তোমরা অবিদ্যাকামকর্ম্মে একান্ত আশক্ত হইয়া পড়িয়াছ, জানি তোমরা বিষয়াকৃষ্ট, জানি তোমরা অজিতেন্দ্রিয় পতীত অভাজন কিন্তু ভয় নাই। তোমাদেরই জন্য এই সরল পথ প্রস্তুত হইয়াছে। একবার প্রভুর নাম ধরিয়া ডাক, ওই যে পারের কাণ্ডারী অদূরে বৈতরণী পারে দণ্ডায়-মান! ভয় কি ? একবার উচ্চ স্বরে মর্ম্মভেদী কাতর কণ্ঠে আকুল প্রাণে ডাক—"প্রভো আমি বড় পতীত বড়ই অভাজন ; সংসার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়া এই শোচনীয় কর্ম্মদশায় ডুবিতে বসিয়াছি আমাকে উদ্ধার কর ? এ দুর্গম ভবজলধি পার হইবার আমার অন্য উপায় নাই। প্রভো! আমায় ভক্তি দাও তোমার সেবাধিকার দাও।" তবেই তোমাদের মনবাসনা সিদ্ধ হইবে।

কিন্তস্য বহুভির্মন্ত্রৈঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বহুবিস্তরৈঃ
বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।

ভগবানে যাহার ভক্তি লাভ হইয়াছে তাহার আর মন্ত্র তন্ত্রের প্রয়োজন নাই, শাস্ত্রাধ্যয়নের আবশ্যকতা নাই, বৈদিক জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধারণার দরকার নাই, যাগযজ্ঞের ফলেও তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

এ ভক্তি পথের মত আর সহজ পথ কোনটী? কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু জন্ম অতীত হইয়া। গিয়াছে। জ্ঞানপথের মহাজনগণ ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই পথে ফিরিয়া আসিয়াছেন বৈরাগ্য পথের মহাজন এ যুগে কয়জন দেখা যায়! সুতরাং এমন শিব পথ আর নাই।

নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তি যোগো যতোভবেৎ।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

তাই ব্রহ্মানন্দ রসতন্ময় শুকদেব গোস্বামী ও ব্রহ্মানন্দ ভুলিয়া পিতার নিকট ভক্তিপথের সন্ধানে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। সংসার পতিত দুর্গত জীবের এই ভক্তি পথ ব্যতীত বিঘ্নহীন শিবময় পথ আর নাই।

আজ ভক্তমহাজনগণের নিকট আমার এই নগন্য প্রবন্ধ চরম পথের উদ্দেশ পাইবার আশায় দাঁড়াইয়াছে। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" ভরসা আছে তাঁহাদের কৃপা পাইলে আমার বাঞ্ছিত লাভ অসম্ভব থাকিবে না।

জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি? বেদ বেদান্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য যাহা, ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলের লক্ষ্য যাহা, স্মৃতি সংহিতা মীমাংসা পুরাণাদির অভিধেয় যাহা, জগতের তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নহে কি? "আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ।" শ্রুতি তারস্বরে বলিতেছেন আত্মজ্ঞান লাভই শ্রেষ্ট ধর্ম্ম। এই আত্মজ্ঞান লাভ কি? যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়, হৃদয় আনন্দময় হয়, আত্মা প্রসন্ন হয়, ভগবানে এই ভক্তিই আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীভগবানে ভক্তিই মানবগণের পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ভগবদ্ভক্তি লাভ না করিতে পারিলে কখনই আত্মা নির্ম্মল হইবে না। যাহারা সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত, দয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত, বিদ্বান ও তপস্য নিরত কিন্তু ভগবানে কেবল মাত্র ভক্তি শূন্য, তাহাদের অন্যকে পবিত্র করা দূরের কথা নিজেকেও পবিত্র করিবার শক্তি নাই। ইহাই ভক্তির অসাধারণ

মহিমা। এই ভগবদ্ভক্তি সনাতনী। যতদিনের ভগবান, ততদিনের ভক্তি ও তত-দিনেরই ভক্ত। ইহা আজকালকার কথা নহে। এ ভক্তি শ্রীভগবানের আদি যুগের লীলা সহচরী প্রাণ-বল্লভা। দুরন্ত কলিহত জীবের দুর্গতি দেখিয়া এ যুগে ইনি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের সাধনায়, শ্রবণ কীর্ত্তনে, করুণায় গলিয়া পতিত অভাজন জীবগণকে স্নেহময় বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য স্বীয় নিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তাই এই ঘোর দুর্দ্দিনেও এই যশঃপূত ভক্তি-সৌরভে জগৎ আমোদিত।

দ্বাপর যুগাবসানে, কলির প্রথম সন্ধ্যায় যখন পূর্ণব্রহ্ম হরি স্বপদ আরোহণ করেন, যখন কলিকাল-কবলিত হতভাগ্য জীবের ধর্ম্ম-জ্ঞান-নেত্র অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে তখন অজ্ঞানান্ধ জীবের নয়নপুটে শ্রীমদ্ভাগবত সূর্য্যের হিরণ্যোজ্জ্বল নবকীরণচ্ছটায় এই ভক্তি জগতে প্রথম উদ্ভাসিত হন। কিন্তু কপটতার প্রভাবে তখন এই অভিনব লক্ষণা ভক্তি শ্রদ্ধার অভাবে উপেক্ষিতা হইয়া শাস্ত্র-সিন্ধু-গর্ভে লুকাইয়া ছিলেন। আর কেই বা তখন তাঁহার অনুসন্ধান করে। তখন ঘোর তান্ত্রিকযুগের হিসাবে নরহত্যায় কপটতায় দেশময় রক্তগঙ্গা। বেদের দোহাই দিয়া জনমণ্ডল পাপহিংসায় উন্মত্ত। কে তখন ভক্তির ভিখারি! তাহার কতকাল পরে যখন ভগবান্ বুদ্ধ অহিংসা পরমোধর্ম্ম প্রচারে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সময় পর্য্যন্তও এ সর্ব্বার্থসাধিকা হরিভক্তি শাস্ত্র জলধি মহাগর্ভে গভীর নিদ্রিতা। কতকাল পরে যুগ প্রভাবে আবার ভারতবর্ষ জড়বাদে নাস্তিকতার পাপাচারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিরীশ্বরবাদী জনগণের নিকট অদ্বৈত সোঽহং ব্রহ্মবাদ স্থাপন করেন। তাঁহারই অসাধারণ ত্যাগে, তপস্যায়, জ্ঞানে আবার ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়। তখন আবার ভারতের নরনারী এই নবধর্ম্মালোকে জ্ঞানের আলোচনায় বৈরাগ্যের সম্বর্দ্ধনায়, ত্যাগের সাধনায় উদ্দীপিত হইয়া উঠে। এই কঠোর সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব, ভক্তির উদ্বোধন ও ভক্তিবাদ দৃঢ়সংস্থাপিত হয়। সে এক অভিনব মনঃশ্রবণ রসায়নী অপূর্ব্ব কাহিনী।

ভারতে তখন শঙ্করাচার্য্য নাই বটে কিন্তু ভারতময় তাঁহার ভাবরাশি উদ্বেলিত—তরঙ্গায়িত। অদ্বৈত-বেদান্ত-কেশরীর সিংহনাদে, সোঽহং ব্রহ্মবাদে হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ পর্য্যন্ত তখন বিকম্পিত, ভারতের আকাশ তখন প্রতিধ্বনিত।

শুষ্ক জ্ঞানে, নীরস বৈরাগ্য দম্ভে অভিমানে জীবগণ তখন ভক্তিকে ভুলিয়া গিয়াছে। অধম জীব হইয়া আপনাকেই শিব বলিয়া পরিচয় দিয়া কত গর্ব্বিত হইতেছে কতই না স্পর্দ্ধা করিতেছে। আর এরূপ কথা বলিতে তাহাদের জিহ্বা একটুও কম্পিত হইতেছে না, বা হৃদয় একটুও শঙ্কিত হইতেছে না।

ভারতে তখন শঙ্করাচার্য্য ছিলেন না কিন্তু মহা জ্ঞানী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত বেদান্তবাদের পূর্ণ আধিপত্য কাল। একদিকে বঙ্গদেশে প্রবল তার্কিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম, অন্যদিকে কাশীতে কঠোর বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ভারতের উভয় প্রান্তে কর্ম্মও জ্ঞানবাদের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। সমগ্র ভারতময় জ্ঞানের বহ্নিদাহ, কুটতর্কের বিষদাহও কর্ম্মের হোমানলশিখা পরিব্যাপ্ত। কার সাধ্য সেই কঠোর কুতর্ক কর্কশাশয় মায়াবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, সে দাবানল নির্ব্বাপিত করে।

এই ঘোর দুর্দ্দিনে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের কঠোর সাধনায় ভক্তিবাদ প্রচার হয়। তৎপ্রবর্ত্তিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নবীন বন্যা প্লাবনে যুগপৎ উভয় তট পরিপ্লাবিত ও জ্ঞান কর্ম্মানল সমূলে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে যাইয়া যখন এ দেশের অধিবাসীগণের অস্থি মজ্জার ভিতর দিয়া সোঽহং শিবোঽহং বুদ্ধি আসিয়া প্রবেশ করিল তাহার ফলে যখন উপাস্য উপাসক বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। যখন জীবনের কর্ত্তব্য বোধে, পাপপুণ্যের বিচার বিশ্লেষণে, প্রেমভক্তির মহিমা জ্ঞানে সকলে অক্ষম হইয়া পড়িল, ফলে অবশেষে যখন দুর্লভ মানবজীবন একান্ত দুঃখময় হইয়া উঠিল, ধর্ম্মসাধন নীরস ব্যাপার বলিয়া পরিত্যক্ত হইল তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানুজ প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত সংস্কৃত করিয়া ভক্তিবাদ লইয়া এই মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি যেরূপে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া স্বীয়মত স্থাপন করেন, হিন্দুরজাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকিবে, এ প্রবন্ধের অবিষয় বলিয়া সে সম্বন্ধে আর এখানে অধিক লিখিবার আবশ্যক নাই প্রবন্ধান্তরে যথা সময়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এ ভক্তিতত্ত্ব অতিগূঢ় অনুভবের সামগ্রী। ইহা ভাগ্যবানের আশার স্বপ্ন দুর্ভাগ্যের দুরাশা বিভীষিকা। পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যবল না থাকিলে এই ভক্তি লাভ দুর্ঘট ব্যাপার।

ভক্তির্হি জায়তে পুংসাং সুকৃতৈঃ পূর্ব্ব সঞ্চিতৈঃ।

(নারদীয়ে)

একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপায় এই অতিগূঢ় ভক্তি কলিযুগে প্রকাশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী পাদ বন্দনা করিতেছেন :—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং

কলাবপ্যতিগুঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা।

স্বয়ং মহাপ্রভু গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী। বিদ্যায় তাঁহার প্রতিযোগিতা করে কার সাধ্য? কত কত দিগ্‌বিজয়ী মহা মহা পণ্ডিত, কত মীমাংসক তার্কিক বেদান্তবাদী মুহুর্ত্তের বিচারে মুখের কথায় পরাজিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে তাঁহার সমকালে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল। সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী বহু বহু দিগ্‌বিজয়ী এই অভিমান লইয়াই দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আজ সকলেরই পরাজয়; মহাপ্রভুর প্রতিবাদী নাই। তিনি তথাপিও নিজে কোনরূপ নূতন শাস্ত্র প্রণয়নাদি না করিয়া ভক্তির প্রাচীনতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন কল্পে শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা নারদ পঞ্চরাত্র্যাদি লুপ্তপ্রায় পৌরাণিক শাস্ত্র হইতেই যুক্তি প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন। পরে শ্রীরূপ সনাতনকে আপনার শক্তি সঞ্চার করিয়া এই ভক্তিবাদ স্থাপন ও এই সকল লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রাদি প্রচার কল্পে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন, তাঁহারই কৃপাশক্তি লাভ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও হরিভক্তিবিলাসাদি বহু বহু বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থ প্রচার করিয়া পরবর্ত্তী গোস্বামীপাদগণ তাঁহার সাধের ভক্তিবাদ দৃঢ়রূপে সংস্থাপন করেন।

এইবার ভক্তি কি? সংক্ষেপে ইহাই একটু বুঝিবার চেষ্টা পাইব। 'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।" সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

(শাণ্ডিল্য নারদ ভক্তিসূত্র।)

ক্রমশঃ।

গান।

——:০:——

প্রভু আর কবে? তব দয়া হবে?
আমি বিপদে পড়িয়া কেঁদে মরি গো ভবে।
আমি অধম পাপী—তাপী খে'র বিলাপী,
তুমি অধম তারণ কবে তারিবে তবে?
আমি মন্দ অতি—অতি মন্দমতি,
আমি পন্থা ভুলিয়া অতি ভ্রান্ত গতি;
তুমি মঙ্গলময় চির সুন্দর হে—
কুরু মঙ্গল, এ দীন কাতর যে;
প'ড়ে অন্ধকারে ডাকি হে তোমারে,
তুমি গৌর জ্যোতিঃ ল'য়ে এস এ ঘরে!
পড়ে মায়া ফাঁদে মায়া মুগ্ধ ফাঁদে,
বল আর কত পাপী দুঃখ সবে?

শ্রীগোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ।

নদীয়া মাধুরী।

(শ্রীযুক্ত কালীহর বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

——০:০——

যিনি প্রেমাবতার তাঁহার বিবাহ নাই। তিনি প্রেমিকার নায়ক ও অধীন, রাধার ঋণাধীন শ্যাম যে প্রেমের কান্না বুকে করিয়া আসিয়াছেন, সে কান্নার

বিরাম হয়েছে কি? কাঁদনিয়ের আবার বিয়া!—কোন্ সুখে বিয়া! আগে কর্জ্জ শোধই করুক্, মহাজনের দেনা দিয়াই উঠুক্!—আমার গোরা ঋণ করিয়া ঘি খাননা।—কাঁদিতে কাঁদিতে, ভিক্ষা মাগিতে মাগিতেই লীলা শেষ! এক কথায় বলা যাউক,—রাধারাজ্যে বিবাহ নাই। আত্মসমর্পণই এই প্রেমময় রাজ্যের বিবাহ। তদ্ভিন্ন বিধির নির্ব্বন্ধের বিবাহ নাই। লক্ষ্মীর রাজ্যে বিধি বিবাহ ঘটক, মহালক্ষ্মীর রাজ্যে যোগমায়ার ঘটকালী। ঢাকে ঢোলে পরকীয়া সম্বন্ধ ঘটে না।

শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-যুগলমাধুরীতে নদীয়া মাধুরীর তাৎপর্য্য স্থাপন? তবু দেখীবার নয়; কারণ,—

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গ নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরঙ্গা শক্তি, কারণ স্বরূপশক্তির ব্যাপকত্ব বৈকুণ্ঠাদি ধাম পর্য্যন্ত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে কলির ব্যাস শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বৈকুণ্ঠের ঠাকুর বলিয়া পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী জীউ লিখিয়াছেনঃ—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার॥
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি কি তাঁর মহিমা॥
সেহত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারি।
সকল সম্ভবে তাঁতে যাঁতে অবতারী॥
অবতারী দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনমতে কহে যেমন যার মতি॥ শ্রচৈঃ চঃ।

অমৃতের সকলই অমৃত। তবে ভজনপথে, যে জীব যেমন অধিকারী, সে জীবের জন্য তেমনটুকু সিদ্ধান্ত ভেদে অর্পিত হয়।

পঞ্চতত্ত্বে শ্রীগদাধর ভক্ত-শক্তিক। ইনি স্বরূপশক্তিগণের প্রধানা, শক্তিগণের প্রতিনিধিরূপে ইনি পঞ্চতত্ত্ব সভামণ্ডলীর একজন সদস্য। অবতারগণের প্রতিনিধি শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তগণের প্রতিনিধি শ্রীশ্রীবাস। এই প্রতিনিধি দ্বারা বিভূতিস্বরূপ

অনন্ত সম্প্রদায় শ্রীভগবানের পার্শ্বে বিরাজ করেন। সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীগদাধরদেহে আছেন। কারণ গৌরগদাধর এই পূর্ণতম। বস্তু সম্বন্ধে যোগবিয়োগের প্রয়োজন থাকে না। এলীলায় নারীবেশে শ্রীবাসাঙ্গণের শ্রীরাসমণ্ডলে প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াপ্রমুখা নদীয়া নাগরীগণ গদাধরদেহে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। কারণ রাধা ও গদাধর অভেদতত্ত্ব। পূর্ব্বলীলায় বলরামাদি গোপবৃন্দ অনঙ্গমঞ্জরী আদি গোপীদেহে রাধাকৃষ্ণ যুগল রসাস্বাদ করিয়াছেন। এলীলায় তদ্বিপরিতক্রমমতে নদীয়া নাগরীগণ গদাধরদেহার্পিত হইয়া সেই প্রেমামৃত সুধার আস্বাদন করিয়াছেন। সব অবতার যেমন অবতারী দেহে, সর্ব্বাবতারবধুরাও তেমন শ্রীরাধা দেহে থাকেন।—একথা সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

বৃন্দাবনের রাজা বৃন্দা, রাইকিশোরীর নিয়োজিতা।—মেয়ের রাজ্যে, পুরুষ এক—কৃষ্ণ; নবদ্বীপের রাজা নিত্যানন্দ, গৌরকিশোরের নিয়োজিত।—পুরুষের রাজ্য, মেয়ে এক—রাধা। সিদ্ধি রাজ্যের রাজা মেয়ে, সাধন রাজ্যের রাজা পুরুষ। ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম উপরে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখ মন্দ নয়,—পুরুষদেহে মেয়ে প্রস্তুত হইবার ফন্দী শিক্ষা দেওয়াই এই প্রেমময়ী লীলার নিগূঢ় মর্ম্ম এবং ইহাই গৌরলীলার মুল প্রয়োজন।

বৈষ্ণবকবি বিজয় নারায়ণ দাদা, স্নেহ পূর্ব্বক আমা হেন অধমকেও এসব কথার আলোচনা করিতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণব আদেশ শিরোধার্য্য। তাই বোলতা আমি ভ্রমররূপে অচিন্ত লীলা-পদ্মমধু পাইবার প্রয়াসী হইয়াছি। দয়াময় আপনারা সবে ধৃষ্টতা লইবেন না। দোষ থাকিলে শিশুজ্ঞানে উপদেশ দিবেন ইহাই প্রার্থনা।

রাধার ইঙ্গিতে, কৃষ্ণ—একান্ত রাধাধীন, প্রেমাধীন কৃষ্ণ—কুঞ্জান্তরালে সখীসঙ্গে বিহার করিয়াছেন। তদনুসারে কোন ভক্ত বলিতে পারেন শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া অবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের বিহার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অসম্ভব কারণ এ লীলায় কৃষ্ণ তিলেকের জন্যও রাধা ছাড়া নহেন, বিশেষতঃ কৃষ্ণ রাধার ভাবেই গৌর হইয়াছেন। এস্থলে শুদ্ধ এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎভাবে অবতারীর বিহার পাইতে পারেন নাই।

জটিলা কুটিলাও ব্রজগোপী; কিন্তু তবু প্রেমরাজ্যে ব্রজগোপীর কথা উঠিতে জটিলা কুটিলা বাদে যেমন কেবল কৃষ্ণপ্রেয়সীগণকেই বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর অভাব ছিলনা, কিন্তু সকলই নদীয়া নাগরী বাচ্য নহেন। গৌরভাবিনীগণই নদীয়া নাগরী। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরমাধুরীর মূল আস্বাদক (চাখ্‌নেওয়ালা)। এস্থলে সন্দেহ উঠিতেছে, ইনি পূর্ব্বলীলার বলরাম। বলদেব প্রভু যুগললীলাকুঞ্জে প্রবেশ পান নাই। সে লীলায় বঞ্চিত থাকিয়া এ লীলায় অধিকার পাইলেন কেমন করিয়া?—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, গোপগণও গোপীদেহ বিশেষে যুগলমাধুরীর আস্বাদন করিয়াছেন। বলদেব সত্য সত্যই অনঙ্গমঞ্জরীরূপে শ্রীযুগল সেবার সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন। ইহা এক লীলারহস্য। নচেৎ এ লীলায় নিত্যানন্দের কথিত অধিকার বর্ত্তিতনা। তদ্রূপ নদীয়া নাগরী বলিতেই কতকগুলি মেয়ে মানুষ বুঝিতে হইবেনা। ভাব দিয়া লাভ। এ সত্যের পোষকতায় নরহরি ও জগদানন্দ নদীয়া নাগরীর আদর্শ, অথচ ইহাঁরা পুরুষ দেহী। প্রধানা গোপী—প্রধানা নাগরী। ইনি গৌরদেহে মাখা।—সুতরাং তৎপ্রকট—গদাধরে সিদ্ধ। নরহরি জগদানন্দ প্রভৃতি গদাধরেরই বিভূতি। গৌরগদাধরের এই প্রীতি নিত্য নবদ্বীপের সিদ্ধভাব। ইহা নদীয়া নাগরীর সিদ্ধাবস্থা। এই নদীয়া মাধুরীর একটী রাগবিরহাদি মিশ্রা প্রকট খেলা আছে, তাহা সাধনলীলা। বিরহমাখা রাগ মাধুরীই নদীয়া মাধুরী রূপে আবদ্ধনীয়। কোন কোন ভক্ত গৌরলীলা-অনুশীলন দ্বারা ব্রজের ভাবে মজেন, কোন কোন ভক্ত বা নদীয়া মাধুরীতে ডুবিয়া যান।—

১। শ্রবণে,—অই মধুর মৃদঙ্গরব—হরিনামামৃত মাখা মৃদঙ্গরব।

২। নয়নে,—ভাবই সুন্দর, ভাবই সৌন্দর্য্য। ভাবের মূর্ত্তি অতিচিত্ত হারিণী। ভাবোদয়ে তেমন কুৎসিত মানুষকেও পরমসুন্দর দেখায়। পূর্ণভাবের যে সৌন্দর্য্য তাহার ইয়ত্তা কে করিবে! একে মাধুর্য্যবারিধি কৃষ্ণ, তদনুসারে ভাবময়ীর ভাবতরঙ্গ!—রাধা কৃষ্ণ মাখা, সৌন্দর্য্য সুধার পরাকাষ্ঠা! লাবণ্যসিন্ধু ললিত কেলিপরায়ণ গৌরেন্দু অই যে নগর দিয়া প্রেমামৃত কিরণচ্ছটায় অগণ্য নরনারীর বুক বিদ্ধ করিয়া হেলে দুলে রঙ্গে ভঙ্গেকীর্ত্তন-তরঙ্গে নাচিয়া যায়। ভুজনাগ নাড়িয়া নাচিয়া যায়, বিরহ বিষ ছড়ায়ে যায়।—

নারীগণ অন্তরালের যবনিকা তুলিয়া চায়—কেবল চায়। আবার ভাবে কে দেখিয়া কি বলে! কেহ পথে, কেহ ছাঁদে দাড়াঁয়ে চায়, রূপসুধা খায়,—মজিয়ে আকুল। ঘরে কি নিয়া ফিরিবে, প্রাণতো গোরার সঙ্গের সঙ্গী। রূপের বিজুরী-ঝলক নিভিল! শূন্য প্রাণে শূন্য মনে, নারীগণ অবশ, পা চলেনা! ভাবে, গৌর পানে ধায় কি ঘর পানে ফিরে!—এই হ'লো নদীয়া নাগরীর পূর্ব্বরাগ!

পশিলি মৃদঙ্গরব দূরহি পশল কাণে।
অমৃত মুদ তাণ্ডব উছল পরাণ কোণে॥
সঙ্গীত তরঙ্গিনী কলকল আওল।
"গোরাঙ্গ গোরাঙ্গধ্বনি চৌদিক ছাওল॥
সঙ্গীত তরঙ্গহি "গৌর" নাম কমল।
উরধ উধাও ভেয়ে বুকহি মো লাগল॥
স্বতঃ স্যন্দিত মধু অন্তর্ব্বহিঃ লেপল।
গোরারূপ চাখিতে আঁখি পাখী উড়ল॥
তব ধরি ঘুরি ঘাটে ছুত করি বারি আনা।
রূপবারি ভরইতে উঠে নিরাশার পানা॥
কলসী ভরিলা আশে সলিল ঢেউয়াই।
রই রই চিত রোয় কোন মুখে ঘরে যাই॥
গৌর কথা গৌর নাম শুনইতে রুচি।
গঙ্গা ন্নাই কো কৃপাসে ভাগ্য হ'লো শুচি॥
ঘর বের, বের ঘর ঘড়া নিয়া কুলে।
যা দেখিতে তা দেখিনু মন তাই ভুলে॥
তদবধি মুঞি গোরা রূপের পাগলী।
যে রূপের তুলনায গগন চাঁদ ছালি॥
খোল্ করতাল তালে নেচে গেয়ে সই।
ভাবের মানুষ গোরা যায় বুঝি অই॥
লুকায়ে ঘরের কোনে চল সখি চল।
দেখিগে সে রূপসিন্ধু গুণ সিন্ধু টলমল॥

ভাগ্যবতী নারী কত নাহি শুক গঞ্জনা।
সারি দিয়া নিরখত মোর ভদ্রশ্রবণা॥
কালীদাস ভনে শুন গো বচনা।
অনুরাগ বাড়াইতে বাধা বিঘ্ন গঞ্জনা॥

নিজাঙ্গ শ্রীরাধাঙ্গে অর্পিত করিয়া সখীগণ কৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখাস্বাদ করিয়াছেন। তদ্রূপ নদীয়া নাগরীগণ গদাধরদেহে নিজাঙ্গ মিলাইয়া—গদাধর চিত্তে চিত্তবৃত্তি অর্পণ করিয়া—গৌরাঙ্গাস্বাদ করিয়াছেন অথবা কোন কোন নাগরী স্বপ্নে সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীঅঙ্গ স্পর্শলাভ নারীদেহ দ্বারা করিতে পারেন নাই। কারণ এ লীলায় অভিপ্রেত ক্রম ও নিগুঢ়ত্ব অন্যরূপ। নদীয়া নাগরীর পূর্ব্বরাগ বিরহই প্রায় প্রচুর এবং সেই রসের একবিন্দুই জগৎ ডুবায়। ইহাও সামান্য তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ব্রজেন্দ্র কুমার।
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

কমল পঙ্কে জন্মিয়া জলের উপর ফুটে। নদীয়ার অমৃতপঙ্কে যে মাধুরী কমলের উৎপত্তি, নীলাচলে তাহার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। গঙ্গাতীরের ব্যাপার ভুলিয়া যাও, দেখ গোদাবরী তীরে কি অদ্ভুত কারখানা—রসের কারবার—খুলিয়াছে। কৃষ্ণ—রস, রাধা—রসনা। রাধা-রসনা দিয়া কৃষ্ণ নিজরস আস্বাদন করিতেছেন।

গৌরভক্ত এমন এক বিশিষ্টাবস্থা লাভ করেন, যে অবস্থায় তিনি নিজ চিত্তবৃত্তিতে যুগপৎ গৌর ও রাধাকৃষ্ণ দর্শন করেন—অথচ একই পদার্থকেই এই দুইভাবে দেখেন। ইহাকে অচিন্ত্যভাব. অচিন্ত্যলীলা বলে। এই রসনিদান রামানন্দকে প্রভু প্রকট দেখাইয়াছেন। তদীয়লীলার পরিণত চূড়ান্ত চমৎকার মাধুরী এইটি। নদীয়ার মাধুরীলতা নীলাচল বাহিয়া উঠিয়াছে এবং রসের ফুলে ফুলে সুশোভিতা হইয়াছে। মাধুরীর পাতাও মিঠা, ফুলেরতো কথাই নাই!—নদীয়ায় মাধুরী পাতা (পত্তন)!

নদীয়া নাগরীর পূর্ব্বরাগবিরহ এবং গম্ভীরায় মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ এদু'য়ের ভেদ আকাশ পাতাল। নাগরীভাবের সুখ এবং মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ ভাবিতে ভক্তের সুখ, এই দুই সুখের তারতম্য ভক্তপাঠক নিজ আস্বাদন দ্বারা উপলব্ধি করিবেন।

বিরহোন্মত্ত মহাপ্রভুর মূর্ত্তি যখন কোন ভক্ত বহুভাগ্যে ঠাওরাইয়া লইতে পারেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বার বিরহ জাগরিত হয়। সেই বিরহে যে সুখের এক অপূর্ব্বাবস্থা তাহাই পূর্ণ পরিণত নদীয়া-মাধুরী। এসুখের কণিকা-স্বাদ যিনি পান, তিনি নদীয়া-মাধুরীর সমাচার আনিয়া দিতে পারেন।

শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের স্বরূপ জাগিলে শ্রীভগবানের আনন্দ মধুর মূর্ত্তির লাবণ্য-প্রবাহে প্রাণ ভরিয়া যায়। তখন বুকটাকে একটা সাগরের মত লাগে—নানারঙ্গের তরণী খেলে। তদবস্থায় সর্ব্বমাধুরী হয় একঠাম! এ মাধুরীর ভেদ থাকে না—শুদ্ধ এক মাধুরী! তখন যে লীলার যে মাধুরীর স্মরণ কর, সেই মাধুরীই কেবল মাধুরী। সুতরাং যেকথা সবই এক রসতত্ত্বের অধিকারানুরূপ কাহিনী ও সমালোচনা।

ধ্যান দ্বারা যে স্বরূপ চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নিবাতনিস্পন্দ সত্ত্বামাত্র—শান্তরসানুভব। কিন্তু ভাবের উদ্বোধিতে স্বপ্রকাশ নিজমূর্ত্তি শান্ত নহেন। ভূত যেমন কর্ম্মছাড়া থাকিতে পারে না, কোন না কোন একটা কাজ করিতেছে,—তদ্রূপ এই মূর্ত্তি চিত্তে নিষ্কম্প দৃষ্ট হয় না। দৃষ্ট হয়, তিনি কোন না কোন লীলা করিতেছেন। ভূতের কর্ম্ম কর্ম্ম, ভগবানের কর্ম্ম মায়াতীত বলিয়া লীলা বাচ্য হয়। শান্তের আবরণ উন্মোচিত হইলে, তিনি লীলাময়রূপে আবির্ভূত হন।—যেন রাধালাবণ্যের ঊর্ম্মি উত্থিত হয়। তিনি যখন কৃপা করিয়া দেখা দেন, তখন তাঁহাকেই দেখি। অন্যথা ধ্যেয়বস্তুই ঠিক্ স্বরূপ কিনা-অনিশ্চিত। শান্তে লীলা নাই, মাধুরী নাই। লীলা দ্বারা মাধুরী আস্বাদন ঘটে। তাই বলি, যাহাদের প্রাণে সত্যস্বরূপ গৌরগোবিন্দ জাগিয়াছেন, তাঁহারা সকল লীলায়ই সম-রসোদ্গার দেখেন ও মজেন। কারণ তিনি রসমাধুরীর সিন্ধুতেই হৃদ্‌গ্রন্থির তরী ডুবাইয়া নিজে ডুবিয়াছেন। আমি অধম যে মাধুরীটুকুর অনুভব করি সেই টুক ই কেবল মাধুরী বলিয়া সবে গ্রহণ করুক এরূপ মত ও

ভাব প্রচার অকর্ত্তব্য নয় কি? নূতন পদ্ধতি প্রণয়নের কোনও ছিদ্র আমাদের গৌরনিতাই রাখেন নাই। গৌরলীলা পরকীয়া—পূর্ণতম।

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তার অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥ শ্রীচৈঃ চঃ।

ঈশ্বর স্বরূপ বা বিগ্রহ, ভক্ত—অধিষ্টান বা মন্দির। ভক্তমন্দিরে স্বরূপ-বিগ্রহ সতত বিশ্রাম করেন অর্থাৎ অচঞ্চল বিরাজ করেন। ঈশ্বর-স্বরূপ, ভক্ত-রূপ। ভক্ত ঈশ্বরের রূপ; সুতরাং ভগবান্ ভক্তরূপ। ভক্ত-ভগবানে নর-নারায়ণে কোন ভেদ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ এই তত্ত্বের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কারণ, ভক্তরূপ। "ভক্তরূপ" অভিখ্যা দ্বারা সিদ্ধ হয় তিনি ভক্ত নহেন,—ভক্তাতীত হইয়াও ভক্তরূপ। নিত্যানন্দ—ভক্তস্বরূপ, অর্থাৎ অনাদিভক্ত। তাঁহার ভক্তপদবীর আরম্ভও নাই শেষও নাই। তিনি সনাতন ভক্ত।

ইদানীন্ত ভক্তাবলি নিজনাথের বামভাগ শূন্য দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। অতি প্রণয়স্নেহরসে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বামে বসাইয়া গৌর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার-ভক্তপ্রাণোত্থিত বাধ্যানুরূপ বাঞ্ছা পূরণকরতঃ ধন্য হইতেছেন। প্রাণনাথ গোরাচাঁদের বামাঙ্ক শূন্য নেহারি ভক্ত প্রাণে যে ব্যথা তাহা দুঃসহ। ভক্ত ও ভগবান্ অভেদতত্ত্ব। সুতরাং ভক্তচিত্তে যে বাঞ্ছার ঢেউ উঠে তাহা স্বয়ং ভগবানেরই বাঞ্ছা স্বীকার করিতে হইবে। সুখময় প্রভুর ভাবসমুদ্রে কখন কোন্ বাঞ্ছা তরঙ্গ খেলিবে তাহা জীবের অনধিগম্য। তিনি অপারবাঞ্ছাময়। লীলা—বাঞ্ছামূলা। বাঞ্ছাই লীলার সূত্র। তাঁহার বাঞ্ছার স্বভাব ও সংখ্যা শাস্ত্রে যথাযথ নির্দ্ধারিত আছে ইহা কে বলিবে?

ক্রমশঃ।

স্মৃতি।*

—:০:—

আজিগো তোমার জনম বাসরে
মিলিয়া সকল ভকত রাজ।
তোমারই গুণ গরিমার কথা
ঘোষিছে আনন্দে জগত মাঝ॥
আজিইতো সেই শ্রীকৃষ্ণা দশমী
লভিলে জনম যে শুভদিনে।
"দীনবন্ধু" নাম প্রকাশি ধরায়
রাখিলে অমর কীর্ত্তি ভুবনে॥
তোমার সেবক মণ্ডলী আজ
মিলেছেন আসি তোমারি দ্বারে।
বলে দাও নাথ—! কেমনে কি ভাবে
তুষিব কি দিয়ে তাঁদের করে॥
দুর্ব্বল হৃদি ভাব-ভক্তি-হীন
কি আছে আমার তুষিতে সবারে।
বিনে তব দয়া দেব দীনবন্ধু!
তোমার করম আর কে বা করে॥
করিয়ে করুণা হৃদয়ে হৃদয়ে
সঞ্চার শকতি শকতি ময়।
(যেন) তোমারি আশীষ শিরেতে লৈয়া
সাধিতে করম না পাই ভয়॥
আজি শুভদিনে জানিনা কি ভাবে
কোথায় বসিয়ে আনন্দ ভরে।

---

*নিত্যধামগত পণ্ডিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন মহোদয়ের পঞ্চম বাৎসরিক শুভ জন্ম মহোৎসবোপলক্ষে রচিত।

করিছ সস্নেহ আশীষ বৃষ্টি
তোমার ভকত মণ্ডলী পরে॥

যেখানে যেভাবে থাকনা নাথ
বিচার করিতে চাহিনা তার।

এই ভিক্ষা চাই কৃপাকর যেন
ভুলেওনা ভুলি ওপদ সার॥

দীন—সেবক।

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা।

—:০:—

অতি প্রাচীন হইয়াছি, স্মৃতি শক্তির সেরূপ তেজ বা সেরূপ ক্ষমতা নাই। হয়ত শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত গুছাইয়া বলিতেই পারিব না, তথাপি আপনাদের যখন ইচ্ছা হইয়াছে, আপনারা যখন এরূপ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, তখন যতদূর পারি নিজের বৃত্তান্তটা বলিতেছি; একটু স্থির চিত্তে শুনিতে হইবে।

কিন্তু আমার বৃত্তান্ত শুনিতে হইলে প্রথমে আমার মনিব বা প্রভুর ইতিহাস জানিতে হইবে; নচেৎ আমার কথার কিছুই বোধগম্য হইবে না।

সেকালের কর্ত্তাদের মুখে শুনিয়াছিলাম, শ্রীহট্টে যশোধরের সহিত সমাগত জিতমিশ্রের বংশের শ্রীমধুকর মিশ্র নামক বৈদিক সমাজভুক্ত এক মহাত্মা বাস করিতেন।

তাঁহার চারিটী পুত্র, ১ম কীর্ত্তিদ মিশ্র, ২য় রঙ্গদ মিশ্র, ৩য় উপেন্দ্র মিশ্র, ৪র্থ কীর্ত্তিবাস মিশ্র—এই তৃতীয় উপেন্দ্র মিশ্রের, কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্ব্বেশ্বর পদ্মনাভ, জনার্দ্দনও ত্রিলোক এই সাতটী সন্তান হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ই আমার প্রভুর জনক।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয় গঙ্গাতীর নিবাসী হইবার অভিপ্রায়ে নদীয়া নগরীতে আগমন করেন; এবং তথায় শ্রীশচীদেবীকে বিবাহ করেন।

শ্রী শচীদেবী ছিলেন রথীতর গোত্রজ শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কণ্যা।

আমার জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০৭ শকে অথবা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাগুন মাসে, আমার প্রভু জন্মগ্রহণ করেন।

যাঁহারা তাঁহার স্বরূপও সমস্ত ব্যাপার জানিবার সৌভাগ্য রাখিতেন তাঁহারা বলেন—

"পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ।
সিংহরাশী সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ॥
ষড়বর্গ অষ্ট বর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ।
অকলঙ্ক গৌর চন্দ্র দিল দরশন॥ (চরিতামৃত)

ইনিই আমার জন্মদাতা, মনিব এবং প্রভু, ইনিই রাজরাজেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—মহাপ্রভু।

তোমরা হয়ত আমাকে "খোষামুদে" "মোশাহেব"প্রভৃতি বিশেষণে সজ্জিত করিবে। হয়ত বলিবে তুমি যখন উহাঁরই কৃপায় দশের একজন হইয়া উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছ তখন ত' তুমি উহাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা বলিবেই"।

কিন্তু বাস্তবিক বিচার করিলে তোমরাও বুঝিতে পারিবে—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥ (গীতা)

এই কথা রক্ষা করিতে ;—এবং—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্।
কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ॥
কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ।
প্রভু গৌরহরি গৌরোনামানি ভক্তি দানিমে।"

(অনন্ত সংহিতা)

এই বাক্যের ধ্রুবতা স্থির রাখিতেই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ নদীয়ায় আমার প্রভু, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

এ কথা সকলেই জানেন্ তো ?—যে, "কৃষ্ণস্তু—ভগবান স্বয়ম্॥"

আর কৈলাশের শ্রীমহেশ্বর ঠাকুর যে মিথ্যা কথা বলেন এ কথাও কেহ বলিতে পারিবেন না।

তিনিই এক সময়ে প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীপার্ব্বতী ঠাকুরাণীকে ব'লেন—ওগো! শুন্‌ছো?

এক এব হি গৌরাঙ্গঃ কলৌ পূর্ণ কল প্রদঃ
যো বৈ কৃষ্ণঃ স গৌরাঙ্গ স্তয়োর্ভেদোন বিদ্যতে ॥

(ঈশান সংহিতা)

গোকুলে বলরামত্বং যঃ প্রাপ্তঃ শৃণু পার্ব্বতি—
নিত্যানন্দঃ সোঽভবদ্ধি লোকানাং হিত কাম্যয়া ॥
কলৌ জন্ম সমাসদ্য চৈতন্যং ন ভজন্তি যে
তেষাঞ্চ নিষ্কৃতির্ণাস্তি কল্প কোটি শতৈ রপি"

(ব্রহ্ম জামলীয় চৈতন্য কল্প)

সুতরাং শ্রীশ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি স্বয়ং—ভগবান বলিয়া কিছু "মো-শাহেবী" করিয়াছি—এ কথা তোমরা কেহই বলিতে পার না।

আমার এ কথা গুলা বলিবার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। অর্থাৎ এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যাহাতে কেহ মিথ্যাবাদী না মনে করে সেই জন্যই এতটা "বকাবকী"।

হুঁঃ তারপর যখন আমার প্রভু জন্ম গ্রহণ করিলেন সে সময়ের ইতিহাস চর্চ্চা করিলেই জানিতে পায়া যায় যে, দেশের ব্যাপারটা তখন কিরূপ ছিল।

যখন বৌদ্ধগণের বিক্রমের চোটে হিন্দুধর্ম্মটা মিটি মিটি নির্ব্বান প্রায় হইয়া আসিতেছিল; সেই সময়ে তান্ত্রিকদের সূত্রপাত। ব্যাপার যেমন হয় সেইরূপই হইতে লাগিল। তন্ত্রের দোহাই দিয়া,—অবাধে ব্যভিচার, পশু হিংসা, সুরা পান, প্রভৃতি কার্য্য হুহু ক'রে বড়িতে লাগিল। তাহার উপর যবন রাজার হিন্দু ধর্ম্মের উপর "মামুলি" অত্যাচার ত আছেই।

ভারতের প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব, ভয়ঙ্কর ভাবে তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বৃথা তর্ক জটিল-নাস্তিকবাদ, প্রভৃতি জটলা পাকাইয়া একটা ঘোর অশান্তি যেন সমস্ত ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ গৌড়দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দুই চারি জন সাধু ধর্ম্ম-প্রাণ মহাত্মা, যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের ক্লেশও মনকষ্টের অবধি ছিল না।—

ঠিক, সেইরূপ সময়ে "পরিত্রাণায় সাধূনাং" এই বাক্য উজ্জল হইতে উজ্জলতম করিতেই যেন আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্ম গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)—

শ্রী—

দুঃখ ভিক্ষা।

—:০:—

গৌর হে!

(আমি) দুখের আশায়, বসিয়ে রয়েছি,
দাও দুখ প্রভু আরো।
সুখ পেয়ে তোমা, ভুলে গিয়েছিনু
দাও দুখ যত পারো।
বুঝেছি এখন দুখ সুখময়
দুখই সুখের মূল।
দুখের জীবন বড় সুখময়
সাধনের অনুকূল।
সাধনার পথ দুখ, তব দয়া
তাই চাই দুখ রাশি
দুখের সাধনে পায় তোমা জীব
তাই দুখ' ভালবাসি।
দিছি পেতে মাথা, চরণ কমলে
চাই ভিক্ষা করজোড়ে।
দাও আরো দুখ ওহে দয়াময়
ডাকি তোমা প্রাণ ভ'রে।
অতীব সুগম দুখের সাধন
(আমি) বুঝেছি সাধন-তত্ত্ব।
দুখের সাগরে ভাসিয়ে এখন
(তব) দাস হরিদাস মত্ত।

শ্রীহরিদাস গোস্বামী।

ভক্তি। ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।
জ্যৈষ্ঠ মাস,
১৩২২।

—ঃ০ঃ—

বিষয়-বিষবিলিপ্ত-স্বস্তনং পায়য়িত্বা
বিশসতি মম মায়া-পূতনা মাং সুবেশা।
শরণমুপগতোঽহং সাম্প্রতং শঙ্কিতস্তাম্
অব ভবধব দীনং পূতনারে হরে মাম্ ॥

হে হরি! তোমার মায়া রূপ পুতনা রাক্ষসী নানা বেশ ভুষায় সজ্জিত হইয়া বিষয় রূপ বিষ মাখান স্বীয় স্তন পান করাইয়া ক্রমে ক্রমে আমার জীবন বধ করিতে উদ্যত। তুমি একসময় মহা বলশালিনী পুতনাকে বধ করিয়াছ, তাই শ্রবণ করিয়া আজ তোমার শরণ লইলাম তুমি দয়া করিয়া এবার আমাকে এই ভীষণ মায়া রূপ পুতনা রাক্ষসীর হাত হইতে রক্ষা কর।

সুখের প্রত্যাশায় দিবা নিশি নানাবিধ কর্ম্ম করিতেছি কিন্তু কিছুতেই প্রাণ জুড়াইতেছেনা, মন প্রাণ মাতান সুখ পাইতেছিনা। আমার ভাগ্য দোষে কর্ম্মের ফলও বিপরিত হইতেছে। সুখের আশায় কৃত কর্ম্মে দুঃখ, মনস্থির করিবার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মে নানাবিধ দুর্ভাবনা ও চঞ্চলতা, শান্তি পাইব বলিয়া কর্ম্ম করিয়া দিবা নিশি ঘোর অশান্তি ভোগ করিতেছি। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেহ মন প্রাণ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাই এখন কাতর প্রাণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, যাহাতে আমার চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয় সকল তোমার ভাবে থাকিয়া তোমার কর্ম্ম করিয়া সুখ পাইতে পারে তাহাই কর।

সাধু গুরু মুখে, ও গ্রন্থাদি আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছি যে, কর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি ও প্রকৃত লক্ষ্য কি তাহা না বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াই প্রাণে যথার্থ শান্তি পাইতেছিনা। কি প্রকারে, কি ভাবে,—কি অবস্থায়, কোন কোন কর্ম্ম করিলে প্রাণ জুড়াইবে,—আশাপুর্ণ হইবে মায়া কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া তাহা স্থির করিতে পারিতেছিনা তাই এমন দেব-দুর্লভ মনুষ্য জীবনও যেন

ঘোর অন্ধকারপূর্ণ এবং অনন্ত দুঃখময় বলিয়া মনে হইতেছে। সুখ যে কি, প্রাণে যথার্থ আনন্দ লাভ করিয়া যে কত সুখ, তাহা গ্রন্থেই পাঠ করিলাম ; প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিলামনা আর জীবনে পারিব কিনা তাহাও ভাবিয়া পাই না।

আমি মানুষ অথচ কি করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা হয় বা কাহাকেই বা মানুষ বলে তাহা একবারও ভাবিলাম না, জ্বালা জুড়াইব বলিয়া পিপাসিত প্রাণে নানাস্থানে নানাভাবের লোকের সহিত মিশিলাম কিন্তু আশা মিটিল না বরং মিশিতে গিয়া দেখিলাম আমিও যেমন তাহারও তেমন কেবল পরস্পর পরস্পরকে অপনাপন দুঃখের কথা বলিয়া দুঃখ বাড়াইয়াই আসিলাম। তাই এখন স্থির করিয়াছি যে, আর সংসারের লোকের নিকট দুঃখ না জানাইয়া সর্ব্ব দুঃখ হারি সর্ব্বান্ত-র্য্যামি পরম মঙ্গলময় যে তুমি, তোমার শ্রীচরণে শরণ লইব, তুমি একবার কৃপা কটাক্ষপাত কর। পাপ তাপ নাশিনী তোমার কৃপাই এখন আমার একমাত্র আশ্রয়। আমার কুতর্ক পরায়ণ মনকে কৃপা শক্তি সঞ্চার করিয়া তোমার ভাবে মজাইয়া রাখ, তোমার কৃপায় তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া আমার মন ও ইন্দ্রিয়গণ চিরসুখে নিমগ্ন হইয়া বিষয় চিন্তার হাহাকার ভাব ও কুকর্ম্মের অনন্ত দুঃখ ভুলিয়া যাক্। দীনশরণ! আজ দীন হীনের এই কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হরে! মুরারে! মধুকৈটভারে!
গোপাল! গোবিন্দ! মুকুন্দ! শৌরে!
যজ্ঞেশ! নারায়ণ! কৃষ্ণ! বিষ্ণো!
নিরাশ্রয় মাং জগদীশ! রক্ষ॥

শ্রীদীনেশচন্দ্র শর্ম্মা।

আমি কে?*

—:০:—

(১)　দোলনা খানা ত্থালে তোলা
বালিশ যাচ্ছে গড়াগড়ি,
খ্যালনা গুলো অচল কেন?
খোকা গেছে মামার বাড়ী।

(২)　মোস্তা-ভোলার আনা গোনা
বাজে মলের ঝুন্ ঝুনি—
উকি মারে নাইকো ঘরে,
মোঙ্‌লা বিশে বারুণী।

(৩)　পানের বাটা হোথা কেন
তেলের বাটির কাছে?
ধুনোর ঘটে ধুলোর ঘটা
ধুনুচি পড়ে কাঁদ্‌ছে।—

কবিতাটী কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের চিন্তা প্রসূত। ভক্তির প্রবন্ধ পর্য্যালোচনাব ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকায় এই ক্ষুদ্র কবিতাটী হইতে আমি যে ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা পাঠকগণকে নিবেদন করিতেছি—

প্রথম দুই পদ্য হইতে যে ভাব সংগ্রহ করাযায় লেখক সেই ভাব ৬ষ্ঠ পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ৬ষ্ঠ পদ্যে—চোক, মুখ, মন শব্দে—জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় সমস্তই গৃহিত হইয়াছে।

৩য় ও ৪র্থ পদ্যে লক্ষীছাড়া সংসারের একটী সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সংসার হইতে লক্ষীর কৃপা চলিয়া যায় সেখানে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব

(৪) বাড়ীতে কেন নাইকো সাড়া
কাহার ছেঁড়া চেকের সাড়ী ?
সকালে নাই বাক্স খোলা
লক্ষ্মী গেছে মামার বাড়ী।

(৫) আমার স্বরূপ এবে হেরি,
কলম হাতে উঠে হাঁড়ী,
নয়কো পুরুষ নয়্‌কো নারী
গিন্নী গেলে বাপের বাড়ী।

(৬) চোক মুখ মন খেল্‌নার মতন,
যে জন খেলে তাদের লয়ে
সে যদি যায় নিজের বাড়ী
সবাই থাকে অচল হ'য়ে।

দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় স্বর্ণ মুষ্টিও ভস্ম মুষ্টিতে পরিণত হয়। তাই বোধহয় লেখক সুন্দর চেকের সাড়ীর ছেড়া বিশেষণ দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন।

৫ম পদ্য আত্মার স্বরূপ প্রকাশক। গৃহিণীত্বের সহিত কর্ত্তৃত্বের অপেক্ষা আছে, যদি গৃহিণীকে বাপের বাড়ী পাঠান যায়, গৃহিণীত্বের লোপ করা যায়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তৃত্বেরও লোপ হইবে। তখন দেখিবেন আত্মা প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে। ফলতঃ পুরুষেও স্ত্রীলোকের কার্য্য করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকেও পুরুষের কার্য্য করিতে পারে। কলি পাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব পুরুষ হইয়াও স্ত্রী অভিমান করিতেন। আবার বেদ বর্ণিত বিশ্ববারা স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষাভিমানী ছিলেন। সুতরাং লেখক বোধ হয় বলিতেছেন আত্মাত নিশ্চয়ই স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে তদ্‌ভিন্ন আকৃতি-গত বা কার্য্যগত যে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য তাহাও ভোগ লালসা চরিতার্থের নিমিত্ত মাত্র।

৭ম পদ্যে জীবের প্রজ্ঞাকেই বোধ হয় কিরণশশী বলিতেছেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে প্রজ্ঞার পুত্র প্রবোধ হইতে যাবতীয় জ্ঞান জন্মে, এবং জ্ঞানই আনন্দের-

(৭) যখন আসে শিশুর বেশে
খেলনা লয়ে কতই খেলে,
কি আনন্দ দানে প্রাণে
কিরণ শশির নতুন ছেলে।

—— শ্রী ;—

গান।

—ঃ০ঃ—

শুধু কথার কথায় মেলে না হরি।
শ্বাসে শ্বাসে না ডাকিলে প্রাণ মন এককরি॥

নাম লয়ে ভক্তি ভরে, মন প্রাণে ঐক্য করে,
দিবানিশি অপনারে, প্রেমে প্রাণ ভরি॥
যোগী মুনি ঋষিগণে, সদা যে যোগসাধনে,
যুগান্তে রয়, বসি ধ্যানে, প্রাণায়াম করি॥
যে চরণে প্রাণ মন, সর্ব্বস্ব ক'রে অর্পণ,
পুর্ণানন্দে অনুক্ষণ, থাকে রূপ হেরি॥
সে যে হরি সারাৎসার পুর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার,
যদি হয় দয়া তাঁর, কেন কৃপা বারি॥
ডাক সবে প্রাণ খুলে, মগ্ন হ'য়ে পদ মুলে,
কর সাধন কৃপা বলে, দেখ্‌বে যুগল মাধুরী॥

কারণ, যাহা হউক কবিতাটী পড়িলেই প্রথমঃ বোধ হয় যেন কোন লোক চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে থাকেন তিনি যেন তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে দেশে নিজের শ্বশুর বাড়ী পাঠাইয়া কবিতাটী লিখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের ঘরের কথা বিশেষ নাজানা থাকিলে এ পক্ষের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ কোনও অন্যভাব ব্যাখ্যা করিতে পারেন আমাদিগকে লিখিলে উহা সাদরে গৃহিত হইবে। (ভক্তি, সহঃ সম্পাদক,)

(২)

(ওমন) এই কি তোমার সাধনা॥

যাহারে হেরিতে এসেছ জগতে, তাঁরে কভু তুমি ভাবনা॥

কে তুমি কি হেতু ভ্রমিছ ধরায়,

তত্ত্ব তার তুমি করেছ কি হায়,

বৃথা রঙ্গ রসে জীবন যে যায়,

কি হবে তোমার উপায় বলনা॥

আমি আমি সদা বলিছ যাহারে,

সেই আমি কেবা দেখনা অন্তরে

আমার আমিত্ব না রবে সংসারে,

সেই পূর্ণ ব্রহ্মরূপ ভাবনা॥

সর্ব্ব-ভূতে যবে ব্রহ্ম ভাব হবে,

অহং জ্ঞান যাবে সোঽহং তবে পাবে,

অন্তরে বাহিরে সদাই হেরিবে,

প্রেমানন্দে যবে হইবে মগনা॥

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বসু।

হরি অদ্ভূত তব লীলা।

(শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত।)

(৫)

—:০:—

স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা—

সবর বংশ সম্ভূত দৈত্য নামক লোকদিগের দ্বারাই এই দুই পর্ব্বের কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইয়াও কেন এরূপ মান্য পান ইহা জানিবার জন্য এবং প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতির হস্ত, পদ, চক্ষু কর্ণ

ও নাসিকা না থাকার কারণ জানিবার জন্য পাঠক পাঠিকাদিগের কৌতূহল হইতে পারে। এ জন্য সংক্ষেপে ইহার কারণ নিম্নে বর্ণিত হইল।

সবাল্য দ্বীপের রাজা গালমাধবের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপন জন্য চারিদিকে লোক পাঠান। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক সরোবরের উত্তর দিকে জরা নামক এক সবর (ব্যাধ) বাস করিতেন। একদা বসুকর নামক, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের নিযুক্ত এক ব্রাহ্মণ এই সবরের নিকট আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং ইহাঁর বাটিতে অবস্থান কালে, ঐ সবরের পত্নীর নিকট অবগত হয়েন যে, নিলাচল ক্ষেত্রে বিষ্ণুর এক পাষান মূর্ত্তি আছে; এবং এই মূর্ত্তি পূজার জন্য ব্যাধ প্রতিদিন তথায় গিয়া থাকেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবার উপায় দেখিয়া ব্যাধের সহিত মিত্রতা করেন এবং তাঁহাকে ঐ মূর্ত্তি দেখাইবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্যাধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চক্ষুতে কাপড় বাঁধিয়া নিলাচলক্ষেত্রস্থ চন্দনবনে লইয়া যান এবং তথায় বিষ্ণুর পাষান মূর্ত্তি দেখান। ব্রাহ্মণ আসিবার কালে রাস্তা চিনিবার নিমিত্ত তিল ও সরিষা রাস্তায় বপন করিয়া আইসেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ সবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সকল বৃত্তান্ত বলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ঐ সবরের বাটিতে উপস্থিত হয়েন। সবর, রাজা পাছে বিষ্ণুমূর্ত্তি লইয়া যান এই ভয়ে, রাজাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইতে অস্বীকার করিলে পর, ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্বকার সরিষা ও তিল বপনের ফলস্বরূপ গাছ দেখিয়া, পথ চিনিয়া লইলেন এবং যে স্থলে বিষ্ণুর পাষান মূর্ত্তি ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া রাজা সবরের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহার মস্তক ছেদন করিব বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন। পরে রাত্রে তিনি স্বপ্নে আদেশ পান যে, "সবরের কোন দোষ নাই, মোহনদী সমুদ্র তীরে আমি দারুকাষ্ঠরূপে গিয়াছি, তুমি ঐ কাষ্ঠ লইয়া আমার মূর্ত্তি প্রস্তুত কর"। প্রাতঃকালে মহারাজ, ঐ সবর এবং ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দারুকাষ্ঠ দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বহু-লোকে চেষ্টা করিয়াও ঐ কাষ্ঠ উঠাইতে পারিল না পরে সবর এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ধরিয়া অনায়াসে ঐ কাষ্ঠ আনিয়া মন্দিরের সম্মুখে স্থাপন করেন। এই সময়ে ভগবান এক বৃদ্ধ সূত্রধরের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমি

এই কাষ্ঠ হইতে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিব," তখন রাজার আজ্ঞা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ এবং সবর ঐ কাষ্ঠ লইয়া গিয়া মন্দিরের ভিতর স্থাপন করেন। বৃদ্ধ সূত্রধার রাজাকে বলেন যে, তিন সপ্তাহ কাল মন্দিরের দরজা খুলিও না," কিন্তু দুই সপ্তাহ পরে, রাজা, মন্দিরের ভিতর কাজ করার কোন শব্দ শুনিতে না পাওয়ায় বিশেষ উৎসুক হয়েন, এবং দরজা খুলিয়া ফেলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ সূত্রধার অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, এবং জগন্নাথ দেব প্রভৃতির হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা নাই ইহাতে রাজা বিশেষ ক্ষুন্ন হন্, পরে সপ্নে জানিতে পারেন যে, তিনি অসময়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করার সূত্রধর অন্তর্দ্ধান্ হইয়াছেন, এবং কলিযুগে এই সকল মূর্ত্তিরহ বিশেষ গৌরব হইবে। এই সবরের দ্বারা মহারাজ প্রভু জগন্নাথদেবের বিষয় অবগত হয়েন বলিয়া, উহার বংশধরগণ ব্রাহ্মণ না হইলেও দৈত্যনামে মান্য, পাইয়া থাকেন; এবং স্নানযাত্রার ও রথযাত্রার সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন ও এই সময়কার সমস্ত আয়ও লইয়া থাকেন।

স্নানযাত্রা;—প্রভু জগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্ব্বে, জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার দিন হইয়া থাকে। এইদিন প্রভু জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীকে স্নানমণ্ডপে আনিয়া স্নান করাইয়া হস্তির ন্যায় বেশ করান হয়, এবং পরে দর্শন হয়, স্নানযাত্রার দিন দর্শনের এইরূপ মাহাত্ম্য কথিত আছে ঃ—

"জেষ্টানক্ষত্রযুক্তায়ামস্যাং পৌর্ণমাস্যাং পুরুষোত্তম দর্শনে
একবিংশতি কুলোদ্ধরণ পূর্ব্বক বিষ্ণুলোক গমনং ফলং॥

তথাচ ব্রহ্ম পুরাণে।

জ্যেষ্ঠাং জ্যৈষ্ঠর্ক্ষযুক্তায়াং যঃ পশ্যেত পুরুষোত্তমং।
কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

স্নানমণ্ডপ, আনন্দবাজারের অতি নিকটে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্যে, পূর্ব্ব এবং উত্তর কোণে স্থিত। স্নানযাত্রার পর প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া পূর্ব্ব বর্ণিত প্রভুর মন্দিরও গড়ুর স্তম্ভ নামক যায়গার মধ্যস্থ স্থলে রাখা হয়। উহাঁদের সম্মুখে পট অর্থাৎ একটি টাট রাখা হয়, এবং এই পটের সম্মুখে প্রভু জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি মদনমোহন মূর্ত্তি রাখা হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এইসময় হইতে বিজয়া অমাবস্যার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত প্রভুর জ্বর হয়, এবং এজন্য কোন ভোগ দেওয়া হয় না; সবরবংশসম্ভূত দৈত্যেরা এই

কয়েকদিন প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে পাচন দিয়া থাকেন। এই কয়েকদিন প্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন হয় না; তাঁহার প্রতিনিধি মদনমোহনের নিকট নিত্য নিয়মিত ভোগ দেওয়া হয় ও তাঁহার দর্শন হয়। বিজয়া অমাবস্যার দিন পট খোলা হয় এবং প্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন হইয়া থাকে।

রথযাত্রা; আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়ার দিন হইয়া থাকে। এই রথ পুরীতে তিনখানি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। (১) বলদেবের রথ (তালধ্বজ) (২) সুভদ্রার রথ (বিজয়া) (৩) জগন্নাথদেবের রথ (নন্দিঘোষ)। রথগুলি দেখিতে অতি উচ্চ এবং বৃহৎ ও বহু কারুকার্য্যে শোভিত। নানাবর্ণের কত পতাকা উড়িতেছে। সর্ব্বদা কাঁসর ও ঘণ্টা রবের সহিত অন্যান্য বাদ্যধ্বনি ও কলরব হইতেছে। অসংখ্য লোক ভিড়ের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে ও "জয় প্রভু জগন্নাথজিউকি জয়" বলিতেছে। গাড়ি প্রভৃতি যানের চলাচল একরূপ বন্ধ থাকে। স্বয়ং পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শান্তিরক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত থাকেন। একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস ইনেস্পেক্টর এবং ডাক্তার তাঁহাদের নিজ নিজ দলবলসহ এইসকল যাত্রীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ জন্য এবং যাত্রীদের সুবিধার জন্য নিযুক্ত থাকেন। পূর্ব্বে রথের চাকায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিতেন "হরি অদ্ভুত তব লীলা" ধর্ম্মের জন্য লোক অকাতরে প্রাণপর্য্যন্ত দিতে পারে। এক্ষণে শান্তি রক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত থাকায় আর রথের চাকায় পড়িয়া কেহ মরিতে পারে না। রথের সময় প্রায়ই কলেরা হইত, কিন্তু এক্ষণে ভাল বন্দোবস্তের দ্বারা ইহা বহুলপরিমাণে কম হইয়াছে। রথে প্রভু জগন্নাথদেবের দর্শনের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে:—

দোলায়াং দোলগোবিন্দম্ মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুণর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এই জন্য রথের সময় প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতেই যাত্রিরা আসিয়া থাকেন, কাজেই বড় ভিড় হয়। ১২ বৎসর অন্তর শুভযোগে প্রভু জগন্নাথদেবের কলেবর পরিবর্ত্তন হয়; এই কলেবর পরিবর্ত্তনের বর্ষে যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বর্ণিত সবরবংশসম্ভূত বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ দৈত্যরা মিলিয়া প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে বহু কষ্টে রথে উঠাইয়া

থাকেন। পূর্ব্বে রথ টানিয়া গুণ্ডিচা বাড়িতে আনিতে পাঁচ দিন সাত দিন লাগিত কিন্তু তাহাতে লোকর বিশেষ অসুবিধা হইত, কারণ রথ গুণ্ডিচা বাড়ি পর্য্যন্ত না যাইলে প্রভু জগন্নাথদেবের অন্ন ভোগ হয় না। কাজেই সমাগত অসংখ্য লোকদিগকে পক্কান্ন, চিড়া বা পান্তাভাত খাইতে হইত, ইহাতে অসুস্থ হইবার সম্ভাবনাও অধিক থাকিত। কিন্তু এক্ষণে রথ একদিনেই গুণ্ডিচা বাড়িতে নেওয়া হয়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডচেরির নামানুসারে এই মন্দিরের নাম গুণ্ডিচাবাড়ি হইয়াছে। রথটানার বিষয় বলিতে গিয়া আমার, প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ একটি লীলার বিষয় স্মরণ হইল। একসময় রথের সম্মুখে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নৃত্য করিতেছেন এমন অবস্থায় রথের সম্মুখে প্রভু ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন কি রথ প্রভুর গাত্রের উপর আসিবার উপক্রম হইল, কিন্তু প্রভুর সংজ্ঞা নাই, তিনি অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, রথ প্রায় তাঁহার বক্ষের উপর আসিল, কিন্তু প্রভুর কোন দৃকপাত নাই। এমন সময় একজন ভক্ত ভয় পাইয়া—

তৈ রেতৈঃ করপল্লবৈ নিজ নিজ ক্রোড়েষু কৃত্বাকিয়।
দূরে স্বেরমুপাপিতো বিজয়তে শ্রীগৌর চন্দ্রঃ প্রভুঃ॥

(চৈতন্যচরিত কাব্য)

অর্থাৎ প্রভু চৈতন্যদেবকে ক্রোড়ে ধরিয়া রথের অগ্র হইতে একপার্শ্বে আনিলেন, কিন্তু প্রভু সেইরূপ অচেতন অবস্থাতেই রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে, তবে প্রভু চৈতন্যদেবের সংজ্ঞা হয়। আর একসময় রথ চলে না, ইহা দেখিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিশেষ ভীতি সহকারে প্রভু চৈতন্যদেবের দিকে চাহিয়া করুণা ভিক্ষা করেন; এবং প্রভু তৎক্ষণাৎ রথ হইতে হস্তি সমুদায় ছাড়াইয়া রথের রজ্জু নিজ ভক্তগণের হস্তে দিয়া, নিজে রথের পশ্চাতে গমন-পূর্ব্বক মস্তকদিয়া ঠেলিতে লাগিলেন। রথ অমনি হড় হড় করিয়া চলিল। তখন সকল লোক আনন্দ ধ্বনি করিয়া উঠিল ও প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

স্তব।

(২)

—:•:—

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেং বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্‌প্রকাশ্যতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

সত্ত্বময় তব দেহ না হইলে নিসঃন্দেহ
অজ্ঞান নাশক জ্ঞান মিথ্যা হ'য়ে যায়।
গুণের প্রকাশ হেরি মনে অনুমান করি
গুণময়ী হবে তব কায়।

ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥

নাম রূপ গুণ জন্ম হে অনন্ত, তব কর্ম্ম
জ্ঞানে নাহি হয় নিরূপণ,
জ্ঞান বাক্য অগোচর তব তত্ত্ব গায় নর।
করি ভক্তি পথাবলম্বন।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে

ত্রিলোক পাবন নাম, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠাম
নামরূপসকলি মধুর।
নাম শুনি গান করি ধ্যানে চিত্তে রূপ স্মরি
জনম-মরণ ভীতি সব হয় দূর।

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদোভুবো ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ দ্র্ক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥

অসুরের উপক্রূপ তোমার চরণ ভূত
ধরিত্রীর দুর্ব্বিষহ ভার

কি হর্ষ হিরণ্য গর্ভ তব জন্ম মাত্র সব
অপনীত হইল এবার।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত পদচিহ্নে সচিত্রিত
তুমি মাথ করিবে ধরায়;
হেরি সেই চিহ্ন গুলি ধূলি লয়ে শিরে তুলি
সিক্ত হব নয়ন ধারায়।

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥ ৩৯॥

হে অনাদি! হে শরেণ্য! লীলা ভিন্ন নাহি অন্য
তব জন্ম হেতু ভাবি মনে,—
জন্ম মৃত্যু স্থিতি আর হয় এই জীবাত্মার
তবসৃষ্ট অবিদ্যা মিলনে।

মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥ ৪০॥
দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥ ৪১॥

মৎস্য অশ্ব কূর্ম্ম কায়ে বরাহ নৃসিংহ হ'য়ে
ক্ষত্রিয় ও বিপ্র অবতারে,
যেরূপে এ দেবগণে পালিয়াছ সযতনে
সেইরূপে পালিও এবারে।
যদুবীর অবতার হর ধরনীর ভার
আমরা করিনু নমস্কার,
ভাগ্যবতী শ্রীদেবকী তোমাকে বলিব বা কি
পরম পুরুষ দেব গর্ভেতে তোমার।
বল মুখে জয় জয় দূরে গেছে দৈত্যভয়
কংস পিপীলিকা পৃষ্ঠে মরণ পালক,
উঠিয়াছে সুনিশ্চয়, দৈববাণী মিথ্যা নয়,
কংসনাশ করিবেন তোমার বালক।

শ্রীমুকুন্দ নাথ ঘোষ বি, এল।

নদীয়া মাধুরী।

(শ্রীযুক্ত কালীহর দাস বসু ভক্তিসাগর লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

—:০:—

দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-তপ্ত-হৃদয়-চিন্তনে যে ভক্তের প্রাণ আকুল হইয়াছে, তাঁহারই সাধ হইয়াছে দেবীকে শ্রীগৌরসুন্দরের পার্শ্বে বসায়, এবং এই যুগল সন্দর্শনেই তাঁহার প্রাণের শান্তি ও তৃপ্তি।

যাদৃশ যুগল যাহার মর্ম্ম অমৃত করিয়া দেয়, তাহাই তাঁহার সুকৃতি-ফল। এবং অমৃতাস্বাদই সত্যের সাক্ষ্য। মন দ্বারা বহুবিধ একলের ও যুগলের মূর্ত্তি ঠাওরান যাইতে পারে, কিন্তু অপার কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণ নিজকৃপাগুণে সহসা যে তত্ত্ব ভক্তচিত্তে ফুটাইয়া দেন, দেশলাই কাটির মত প্রদীপ্ত করিয়া দেন এবং যদ্বিধ নিজমূর্ত্তি স্ফুরিত করিয়া দেন, তাহাই সত্যের সত্য। ভক্তরূপী—ভগবান্, ভক্তদ্বারে যাহা ঘটিতেছে—তাহা,ভগবৎ প্রেরিত বলিয়া গণ্য। অথচ ইহাও উল্লিখিতব্য যে নৈষ্ঠিকতা বা গোঁড়ামি ব্যক্তিগতভাবে বিকাইতে পারে। কারণ কৃপালব্ধসামগ্রী ব্যক্তিগত দৌলৎ—পাওয়া।

উপসংহারে বক্তব্য এইঃ—

শ্রীবিগ্রহকে পাষাণ, কাষ্ঠ, মাটি মনে করা অপরাধ। কিন্তু বলুন্ দেখি, পাষাণের মূর্ত্তি বলিয়াই আমি জানি, আমার স্বভাবেই বলে এ পাষাণ মূর্ত্তি,—তটস্থভাবে পাষাণ যে আর কিছু নয়। পণ্ডিত ও মূর্খ সবেই জানে ও বলে এ পাষাণ। ভাল, তবে পাষাণকে পাষাণ বলিতে অপরাধ কি? সত্যের দায়ে অপরাধ কেন? এস্থলে অপরাধ হওয়া বড়ই অসঙ্গত। যে পাথরখানায় আমি ভাত খাই, ইহাও যা উহাও তা। আমায় এই ভাতের পাথরখানাকে কি পাথর বলিতে পারিব না? স্বভাবের গলা, সত্যের গলা, চাপিয়ে ধরা, এ কেমন?—আমায় হৃদয় বলে—"পাষাণ," জিহ্বা বলিবে—"ঈশ্বর,"—এ কেমন ঈশ্বরতত্ত্ব?—এ যে ঘোর অজ্ঞানতত্ত্ব! ক্ষেত্রের শ্রীজগন্নাথ নিমকাষ্ঠ মূর্ত্তি, কে না জানেন,

কে না কহেন? বুকে হাত দিয়া দেখিলে ঐরূপই ঠেকে। মুখের বলায় কি ফল? ঐরূপ অপরাধ-ভয় প্রদর্শনটি এক নিগূঢ় সত্যের সঙ্গীত মাত্র; অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ পাষাণ, মাটি—একথা ভুলিয়া যাওয়া ভক্তির এক উত্তমাবস্থা। তদবস্থা লাভের প্রতি জীবের লোভোদ্রেক ও উৎসাহবর্দ্ধন মাত্র এইরূপ উক্তির অভিপ্রায়। যতক্ষণ শ্রীবিগ্রহে তোমার পাষান বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ তোমার অপরাধ নাই, কারণ তুমি স্বভাবের অধীন। শ্রীমূর্ত্তি নিজেই চিন্ময় হইয়া যখন ভক্তবিশেষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিবেন তখন তাহার পাষাণ ভাবিবার অবসর থাকিবে না। তখনও অপরাধ নাই। তবে ওইটি কোন্ অবস্থার অপরাধ বলিয়া গণ্য তাহা প্রকটিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহকে পাষানকাষ্ঠ বলিলেও ব্রহ্মলিঙ্গ মনে করিয়া মর্য্যাদাপ্রদর্শন না করিলে অপরাধ হয় অর্থাৎ ভক্তিলাভের ব্যাঘাত ঘটে কারণ ব্রহ্মলিঙ্গ সেবা দ্বারা সাক্ষাৎদর্শন হয়।. উহা একান্ত অভিনিবেশের ফল। কৃষ্ণপ্রস্তরে মরকতদ্যুতি প্রতীতি স্বাভাবিক। ভাবুকনেত্রে উহা গলিত রসোজ্জ্বল কজ্জল সদৃশ। সর্ব্বময় ভগবান্, ভক্তপ্রাণের আকর্ষণে মথিত মাখনবৎ শ্রীমূর্ত্তিতে উদ্বোধিত হন। এই বিশ্বাস যাহার নাই তিনি অপরাধী।

চিদ্বিভূতির অনুভূতি না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন পাষাণকে পাষাণ বলাই স্বাভাবিক, তদ্রূপ চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি চিত্তে জাগরিত না হইলে মনঃ কল্পিত মূর্ত্তির উপাধি চর্চ্চা নিষ্ফল; যথা, আমার গোরাচাঁদের মধুময়ী মূর্ত্তির বামে যিনি আসেন তিনি রাধা কি লক্ষ্মী এ চর্চ্চার তাৎপর্য্য নাই। কারণ রাধা বা লক্ষ্মী-উপাহিত বস্তুটি তত্ত্বতঃ সেই একই। শ্রীমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কেবল পুতুলের পূজা প্রচলিত হইলে অধোগতি নিশ্চয়। পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্টিত হইলে সেই প্রাণটুকুই ঠাকুর। এই প্রাণ সত্যময় পদার্থ। বাদ প্রতিবাদ নাই।

নদীয়ায় যে উজ্জল মাধুরী মূর্ত্তি নাচিয়া গাহিয়া গিয়াছেন সেই মূর্ত্তির আবির্ভাব বা আবেশই নদীয়া মাধুরী। নচেৎ পটে বা ঘটে টানাখিচুনিতে আর তেমন মাধুরী ক্ষরে না। সেই উজ্জ্বল রসামৃত মূর্ত্তি—বিদ্যুম্মাজ্জিত মেঘমূর্ত্তি—কুঙ্কুমদলিত কজ্জলোজ্জ্বলমূর্ত্তি—যখন ভক্তহৃদয়ে উদিত হন, তখন ভক্ত খাঁটি নদীয়া মাধুরীর রসাস্বাদ করেন এবং তখন নদীয়া মাধুরীর গূঢ় মর্ম্ম অবগত হন।

এখন বিবেচ্য, একমাত্র গৌরলীলানুশীলন দ্বারাই ভক্ত-প্রাণের পরিতোষ সাধিত হয় কিনা; অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলানুধ্যানাদির সুখসম্ভোগ এবং শ্রীরাধার মানলীলাদির রসাস্বাদ পর্য্যন্ত না যাইয়া কেবল গম্ভীরার বিরহোন্মাদ জনিত অমৃতাস্বাদ দ্বারা জীব চরিতার্থ হইতে পারে কিনা। এ লীলাসিন্ধু পারি দিয়া যাইব কি এলীলাসিন্ধুতেই ডুবিয়া যাইব—ইহা আলোচ্য বটে। ইতঃ পূর্ব্বে এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রানুসারে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে! তবু এস্থলে বেদাবিধির অতীব প্রাণের উখিত বাণীর আভাষ প্রদত্ত হইল।

গৌরলীলা পূর্ণ— পূর্ণামৃত সিন্ধু। গৌরনিত্যানন্দলীলারসে ডুবিয়া জীবের আর কিছু চাহিবার থাকে না। সহজ বস্তুর আবির্ভাব আপনিই হয়। আনন্দ মাধুরী সিন্ধুর পার নাই, থাই নাই। এসুখের সীমা নাই। গৌরগুণানন্দেই জীবের পূর্ণসন্তোষ, পূর্ণতৃপ্তি। রসরাজমহাভাব প্রকটনসূত্রে একথা সমর্থিত হইয়াছে।

গৌরানুরাগে যাহার প্রাণ অমৃতায়মান হইয়াছে, তাঁহার অপর সাধ থাকেনা। —এ বাণীর সত্য পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ। রাধাকৃষ্ণ যুগল রসায়নোজ্জ্বলামৃত-রঙ্গ অথবা তচ্ছীকরবিন্দু যাহার মর্ম্মতটে লাগিয়াছে, তাঁহার সব সংলব্ধ, সে ডুবেছে, ডুবেছে, তাঁহার সুখের সীমামহিমা কে গাহিবে!—সে বুঝিয়াছে, বুঝাইতে পারেনা। এ সকলশ্রুতি যুক্তিপ্রমাণ সাপেক্ষ নয়।*

সমাপ্ত।

---

* নদীয়া মাধুরী সমাপ্ত না হইলে কাহকেও কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা প্রথমে নিষেধ করিয়া ছিলাম, এক্ষণে নদীয়া মাধুরী শেষ হইল যদি এসম্বন্ধে কেহ কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পাঠাইবেন ভক্তিতেই আমরা তাহা প্রকাশ করিব। (ভক্তি সম্পাদক।)

শ্রীখুন্তির আত্ম-কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

———০:০———

গোড়লদের কাছে শুনেছি—দয়াময়, তাঁহার বাল্যে নানান্ তর কার্য্যের মধ্যে এক এই রগড় ক'রেছিলেন যে, তিনি যদি "কান্না" সুরু করতেন্ তাহ'লে বাড়ীর সকলে মিলিয়া বেশ মিষ্ট ভাবে "হরি নাম" না কর্‌লে সে কান্না থামায় কাহার সাধ্য? অদ্ভুত ব্যাপার।

ব্যাপার কিছু বোধগম্য হচ্ছে কি?—অর্থাৎ সাধারণত, বাঞ্ছারামের পুত্র পাঁচকড়ি অথবা নেপালের ভ্রাতষ্পুত্র ক্যাবলা যখন কান্না সুরু করেন—তখন ঠিক এই তোমার আমার ছেলেদের মত—পুঞ্জীকৃত মিষ্টান্নের থালা সুমুকে ধরিলে সে যত বড়ই "বায়না" আর যত জোরই সুর হো'ক না কেন। এক থাবা মুখে দেওয়াও যা চুপ্‌ও তা। কেমন?

কিন্তু এতো সহজ ছেলের কান্না নয়,! ইনি হ'লেন "কৃষ্ণ চৈতন্য গৌরাঙ্গৌ গৌরচন্দ্রঃ শচীসুতঃ" সুতরাং এ'র কাণ্ডই সব আলাদা।

তার পর; এইরূপ নানান্ তর বাল্যলীলা করিতে করিতে ক্রমে কৈশোরারম্ভে গঙ্গাদাস পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্যাকারণ অধ্যয়ণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেকেলে নবদ্বীপে বৈয়াকরণাদিগের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদাস গুরু মহাশয়ের যেমন নাম ছিল এমন্‌টা আর কাহারও ছিলনা। এক কথায় তাঁহাকে একটী মূর্ত্তিমান—সঙ্গা-সন্ধি-শব্দ-ধাতুও লিঙ্গের স্বরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না।

পাঠ চলিতে লাগিল। অসাধারণ বুদ্ধি এবং মেধার পরিচয় পাইয়া সমস্ত ন'দের লোক আমার প্রভুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

শুনতে পাই; সংসারী হিসাবে এই সময়টাই মিশ্র দম্পতীর পূর্ণ আনন্দের সময় গিয়াছিল। এ দিকে দুষ্ট নিমাই—ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ

এবং মেধা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অন্যদিকে সকল গুণে গুণাকর শ্রীনিমাই চাঁদের দাদার মত দাদা শ্রীবিশ্বরূপের শুভ বিবাহের আয়োজন। এবং যজমান শিষ্যের বৃদ্ধি। বেশ একটা শৃঙ্খলা শান্তির এবং আনন্দের স্রোত এই সময়টাতে মিশ্র সংসারে প্রবাহিত হইতেছিল।

কিন্তু ঐ শান্তিময় আকাশের এক প্রান্তে অলক্ষিত ভাবে একটী কাল মেঘ, এবং ঐ আনন্দ প্রবাহের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে একটী গভীর দুঃখ আবর্ত্ত সৃষ্ট হইতেছিল।

বেফাঁস্ গণ্ডগোল। কোথায় জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের কত আয়োজন করিতেছেন! এদিকে তিনি হলেন সন্ন্যাসী। কোথায় চলিয়া গেলেন। বিশ্রী, "ধী-হারাণ ব্যাপার!"

কিন্তু কি যে বিধাতার কলম?' কিসে যে কি হয় কে জানে! এই ঘটনার পর প্রভু বিশ্বম্ভর একেবারেই ভিন্ন ভাব ধারণ করিলেন। যা কিছু বাল্য চপলতা দুষ্টামী অবশিষ্ট ছিল, এখন হইতে তাহা একেবারে দূর হইল। অতি গম্ভীর শ্রীনিমাই চাঁদের রকম দেখিয়া বৃদ্ধ পিতা স্থির করিলেন—

এহ যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হবে গুণবান।
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পয়ান॥
অতএব ইহার পড়ার কার্য্য নাই।
মূর্খ হ'য়ে ঘরে মোর রহুক নিমাই॥

(চৈঃ ভাঃ)

তাহাই স্থির হইল। ফলে, প্রভু দল বাঁধিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুষ্টামী আরম্ভ করিলেন। পাড়ার লোক অস্থির।

শ্রীভাগবত পুরাণে বৃন্দাবনের একটী কৃষ্ণবর্ণ চপল বালকের গোপ গৃহে যেরূপ চুরি ক'রে ভক্ষণ প্রভৃতির বিষয় লেখে,— এই আমাদের গৌর বর্ণের বালকটীও কতক সেইরূপ ভাবের লীলা সুরু করিলেন।

প্রতিবাসীগণের অনুরোধে এবং নিমাইর রকম দেখিয়া বৃদ্ধ মিশ্র মহাশয় বলিলেন—

"ও বাপ্ নিমাই।" আর নষ্টামি করিস্নি যাদু, ফের পড়া শুনা কর্‌গে যা।

দয়াময়ের অভিপ্রায়ও তাই। পুনরায় বিদ্যার্থী। দিবা রাত্র পাঠাভ্যাসে রত, শ্রীনিমাই, মুরারি গুপ্ত, কমলা কর, কৃষ্ণানন্দ, মুকুন্দ, প্রভৃতি স্বতীর্থ বালক দিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

আর এক মজা। প্রসিদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ শিরোমণির এই সময় কি দুষ্টগ্রহ চাপিয়াছিল, তিনি এলেন বালক নিমাইয়ের সহিত বাক্য সংগ্রাম করিতে। চক্ষু স্থির। পণ্ডিত মহাশয় হাঁ। পরাজয় স্বীকার। হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। চটুল চঞ্চল, সুন্দর গৌরাঙ্গ মুত্তি দুষ্ট বালকটীর নাম নবদ্বীপের প্রতি মুখে মুখরিত হইল।

"চিরদিন সমান যায় না"। দেহ ধর্ম্মানুসারে দেহীর দেহত্যাগ অপ্রতিহার্য্য।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয়, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতিকে শোক সাগরে ভাসাইয়া নিজ ধাম গমন করিলেন। যথা নিয়মে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, মাতা পুত্রে শোক সাগরে মগ্ন থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। চির-পদ্ধতি অনুসারে দিন কিছু আটকাইয়া রহিল না। চলিল। কিন্তু ক্রমশঃ অনাটন, অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইল। মিশ্রমহাশয়ের সম্পত্তি বিশেষ কিছুই ছিলনা। ছিল মাত্র যাজনাদি দ্বারা উপার্জ্জন। তাহাও এক্ষণে বন্ধ।

মাতা শচী দেবী, পুত্রের পাঠের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় সাধ্যানুসারে এ সকল বিষয় পুত্রের নিকট গোপন রাখিতেন। সংসারের এ অবস্থা পত্র কিছুই জানেন না।

তিনি তখন ব্যাকরণের টিপ্পনী এবং ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। ঠিক এই সময়ে রঘুনাথও তাঁহার "দীধিতি" লিখিতেছেন। তাঁর ধারণা এ ব্যাপার বুঝি তিনিই করিতেছেন; এবং তিনিই সর্ব্ব-প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইবেন।

ঘটনাক্রমে একদিন গঙ্গা পার হইবার জন্য উভয়ে একই নৌকায় যাইতেছেন। নানা প্রসঙ্গে ক্রমে শ্রীনিমাই তাঁহার গ্রন্থ রঘুনাথকে শুনাইলেন।

বাপ্‌! আর যায় কোথা!!

রঘুনাথ ত একেবারে নির্ব্বাক! ব্রাহ্মণ খানিক ক্ষণ আকাশ দিকে চেয়ে অঝোরে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে সুরু করিলেন কারণ শ্রীপ্রভুর গ্রন্থ শ্রবণ ক'রে তাহার সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিত হইবার আশার একেবারে মূলচ্ছেদ হইল!

কি হ'ল জান? বিনাবাক্যে দয়াময়, ঝুপ্ করে নিজ গ্রন্থ খানি গঙ্গা গর্ভে ফেলে দিলেন। বল্লেন—

"ভায়া! কাঁদিও না এই দেখ আমার পুঁথী ডুবিয়া গেল। ইহার বৃত্তান্ত আর কেহই জানিবে না"। ব্যাপার বুঝ্‌লে?!! একে বলে দয়াময়!!

ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ নিজেই টোল করিলেন। নিজে করিলেন কিন্তু সেটা মুকুন্দ সঞ্জয় নামে এক ভদ্রলোকের বৃহৎ চণ্ডী মণ্ডপে।—

ক্রমশঃ।

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

সন ৪৩০ চৈতন্যাব্দ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

—:০:—

বৈশাখ।

একাদশী (ক)	১০ই সোমবার (১)
একাদশী	২৬শে রবিবার।

জ্যৈষ্ঠ।

অক্ষয় তৃতীয়া (কৃষ্ণার্চ্চন)	৩রা সোমবার।
জহ্নু সপ্তমী (জাহ্নবী পূজা)	৭ই শুক্রবার।
একাদশী	১১ই মঙ্গলবার।
নৃসিংহ চতুর্দ্দশী (ব্রত উপবাস) শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোল যাত্রা	১৪ই শুক্রবার।
একাদশী	২৫শে মঙ্গলবার।

আষাঢ়।

একাদশী	৮ই বুধবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	১২ই রবিবার।
একাদশী	২৩ বৃহস্পতিবার।
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা	২৯শে বুধবার।

শ্রাবণ।

পুনর্যাত্রা — ৫ই বুধবার।

শয়নৈকাদশী (চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ—তপ্ত মুদ্রা ধারণ রাত্রির প্রথমযামে শ্রীহরি-শয়ন) — ৭ই শুক্রবার

একাদশী — ২১শে শুক্রবার।

ভাদ্র

একাদশী (হিন্দোল লীলারম্ভ) — ৪ঠা শনিবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ — ৫ই রবিবার।

রাখীপুর্ণিমা (হিন্দোল লীলা শেষ) — ৭ই মঙ্গলবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত — ১৬ই বৃহস্পতিবার। (২)

একাদশী — ১৯শে রবিবার।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীব্রত — ৩০শে বৃহস্পতিবার।

আশ্বিন।

পার্শ্বৈকাদশী শ্রবণ দ্বাদশীর উপবাস। (দিবা ১০টা ২২ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন) — ২রা রবিবার।

শ্রীশ্রীবামন দেবের পুজা (পুজান্তে পারণাদি) — ৩রা সোমবার।

একাদশী — ১৮ই মঙ্গলবার। (৩)

শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব — ৩০শে রবিবার।

কার্ত্তিক।

একাদশী — ২রা মঙ্গলবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শরৎ রাসোৎসব — ৫ই শুক্রবার।

একাদশী — ১৭ই বুধবার।

গোবর্দ্ধনযাত্রা (দিবা ২টা ৮ মিঃ ৩১ সেঃ গতে গোবর্দ্ধন পুজাদি) — ২১শে রবিবার

গোপাষ্টমী (গো-পুজাদি) — ২৮শে রবিবার।

অগ্রহায়ণ।

উত্থানৈকাদশী (ভীষ্মপঞ্চকারম্ভ) — ১লা বুধবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা চাতুর্মাস্যব্রত সমাপ্ত) দিবা ইং ১টা ৩০ মি পরে শ্রীশ্রী-

হরির উত্থান ২রা বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা (ভীষ্মপঞ্চক ব্রত সমাপ্ত) ৫ই রবিবার।

একাদশী ১৭ই শুক্রবার।

পৌষ।

একাদশী ১লা শুক্রবার।

একাদশী ১৬ই শনিবার।

মাঘ।

একাদশী ২রা রবিবার। (৪)

একাদশী ১৭ই সোমবার।

বসন্ত পঞ্চমী (শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন) ২৫শে মঙ্গলবার।

মাকরী সপ্তমী (শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবোৎসব) ২৭শে বৃহস্পতিবার।

ফাল্গুন।

ভৈমী একাদশী ২রা সোমবার।

পবিত্রা ত্রয়োদশী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব ৪ঠা বুধবার।

একাদশী ১৭ই মঙ্গলবার।

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি ব্রত ২০শে শুক্রবার। (৫)

চৈত্র।

একাদশী ২রা বুধবার।

আমর্দ্দকীব্রত ৩রা বৃহস্পতিবার।

শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব। ৬ই রবিবার।

(এই দিবস হইতে ৪৩১ চৈতন্যাব্দ আরম্ভ।)

একাদশী ১৭ই বৃহস্পতিবার। (৬)

শ্রীশ্রীরামনবমী ৩০শে বুধবার।

দ্রষ্টব্য। (১) (৩) ও (৬)—পূর্ব্বদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৪ দণ্ডের মধ্যে দশমী থাকায় অরুণোদয় বিদ্ধাদোষ হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাস ১২শ বিলাস, ১২৪—১৩১ শ্লোক।

(ক) ব্রজমণ্ডলে অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা না হওয়ায় ১২ রবিবার একাদশী হইবে।

(২) পূর্ব্ব দিবস সপ্তমী বিদ্ধা হওয়ায় পরদিবস ব্রত উপবাস। শ্রীহরিভক্তিবিলাস—১৫শ বিলাস ১৭৩-১৭৯ শ্লোক।

(৪) দ্বাদশী ৬০ দণ্ডের অধিক হওয়ায় শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জুলীমহাদ্বাদশীতে উপবাস বিহিত হইয়াছে। শ্রীহরি-ভক্তি বিলাস ১২ বিলাস ১৫৩-১৫৫ শ্লোক।

(৫) পূর্ব্ব দিবস ত্রয়োদশী বিদ্ধা হওয়ায় পর দিবস ব্রত উপবাস। শ্রীহরিভক্তি বিলাস—১৪শ বিলাস, ৬৯-৭০ শ্লোক।

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী

সম্পাদক, ভাগবত-ধর্ম্মমণ্ডল।

১৬১ নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

ভক্তি মহিমা।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী লিখিত)।

(৩)

—:০:—

ভক্তি কি? ভগবানের অপার প্রেম, অসীম স্নেহ, অগাধ ভালবাসা, অসাধারণ অনুরাগ। এ স্বার্থকলুষিত লৌকিক জগতের প্রেম ভালবাসা নহে। ইহা অপার্থিব ধন অমূর্ত্ত অসাধারণ ভাব বিশেষ। এই দেহের এবং দেহোপ-ভোগ্য স্রক্ চন্দন বনিতাদির উপভোগ্য বিষয়ের মমতায় সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শ্রীভগবানে এই ভাব এই অনন্য সাধারণ মমতার নাম ভক্তি। যে ভাবে জীব দেহ গেহ আত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ভগবানে অনুরক্ত হয় সেই সাধকচিত্তে নির্ম্মলকর ভাব বিশেষই ভক্তি।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসংযুতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ ।

সামান্যা সাধনান্বিতা, ভাবাশ্রিতা, ও প্রেমাশ্রিতা ভেদে ভক্তির বহুবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। আবার বৈধীরাগানুগা ভেদেও এই ভক্তিদ্বিধা বিভক্তা হইয়াছেন সাধন ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভেদ হইয়াছে। এ প্রবন্ধের সে সম্বন্ধে আর অধিক না বলিয়া উপরোক্ত শ্লোকটী মাত্র গ্রহণ করিলাম। ভীষ্মদেব প্রহ্লাদ উদ্ধব ও দেবর্ষি নারদ, ভক্তিপথে ইহাদের তুল্য আর মহাজন নাই, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন "ভগবানে অসাধারণ প্রেম পূর্ণ মমতাই ভক্তি।" ইহার উপর আর কোন কথা বলিবার নাই ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত।

বেদে প্রয়োজন অবিধেয় সম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন,
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন।
ঐছে শাস্ত্রে কহে কর্ম্মজ্ঞান যোগ ত্যাজি,
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি।
কৃষ্ণে ভক্তি অবিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়,
অতএব মুণিগণ করিয়াছেন নির্ণয়। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতম্।

সেই বেদের বেদার্থ শাস্ত্রের এই অভিধেয় তত্ত্বই ভক্তি (অবিধেয়—বাচ্য) সকল মুণি ঋষিগণ যখন সর্ব্বশাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলেন ভগবৎ ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় তত্ত্ব তখন তাহারা তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম যোগ জ্ঞান সমাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হইলেন। তাই ভক্তি গদগদকণ্ঠে আত্মনিবেদন জানাইলেন।

শ্রুতি র্ম্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা ভক্তি ভগিনী
পুরানাদ্যা যে বা সহজ নিবহাস্তে তদনুগা
অতঃসত্যং জ্ঞাতং মুরহর, ভবানেব শরণম্ ॥

প্রভো! মাতৃরূপা শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, আমার উদ্ধারের উপায় কি? অমনি মাতৃ আদেশ তোমারি বন্দনাগীত সামঝঙ্কার। ভগিণী

স্বরূপা স্মৃতি কে জিজ্ঞাসা করিলাম "দেবি, আমার উদ্ধারের উপায় কি?" অমনি ভগিনীর সস্নেহ উত্তর 'তোমারি অর্চ্চনা'। ভ্রাতৃস্বরূপ পুরাণাদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভ্রাতঃ আমার উদ্ধারের উপায় কি?" অমনি ভ্রাতার সাদর উত্তর তোমারি আরাধনা! সকলেই একবাক্যে তোমাকেই আমার ভবজলধির কর্ণধার বলিয়া চিনাইয়া দিয়াছে। অতএব হে প্রভো! আমি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সংহিতাদি শাস্ত্রের আদেশে অকুতোভয়ে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। ভগবন্! সত্য বুঝিলাম, আমার আর অন্য কোন ভরসা নাই তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, আর অন্য গতি নাই তুমি একমাত্র গতি। এই ভক্তির মধুরোজ্জ্বল মূর্ত্তি। এই ভগবৎ ভক্তির আশ্রয় না লইয়াই জীবগণ জরা জন্ম মরণাদি বহু দুঃখ ভোগ করিয়া বহু বহু জন্ম বায়ুভূতনিরাশ্রয় ভাবে কাটাইয়া আসিতেছে। এ ভক্তির মহিমার তুলনা নাই ভক্তের মহিমার মত ভগবানের মহিমার মত ভক্তির মহিমা অতুলনীয়। শ্রীভগবান্‌কেও এই ভক্তিদেবী বশীভূত করিয়াছেন তাই ভক্তি শ্রীহরিবল্লভা। এই ভক্তিলাভে ভগবান যেমন প্রীত হন আর কিছুতেই কোন উপায় সাধনেই ততদূর সন্তোষ লাভ করেন না।

সর্ব্বদেব ময়োবিষ্ণুঃ শরণার্ত্তি প্রণাশনঃ
স্বভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা॥

বৃহন্নারদীয়ে।

ভগবৎভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদ অসুর বালকগণকে ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ কালেও বলিয়াছিলেন "হে প্রিয় অসুর বালকগণ! তোমরা তমঃস্বভাব অসুর প্রকৃতি বলিয়া আশঙ্কিত হইও না" আমার প্রেমময় হরির নিকট ব্রাহ্মণত্বের দেবত্বের বা ঋষিত্বের গৌরব নাই। তিনি বহুজ্ঞতা-দান, তপো যজ্ঞাদি শৌচ আচমন ব্রতাদিকে বহুমান করেন না। তিনি একমাত্র ভক্তিতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাহসুরাত্মজাঃ
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং নবহুজ্ঞতা॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং নব্রতানিচ।
প্রীয়তেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্

তাই শ্রীনৃসিংহস্তুতিতেও প্রহ্লাদ নিবেদন জানাইয়া ছিলেন "প্রভো! বহুদৃষ্টান্তে শ্রীগুরুকৃপায় জানিয়াছি তুমি ঐশ্বর্য্যের সুলভ নও, অভিজন ব্রাহ্মণত্বাদির সুলভ নও, সৌন্দর্য্যেরও সুলভ নও। তপস্যায় তোমায় পাওয়া যায় না। পাণ্ডিত্যে তোমায় পাওয়া যায় না, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্যেও তোমাকে পাওয়া যায় না, তুমি কান্তির বশ নও, প্রভাবের বশ নও, শরীর শক্তিরও বশ নও। উদ্যমের দ্বারা তোমাকে লাভ করা যায় না অষ্টাঙ্গযোগের দ্বারাও তোমাকে লাভ করা যায় না। এবং এই মিলিত ধনাদি দ্বাদশ গুণ দ্বারাও তোমাকে আয়ত্ব করা যায় না কিন্তু হে ভগবন্! উক্ত গুণ লেশহীন পশু গজপতির একমাত্র ভক্তিতেই তুমি সন্তোষ লাভ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলে।

মন্যে ধনাভিজন রূপ তপঃশ্রুতৌজ
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযুথপায়॥

শ্রীমদ্ভাগবত ভাঃ ৭।৯।

জাতি কর্ম্ম গুণ বিদ্যায় ভগবান্ কখনই প্রীত হন না তিনি একমাত্র ভক্তিপ্রিয়। নৃশংস ব্যাধের আচরণ কি? ধ্রুবের বয়সই বা কি? গজেন্দ্রেরই বা বিদ্যা কি? কুব্জারই বা কি সৌন্দর্য্য? দরিদ্র সুদামা বিপ্রের ঐশ্বর্য্যই বা কি ছিল, বিদূরের বংশ গৌরব কি ছিল উগ্রসেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল? এ সকলের প্রতি ভগবানের কৃপার একমাত্র কারণ ভক্তি। একমাত্র ভক্তিবশেই ভক্তিপ্রিয় মাধব, সকলের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন?

ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নতু গুণৈর্ভক্তি প্রিয়ো মাধবঃ।

তাই ভক্তচূড়ামনি হনূমান বলিয়াছিলেন"—

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্ন বুদ্ধি র্নাকৃতি স্তোষহেতুঃ॥
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

আজ সত্য সত্যই বুঝিতে পারিলাম একমাত্র ভক্তিবশেই লক্ষণাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র বনচর আমাদিগের সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; নতুবা আমাদের জন্মগৌরব কি ছিল ? আমরাত কোন মহাবংশে জন্মলাভ করি নাই, আর আমাদের সৌন্দর্য্যের গর্ব্বই বা কি ছিল ! আমরা বাকশক্তিহীন নির্ব্বোধ কদাকার পশুরই আর কিছুই নহে আমাদের সখ্যতার মূলে একমাত্র কারণ ভক্তি, একমাত্র ভক্তিবশেই আমরা তাঁহার আপনার জন হইয়া গিয়াছি ; ধন্য প্রভুর ভক্তি-প্রিয়তা !

এখন এই সর্ব্বার্থ সাধিকা শ্রীহরিভক্তির আর কিঞ্চিত মাহাত্ম্য আলোচনা করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্বয়ং ভগবান্ নিজে বলিয়াছিলেনঃ—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

* * * *

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

সর্ব্বত্র সুলভ পত্র পুষ্প ফল জল মাত্রও যদি ভক্তি উপকল্পিত হয় আমি ভক্তি উপহৃত সেই সকল দ্রব্য বহুমূল্যবান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন ! আর আমার এই অপরিচ্ছিন্ন ভাব পরমার্থতত্ত্ব জানিতে হইলে দেখিতে হইলে বুঝিতে হইলে এবং আমার এই মহাপ্রেমসাগরে অবগাহন করিতে হইলে চাই একমাত্র ভক্তি। ভক্তির আশ্রয় না পাইলে মলিনতা দূর হয় না। আর চিত্তের মালিন্য সত্তে ভগবৎসঙ্গমের অধিকার হয় না, সুতরাং ভক্তিই একমাত্র ব্রহ্ম সাযুজ্যকারিণী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভক্তি সাধনের বহুঅঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া সামান্যতঃ ৬৪অঙ্গ সনাতন শিক্ষার উপদেশ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেও আবার কলির জীবের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেনঃ—

সাধু সঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঅঙ্গ।
কৃষ্ণ প্রেমা জন্মায় পাঁচের অল্পসঙ্গ ॥

শ্রীচরিতামৃতম।

ভগবদ্ভক্তি লাভের এই সাধন গুলির আচরণই সহজ উপায়। ইহা হইতে ভক্তি লাভের আর সহজ সাধন জীবের পক্ষে দেখা যায় না। এই সাধন গুলির ২।১টী মাত্রও যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধাসহকারে যাজন করেন এই সাধন মহিমায় তিনিও দুর্লভা ভক্তির অধিকার পাইয়া থাকেন। ফলত সজল নয়নে কাতর নিবেদন লইয়া যেই জীব ভগবানের একান্ত শরণাপন্ন হইল অমনি তাহার অবিদ্যাগ্রন্থি ভেদ হইল অমনি সে ভগবৎ প্রাণবল্লভা শ্রীভক্তি দেবীর অনুগ্রহ ভাজন হইল। কিন্তু এই শরণ লওয়াই কঠিন। বিষয় বন্ধন অবিদ্যা গ্রন্থি জীবকে ভগবান হইতে বহুদূরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। স্মরণ মনন কীর্ত্তনাদি সাধন বলে যেই ভগবানে প্রীতির অঙ্কুর জন্মিয়াছে অমনি জীবের এই বন্ধন শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর ভক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। এই ভক্তি লাভের একমাত্র সহজ উপায় পূর্ব্বোক্ত সাধন পঞ্চক সাধনা। সাধন ব্যতিরেকে সাধ্য বস্তু সহজে লাভ হয় না।

এই ভক্তি দেবী স্বভাবতঃ দুর্লভা হইলেও মহাপ্রভুর কৃপায় যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত স্মরণ মনন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রসে বিভোর হইয়াছেন তন্ময় হইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি বড়ই করুণাময়ী। তাঁহারা সহজেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারিয়াছেন।

জাহ্নবী সলিলে স্নান সুলভ ভারতে,
সুলভ অতিথি সেবা, সৎকার বন্দনা;
সুলভ সকল যজ্ঞ; শাস্ত্র বিধি মতে;
দুর্লভা শ্রীহরিভক্তি, কঠোর সাধনা,
নদীবক্ষে তনুত্যাগ, ভক্তি জাগরণে,
ব্রহ্মবিদ্যা জাগরণে দুর্লভ ধরায়;
অল্প সাধনায় নহে, অল্প তপস্যায়—
সে অপূর্ব্ব ফল লাভ এই ধরাধামে।
কুটিল লম্পট মূঢ় দাম্ভিক যে জন;
মহাপাপী অভাজন, শঠ দুরাচার;
"শ্রবণ কীর্ত্তন রূপা ভক্তি ভগবানে"
হেন ভাগ্যোদয় নাহি ঘটে তা সবার।

ভক্তি সাধনায় চাই বিষয় বিরতি
ভালবাসা ভগবানে রতি, গতি মতি। (স্বকৃতানুবাদ)

ভক্তির মহিমার পারাপার নাই! "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ"। ইহার উপর আর মাহাত্ম্য কি দেখাইবার আছে? "ভক্তি পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপচাপনি সম্ভবাৎ।" ইহার অধিক আর মাহাত্ম্য কি শুনাইবার আছে? ভক্তি দেবী মহিয়সী মহিমাময়ী কিন্তু সুদুর্লভা, ভাগ্যবল না থাকিলে সৎসঙ্গ না পাইলে গুরু কৃপা না হইলে বল পূর্ব্বক অধিকার করিবার কাহারই শক্তি নাই ইচ্ছা করিলেই ভক্তিলাভ হয় না।

সে একদিন ছিল যেদিন প্রেমময় প্রভু আমাদের দ্বারে দ্বারে আসিয়া এই ধন বিনামূল্যে বিলাইয়া দিয়াছিলেন কিন্তু সে দিন আর নাই, এ ঘোর দুর্দ্দিন, এখন এ ভক্তি ভাগ্যবানের আশা আমার মত নারকী জীবের দুরাশা মাত্র। এ সম্বন্ধে আর এখানে অধিক শাস্ত্রযুক্তির অবতারণার বিশেষ প্রয়োজন কি?

কায়মনোবাক্যে মহাজনগণের আচরিত পথে থাকিয়া ভগবানে ভক্তি করিয়া জীবন ধন্য করাই মানব জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। জয় ভক্তি রাণীর জয়।

বাসন্তী বিলাস।

—:০:—

ঋতু রাজ মধু, পিক ধর বন্ধু,
বিহরে শ্রীবৃন্দাবনে।
তরু বন লতা, নব পত্র যুতা,
কুঞ্জ মুখরিত তানে॥
বিকচ কোমলে, কিবা শোভা কলে,
মধু লোভে ফিরে অলি।
করে মদ কল, রাজ হংস দল,
সারস সারসী মিলি॥
কুহু কুহু কুহু ডাকে মুহু মুহু,

ভুবনে নূতন সাজ।
মধুর মধুর, সকলি মধুর,
মধুর মলয় আজ॥
মধুর বসন্ত, সব আজি শান্ত,
গগন মাধুরী সার।
কুসুম সম্ভার, শোভিছে বাহার,
নভে প্রতি রূপ তার॥
এ হেন বসন্তে, শ্রীকৃষ্ণ একান্তে,
লইয়া কিশোরী ধনি।
যমুনা পুলিনে, সহ সখী গণে,
প্রেমময়া-নন্দ ধনি॥
শোভিলা নাগর, প্রেমের সাগর,
কতহি ফুলের সাজে।
চূড়া ফুল ময়, ফুল ধনু হয়,
ফুল মালা গলে রাজে॥
অঙ্গদ বলয়, সব পুষ্প ময়,
কুসুম কুন্তল শোভে।
পুষ্পের আসন, তুচ্ছ সিংহাসন,
মধুব্রত ধায়লোভে॥
যত সখীগণ, করিলা চয়ণ,
বৃন্দাবন পুষ্পরাজে।
কিশোর যেমতি, কিশোরী তেমতি,
রত্ন হার ফুলে সাজে॥

রঙ্গিণী রাধিকা, কৃষ্ণ প্রাণাধিকা,
ফুলময় বেণী সাজ।
ফুলের ভূষণ, শ্রীকৃষ্ণ তোষণ,
অন্য বাঞ্ছা নাহি কাজ॥

বসি পুষ্পাসনে, রসবতী সনে,
জুড়িলা রসের দ্বন্দ্ব।
রসের সাগর, উথলে নাগর'
উথলিল রসানন্দ॥
অকলঙ্কশশী, দেখি কাল শশী,
মলিন গগণ চাঁদ।
অভিমানভরে, নখ রূপ ধরে,
এক চাঁদ, কোটি চাঁদ॥
ধরি রাধা কর, রসিক নাগর,
চলিছে নূপুর পায়।
লাগিলে চরণে, সখী মরে প্রাণে,
(তাই) পথে কুসুম ছড়ায়॥
বৃন্দাবন শোভা, অতি মনলোভা,
বিশেষ যমুনা তীর।
বিহরি মাধব, গোপীগণ ধব,
পুষ্পাসনে হৈলা স্থির॥
পুষ্পের চামরে, সুব্যজন করে,
সখীগণ মিলি সবে।
এই আশা মনে, দীন হীন জনে,
হেন ভাগ্য কবে হবে॥

দীন শ্রীমধুসূদন সাহা, দাস।

কৃতজ্ঞতা।

—:০:—

তব মঙ্গল জ্যোতিঃ দিয়েছ পাঠায়ে
আমার কুটীরে নাথ।

তব অপার করুণা হে করুণাময়,
দিয়েছ তাহার সাথ।
তুমি প্রেম পীযুষ স্বরগ সোহাগ
দিয়েছ অমিয়া ঢালি;
কত জীব উদ্ধারে কল্যাণ-ডালা
আপনি দিয়েছ ডালি।
তব অধর সিক্ত মধুর প্রসাদ
বরিষিছ দিবারাতি;
কত ঈঙ্গিত কর ধরিতে তাহারে
অবনত-শির পাতি।
জীবে এত দয়া তব—তবু গো দয়াল,
ভ্রান্ত প্রাণের ভুল;
সে যে মস্তক পাতি ধরে না ধরে না
তোমার প্রসাদী ফুল।
তব মঙ্গল জয় শঙ্খের ধ্বনি
পশে না প্রাণের দ্বারে;
শুধু অলস পরাণ অলসতা-ভরা
অলস চিন্তা ভারে।
চির সুন্দর মোর গৌর দয়াল,
ওগো ও উদার মনা!
মম মলিন অঙ্গে মাখেনি যতনে
তোমার শ্রীধূলী কণা।
(তুমি) এত কৃপা যদি করেছ দয়াল,
বলে দাও শুধু প্রাণে—
যেন থাকে হে মত্ত সদা এ চিত্ত
তোমার সত্য গানে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপাসনা ও উপাসক।

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত।)

—:০:—

"কৃষ্ণ এব পরদেবস্তং ধ্যায়েৎ তং রসেৎ তং ভজেৎ তং যজেৎ।"

স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। এসিয়া, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে উপাসনার স্রোত চির প্রবাহিত। বেদ, বাইবেল, কোরান পুরাণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পুস্তকে উপাসনা বিধি লিপি বদ্ধ। সকল ধর্ম্মে উপাসনা প্রণালী একরূপ না হইলেও দেবোপাসনাই সকলের উদ্দেশ্য। সংস্কৃত দিব বা দ্যু ধাতু হইতে দেব বা দেবতা পদ সিদ্ধ হয়, ঐরূপ লাটিন ডিউস্, গ্রীক জিউস ও থেয়স্, প্রাচীন জর্ম্মেন্, টিসিও ও লিথুএনিয়ক দেবাস শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

বেদ সংহিতায় অগ্নি, বায়ু স্বর্গ পৃথিবী, মরুদ্গণ, রুদ্রগণ, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, হিরণ্য গর্ভ, দিতি প্রভৃতি বহু দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্য ঋষিগণ বহু শক্তি সম্পন্ন তেজোময় নৈসর্গিক বস্তু সমূহের উপাসনা করিতেন এবং প্রাচীন গ্রীক ও পারসীকেরাও সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু বরুণ প্রভৃতির উপাসক ছিলেন। এইরূপ সকল দেশেই ও সকল সময়েই উপাসক ও উপাসনার বস্তু পাওয়া যাইতেছে। ভারত বর্ষ উপাসনায় প্রধান স্থান, এখানে বেদের ৩৩ দেবতা ও পুরাণের ৩৩ কোটী দেবতা যথা, রক্ষ, কিন্নর, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি বহুকাল হইতে উপাস্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

উপাসনা কাহাকে কহে ইহা প্রথমে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। উপ+আস্+অন+আ=উপাসনা। অর্থাৎ আপন অভাব মোচন করিবার জন্য অভাব মোচনে সক্ষম কোন অবস্থায় সমীপস্থ হওয়াকে উপাসনা কহে। তুষ্টির উদ্দেশে যে যত্ন করা হয় তাহাকেও উপাসনা কহে এবং পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকেও উপাসনা কহে :—

"আত্মেত্যেবোপাসীত"

ক্রমশঃ

১০শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা।
আষাঢ় মাস,
১৩২০।

প্রার্থনা।

—:*:—

ভূমৌস্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্‌।
ত্বয়ি যাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং বিভো। ॥

প্রভো। ভূমিতে পদস্খলিত হইয়া পুনর্ব্বার যেমন ভূমিকে অবলম্বন করিয়াই উত্থিত হয়, আমিও সেইরূপ প্রাণের প্রাণ যে তুমি তোমাকে ভুলিয়া, তোমার আদেশ অমান্য করিয়া, তোমার নিকট অপরাধী হইয়া পুনর্ব্বার তোমার নিকটই ক্ষমাপ্রার্থী, তুমি দীনজনবন্ধু, দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।

হে ভগবন! দুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অপূর্ণসাধ মিটাইব বলিয়া, প্রাণে শান্তি পাইব বলিয়া প্রবৃত্তিরূপ নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানারূপ ক্লেশাদি পরিপূরিত মায়ার রাজ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দুখঃময় সংসার সাগরে আসিয়া পড়িয়াছি, এ ভীষণ সাগরের মধ্যে অপ্রার্থীত অভাবনীয় নানাপ্রকার শোক তাপাদি তরঙ্গ ও অসংখ্য আধি ব্যাধি রূপ জলজন্তুগণের অত্যাচারে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

প্রভো। পূর্ব্বে জানিতাম না যে, এইপ্রবৃত্তি নদীর গতি দুখঃময় সাগরাভিমুখে, যদি উহা জানিতাম বা এমন কোনও অকৃত্তিম যথার্থ প্রাণের বন্ধু বলিয়া দিত তাহাহইলে আমি কখনই প্রবৃত্তির মোহিনী শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া—প্রেম সাগরাভিমুখী সচ্ছস-লীলা ধীরপ্রকৃতি অবিরাম শান্তিময়ী নিবৃত্তি নদীকে ত্যাগ করিতাম না। দীননাথ। যাহা হইবার হইয়াছে সকলই আমার আপন কুকর্ম্মের ফল, নতুবা সাক্ষাত প্রবৃত্তি পথাবলম্বী পথিকগণের নিদারুণ কষ্ট দেখিয়াও কেন সেপথে অগ্রসর হইব। যাহা হউক এক্ষণে আমাকে এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া শান্তিময় নিবৃত্তিমার্গে চালিত করিতে একমাত্র তোমার কৃপা ভিন্ন

অন্য কেহই নাই। হে বিপদবারণ! আমি অতিশয় বিপন্ন আমাকে কৃপা কটাক্ষপাতে উদ্ধার কর। সামান্য বিষয়-জ্ঞান লাভ করিয়াই প্রবৃত্তিপথে চলিয়াছি, তখন নিজেও বুঝি নাই—কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাও করিনাই যে, এই প্রবৃত্তি আমাকে কি অবস্থায় কোথায় লইয়া যাইবে এবং ইহার যেদিকে গতি সেদিকে জীবের চির প্রার্থনীয় পরমানন্দ আছে কিনা। তাই নিজ অজ্ঞানতা বশে প্রবৃত্তির কুটিল পথে চলিয়া ভাব, সরলতা, বিবেক, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইযাছি। এক্ষণে অসহায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়া প্রবৃত্তি পথের যত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনগণ তাহারা আমাকে একে একে সকলেই ত্যাগ করিয়াছে। আমাকে বিপন্ন দেখিয়া সার্থান্ধ বন্ধুগণ সাহায্য করা দূরে থাকুক আপন আপন কপট ভালবাসার বন্ধন অনায়াসে ছিন্ন করিয়া আমাকে রুগ্ন ভগ্ন ও বিপন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেছে না। এঅবস্থায় আমি ভুগিয়া ভুগিয়া বেশ বুঝিয়াছি যে, তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। দীনবন্ধু! জীবনের বহুসময় বৃথা-চলিয়া গিয়াছে উৎসাহ, উদ্যম, সাধন ভজনের শক্তি একেবারে নাই বলিলেও চলে। এক্ষণে কেবল মাত্র তোমার নাম লইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন ভিন্ন আর আমার কিছু সম্বল নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, আমার সুখদুঃখ ভালমন্দ সকল তোমার কাছে নিবেদন করিলাম, এক্ষণে তোমর যাহা ইচ্ছাকর।—

"কি হবে হে দীনবন্ধু দেখে ভয়ে বাঁচিনা।
কার বলে এ ভবসিন্ধু পার হব তা জানিনা॥
পাপ মেঘে ক'রে আঁধার, ঢাকিল জ্ঞান সূর্য্য আমার।
তাতে দুরাদৃষ্ট ঘোর বাতাস হতাশে প্রাণ বাঁচে না॥
কামাদি কুম্ভিরগণে, ঘেরেছে বিষয় তুফানে।
তোমা বিনে এ দুর্দ্দিনে কাণ্ডারী আর দেখি না॥
যাদের ভেবেছি আপন নয়ন রসনা শ্রবণ।
তারা দেখে বিপদে মগন আরতো সাড়া দেয় না॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

চিরদিন।

—:০:—

(১)

চিরদিন চিরকাল তোমারে দেখি।
তোমার বন্দনা ক'রে গাহিছে পাখী।
জগত ভরিয়া তুমি,
দেখিয়া দেখিয়া আমি,
হ'তেছি দিবস যামী, মুগধ আঁখি।
যে দিকেতে চাই শুধু তোমারে দেখি।

(২)

চিরদিন চিরকাল হৃদয় মাঝে।
অতুল রাজীব তব চরণ রাজে।
অন্তরে বাহিরে সখা,
নিশিদিন দাও দেখা,
তব বাণী সুধামাখা, পরাণে বাজে।
চিরদিন বিরাজিত পরাণ ম'ঝে।

(৩)

তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি পবনে।
ত্রিজগত শূন্য হয় তোমা বিহনে।
না দেখিয়া এক পল,
আঁখি করে ছল ছল,
নয়নেতে আসে জল, ব্যথা পরাণে।
তুমি মম চিরসাথী চির জীবনে।

(৪)

প্রভাতে তোমারে হেরি করুণা ভরা।
পরশে জাগিয়া উঠে বিপুল ধরা।

তোমারি করুণালভি'
গগনে হাসিছে রবি,
তোমারি তোমারি সবি' রচিত ধরা।
চির দয়াময় তুমি করুণা ভরা।

(৫)

সাঁঝের গগনে হেরি অতি হরষে।
তোমারি মুরতি যেন সুধা বরষে।
চাঁদিমা আপনা হারা,
ঢালিছে কিরণ ধারা,
চেতন লভিছে তারা, তব পরশে।
ত্রিজগত হাসে যেন অতি হরষে।

(৬)

বিতান নিশীতে আমি তোমারে হেরি।
তুমি নাথ! রহিয়াছ ভুবন ভরি।
নিশীথ আঁধার মাঝে,
তোমারি মুরতি রাজে,
মোহন মধুর সাজে, হৃদয় হরি'।
চিরদিন চিরকাল তোমারে হেরি।

(৭)

তুমি মম জীবনের চির ভরসা।
তুমি সখা! সুখ দুখ আশা নিরাশা।
তোমাতেই ডুবে আছি,
তোমাতেই মরি বাঁচি,
তোমারি করুণা যাচি, নীরব ভাষা।
জীবনের ধ্রুবতারা চিরভরসা।

(৮)

মানস নিকুঞ্জ মাঝে রয়েছ বসি'।
হৃদয় গগণে যেন অমল শশী।

অতুল তোমার দয়া,
অতুলন স্নেহমায়া,
তোমার চরণছায়া, করুণারাশি।
রহিও হৃদয়ে মোহ আঁধার নাশি'।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী দেবী।

উপাসনা ও উপাসক।

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

তথাহি :—

"আত্মানমেবলোক মুপাসীত"

(বৃহদারণ্যক-শ্রুতিঃ।)

আরও দেখা যাইতেছে :—

"উপাসনানি সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপার রূপানি শাণ্ডিল্য বিদ্যা দীনি। এতেষাং নিত্যাদিনাং বুদ্ধি শুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং উপাসনান্তু চিত্তৈকাগ্র্যং॥" —বেদান্ত॥

অর্থাৎ শাণ্ডিল্য, গোভিল প্রভৃতি ভক্তি শাস্ত্রকারগণ মানবের মানসিক বৃত্তি গুলিকে সগুণ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মবস্তুতে পরিণত করিবার যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে উপাসনা বলা হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য নিষিদ্ধ ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠানে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু চিত্তকে একাগ্র করিতে উপাসনাই একমাত্র আশ্রয় স্থল।

পরমেশ্বর ব্যতিত মনুষ্যের অভাব মোচন করিতে কেহই সমর্থ নয়। সংসার অভাবে পরিপূর্ণ। যতক্ষণ সংসার থাকিবে, ততক্ষণ জীবের অভাব পূর্ণ হইবেনা। এক্ষণে সংসার কি?

"মিথ্যাধী প্রভবা বাসনা সংসারঃ।"
(প্রামাণ্যবাদে গদাধরী টিপ্পনী।)

অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান জন্য যে সংস্কার তাহার নাম সংসার এবং পূর্ব্ব কর্ম্ম জন্য বাসনার নাম সংস্কার। ফল কথা অভাব বা বাসনা হইতে সংস্কার এবং সংস্কার হইতে সংসার এ সংসার নাশ করিতে না পারিলে জীবের অভাব মোচন হওয়া অসম্ভব। এ অভাব মোচনই মুক্তি এবং পরমেশ্বর ব্যতিত মুক্তি অপর কেহ প্রদান করিতে পারেনা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মুক্তির জন্য যে যত্ন করা হয় তাহাই উপাসনা। চিত্ত চাঞ্চল্যই সর্ব্বনাসের মুল। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে না পারিলে বাসনার ক্ষয় হয় না। তজ্জন্য বাসনা ক্ষয়ের উপায় বা চিত্ত জয়ের উপাযই উপাসনা।

সকল ধর্ম্মের মুলে উপাসনার মর্ম্ম এক হইলেও উপাসকের রুচি ভেদে ও মানসিক শক্তি অনুসারে বিভিন্ন উপাস্য বস্তু উ'পন্ন হইয়াছে। এবং উপাস্য ও উপাসক বিধি লইয়া জগতে নানা উপাসক সম্প্রদাযের—ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া অতি কঠিন। আমরা কেবল হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান উপাসক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বিগত ইংরাজি ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোট হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ৩১৫১৫৬৩৯৬, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২১৭৫৮৬৮৯২। এই হিন্দুর মধ্যে ২১৭৩৩৭৯৪৩ জন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অধিন অর্থাৎ ইহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণ মানিয়া চলেন। ইহারা শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্তঃ—

"শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ।
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্ত্রান্নিঃ সৃতানি চ॥" —তন্ত্রসার।

বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, শৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায় ভারতে সর্ব্বপ্রধান ও বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতিত অধুনা আর্য্য ও ব্রাহ্ম্য সমাজের উদ্ভব হইয়াছে ইহারা হিন্দু কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অধীন নয়। কোন সময়ে কোন সম্প্রদায় গীত হইয়াছে ইহা নিরাকরণ করা কঠিন কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে বিষ্ণু উপাসনা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।"　　ঋক ১।২২।১৮

তথাহিঃ—

"তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

—সামবেদ।

অর্থাৎ আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সুরগণ সর্ব্বদা সেই বিষ্ণুর পরমপদ সন্দর্শন করুন। (এখানে "চক্ষু" শব্দের নয়ন অর্থ করিলেও অগৌরব হয় না।) কেবল ইহাও নহে বেদ আরও বলিতেছেনঃ—

"তদ্‌বিপ্রাসো বিপন্য বো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।"

সামবেদ ২।১০।২৩

অর্থাৎ অপ্রমত্ত, নিষ্কাম বিপ্রগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদের উপাসনা করেন। কেন? ইহার উত্তর বেদ হইতেই পাওয়া যায়।

"যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জনিয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।

যো জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ

সেদুশ্রবোভির্য্যুজ্যং চিদভ্যসৎ।

অর্থাৎ যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী নিত্য নূতন ও স্বয়ং উৎপন্ন বিষ্ণুকে হবী প্রদান করেন। যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পুজনীয় জন্মকথা কীর্ত্তন করেন তিনিই যুজ্য স্থান প্রাপ্ত হন। এখানে এক ঋষি সেই দেব বাঞ্ছিতে স্থান লাভের আকাঙ্খা করিতেছেনঃ—

"তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাংনরো যত্রদেব যবো মদন্তি।

উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বঃ উৎসঃ॥" —ঋকবেদ।

অর্থাৎ—আমি যেন তাঁহার সেই প্রিয়তম স্থান লাভ করিতে পারি—যেখানে দেবাণুরক্ত ব্যক্তিগণ সদা আনন্দানুভব করেন। উরুক্রম বিষ্ণুর উচ্চ আবাসে মাধুর্য্যের উৎস্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে বিষ্ণু উপাসনা বৈদিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং ভারতের বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত বৈষ্ণব সংখ্যা তুলনা করিলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রাচীনতম বলিয়া প্রতিয়মান হইবে। সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের লোক সংখ্যা সাম্প্রদায়ীক হিসাবে প্রস্তুত করা হয় নাই, কেবল যুক্ত

প্রদেশের সম্প্রদায়ীক তালিকা দেওয়া হইয়াছে—উহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যুক্ত প্রদেশে বৈষ্ণব সংখ্যা অধিক। যথা ঃ—

বৈষ্ণব	১৯৬২৩৯৮
শৈব	১৩০৯০৫২
শাক্ত	২৭১৩০৯
স্মার্ত্ত	১৩১২৯১

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

"The two great sects are the sakta and the vaishnava. The latter is predominant through out Orisa, the south states and the south of Midnapore, when the great object of adoration is the quondam Buddhist idol of Jagannath at Puri, who is worshipped as a representation of Krishna. In Bengal proper the Vaishnavas are in the majority in central Bengal, but in the east, north and perhaps the west the Saktas are still the mere numerous."

Cencus Report of India 1901.

অর্থাৎ বৈষ্ণব ও শাক্ত দুই বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে উড়িষ্যা অঞ্চলে বৈষ্ণব সংখ্যা অধিক। উড়িষ্যা বিভাগ এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণে বৌদ্ধ প্রতিমা জগন্নাথদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে পূজিত হইয়া থাকেন। খাস বাঙ্গালার মধ্যদেশে বৈষ্ণব সংখ্যা অধিক কিন্তু পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর ভাগে শাক্ত সংখ্যা অত্যধিক।

শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের সময় হইতে বঙ্গদেশে জাত বৈষ্ণব এবং বৈরাগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের সংখ্যা মোট ৪২৩৯৮৫। অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা বর্দ্ধমান বিভাগে জাত বৈষ্ণব সংখ্যা অধিক।

বর্দ্ধমান জেলায়	২২৭৭৩
বীরভূম	১৯৬১৫
বাঁকুড়া	২০৭৩০
মেদিনীপুর	১০৫১১৫

হুগলী	৯৯৬২
হাবড়া	১৩২১৮

নদীয়া জেলায় জাত-বৈষ্ণবের সংখ্যা কেবলমাত্র ১৪৬৫৭।

যাহাহউক বৈষ্ণব সংখ্যা যে অধিক ইহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং বিষ্ণু উপাসনা যে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ইহা বেদাদি গ্রন্থ হইতে প্রকাশ হইতেছে। আর্য্য ঋষিগণ খণ্ড মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন এবং পুরাণ ব্যতিত প্রায় সমস্ত উপনিষদে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণুর্বৈ যজ্ঞঃ স্বয়ৈবৈনং।
তদ্দেবতয়ো সেন ছন্দসা সমর্দ্দয়তি॥"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

অর্থাৎ বিষ্ণুই সাক্ষাৎ যজ্ঞ • মূর্ত্তি, যাজ্ঞিকেরাই বৈষ্ণব। বিষ্ণু নিজেই নিজের ইচ্ছাতে দীক্ষিত বৈষ্ণবকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

মহাভারত ও রামায়ণ প্রণয়ন কালে ভারতে বিষ্ণু শিব ও শক্তি উপাসনা প্রচলিত ছিল। স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন :—

শ্রীরাম বলেন শুন জানকী এখন।
শিব পূজা করি দেশে করিব গমন॥
শিব পূজা করিতে রামের লাগে মন।
বুঝিয়া পুষ্পক রথ নামিল তখন॥
গঠিয়া বালির শিব দিলেন লক্ষ্মণ।
হনুমান আনিলেন কুসুম চন্দন॥
স্নান করি বসিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
জাঙ্গালের উপর পুজেন শূলপানি॥
জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
তেকারণ সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম॥"

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ।)

এবং অকালে দেবী পূজা করিয়া শ্রীরাম চন্দ্র রাবণের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়াছিলেন :—

"দশমীতে পুজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী,
সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি।"

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ।)

এদিকে মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবগণ শিব ও শক্তির উপাসনা করিয়াছিলেন :—

"মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তর মুখে ভাই পঞ্চজন॥
দেখেন অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত উপর।
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র সূর্য্য স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গ আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস আশ্রয় এড়াইয়া।
ভদ্রকালী নামে গিরি আরোহেণ গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠি পাণ্ডব নন্দন।
সপ্তরথ সূর্য্য আদি গ্রহ দেবগণ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি পরে॥
বিচিত্র রচিত ঘর কাঞ্চনে রচিত।
সুচারু চন্দন কাষ্ঠ পাটি চারিভিত॥
নানা পুষ্প কানন উদ্যান জল স্থল।
ভদ্রকালী পুজে তথা দেবতা সকল॥"

(কাশীরামের মহাভারত।)

ক্রমশঃ—

জীবাত্মা-পরমাত্মা।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ লিখিত।)

—:০:—

কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে প্রথমে "আমার" অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আমি আছি প্রথমে এই জ্ঞান না হইলে অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং কোন কিছুর আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই আমার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে আমি বলিতে যাহাবুঝি তাহাই জীব বা জীবাত্মা। আর জীবের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয় সুতরাং জীবকে "জ্ঞাতা" ও বলিব।

জীবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত যাহা হইতে পারে তাহা "জ্ঞেয়"। ফুলটী, পাতাটী, বৃক্ষটী, লতাটী—এইসকলই জ্ঞেয় পদার্থ। জ্ঞাতা না থাকিলে জ্ঞেয় এবং জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না।

সম্মুখে যে বৃক্ষটী দেখিতেছি উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে, কিন্তু উহার অস্তিত্বের জ্ঞানের মূলে আমার অস্তিত্বের জ্ঞানের বিদ্যমানতা আছে। তবে এখানে একথাটী বুঝিয়া রাখিতে হইবে যে, বৃক্ষ বলিতে বৃক্ষ সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞানের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইন্দ্রিয় সাহায্যে হইয়া থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটী। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের এক এক প্রকার করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচপ্রকার জ্ঞান হয়। সুতরাং কোন বাহ্য পদার্থ বলিতে ঐ পঞ্চ প্রকার জ্ঞানের সমষ্টি বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই তিনটী পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুইটীর ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। একটীর অস্তিত্ব ব্যতিত অপর দুইটীর অস্তিত্ব মনুষ্যের ধারণায়ই আসিতে পারে না। তবে সম্মুখে যে, বৃক্ষ দেখিতেছি উহার অস্তিত্ব যদি আমার জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে আর উহা আমার পঞ্চ

প্রকার জ্ঞানের সমষ্টি ব্যতীত যদি আর কিছু না হয় তবেই বুঝিতে হইবে যে, তাহা আমার ভিতরের বস্তু, বাহিরের বস্তু নয়।

আচ্ছা। আমি যতক্ষণ এই বৃক্ষটীকে দেখিতেছি ততক্ষণই কি আমি উহার বিদ্যমানতা বুঝি? যখনই আমি উহাকে দেখিতে নিবৃত্ত হই তখনই কি উহার অস্তিত্বের লোপ হয়? এই ধারণা যদি আমরা করিতে পারিতাম অথবা এই ধারণায়ই যদি আমাদের জ্ঞানের সন্তোষ লাভ হইত তাহা হইলে আত্মার অসীমত্ব স্বীকৃত হইত। কিন্তু তাহাতো কৈ হয় না। বৃক্ষ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াও বৃক্ষের ধারণা আমার অব্যাহত থাকে।

যাঁহারা মনোবৃত্তিকে দার্শনিক চিন্তার উপযোগী করিয়াছেন অর্থাৎ তত্ত্ব চিন্তার উপযোগী মার্জ্জিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারেন যে, বৃক্ষ হইতে দূরবর্ত্তী হইয়াও উহার অস্তিত্বের যে ধারণা আমার মনে অব্যাহত থাকে তাহার মূলে আর এক ধরণার অস্তিত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সে ধারণা এই যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোনও এক জ্ঞানের উপর বৃক্ষের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। একটীর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই অপরটীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে আমা অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্ঞাতারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

এই অতিরিক্ত জ্ঞাতাই পরমাত্মা। এই পরমাত্মা অনন্ত বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অর্থাৎ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অস্তিত্ব পরমাত্মার অনন্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য জীব ও ব্রহ্মের (পরমাত্মার) অভেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই জীবও ব্রহ্ম এক কি বিভিন্ন? জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা জ্ঞানের দ্বারাই সূচীত হইয়া থাকে। এবিষয় বুঝাইবার জন্য অনর্থক আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই চিন্তাশীলব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমার যে জ্ঞানের উপর ঐ বৃক্ষের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে আর পরমাত্মার যে জ্ঞানের উপর অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে এই উভয়ই একজ্ঞান, অন্য সকল পদার্থ হইতে জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, জ্ঞানের পরিনাম বা ব্যাপ্তি নাই;

জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন ও বলা যাইতে পারে না। সুতরাং আমার ও তোমার জ্ঞানে প্রভেদ থাকিতে পারে না। আরো বিশেষত্ব এই যে, আমার তোমার ও পরমাত্মার জ্ঞানেও প্রভেদ থাকিতে পারে না।

জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে এরূপ ধারণা আমরা করিতে পারি কিন্তু জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি এরূপ ধারণা আমাদের হয় না।

জ্ঞানের ব্যাপকতাও ধারণায় আসে না।

দেখা যায় কাল ও ব্যাপ্তির আদি ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। এখনজীব সসীম হইলে অসীমত্বের জ্ঞান জীবের কোথা হইতে আসিল। কাজেই দেখা যায় জীবের মধ্যে অসীমত্ব ভাবও আছে। তাহা হইলেই অসীমত্ব ও সসীমত্ব উভয়ের ভাবই জীবের মধ্যে আছে।

কাল অনাদি, জীব তাঁহা জানে অথচ বহুকাল পূর্ব্বের কথা জীবের স্মরণ নাই। আমি যতদিন পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে পারি তৎপূর্ব্বে কি ঘটিয়া ছিল তাহা আমার স্মরণ না হইলেও কিছু যে ঘটিয়া ছিল তাহা ধারণা করিতে পারি। কাল যে অনাদি তাহা আমার ধারণা হইলেও অনাদি কালের কথা যেমন আমার মনে নাই। সেইরূপ কালের যে শেষ নাই ইহাও আমার ধারণা হয় কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যতের কথা আমি বলিতে পারিনা। এইখানেই গোল বাঁধিয়া গেল। জীবেও ব্রহ্মের একত্ব হইয়াও হইল না। জীব ব্রহ্মে মিশিয়াছে কিন্তু এক হইতে পারে নাই।

জীবাত্মা পরমাত্মা অংশ হইতে পারে কিনা?

আত্মাও অবিভাজ্য সুতরাং আত্মার অংশ অননুভবনীয় অগ্নিশিখার সহিত আত্মার উপমা করা যাইতে পারে।

একটী অগ্নিশিখাকে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু একটী শিখা হইতে অনন্ত কোটী শিখা প্রজ্জলিত করা যায় অথচ পূর্ব্বোক্ত সেই মূল শিখা তাহাতে ক্ষীণ হইয়া যায় না। যাহা বিভাজ্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আদায় করিলে তাহার কলেবর ক্ষীণ হয় কিন্তু একটী প্রদীপের অগ্নিশিখা হইতে সহস্র সহস্র প্রদীপ প্রজ্জলিত করিয়া লইলেও পূর্ব্বোক্ত দীপশিখার কিছুমাত্র হ্রাস প্রতিয়মান হয় না। জীবাত্মা পরমাত্মার স্ফুলিঙ্গ মাত্র তবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে এই স্ফুলিঙ্গের কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা এই;—

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যে অগ্নি হইতে বিনির্গত হয়। বিনির্গত হইয়া তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া পড়ে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রভাব পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্নি সদৃশ হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্নি হইতে উহা পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে না জীব ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ হইলেও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে।

এখন আপাতত বোধ হইতে পারে যে, জীব যখন ব্রহ্ম হইতে বিনির্গত স্ফুলিঙ্গ যখন উহা নির্ব্বাপিত হইয়া ব্রহ্মে মিসিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে তখন জীবের জীবত্ব অনিত্য বুঝিতে হইবে। যাহা অনিত্য তাহা অসৎ, সুতরাং জীব অসৎ, এখন বুঝাগেল ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই অসৎ, সুতরাং অসৎ পদার্থের বিদ্যমানতা স্বীকার করা যায় না।তবেই বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা আছে তদ্‌ভিন্ন অন্য কিছুরই বিদ্যমানতা নাই।

কথাটা আর একটু পরিস্কার করিয়া বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞাতা, বাহ্যজগৎ জ্ঞেয়, ব্রহ্মের সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা সূচিত হয়। বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞাতা বলিয়া অপরিবর্ত্তনশীল। যাহা পরিবর্ত্তনশীল তাহা অনিত্য সুতরাং বাহ্যজগৎ অনিত্য। জীবও জ্ঞাতা কিন্তু জীবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ জীবের অস্তিত্ব জীবের "আমি আছি" এই জ্ঞানের দ্বারা সূচিত। কিন্তু জীবের অস্তিত্ব ও পরমাত্মার জ্ঞানে নিহিত, জ্ঞান পদার্থ মূলে এক সুতরাং জ্ঞাতাও মূলে এক বুঝিতে হইবে। জ্ঞেয় জ্ঞাতার ভিতরের বস্তু, বাহিরের বস্তু নয়।

জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় মূলে এক। ইহাদিগের স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে অস্তিত্ব ধারণার অতীত। এই হিসাবে ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে ধারণা সূক্ষ্ম সতন্ত্র এক ভাবে থাকিয়াই যায়! সেই স্বতন্ত্রতা বুঝাইবার নহে বুঝিবার।

১। মূলতঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই।

২। জগতের অস্তিত্ব যাহা প্রতীয়মান হয় তাহা মায়ার প্রভাবেই হইয়া থাকে।

৩। জীবও ব্রহ্ম এক, মায়া অপসারিত হইলে জীব ব্রহ্মে সংযুক্ত হইয়া যায়।

৪। উপাসক ভেদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে।*

* লেখক বেশ পাণ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে যে ৪টী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ মায়াবাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। যাহা প্রতিয়মান হয় তাহা জ্ঞাতার জ্ঞান সাপেক্ষ। একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হইতে পারে। মায়াবাদীগণ জগতে মায়ার প্রভাবই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তগণ জগতে শ্রীভগবানের লীলা মাধুরী-হিল্লোলই অবলোকন করেন।

'জীব ও ব্রহ্ম এক হইলেও ভিন্ন। জীব ব্রহ্মে মিশিতে পারে কিন্তু এক হইতে পারেনা' একথা প্রবন্ধ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক ভক্তগণ বিচলিত হইবেন না।

(ভক্তিঃ—সহকারী সম্পাদক।)

আনন্দ-নগর।

(প্রথম খণ্ড। প্রথমপরিচ্ছেদ।)

—:০:—

মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্ ভগবান্ নারায়ণ চন্দ্র অসীম বিশ্বরাজ্য নামক রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার এই রাজ্যের মধ্যে কত ক্ষুদ্র রাজ্য, নগর ও গ্রাম যে আছে তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। এই রাজ্য মধ্যে দেবনগর ও ভবনগর নামে দুইটী সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে, এই দুইটী নগরই জনাকীর্ণ এবং বহুবিধ সুদৃশ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ; কিন্তু এই দুইটী নগরের মধ্যে দেবনগর অধিকতর মনোরম, সুখদ, এবং শান্তিপ্রদ। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম প্রীতিপ্রদ। এখানে বসন্তকাল নিত্য বিরাজিত। সন্তান প্রমুখ বিবিধ কল্পদ্রুম রাশি রাশি প্রিয়দর্শন কুসুম স্তবকে স্তবকে বিভূষিত হইয়া দিগ্ দিগন্ত সৌগন্ধে পরিপূরিত করিতেছে। নানাবিধ সুমধুর ফলবান্ বৃক্ষ বিবিধ সুমিষ্ট রসাল ফলভরে নতশাখ হইয়া সুদর্শনে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে এবং তাহাদের তলদেশ সুমধুর সুপক্ক, রসাল ফলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। কোথায় ময়ূর ময়ূরীগণ

নয়ন মোহন বিচিত্র নর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। কোথায় কলকণ্ঠ পরম সুন্দর বিহঙ্গমগণ কলস্বরে মঙ্গলময় বিধাতার অপার মহিমা ও করুণা আনন্দভরে গান করিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণবিবরে অমৃত সিঞ্চন করিতেছে, কোথায় সুবিস্তীর্ণ সরোবর সকল স্বচ্ছ সলিলরাশি মৃদুল সমীরণ প্রবাহে অল্প অল্প কম্পিত করিয়া সুরম্য হিল্লোল সকল উত্থাপিত করিয়া আনন্দে কেলি করিতেছে। এই সকল সরোবরের মধ্যে কোন কোনটীতে আবার বিবিধ কুসুম কহ্লার ও অন্যান্য জলজ সুগন্ধ পুষ্প সকল জলরাশির মধ্য হইতে আপনাদের মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক জগৎপ্রভু জগদীশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে আপনাদের অতুল সুগন্ধ উৎসর্গ করিতেছে। রাজপথ সকল সুপ্রশস্ত ও সুবিস্তীর্ণ। ইহাদের দুই পার্শ্ব পুষ্পদ্রুম শোভিত, এই সকল পুষ্পের পরাগ ও সুকোমল পত্র সকল কুসুমবৃন্ত হইতে চ্যুত হইয়া ঐ সমস্ত 'প্রশস্তবর্ত্ম' একবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। পথিকগণ ঐ সকল সুকোমল পরাগ সমাকুল কুসুম পত্রের উপর পদচারণা করিয়া পথশ্রান্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। সুশীতল সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া শ্রান্তজনের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহার সকল ক্লান্তি অপনোদন করিতেছে এবং নিদ্রাদেবীর সুখস্পর্শ বহুল ক্রোড়দেশে তাহাকে অল্পে অল্পে শায়িত করিয়া তাহার সকল ক্লেশ অপহরণ করিতেছে। এখানে দিবাভাগে সূর্য্যদেব রশ্মিজাল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া আলোকমালায় স্থানটী উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন মাত্র। অপর সময়ের কথা বলিবার আবশ্যক নাই, মধ্যাহ্নেও তাঁহার রশ্মির প্রাখর্য্য নাই, প্রত্যুত তাঁহার কিরণ সুখপ্রদ ও আকাঙ্ক্ষনীয়। রাত্রীকালে এখানে অন্ধকার নাই। এক অপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ আলোক এই সময়ে প্রকাশিত হয়। এই আলোক ভগবান স্মিতরশ্মির সুশীতল নির্ম্মল কিরণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অন্যান্য স্থানে চন্দ্রমা যেরূপ উদয় হন এখানে ও সেইরূপ উদয় হন। চন্দ্রের উদয়ে আলোক অধিকতর উজ্জ্বল হয় মাত্র কিন্তু অধিবাসিগণের কার্য্যাদি সম্পাদন বিষয়ে এই আলোকেই পর্য্যাপ্ত।

ক্রমশঃ।

শ্রীকেদার নাথ দত্ত।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

এই শাস্ত্রের সহিত উক্ত শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মার বাচ্য-বাচক লক্ষণ সম্বন্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহার বাচ্য, এবং এই গীতা শাস্ত্র তাঁহার বাচক। তাদৃশ লক্ষণ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গ্রহের বিষয়। অশেষ ক্লেশ নিবৃত্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করাই এই গীতা শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে পাঠকের প্রবৃত্তি উৎপাদন জন্য চারিটী অনুবন্ধ নিরূপিত হইল। ঈশ্বরাদি তিনটী অর্থাৎ ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি, এই তিনের সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ ও অক্ষর শব্দ। বদ্ধজীব ও জীবদেহ সম্বন্ধে ক্ষর শব্দ। ঈশ্বর, জীব, দেহ, মন, বুদ্ধি, ধৃতি ও যত্ন সম্বন্ধে আত্মশব্দ। ত্রিগুণাত্মিকা বাসনার শীলে ও স্বরূপে প্রকৃতি শব্দ। সত্তা, অভিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রীয়া, ও আত্মার সম্বন্ধে ভাব শব্দ। কর্ম্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি এই তিনের সম্বন্ধে এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধে যোগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই সাধারণ পরিভাষা অবশ্য স্থান ও তাৎপর্য্যানুসারে উহার অর্থ অধিগত হইবে।

এই শাস্ত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ বচন ও অপর সকল শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রেষ্ট। তজ্জন্য পুরাণান্তরে "গীতা সুগীতা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা গীতার মহিমা ঘোষিত হইয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বাকসঙ্গতির নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন, অবশ্য উহা লবণাকর নিপাত ন্যায় অর্থাৎ জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে উহা যেরূপ জলের সহিত এক হইয়া যায় এখানেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

"সংগ্রামের শীর্ষ স্থানে ভগবান শ্রীগোবিন্দ ও পার্থের পরস্পর যে সম্বাদ হইয়াছিল উহার সঙ্গতির নিমিত্তই "ধর্ম্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি সাতাইশটী শ্লোক দ্বারা মুনি গীতার প্রথমে কথার অবতারণা করিয়াছিলেন" কারণ শ্রীভগবান পার্থের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রের বিজয় লাভে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! যুদ্ধাভি লাষে মদীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম ভূমি কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিলেন। এ প্রশ্ন প্রথমতঃ অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়, কারণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়া যুদ্ধই করিয়াছেন তৎভিন্ন অপর কার্য্য সম্ভাবনা না থাকিলেও, এ প্রশ্নের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ের অপর একটী গূঢ় ভাব প্রকাশিত হইতেছে তজ্জন্য তিনি কুরু-

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তথা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

এবং জন্মান্ধস্য প্রজ্ঞা চক্ষুষো ধৃতরাষ্ট্রস্য ধর্ম্মপ্রজ্ঞালোপাম্মোহান্ধস্য মৎপুত্রঃ কদাচিৎ পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দদ্যাদিতিবিম্লানচিত্তস্য ভাবং বিজ্ঞায় ধর্ম্মনিষ্ঠঃ সঞ্জয়স্ত্বৎপুত্রঃ কদাচিদপি তেভ্যো রাজ্যং নার্পয়িষ্যতীতি তং সন্তোষ-

তাৎপর্য্যানুবাদ।

ক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র এই বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিলেন। কুরুক্ষেত্রটী দেবতাদিগের দেবযজন ভূমি, প্রাণিগণের ব্রহ্মসদন এখানে আসিলে স্থান প্রভাবে বিদ্বেষ বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে কি আমার পুত্রেরা বিনষ্ট বিদ্বেষ হইয়া পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের রাজ্যপ্রদানে কৃত নিশ্চয় হইয়াছে? অথবা স্বতঃইধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণ ক্ষেত্র প্রভাবে কুলক্ষয় হেতু অধর্ম্ম ভয়ে ভীত হইয়া বন প্রয়ানই শ্রেয়স্কর বিবেচনায় কুলক্ষয় কর যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমন করিল। হে সঞ্জয়! তুমি ব্যাসের প্রসাদে রাগদ্বেষ শূন্য হইয়াছ ইহাদের প্রকৃত তথ্য কি অবগতহইয়াছ বল। এইরূপে প্রশ্ন করিলেও নিজ পুত্রগণের সম্বোধনে আমার পুত্রগণ—এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা তৎকালেও পুত্রস্নেহগ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রের যে পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ ছিল তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্র শব্দের উল্লেখ দ্বারা যেন প্রকারান্তরে ধর্ম্মবিরোধী নিজ পুত্রগণের যাহারা ধর্ম্মাভাসে এই ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে, তাহাদের ভাবী বিনাশ ও সূচীত হইতেছে, অর্থাৎ ধান্য ক্ষেত্র বলিলে যেমন ধান্যাভাস তৃণাদির ভাবী উচ্ছেদের বিষয় অবগত করায়, তদ্রূপ এখানেও অধর্ম্মাচরণ পরায়ণ নিজ পুত্রগণের নাশও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিয়াছিলেন। অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল ধারণা যে অমূলক নহে তাহা অর্জ্জুনের ব্যবহারে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে নিশ্চয় হইয়াছিল ॥১॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

সুৎপাদয়ন্নাহ দৃষ্ট্বেতি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং। ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং। আচার্য্যং ধনুর্বিদ্যাপ্রদং দ্রোণং উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তদন্তিকং গত্বা। রাজা রাজনীতিনিপুণঃ। বচনমল্পাক্ষরত্বগম্ভীরার্থত্বসংক্রান্তবচনবিশেষ্। অত্র-স্বয়মাচার্য্যসন্নিধিগমনেন পাণ্ডবসৈন্যপ্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তর্ভয়ং গুরু-গৌরবেন তদন্তিকং স্বয়মাগতবানস্মীতি ভয়সঙ্গোপনঞ্চ ব্যজ্যতে। তদিদং রাজনীতি নৈপুণ্যাদিতি চ রাজপদেন।২।

তাৎপর্য্যানুবাদ।

অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বিষণ্ন চিত্তে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া অশেষ ধীসম্পন্ন মহামতি সঞ্জয় বুঝিলেন ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় এখনও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তিনি মোহান্ধচিত্তে আশঙ্কা করিতেছেন, হায়! তবেকি আমার পুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবগণকে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ভীত হওত নিজেদের পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদানে কৃত নিশ্চয় হইল! অথবা ক্ষেত্র প্রভাবে উহাদের হৃদয় নির্ম্মল হওয়ায় অন্যায় রূপে আহৃত পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্য তাহাদিগকে প্রদান করা শ্রেয় বিবেচনা করিল? ধৃতরাষ্ট্রের সকাতর উক্তির এইরূপ ভাব অবগত হইয়া, উহাঁর বিষণ্ণভাব অপনোদন মানসে অগ্রেই দুর্যোধনের কার্য্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন; রাজনীতি বিশারদ রাজা দুর্য্যোধন বিচিত্র ব্যূহরচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের সৈন্যাবলোকন করিয়া বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক বুদ্ধিবলে তাহা লোকে প্রকাশ হইতে না দিয়াই যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে আচার্য্যাভিবাদনের কর্ত্তব্যতাও প্রকাশ করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যায় শিক্ষকাগ্রণী আচার্য্য অমিততেজা দ্রোণের সমীপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অল্পাক্ষরে গম্ভীরার্থের ব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগে বলিতে লাগিলেন, অবশ্য এই কার্য্যটী যে দুর্য্যোধনের রাজোচিত বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচায়ক তাহা সঞ্জয় মহাশয়ের "রাজ" শব্দের অভিধান হইতে বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে।২।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

তস্তাদৃশং বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিনা। প্রিয়শিষ্যেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু স্নেহাতিশয়াদাচার্য্যো ন যুধ্যেদিতি বিভাব্য তৎকোপোৎপাদনায় তস্মিংস্তদবজ্ঞাং ব্যঞ্জয়ন্নাহ এতামিতি। এতামতিসন্নিহিতাম্ প্রাগল্‌ভ্যেনাচার্য্যমতিশূরক ত্বামবিগণয্য স্থিতাং দৃষ্ট্বা তদবজ্ঞাং প্রতীহীতি। ব্যূঢ়াং ব্যূহরচয়া স্থাপিতাং দ্রুপদপুত্রেণেতি তদ্বৈরিণা দ্রুপদেন ত্বদ্বধায় ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পুত্রো যজ্ঞাগ্নি— কুণ্ডাদুৎপাদিতোঽস্তীতি। তব শিষ্যেণেতি। ত্বং স্বশত্রুং জানন্নপি ধনুর্বিদ্যামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীত্বং। ধীমতেতি। শত্রোস্ত্বত্তোস্ত্বদ্বধোপায়ে গৃহীত ইতি তস্য সুধীত্বং। তদপেক্ষ্যকারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি ভাবঃ। ৩।

নম্বেকেন ধৃষ্টদ্যুম্নেনাধিষ্ঠিতাল্পিকা সেনাস্মদীয়েনৈকেনৈব সুজেয়া স্যাদতস্ত্বং মা ত্রাসীরিতি চেৎ তত্রাহ অত্রেতি। অত্র চম্বাং মহান্তঃ শক্রভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসাশ্চাপা যেষাং তে। যুদ্ধকৌশলমাশঙ্ক্যাহ ভীমেতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ মহারথ ইতি যুযুধানাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণং। ৪ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

মহামতি দুর্য্যোধন পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, আচার্য্য তদীয় প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ, আজ যদি সেই স্নেহ-প্রবণতার বশবর্ত্তি হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করেন, এই আশঙ্কায়, অগ্রে পাণ্ডবগণের প্রগল্‌ভতার বিষয় খ্যাপন করিয়াও চির শত্রু দ্রুপদেরনামোল্লেখ করিয়া উঁহাকে কোপিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, হে আচার্য্য! দেখুন আপনি যাহাদিগকে শিষ্য বলিয়া চিরদিন স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, যে পাণ্ডবগণের

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ। ।৫।।

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

ধৃষ্টেতি। বীর্যবানিতি ধৃষ্টকেত্বাদীনাং ত্রয়াণাং। নরপুঙ্গবইতি পুরুজিদাদীনাং ত্রয়াণাং ॥৫॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

প্রতি স্নেহাতিশয্য বশতঃ তাহাদের কোন দোষ আপনার চক্ষে দোষ বলিয়া মনে হইত না, আজ তাহাদের প্রগল্ভতা দেখুন। তাহারা আজ আপনার চির শত্রু দ্রুপদ, যে আপনার বধের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুত্রবপে প্রাপ্ত হইয়াছে আপনার সেই বধ কর্ত্তা শত্রুনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নের অধিনায়কত্বে পাণ্ডবগণের মহতী-সেনা ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে অবলোকন করুণ, যে শিষ্য-গণের স্নেহে আবদ্ধ হইয়া আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগকে দেখিয়া কারুণ্যদৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদের গুরুর প্রতিব্যবহার দেখুন, দ্রুপদ-নন্দনকে আনয়ন করা গুরুভক্তিব পরাকাষ্ঠা নহে কি? আপনি এসকল জানিয়াও আবার ঐ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অপরিনাম দর্শিতা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বুদ্ধিমত্তাই প্রকাশ পাইয়াছে। যাইহোক আপনি আর উপেক্ষা করিবেন না, উহার শিক্ষা আপনারই নিকট সুতরাং উহার নৈপুণ্য রচিত ব্যূহ আপনি অনায়াসে ভেদ করিয়া উহাদিগের বধ সাধনে সক্ষম হইবেন, উপেক্ষা করিয়া আপনি বিলম্ব করিলে আমাদেরই অনিষ্ট সাধিত হইবে। হায় অন্ধ রাজ! তুমি না এই দুর্য্যোধনের ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় আশঙ্কা করিতেছিলে। দেখ ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে উহার কিরূপ বদ্ধিত হইয়াছে কৌশলে গুরুদেবকে পর্য্যন্ত কত কটূক্তি বর্ষণে ব্যথিত করিল। যাহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা পাপ বাসনা বিরাজিত সেখানে ধর্ম্মকিছু করিতে সক্ষম হন না, তিনি স্বয়ংই পরাভূত হইয়া থাকেন॥ ৩॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥
অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

যুধেতি। বিক্রান্ত ইতি যুধামন্যোঃ বীর্য্যবানিত্যুত্তমৌজসশ্চেতি বিশেষণং। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ। দ্রৌপদেয়া যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রমাৎ দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যশ্রুতসেনশ্রুতকীর্ত্তিশতানীকশ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ পঞ্চপুত্রাঃ। চ শব্দাদন্যে চ ঘটোৎকচাদয়ঃ। পাণ্ডবাস্ত্বতিখ্যাতত্বাৎ ন গণিতাঃ। এতে সপ্তদশগণিতা যে চান্যে তৎ পক্ষীয়াস্তে সর্ব্বে মহারথা এব। অতিরথস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ। তল্লক্ষণঞ্চোক্তং। একাদশসহস্রাণি যোধয়েদযস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তুসঃ রথীচৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃত ইতি ॥৬॥

তর্হি কিং পাণ্ডবসৈন্যাদ্ভীতোঽসীত্যাচার্য্য ভাবং সম্ভাব্যান্তর্জাতামপি ভীতি মাচ্ছাদয়ন্ ধার্ষ্টেণ্যনা অস্মাকমিতি। অস্মাকং সর্ব্বেঽষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ

তাৎপর্য্যানুবাদ।

হে আচার্য্য! যদি বলেন আমাদের এত যোদ্ধা রহিয়াছে তুমি এক ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্য আশঙ্কা করিতেছ কেন? উহাকে অস্মদ পক্ষীয় যে কোন একজন বীর অনায়াসে জয় করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু সেরূপ নিঃশঙ্ক হইতে পারিতেছিনা, দেখুন উহাদের এই সৈন্য মধ্যেও শত্রুগণের অচ্ছেদ্য অস্ত্রধারী ভীমার্জ্জুন ও তৎ সমকক্ষ মহারথ যুযুধান (সাত্যকি) বিরাট ও দ্রুপদ। বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু চেকিতান, কাশিরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং ঘটোৎকচাদি পত্নান্তর জাত অপর পুত্রগণ প্রভৃতি যে সকল যোদ্ধাকে দেখিতেছি ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪।৫।৬ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তিস্তথৈব চ ॥৮॥

বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্।

পরমোৎকৃষ্টা বুদ্ধ্যাদিবলশালিনঃ। নায়কা নেতারঃ তান্ সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থং ব্রবীমীতি। পাণ্ডবপ্রেম্না ত্বং চেন্নযোৎস্যসে তদাপি ভীষ্মাদিভির্ম্মিজয়ঃ সেৎস্যত্যেবেতি তৎকোপোৎপাদনং দ্যোত্যম্ ॥৭॥

তানাহ ভবানিতি। ভবান দ্রোণঃ। বিকর্ণো মমভ্রাতাকনিষ্ঠঃ! সোমদত্তির্ভূরিশ্রবাঃ। সমিতিঞ্জয়ঃ সংগ্রাম বিজয়ীতি দ্রোণাদীনাং সপ্তানাং বিশেষণম্ ॥৮॥

তাৎপর্য্যানুবাদ।

পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের নামোল্লেখ করিয়া, দুর্য্যোধন মনে করিলেন, হয়ত আচায্য মনে করিবেন আমি পাণ্ডবগণের বীরবহুল সৈন্য দেখিয়া ভীত হইয়াছি সেই জন্যই পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণের নামোল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে যুদ্ধের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি, এই ধারণার বশবর্ত্তি হইয়া নিজভীতি গোপন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন সম্মুখ সংগ্রামে বিপক্ষ বিনাশ করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, সুতরাং বিপক্ষ পক্ষের সৈন্যাধিক্য দেখিয়া আমার ভীত হইবার কোনই কারণ নাই, যদি আপনি আজ পাণ্ডব প্রীতি বশতঃ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, তথাপিও আমার কোন ক্ষতি হইবেনা, আপনার বিদিতার্থে আমাদিগের পক্ষে সকলকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি ও শৌর্য্য বীর্য্যশালী যে সকল সেনানায়কগণ আছেন তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুণ,—

সমব্যবসায়ীর নিকট অপরের প্রশংসা করিলে তিনি যে উত্তেজিত হন ইহা স্বাভাবিক, একে পাণ্ডব প্রীতি তৎপরে ব্রাহ্মণের স্বভাব সুলভ শান্ততা সুতরাং আচার্য্যকে উত্তেজিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে দৃঢ় রাখিবার অভিলাষে দুর্য্যোধনের এবম্বিধবাক্য সমায়োচিতই হইয়াছিল, একদিগে যেমন নিজের ভয় সঙ্গোপনে আচার্য্যকে উত্তেজিত করা হইল, অপরদিগে তেমন যদি আপনি যুদ্ধ না করেন তথাপি ভীষ্ম প্রমুখ এই সকল বীরের সাহায্যেই আমার বিজয় লাভ হইবে তাহাও বলা হইল ॥৭॥

১৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।
শ্রাবণ মাস,।
১৩২২।

প্রার্থনা।

—:০:—

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্তমস্য বিশ্বস্যপরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত-রূপ ॥

হে গোবিন্দ! আমি ভয়ঙ্করী সংসার ভাবনা দ্বারা অতিশয় বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিনা। সাধন ভজন সকলই আমার লোপ পাইয়াছে। বাহিরে খুব জাকজমকের সহিত সাজসজ্জা করিয়া পবিত্র গৃহে, পবিত্র বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া, নানাবিধ পবিত্র সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, আত্মীয় স্বজনগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরের কোলাহল শ্রবণ গোচর না হয় তজ্জন্য দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসি, কিন্তু এমনই আমার ভাগ্যদোষ যে, ভজনের বিঘ্নকারিণী বিষয় ভাবনা যে কোথা হইতে অলক্ষিতভাবে আসিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক আমার সকল উদ্যম, সকল যত্ন, সকল প্রকার পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে তাহা স্থির বুঝিতে পারিনা, এই ভজন-বিঘ্নকারিণী মহাশক্তি স্বরূপিনী বিষয় ভাবনাকে দমন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। হে দানবারে! যুগেযুগে তুমি নানাভাবে নানারূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া আসিতেছ, আমি সেই ভরসায় আজ তোমার অভয় পদে শরণ লইলাম, তুমি নিজগুণে দয়া করিয়া আমার এই বিষয় ভাবনা রাক্ষসির বিনাস সাধন পূর্ব্বক তোমার দীনশরণ, অধমতারণ, শরণাগতবৎসল, দয়াময় প্রভৃতি ভক্তদত্ত নামের সার্থক কর, ইহাই প্রার্থনা।

লীলাময়! তোমার অমৃতোপম লীলাধাম এই মানব হৃদয়, সংসার ভাবনা রূপ পিসাচী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং তাহার ইঙ্গিতে আমার মন অসৎ ভাব ও অজ্ঞান মোহাদি দুর্দ্দান্ত পাপ পুরুষগণের সহিত বিষয় মদিরা পানে মত্ত হইয়াছে ঐ ভাবনা পিসাচী আমাকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের কুৎসিৎ ভাবনাদি ভাবাইতে অবিরত চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে হয় তুমি কৃপারূপ অস্ত্র দ্বারা ইহাদিগকে দমন করিয়া আমাকে রক্ষা কর, নতুবা বিবেক বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রশস্ত্রে আমাকে সুসজ্জিত করিয়া ইহাদিগকে দমন করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদান কর। তোমার শক্তি পাইলে আমি অনায়াসেই সকল বিক্ষেপ, সকল অভাব দূর করিয়া নিরাপদে নিত্যানন্দময় তোমার ভজন পূজনে নিয়োজিত থাকিতে পারিব এবং তোমার লীলা, তোমার সত্বা উপলব্ধি করিয়া তখন নিজেও ধন্য হইব, অপরকেও সেই পরমানন্দ-পূর্ণ ভাব-সমুদ্রের পবিত্র স্রোতে অবগাহন করিবার সুযোগ করিয়া দিতে পারিব। দীনদয়াময়! দীনহীন অসহায় দুর্ব্বল দাসের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর, আমি আর যাতনা সহ্য করিতে পারি না।—আজ আমার ইহাই প্রার্থনা।—

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীখুন্তির আত্ম কথা।

(৩)

—:০:—

জান প্রভুর তখন কত বয়স? মাত্র ষোল বৎসর। দিন দিন দেশ বিদেশ থেকে ছাত্র আসিতে লাগিল। এ' টোলের খ্যাতির কথা জানিতে তখন বোধ হয় অল্প লোকেরই বাকি ছিল।

ঝমাঝম্ পয়সা। বৃহস্পতির ন্যায় মান। সংসারের অনাটন আর কিছু নাই। খুব জমজমাট্ ব্যাপার! শচী মা ঠাওরাইলেন—"হ্যাঁ এবার আমার নিমাই একজন মানুষের মত মানুষ হ'য়েছে।"

বিবাহের উদ্‌যোগ পড়িয়া গেল। সে অনেক কথা। মোট কথা, প্রভু নিজ ইচ্ছায় একরূপ দেখে শুনেই বিবাহ করিলেন, শ্রীমতি লক্ষ্মী দেবী কে। ইনি হ'লেন শ্রীবল্লভাচার্য্যের কন্যা।

এ'র মাঝে একটা কথা ব'লে রাখি। সে দিন কে এক জন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—ঐ মুকুন্দ, সঞ্জয়, গদাধর প্রভৃতির দস্তুরমত লম্বা পরিচয় তাঁ'কে বল্‌তে হ'বে।

আচ্ছা সে হ'বে। কিন্তু এখন নয়। যদি বেঁচে থাকি, অর্থাৎ দেখ্‌তেইত পাচ্ছ অতি বৃদ্ধ আমি, তা' হ'লে যে যেখানে প্রভুর আত্ম-পরিকর আছেন সকলের ইতিহাস বেশ ক'রে গুছিয়ে বল্‌বো। যাক্‌গে, তাঁরপর—প্রভু বিবাহ কর্‌লেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীত' লক্ষ্মীই। বেশ সুখে সংসার চলিল। যশে চতুর্দ্দিক পূর্ণ। প্রভু তখন পাণ্ডিত্যাভিমানী, জ্ঞান মার্গের পক্ষপাতী; এইরূপ ভান করিতেন; যেন তাঁ'র হৃদয়ে ভক্তির ভাব বিন্দুমাত্রও নাই।

এজন্য সময়ে সময়ে মুকুন্দ দত্ত নামক চট্টগ্রামবাসী বৈষ্ণব, ভক্তিমান, সু-গায়কের সহিত দয়াময় খুব বচসা করিতেন। "এক দিন খানিক বাক্য সংগ্রাম করিয়া যেন উপহাস ছলেই নিজ ভবিষৎ বলিলেন—"আচ্ছা থাক তোমরা, একদিন আমিও এমন ভক্ত হইব, যে তোমরা সকলে তখন অবাক্ হইয়া যাবে। তোমরা ভাব' আমি জ্ঞানের পক্ষপাতী। কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আস্‌বে যখন "ভক্তি" ও "ভক্ত" কা'কে ব'লে আমিই শেখাব।"

সকলে শুনিল ও একটু থম্‌কিয়া গেল। প'রে ভাবিল্ ওটা কোন কাজের কথা নয়। চপল পণ্ডিতের রহস্য! দিন যায়। দীর্ঘাকার, অতি সুগঠন জন্মাবধি নিরোগ নিমাই পণ্ডিত প্রত্যহের নানারূপের নানা মিষ্ট ব্যবহারে নদীয়ার সকলকে নিত্যই বাধ্য করিতেছেন।

বিদ্যার গরিমা ছাড়া কখনও ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, প্রভৃতি অপর সাধারণোচিত কোন-রূপ গ্রাম্য দোষই প্রভুর ছিল না। সে কারণ প্রতিবেশী, আত্মীয়, এমন কি এক দণ্ডের পরিচয়েই অপর সাধারণে এঁ'কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

সকলে আরও তারিফ করিত এক কারণে অর্থাৎ প্রথমে সকলে জানিত নিমাই মিশ্র ব্যাকরণের পণ্ডিত; কিন্তু যে শর্ম্মাই যাউক্, আর যে শাস্ত্রের বিচারই উপস্থিত হউক্; পণ্ডিত নিমাই মিশ্র তা'র উত্তর দিয়া জয় লাভ করিবেন, নিশ্চয়। তাজ্জব ব্যাপার নয় কি?

দিন যায়। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে নবদ্বীপ রঙ্গমঞ্চের; নাঃ শুধু নবদ্বীপ কেন, সমস্ত বিশ্ব-রঙ্গ-মঞ্চের দৃশ্যান্তর আরম্ভের আয়োজন হইতে লাগিল।

হ'ল কি? বলি শুন, একদিন প্রভু রোজের-ঘুরা ঘুরছেন ; এ'র বাড়ি দু'দণ্ড ও'র বাড়ি একদণ্ড দাঁড়াইয়া সকলের কুশল সংবাদ লইতেছেন ; এমন সময় দেখা হ'ল, পথে শ্রীপণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র পুরীর সহিত। শ্রীপুরী তখন, বুড়ো আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-ঠাকুরের গৃহে আছেন।

অন্তর্য্যামী নিজ ভাবী অভীষ্ট দেবকে দেখিলেন! পাণ্ডিত্যাভিমানীর উন্নত মস্তক ভক্তি-ভাবে অবনত হইল। রুদ্ধ-ভক্তি-সমুদ্রে ধীরে ধীরে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল।

প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে! রোজই সন্ধ্যার পর ছাত্রদিগকে পাঠ প্রদান ক'রে, আচার্য্য-গৃহে শ্রীপুরীকে প্রণাম এবং অল্লাধিক ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে গমন সুরু করিলেন।

কয়েক দিন আসা যাওয়ার পর একদিন শ্রীপুরী শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত নামক গ্রন্থ প্রভুকে দেখাইয়া বলিলেন "পণ্ডিত ইহার দোষ গুণ সমালোচনা ক'র।"

মেজার কাণ্ড। ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে প্রভু বল্লেন—

মশায় গো "——অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দোষিবে কোন্ সাহসিক জন?"
ভক্ত বাক্যে কৃষ্ণের বর্ণন ;
ইহাতে যে দেখে দোষ পাপী সেই জন।
ভক্তের কবিত্ব যে তেমন কেন নহে।
ঈশ্বর সর্ব্বথা প্রীত তাহাতে নিশ্চয়ে॥

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্ম জীবনের সূত্রপাত হ'ল।

ঐ যা' আগে ব'লেছিলাম তাহাই আবার ভাল ক'বে বল্‌তে হইতেছে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান আমার ঠাকুরের এই যে সব কাণ্ড এ'র মূলে কিন্তু সেই এক কথা। —"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" যাক্।—তা'রপর। ইহার কিছু দিন পর ঠাকুর আমার গেলেন ক্ষেপে। আমি ত তখন জন্মাইনাই তবে ভক্ত বৃদ্ধগণের নিকট পরে যা' শুনেছি তাই বল্‌ছি।

এই উন্মাদ অবস্থাতেও সাধারণ বায়ু রোগীর ন্যায় প্রভুর ক্ষ্যাপামো ছিল না। তবে ঐইলে মহাভাবে "আমি স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে তোমরা চিনিতেছ না।"

ইত্যাদি বাক্য তিনি বলিতেন। এই ভাবে কিছু দিন যায়। শচী মা' নানান্ রোজা মন্ত্র, শান্তি, পূজা, চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন।

দয়াময়ও কিজানি তাঁর কি অভিপ্রায় সিদ্ধি বুঝিয়া; সুস্থ হইলেন। তা'রপর ধুয়া ধর্‌লেন—'আমি বঙ্গদেশে বেড়াতে যাব," বাস্। কথাও যা' কাজও তা'। চল্লেন একেবারে পূর্ব্ববঙ্গের দিকে।

এই সময়ে একটা আগের কথা বলি, যে সময়ে বুড়ো মিশ্র শচী দেবীকে সঙ্গে ল'য়ে পিতা মাতার নিকট তাঁহাদের নিজ জন্ম স্থান শ্রীহট্টে যান্, সেই সময়ে তাঁর গর্ভধারিণী স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে একজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিতেছেন—"ওগো বাছা! তোমাদের ঐ শচীদেবীটি বড় সোজা মেয়ে নয়; উঁর গর্ভে যিনি আছেন তিনিও বড় "কেউ কেটা" নয়; আদপে দেরী করিও না, শীঘ্র উঁহাকে নবদ্বীপে পাঠাও। দেবতা সেস্থানে নবদ্বীপকে, শ্রীনবদ্বীপ করিয়া জন্মাইবেন।"

"বুড়ী ত" কেঁদেই খুন। কোথা দু'চা'র দিন, বৌ, বেটা লয়ে 'যত্ন আদর ক'রবেন না' ঐ কাণ্ড!!!

শেষ স্থির হ'ল "যে নাতি দেবতা জন্মাইবেন, তাঁ'কে অন্ততঃ একবার তাঁহার নিকট পাঠা'তে হবে।

অনেকে বলে সেই কারণেই এই পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রা। আবার কেউ বলে, কি, যে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর এক বার ঐ দিকে গমন হইয়াছিল। কোনটা ঠিক শুনে ছিলাম, অনেক দিনের কথা আমার ঠিক্ মনে নাই।

তোমরা যদি আমাকে নিভাজ ইতিহাসের মত, সন্ তারিখ, কোথা, কেমন ক'রে, সমস্ত গুছাইয়া বলিতে বল, তাহ'লেই আমি গে'ছি!!! ও সব বাপু আমি পার্‌বো না।

হাঁ তবে যদি ঐ কি বলে। চৈতন্যোদয়াবলী পুথীর ৩য় সর্গের ১৮ হইতে ৪৫ শ্লোকটা পর্য্যন্ত দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে আমি নিতান্ত বে-গোছ বল্‌ছি না। দেখো না বাপু, ঐ কেতাব খানা একবার না হয় দেখো। কি বলছিলাম? হাঁ—প্রভু গেলেন পদ্মা পার। ইতি পূর্ব্বেই তাঁর পাণ্ডিত্যের গৌরব এ সকল স্থানে বিকীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছে; তাঁকে যেমন দেখা আর চারিদিক থেকে, এই আদরের ধুম প'ড়ে গে'ল।

সাধে কি গুপ্ত রাজার পণ্ডিত বলে গেছে—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

ত'ার উপর আবার ইনি হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। কাজেই লাগ্ ধুমা ধুম্ ব্যাপার!! এ' আসে ও' আ'সে; হে'থা নিমন্ত্রণ হোথা নিমন্ত্রণ এ'কে পাঠ ব'লা, ও'কে শিষ্য ক'রা, দস্তুর মত টোল ব'সে গে'ল।

এখানে আর এক নূতন কেতা ও হ'তে লাগ্‌লো। নবদ্বীপে যখন ছিলেন, তখন কোনও কিছু শুনি নাই, এবং ঠিক ফিরে গি'য়েই কোনও এরূপ বিশেষ ভাব দেখি নাই; কিন্তু এই বঙ্গদেশে এ'সে প্রভু যেন ঠিক শ্রীনাম তরী সজ্জিত করিয়া পতিত, অধম, সজ্জন, দুর্জ্জন প্রভৃতি সকলকেই কৃপা করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার টা যেন ঠিক; নিজ-ভাবী-জীবনের দু'এক পৃষ্ঠা নমুনার মত দেখাইলেন। নিজেও মাতিলেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসীগণকেও মাতাইলেন। তোফা আছেন!!!

এ'দিকে আর এক লীলা। তিনি যখন পূর্ব্বে ঐ কাণ্ড করিতেছেন তখন শ্রীনবদ্বীপে তাঁ'র গৃহে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করলেন লীলা লীলা!!

শচী দেবীর সুখের সংসারে বিষাদ মেঘের দ্বিতীয় বজ্র পাত হইল।

প্রভু আমার সমস্ত জেনেও যেন কিছুই জানেন্ না। নানা ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া ঠাকুর গৃহে আসিতেছেন।

কত আশা, কত উৎসাহ, কত আনন্দে আসিতেছেন। স্নেহময়ী জননীর স্নেহ; প্রেমময়ী ভার্য্যার সহিত মিলন। কত আনন্দ!!

সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিলেন। গৃহদ্বার হইতেই, নবীন যুবক দেশ বিখ্যাত পণ্ডিত, ঠিক একটী ক্ষুদ্র চঞ্চল বালকের মত "মা" "মা" শব্দে ডাকিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

আর, এক একবার চঞ্চল নয়নে যেন কাহার দু'টী চক্ষের দৃষ্টির সহিত নিজ দৃষ্টি মিলাইতে ব্যাগ্র আকাঙ্ক্ষায়, সকল পরিচিত দ্বার পার্শ্বে, অর্দ্ধ আবদ্ধগবাক্ষের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। হরি! হরি!!! যাঁর লীলা তিনিই বুঝেন।

মাতা অঝোরে হেঁট মুখে কাঁদিতেছেন নীরবে প্রণত পুত্রের শিরে হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু নীরব। প্রতিবাসী আত্মীয় সকলেই উপস্থিত সকলা কারই সজল নয়ন। সকলেই নীরব। ব্যাপার খানা কি?

প্রভু এ'র ও'র মুখ পানে চাহিতেছেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। শেষে অনৈক স্বজন অতি কষ্টে অশ্রু আপ্লুত নয়নে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "আপনার লক্ষ্মী আর এ' জগতে নাই।"

* * * * *

একবার মাত্র—সুধু একবার মাত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল তা'র পর শূন্য—অর্থ শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে.যেন বড় ক্লান্তি বড় অবসাদ ভরে শূন্য আসনে ভূমে প্রভু আমার বসিয়া পড়িলেন। দুটী গণ্ডস্থল দিয়া কত আনন্দের অশ্রুর পরিবর্ত্তে তপ্ত রুদ্ধ শোকাশ্রু ঝর্ ঝর্ ক'রে পড়িতে লাগিল।

তা'র পর ধীরে ধীরে মা'য়ের কা'ছে আসিয়া তাঁর চক্ষের জল মুছাইয়া বলিলেন—

"মা——দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে॥

এই মত কালগত, দেহ কারও নয়।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়॥

ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংস্কার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥

অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
সেই সে হইল কি কার্য্য দুঃখ তায়॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রী—

উপাসনা ও উপাসক।

(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

মহাভারতেও বৈষ্ণব শব্দ ব্যবহার হইয়াছে :—

"সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
সুরথ সুধন্বা তার দুইত নন্দন।
বিষ্ণু ভক্ত দুই ভাই বিষ্ণু পরায়ণ॥
হংসধ্বজ মহারাজ ধার্ম্মিক বৈষ্ণব।
অতিথির সেবা করে করিয়া গৌরব॥"

কাশীরাম দাসের মহাভারত।

কিন্তু বৈদিক যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাত্বত ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইত। মহাভারতে উপরিচর রাজার পরিচয়ে আমরা সাত্বত শব্দ দেখিতে পাই :

"সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্‌সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥"

শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ পুরাকালে সূর্য্য মুখনিঃসৃত উপরিচর রাজা সাত্বত বিধির অনুষ্ঠান দ্বারা প্রথমে দেবেশ নারায়ণকে ও তৎপর ব্রহ্মাদির পূজা করিতেন। সাত্বত ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও পঞ্চরাত্র ধর্ম্ম একই জিনিস। টীকাকার নীলকণ্ঠ সাত্বত শব্দের অর্থ করিয়াছেন :—"সাত্বতানাং পাঞ্চরাত্রাণাং হিতং।"

এবং শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে :—

"তৃতীয় মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্ব মুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥" ভা, ১।৩।৮

অর্থাৎ তৃতীয় ঋষি-সর্গে ভগবান নারদ-রূপ গ্রহণ করিয়া পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণব-তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মতে কর্ম্ম করিলে জীব কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন :—

"সাত্বতং বৈষ্ণবং তন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমং আচষ্ট উক্তবান্।"

মহাভারতের যুদ্ধের পর বৌদ্ধ-প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু খৃষ্টাব্দ অষ্ট শতাব্দিতে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে হিন্দুধর্ম্ম নবজীবন প্রাপ্ত হয়। ইহার বহুপূর্ব্বেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। শঙ্কর-দিগ্‌বিজয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য্যের সময়ে এদেশে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস, ও-কর্ম্মহীন এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা ব্যতিত জ্ঞান ও ক্রিয়া ভেদে আরও ছয় সম্প্রদায় ছিল।

"ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
ক্রিয়াজ্ঞান বিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন।
তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিং বো লক্ষণ মুচ্যতাম্॥"

ইহার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ ও মাধবাচার্য্য, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামানন্দ, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কবীর, পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব ও ষোড়শ শতাব্দীতে বল্লভস্বামী আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্কার করেন। পদ্ম-পুরাণ মতে চারিটী বৈষ্ণব মূল সম্প্রদায় :—

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকো বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ॥

এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী রামানুজকে, ব্রহ্মা মাধবাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসনঃ নিম্বাদিত্যকে স্বীকার করেন :—

"রামানুজং শ্রীঃস্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীঃ বিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

এই চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায় হইতে অধুনা বহুবিধ বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, যথা :—অতিবড়ি, অনন্তকুলি, অভ্যাহত, অনহদপন্থী, অবধুত, আচারী, আউল, আপাপন্থী, উৎকল বৈষ্ণব, ওয়ারেকরি, কবীর পন্থী, কর্ত্তাভজা, কুড়াপন্থী, কবিরাজী, কলিন্দী কিশোরী ভজন, কুলিগায়েন কামধেনী,

কালাচাঁদী, খাকী, খুশিবিশ্বাসী, খণ্ডৈত, গোরাজী, গোবরাই, গিরি বৈষ্ণব, গুরুবাণী বৈষ্ণব, গৌরবাদী, চার, চরণ দাসী, চুহড় পন্থী, চামার চতুর্ভূজী, জগমোহনী, টহলিয়া, ঠাবেশ্বরী, তিলকদাসী, তিঙ্গল, দাদুপন্থী, দরবেশ, দর্পনারায়ণী, দুরাধারী, দণ্ডী, দরিয়া দাসী, দশমার্গী দরিয়াপন্থী, ন্যাড়া, নাগা নিহঙ্গ, নিরঞ্জনী, পাগলনাথী, পঞ্চধূনী, পরমহংশ, পলটুদাসী, ফরায়ী, ফিথল, বাউল, বলরামী, বৈরাগী, বিন্দুধারী বিরকত, বড়গণ বাণশর্য্যা ব্রহ্মচারী, মূলূকদাসী, মীরাবাই, মাধবী, মৌনবতী, মার্গী, মানভার, মহাপুরষীর, মান্দ্রাজী, মটুকাধারী, মাণিককালী, রয়দাসী, রামসানহী, রামবল্লভী, রাধাবল্লভী, রামপ্রসাদী, রাতভিখারী, রাধাস্বামী, লস্করী, বৈষ্ণবদণ্ডী, বুনিয়াদ্দাসী, বীজমার্গ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, শ্রীবৈষ্ণব, শূন্য ভজনী, সংযোগী, সেনপন্থী, পষ্ট দায়ক, সাহেবধনী, সাঁই, সাধ্বিনী, সহজী, সখীভাবক, সৎপন্থী, সৎকুলী, সৎনামী, স্বামীনারায়ণী, সতীমা, সিকসাপড়, হজরতী, হরিশ্চন্দী হরিব্যাসী ও হরিবোলা।

শ্রী সম্প্রদায়।—এই সম্প্রদায়ের গুরু প্রণালী এইরূপ অনুশরণ করা হইয়াছে। ব্যাস, বৌধায়ন, গুহবেদ, ভারুচি, ব্রহ্মানন্দ, দ্রমিড়াচারী, শ্রীপরাঙ্কুশ নাথ, যামুনমুনি, যতীশ্বর, শ্রীরামানুজ। ইহারা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক, এবং পৃথক পৃথক লক্ষ্মী, নারায়ণ, রাম, সীতা, কৃষ্ণ, কৃষ্ণরুক্মিণী, নৃসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য কৃষ্ণাবতারের উপাসনাও করিয়া থাকেন। রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় রামানুজ সম্প্রদায়ের শাখা। রামানন্দ রামানুজের শিষ্য, প্রথম শিষ্য দেবানন্দ, দ্বিতীয় হরিনন্দ, তৃতীয় রাঘবানন্দ এবং চতুর্থ রামানন্দ ছিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের কঠোরতা ত্যাগ করিয়া রামানন্দ স্বীয় মত প্রকাশ করেন। ইহারা শ্রীরামচন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। রামানন্দের শিষ্যবৃন্দ হইতে বহু শাখা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবীর পন্থি, খাকি, মুলুকদাসী, দাদুপন্থী, রয়দাসী, সেনপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তকগণ রামানন্দের শিষ্য কিম্বা প্রশিষ্য, ভক্তমালে রুইদাস প্রভৃতির বিষয় ও উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম সম্প্রদায়।—ইহা সাধারণত মধ্বাচারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। ইহা ব্রহ্মা হইতে প্রবর্ত্তিত এবং মধ্বাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের নব জীবন প্রদান

করিয়াছিলেন তজ্জন্য ইহাকে এক্ষণে মধ্বাচারী বলা হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের দ্বিতীয় প্রধান সম্প্রদায়। ইহাদিগের গুরু প্রণালী এইরূপ :—

ব্রহ্মা, নারদ, বাদরায়ন, মধ্ব, পদ্মনাভ, নরহরি, মাধব, অক্ষোভ্য, জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়ানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র ও—
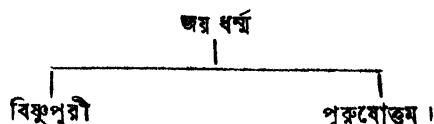
মধ্বমতে একমাত্র হরি পরতমবস্তু, জগৎ ও তদ্‌গত ভেদ সত্য বলিয়া স্বীকৃত। জীবগণ হরির অনুচর ও করুণায় উচ্চ নীচ ভাব প্রাপ্ত। জীবের নিজ সুখানুভূতিই মোক্ষ। অমলা ভক্তিই সেই মোক্ষের সাধন। প্রত্যক্ষাদি তিনটী প্রমাণ এইমতে স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবান্ হরি অখিল বেদের বেদ্য :—

শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো।
ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চ ভাবং গতাঃ॥
মুক্তির্নিজ সুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎ সাধনম্।
মোক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণ মখিলাম্নায়ৈক বেদ্যো হরি॥

প্রমেয় রত্নাবলী।

রুদ্র সম্প্রদায়—ইহা বৈষ্ণবদিগের তৃতীয় প্রধান সম্প্রদায়। বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য তজ্জন্য ইহার নাম বল্লভাচারী। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়ামধিক (১) ইহার জন্ম ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল এবং চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই:—

এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেন কালে বল্লভভট্ট মিলিলা আসিয়া॥"

এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণঃ—

(১) লেখক পূর্ব্বে বলিয়াছেন এক বল্লভস্বামী ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। বল্লভস্বামীও বল্লভাচার্য্য ইহাদের ইতিহাস সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম, পুরহর (রুদ্র), নারদ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শুক, বিষ্ণুস্বামী, জ্ঞানদেব, ত্রিলোচন, বিল্বমঙ্গল, এবং বল্লভাচার্য্য। ইহারা বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদী, 'পঞ্চবিধ মুক্তিই স্বীকার করেন শ্রীকৃষ্ণই পরম দেবতা এবং ভক্তিই মোক্ষের সাধন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায় বা সনকাদি সম্প্রদায়——ইহার অপর নাম নিমাৎ। নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক। সনক সম্বন্ধে ভাগবতে দেখিতে পাইঃ—

"তপ্তং তপো বিবিধলোক সিসৃক্ষয়ামে।
আদৌ সনাৎ স্ব তপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ॥" ভাঃ ২।৭।৫

এই সনক প্রাচীন চতুঃসনঃ নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। এবং নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল, ইনি একবার সূর্য্যের গতি রোধ করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে ভক্তমালে উল্লেখ হইয়াছেঃ—

"কৃষ্ণ ভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিযা তথা বৈশে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইযা সম্মতি॥"

ইহারা বাল গোপাল ও যুগল মূর্ত্তি রাধা কৃষ্ণের উপাসক। সালোক্যাদি মুক্তি স্বীকার করেন। ইহাদিগের মতে ভক্তিই মুক্তির সাধন।

চৈতন্য সম্প্রদায়। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় হইতে বঙ্গে প্রেমও ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, প্রেমময়, বঙ্গে আসিয়া প্রেম তরঙ্গে ভারত ভাসাইয়া গিয়াছেন, আজও ভক্তগণ সেই তরঙ্গে সুখে সন্তরণ করিতেছেন। স্বয়ং ভগবান যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন বঙ্গে ধর্ম্মের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সাংসারিক লোক বিষয় মদে মত্ত থাকিয়া নানা উপধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেনঃ—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥"

এমন সময়ে চৈতন্য দেব আবির্ভূত হইয়া এক অভিনব বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করিয়া বহু পাপী তাপীকে উদ্ধার করেন। শ্রীচৈতন্য দেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয়

বৈষ্ণব সম্প্রদায় পূর্ব্বে লিখিত চারি সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ব্রহ্মসম্প্রদায় ভুক্ত পুরুষোত্তমের প্রশিষ্য ঈশ্বর পুরীর শিষ্য ছিলেন। তজ্জন্য আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের গুরুপ্রণালী এইরূপ পাইতেছি:—
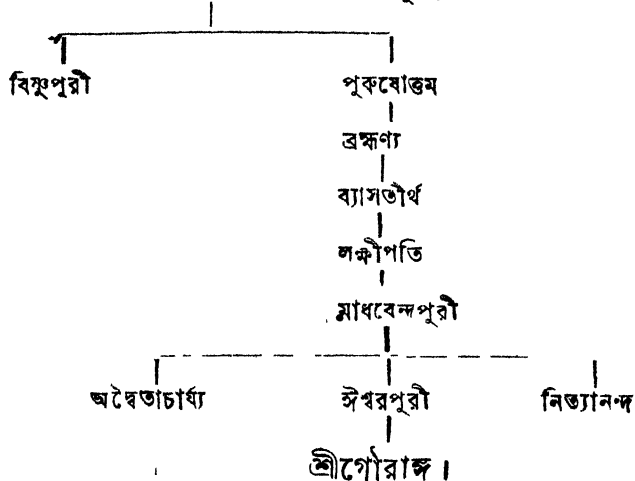
শ্রীগৌরাঙ্গদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও উপাস্য। ইহারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে হ্লাদিনী শক্তি সমন্বিত সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন বলিয়া স্বীকার করেন, এই সম্প্রদায়ের উপাসনার আরম্ভে ভক্তিই প্রধান সাধন।

আনন্দ-নগর।

(শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দত্ত লিখিত।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—:o:—

এখানকার অধিবাসীগণের জীবিকা নির্ব্বাহ সহজসাধ্য। তাঁহারা মহানন্দে এখানকার বৃক্ষাদির অনায়াসলভ্য সুমিষ্ট রসাল ফলে উদর পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্য ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। ঐ সমস্ত সুমিষ্ট

ফলে তাঁহাদের ক্ষুধা সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া যায়। সুরভী প্রমুখ গাভীগণ সকলই কামদুগ্ধা। তাহারা সুধাধারায় প্রচুর পরিমাণে সুমধুর দুগ্ধ নাগরিকগণকে প্রদান পূর্ব্বক অহরহঃ তাঁহাদের সেবা করিতেছে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এই সমস্ত ফল ও দুগ্ধ সেবনে নাগরিকগণ বলিষ্ঠ ও সুস্থকায়। রোগ শোক ইহাঁদের অপরিচিত। অধিবাসীগণ পরম ধার্ম্মিক ও সদাই প্রফুল্ল। তাঁহাদের চিত্ত ভগবানের পাদ-পদ্মে অর্পিত। জাগতিক কার্য্যকলাপ সমস্ত মঙ্গলময় বিধাতার কার্য্য, তাহা তাঁহাদের অনুকুল হউক বা প্রতিকুল হউক তন্নিমিত্ত কোন ক্ষোভ বা দুঃখ তাঁহাদের নাই। আনন্দময়ের চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় পরিপুর্ণ। হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি রিপুবর্গ এখানে আপনাদের কোনরূপ ক্ষমতা প্রসারিত করিতে পারে নাই। অধিবাসিগণ পরস্পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা সকলকে আপনার লোক বিবেচনা করিয়া থাকেন। কাহাকেও পর বলিয়া ভাবেন না। কোনরূপ স্বার্থপরতা, প্রতারণা, চৌর্য্য, পরগ্লানিতে নাগরিকগণের অন্তঃকরণ অনুমাত্র ক্ষোভিত করিতে পারে নাই, তাঁহারা নিরবধি ভগবৎ প্রেমসুধা পান করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। সকল মঙ্গলালয় ভগবানে ঐকান্তিক নির্ভরতা ইহাঁদের সকল সুখের উৎস স্বরূপ। ইহাদের প্রত্যেক কার্য্য ভগবান কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত এই ইহাঁদের জ্ঞান এই ইহাঁদের বিশ্বাস; সুতরাং কখন কোন ক্ষোভে বা দুঃখে ইহাদিগকে কাতর হইতে দেখা যায় না।

অধিবাসিগণ সকলেই ব্যবসায়ী। ভালবাসা লইয়া ইহাঁদের ব্যবসা। ব্যবসায়ের এক আশ্চর্য্য গুণ এই যে, ইহাতে কোনরূপ লোকসানের আশঙ্কা নাই। ব্যবসায় যতই চালান যায়, ততই লাভ, বিনিময়ে মুল্য পাও বা না পাও তাহাতে ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হইবে না। এই অসীম জগতের নানাস্থানে এখানকার অধিবাসিগণ আপনাদের ব্যবসা চালাইয়া থাকেন মনুষ্যের জ্ঞান অল্প, সেই সকল স্থানের পরিচয় কিরূপে পাইবে? তবে ইহাই স্থির যেখানে ভগবৎ প্রেমানন্দ বিরাজমান, সেইখানেই এই ব্যবসায়িগণ আপনাদের ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। যাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, সে এই ব্যবসায়িগণের সংশ্রয় লাভ করিয়াছে। সেই ব্যক্তি ইহাঁদের ব্যবসায়ের বস্তু ভগবৎপ্রেম ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই আনন্দে মাতোয়ারা হইতেছে। ব্যবসায়ী ক্রেতাকে এইরূপ মাতোয়ারা দেখিলে

তাঁহার মূল্য সম্পূর্ণরূপ আদায় হইল জানিতে পারিলেন এবং নিজে ও আপনদ্রব্যের বিনিময়ে লাভবান হইয়াছেন এই ভাবিয়া আনন্দে বিভোর।

নাগরিকগণের ন্যায় এখানকার যাবতীয় পশুপক্ষী উদ্ভিজ্জ ভোজী। নাগরিকগণ যেমন দ্বেষ, হিংসাদি বিবর্জ্জিত, এই সকল পশু পক্ষীও সেইরূপ গুণ-শোভিত। মঙ্গলময় বিধাতা এই বিশ্বমধ্যে এই নগরটী সর্ব্ব বিষয়ে মনোরম করিয়াছেন।

ভবনগরের প্রাকৃতিক ব্যাপারে সর্ব্বত্র বিচিত্রতা পরিদৃশ্যমান হয়! কোন স্থানে বিবিধ ফল-পুষ্প-শোভিত শ্যামল শস্যক্ষেত্র; কোন স্থানে বালুকারাশি সমাবৃত উদ্ভিদশূন্য মরুভূমি; কোন স্থান অত্যুন্নত পর্ব্বতরাজি পরিশোভিত, কোনস্থান বা অতিনিম্ন অগাধ জলরাশির আশ্রভূমি; কোন স্থান নানাবিধ শ্বাপদ সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী পরিপূর্ণ; কোন স্থান বিবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য পরিশোভিত বহুল জনগণে সমাকীর্ণ। কোথাও মনোমোহন-কর স্বাস্থ্যপ্রদ পরম রমণীয় উদ্যান, গোলাপ মল্লিকাদি নানাবিধ পুষ্প তরুগণ স্তবকে স্তবকে প্রসূনরাশি বিকাশ করিয়া সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, কোথায় আবার পূতিগন্ধ সমাকুল পীড়ার আবাসভূমি অস্বাস্থ্যকর প্রদেশসকল মানব-হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে। কোন স্থানে হংস, সারস কারণ্ডবাদি সমাকুল সরোবর সকল স্বচ্ছ জলরাশির উপরিভাগে-সুমন্দ সমীরণ প্রবাহে মৃদু মৃদু হিল্লোল সকল উত্থাপিত করিয়া পরম রমণীয় আকার ধারণ করিতেছে; আবার কোন স্থান বা কুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তু পরিপূর্ণ বিশাল সাগর সকল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ মালায় পরিব্যাপ্ত। কোন স্রোতস্বিনীর জল সুমিষ্ট ও পানীয়, কোন কোন নদীর জল লবণাক্ত ও পানের একান্ত অযোগ্য। কোন কোন স্থলে আবার এই সকল পরস্পর বৈষম্যভাবের উভয় ভাব বিমিশ্রিত। যাবতীয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি বিভিন্ন আহারোপজিবী বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন, মনুষ্যমধ্যে কোন মনুষ্য অপর মনুষ্যের সহিত কি অবয়ব, কি গুণ কোনবিষয়ে সর্ব্বতো ভাবে মিল নাই। প্রত্যেকের রূপ গুণ বিভিন্ন। বস্তুতঃ চিন্তা করিয়া দেখিলে বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে বৈচিত্র স্থাপন করাই বিশ্বপতির অভিপ্রেত। তিনি এই নগর মধ্যে বিবধ বিচিত্রতা স্থাপন করিয়া ও সমভাবে সকলস্থানে আপনার করুণা প্রকাশ করিতেছেন। একজীব যে আহার বিহার অতি কদর্য্য ও ঘৃণার বিষয় বিবেচনা করে অপরজীব সেই আহার বিহার পরম সুখকর বিবেচনা করে।

ভগবান্ বিশ্বপতি যাহার যেরূপ আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন সে তাহাতেই সুখী কদাপি তাহা ছাড়িতে চায় না। সুতরাং এইরূপ বিচিত্র বিধান করিয়া তিনি কোন প্রাণীকে আনন্দ পরিশূন্য করেন নাই। তাহার আহার বিহার সমাধান কারণ বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সেই পরম কারুণিক বিধাতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। নিজের আহার বিহারোপযোগী যতটুকু যে যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা তাহারই থাকুক বাকী দ্রব্য যাহাদের নাই তাহারা গ্রহণ করুক্ একরূপ জ্ঞান বা বিবেচনা এখনে কাহার ও নাই। কেহ বিশ্বপতির এই দান অযথা যথেষ্টরূপে অপব্যবহার করিতেছে কেহবা এই দানের কিছুমাত্র না পাইয়া বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতেছে।

ভবনগর নিবাসী কি মনুষ্য, কি পশু, কি পক্ষী সকল প্রাণীই যেন সদা শঙ্কা-কুল এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আনন্দ করিতেছে আবার শঙ্কুচিত হইয়া বিচরণ করিতেছে। মনুষ্য নিজের পুত্রটী অতিমহৎ বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাতে আপনার সুখ হয় তাহার জন্য সুমহৎ ক্লেশ ভোগ করিতে হইলেও তাহাকে ক্লেশ বলিয়া বিবেচনা করে না। তাহার সেই সুখের জন্য যাবতীয় নিষ্ঠুর কার্য্যের আয়োজন তাহার করণীয়, ঐ নিষ্ঠুর কার্য্য সমাধা করিতে সে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ নহে প্রত্যুত অবাধে সম্পাদন করিয়া থাকে। এই মনুষ্য হইতে পশু পক্ষীর আশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ঈশ্বর নির্ভরতা নাই; সুতরাং মনের বল কম। নানারূপে সদাই শঙ্কায় আকুল। মঙ্গলময় বিধাতা কর্ত্তৃক মনুষ্যের সমস্ত কার্য্য নিয়মিত, তিনি মঙ্গল ব্যতীত কখনই মনুষ্যের অমঙ্গল করিবেন না যাহাতে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় ঈশ্বর তাহাই করিবেন এই জ্ঞান যাহার হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে তাহার হৃদয়ে শঙ্কার স্থান মোটেই নাই।

ভবনগর অধিবাসী মানবগণের মনে সন্তোষ প্রায় প্রকাশিত হয় না। একটী সুখের বস্তু পাইবার পরই অপর একটী সুখের বস্তু পাইবার জন্য তাহাদের চেষ্টা হইতে থাকে; এইরূপে উপর্য্যুপরি সুখের চেষ্টায় মনুষ্যগণ বিব্রত হইতে থাকে। তাহাদের জীবন সুখ পাইবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু প্রকৃত সুখ ভোগ তাহাদের অদৃষ্টে মিলিল না। যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় এরূপ দ্রব্যের অভাব নাই কিন্তু সে অবস্থায় মনুষ্য থাকিতে ইচ্ছুক নহে।

এই সকল দ্রব্য অপরের আছে আমার নাই সেই ক্ষোভ দূর করিবার জন্য অপরের সেই সকল দ্রব্যের ন্যায় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য মানুষ লালায়িত। আহার বিহারোপযোগী অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চিত হইলে যদি মনুষ্য সন্তোষ লাভ করে তাহা হইলে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য অপর যে সকল পারমার্থিক কার্য্য আছে তাহার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে তাহা হইলে মনুষ্যের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে আর এই অসন্তোষে মনুষ্যের লাভ কি হইলে? চেষ্টার পর চেষ্টায় তাহার কেবল ক্লেশ, কেবল দুঃখ। সন্তোষরূপ অমৃতের খনি যিনি লাভের জন্য প্রয়াসী হইলেন না এই সংসারে ক্লেশ ও দুঃখ ভোগ ব্যতীত তাঁহার আর কি লাভ হইল?

ভবনগরের অধিবাসীগণের ভাগ্যে প্রকৃত আনন্দ ভোগ ঘটিল না। যিনি পারমার্থিক সুখে বঞ্চিত তাঁহার আবার আনন্দ কোথায়? একটী অভিপ্সিত কার্য্য সম্পাদিত হইল অমনি আনন্দ আসিল। কিন্তু ঐ আনন্দ অল্পক্ষণ মধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইল। ঐ ক্ষণস্থায়ী আনন্দের বল অতি সামান্য। মনুষ্যকে মাতোয়ারা করিতে একবারে অশক্ত। আনন্দের পর অধিকাংশ স্থলে নিরানন্দের দর্শন ঘটে। শুটীকথক শুস্ক পত্রের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় সামান্য ক্ষণের জন্য ইহার বিকাশ কিন্তু পরক্ষণেই ইহার নির্ব্বাণ। এই অলীক আনন্দের জন্য সংসারে প্রতিবিম্বিত কত যে ভীষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

স্বার্থপরতা অত্রত্য অধিবাসীগণকে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মনুষ্যের যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে এই ঘোর রাক্ষসী তৎ সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এই স্বার্থ পরতার নিকট পিতামাতা কখন বা ভার্য্যা পর্য্যন্ত পর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্ত মহামায়া মনুষ্য সংসারে বহু বহু দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিতেছে। বিশ্বপতি, ভবনগর নিবাসী জনগণের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শনের কিছু মাত্র ত্রুটী কোন প্রকারে করেন নাই কিন্তু স্বার্থান্ধ অধিবাসী তাঁহার সেই মঙ্গলময় কার্য্য ও উদ্দেশ্য সকল হৃদয় মধ্যে চিন্তা করে না বা সেই মঙ্গলদাতার প্রতি তিল মাত্র কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে না। স্বার্থপর জীবের নিকট ভগবান্ নাই, ধর্ম্ম নাই।

এই ভবনগরে এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা চক্ষের উপর ভগবানের অসীম মহিমা ও অপার করুণার কার্য্য সকল সুস্পষ্ট অবলোকন করিতে পারিয়াও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না; পরন্তু নানা বিধ তর্ক জাল ও কুবুদ্ধি বিস্তার করিয়া সেই পরম পিতার মহিমা ও করুণা বিলোপ সাধন চেষ্টায় অপরের হৃদয় বহুল অনর্থ সঙ্কুল সংশয় রাশিতে কলুষিত করিতেছে। হে কুট বুদ্ধি সম্পন্ন নাস্তিকগণ! তোমরা কি জান না যে, যিনি এই প্রপঞ্চ প্রকৃতির পর পারে অবস্থিত, প্রকৃতির গুণাগুণ লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক জাল বিস্তার করা বিড়ম্বনার বিষয়? তিনি হৃদয়ের জিনিষ। তাঁহার একান্ত ভক্ত জানিয়াছেন তিনি কি অপূর্ব্ব পদার্থ।

ক্রমশঃ।

বর্ষশেষে নিবেদন।

—— :০: ——

সুহৃদয় পাঠকগণ! সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের অপরিসীম কৃপায় আজ ভক্তির ১৩শ বর্ষ শেষ হইল। ভক্তি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয়ের নিত্যধাম প্রাপ্তির পর মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি যে পত্রিকা প্রচারে সমর্থ হইবে এরূপ সম্ভাবনাই ছিলনা। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আপনাদিগের মহান্ সহানুভূতি রূপ কৃপাশীর্ব্বাদে ও শ্রীভগবানের অপার করুণায় এই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত যে কোন প্রকারেই হউক আপনাদিগের করে যে ভক্তি পত্রিকা প্রদান করিতে পারিয়াছি তজ্জন্য আমি আমাকে কৃতার্থবান মনে করি। কৃপা করিবেন যেন যত দিন বাঁচিয়া থাকি এইভাবে ভক্তি চর্চ্চায় রত থাকিয়া জীবন জনম সার্থক করিতে পারি।

মানুষতো চিরকালই আশার দাস বটে? ক্রমিক যদি আশার বৃদ্ধিই না হইত তাহা হইলে মানুষ কোন কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। সুতরাং আশাই যাবতীয় কার্য্যের মূল। আমিও তাই পত্রিকা প্রচারের অযোগ্য হইয়াও মনুষ্য জীবনের দুর্লভ সময় সৎকথার আলোচনায় আপনাদিগের সহিত ভাবের আদান প্রদানে কাটাইয়া আপনাদিগের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির আশায় নানাবিধ কার্য্যের মধ্যেও এই পত্রিকা প্রচার ভার স্কন্ধে লইয়াছি। তবে ইহাদ্বারা মানুষের যে কোন বিষয়েই কর্ত্তৃত্ব নাই, সর্ব্বশক্তিমান পরম পুরুষ শ্রীভগবানই যে জীবের চালক, তাঁহার ইচ্ছাতেই যে জীবের সকল আশা সকল ইচ্ছা ও সকল কর্ম্ম সম্পাদন হইতেছে তাহা বেশ অনুভব করিতেছি। সদুদ্দেশ্যে আরব্ধ কর্ম্ম সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মঙ্গলময়ের কৃপায় যে সম্পূর্ণ হয় তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে উদ্দেশ্য লইয়া ভক্তি জনসমাজে প্রকাশ হইয়াছিলেন আপনাদিগের সহানুভূতিতে কিছু কিছু সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া প্রাণ যথার্থই আনন্দে মাতিয়া উঠিতেছে, কিন্তু প্রাণে বড়ই একটা আক্ষেপ উঠিতেছে যে, ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা সেই আচার্য্য প্রবর অগ্রজ মহাশয়কে আজ ইহা দেখাইতে পারিলাম না। নানাস্থান হইতে নানাভাবের লোক ভক্তি পাঠে উপকৃত হইয়া আমাকে

জানাইতেছেন যে, "সদুপদেষ্টা গুরুস্থানীয়া ভক্তি যেন বন্ধ না হয়" যদিও পত্রিকা প্রচার দ্বারা প্রতিপত্তিলাভ বা অর্থোপার্জ্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তথাপিও উপকার প্রাপ্তি সূচক পত্রাদিপ্রাপ্তে উৎসাহিত হইয়া আবার আগামী বৎসরের জন্যও পত্রিকা প্রচারে সঙ্কল্প করিলাম।

যাহা হউক এ সকল বিষয় আলোচনার দ্বারা আপনাদিগের প্রবন্ধ পাঠের সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এই মাত্র নিবেদন যে, এই ১৩শ বর্ষ যাবৎ যেরূপ স্নেহের চক্ষে ভক্তিকে দেখিয়া আসিতেছেন আগামী বর্ষেও যাহাতে সে কৃপালাভে ভক্তি বঞ্চিত না হন আপনারা সকলে মিলিয়া তাহা করিবেন।

কলিকাতা 'ভাগবত ধর্ম্মমণ্ডলের' কর্ত্তৃপক্ষগণ ভক্তির পরিদর্শনের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রতরত্ন মহাশয় অবৈতনীক সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন সে জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

নানাকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া নানাস্থানে গমনাগমনের জন্য যথাসময় পত্রিকা প্রচারের যে বিলম্ব হইয়াছে এবং দুষ্পরিহার্য্য রূপে যে সকল মুদ্রাকরের প্রমাদসংঘটিত হইয়াছে সে সকল দোষ গ্রহণ না করিয়া প্রবন্ধের ভাব গ্রহণ করিয়া সকলে আমাকে কৃপা করুন এবং বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে একটু প্রচার করিয়া কার্য্যের সহায়তা করুন ইহাই বিনীত নিবেদন।

এবার পৃথক পত্রাঙ্কে দুইখানি শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ হইতেছেন, একখানি শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে ২য় খানি অর্থাৎ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা খানি এদেশে অপ্রকাশিত পূজ্যপাদ শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষ্য এবং সুবিস্তৃত তাৎপর্য্যানুবাদ সহ প্রকাশ হইতেছে। উক্ত দুইখানির ১খানি শেষ হইলে ও ভক্তগণের উৎসাহ পাইলে আমরা বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু খানি প্রকাশ আরম্ভ করিব, আশা আছে। ভক্ত পাঠকগণের স্নেহ দৃষ্টি এবং শ্রীভগবানের কৃপাই এক্ষণে আমার প্রধানতম সম্বল। আশা করি এই সকল গ্রন্থ প্রচারে সকলেই যথাসাধ্য সহানুভূতি দেখাইবেন।

বিনীত নিবেদক—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।